অপরাধ-বিজ্ঞান

সপ্তম খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এম. এস্-সি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

ফোন :—৩৪-১৭৪৪ গ্রাম :—Publicasun, Cal.

চার টাকা

বৈশাখ—১৩৬১

উৎসর্গ

ভারসা য়ুনভারসিটীর

ভুতপূর্ব্ব অধ্যাপক

মস্কোস্থ ভারতীয় দূতাবাসের

ফার্ষ্ট সেক্রেটারী

বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত

প্রিয় কনিষ্ঠ

ডাঃ হিরণ্ময় ঘোষাল, Ph. D. কে

প্রীতির সহিত

বড়দা—

অপরাধ-বিজ্ঞান

সপ্তম খণ্ড

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

অপরাধ-নির্ণয় এবং অপরাধ-নিরোধ রাষ্ট্র মাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। অপরাধ-নির্ণয়ের প্রথমার্দ্ধ পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে উহার দ্বিতীয়ার্দ্ধ বর্ত্তমান খণ্ডে বর্ণিত হবে। অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধেও পুস্তকের বর্ত্তমান খণ্ডে আলোচনা করা হবে। অপরাধ-নির্ণয় সম্পর্কে বিজ্ঞানের দানও অসীম। বিজ্ঞানের সাহায্যে অপরাধ-নির্ণয় সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাক। বহুক্ষেত্রে অকুস্থল পরিদর্শন, বিবৃতি গ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী আমরা অপকর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও এক বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছি এবং তদনুযায়ী তদন্ত কার্য্যও সুরু করে দিয়েছি, কিন্তু অকুস্থলে বা অন্যত্র প্রাপ্ত দ্রব্যাদির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত একান্ত রূপে ভুল। এইরূপ স্থলে পূর্ব্বেকার সিদ্ধান্তের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে আমরা সম্পূর্ণ এক নূতন পথে তদন্ত পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছি। ধরা যাক, একজন সাক্ষী বিবৃতি দিলো অপরাধী ঐ কাপড়ে রক্ত মাখা ছুরিকা পুঁছেছিল এবং, কাপড়ের উপর ঐ রক্তের দাগ মনুষ্য রক্তের। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গেল যে ঐ বস্ত্র খণ্ডে মনুষ্য রক্ত নেই, উহাতে লেগে আছে ছাগ রক্ত। এর পর স্বভাবতঃই তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে উহা ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে আমরা বাধ্য হবো।

এইরূপ ব্যবস্থার সহিত বর্ত্তমান চিকিৎসা শাস্ত্রের তুলনা করা চলে। কোনও রোগীর নাড়ী বা বুক পরীক্ষা করে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার রোগ কি তা ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন। উপরোক্ত পরীক্ষার পর প্রয়োজন বোধে চিকিৎসকগণ রোগীর মূত্র, বিষ্ঠা, সিরন ও রক্ত পরীক্ষা এবং বক্ষের এক্স'রে পরীক্ষারও ব্যবস্থা করে থাকেন। বহুক্ষেত্রে এই সকল বৈজ্ঞানিক এবং অনুবীক্ষণিক পরীক্ষার পর রোগ সম্বন্ধে তাঁরা তাঁদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনও করেছেন। চিকিৎসকদের নাড়ী, বক্ষ প্রভৃতি পরীক্ষা কার্য্যের সহিত রক্ষীদের অকুস্থল পরিদর্শন, সাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যের তুলনা করা চলে। ডাক্তারদের ন্যায় রক্ষীগণও তাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত যাচাই করে নেবার জন্যে বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। অপরাধ তদন্ত সম্পর্কে সাধারণতঃ রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, দেহ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং অপরাধ-বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। অপতদন্তের কারণে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করবো। বিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপে অপরাধ-নির্ণয় করা সহজ সাধ্য তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমরা অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে দুইখানি ছুরি উদ্ধার করতে সমর্থ হই। হত্যাকাণ্ডের পর ছুরি দুইখানি হত্যাকারীরা ঐ স্থানে ফেলে পলায়ন করেছিল। এই বহিরাগত দ্রব্য দুইটি আমরা সযত্নে রক্ষা করে পরীক্ষার জন্যে রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। রাসায়নিক পরীক্ষকের রিপোর্ট হতে আমরা অবগত হই যে একটি ছুরির ফলায় ও বাঁটে ফলের রস পাওয়া গিয়েছে এবং অপর ছুরিকার ফলায় মনুষ্য রক্ত এবং উহার বাঁটের খাঁজে গন্ধকের ও কয়লার (shoot)

গুঁড়ো পাওয়া গিয়েছে। এই রিপোর্ট পাওয়ার পর আমাদের তদন্তের গণ্ডি ছোট হতে ছোট হয়ে আসে অর্থাৎ উহার পরিধি স্বল্পায়তন হয়ে যায়। আমরা তখন এমন সকল ব্যক্তির খোঁজ খবর করি যারা ফলের দোকানে বা গন্ধকের কারখানায় কাজ করে। এই সময় আমরা অনুসন্ধান করতে সুরু করি কোনও ফল বিক্রেতা বা কারখানার মজদুরের সহিত ঐ নিহত ব্যক্তির পূর্ব্ব হতে পরিচয় ছিল কি'না? নিকটবর্ত্তী এক গন্ধকের কারখানা এবং বাজারের ফলের দোকান সমূহেও আমরা অনুসন্ধান করতে থাকি। পরিশেষে তদন্ত দ্বারা আমরা অবগত হয়েছিলাম, যে ঐরূপ দুই ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির সহিত কোনও এক বণিতার গৃহে যাতায়াত করতো। আমরা এইবার ঐ বণিতাকে খুঁজে বার করে তার নিকট হতে অবগত হই যে হত্যার দুইদিন পূর্ব্বে ঐ দুই ব্যক্তির সহিত নিহত ব্যক্তির দারুণ কলহ হয়েছিল। এর পর আমরা ঐ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করি এবং তাদের বসত বাটি হতে রক্ত মাখা কাপড ও কিছু অপহৃত দ্রব্যও উদ্ধার করতে সমর্থ হই। আমরা এমন বহু সাক্ষী সাবুতও পাই যারা ছুরিকা দুইটী আসামীদ্বয়ের সম্পত্তি রূপে সনাক্ত করতেও পেরেছিল।

বলা বাহুল্য যে কোনও এক দ্রব্য কারখানা সমূহে হামেসা নিয়ে গেলে অলক্ষ্যে কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির উপকরণের এবং কয়লার সুক্ষ্মাণুসুক্ষ্ম গুঁড়া (shoot) অলক্ষ্যে উহার খাঁজে খাজে জমা হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে অপর একটী উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। উদাহরণটী প্রণিধান যোগ্য।

অপহরণের পর অপহারকরা ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদির উপরকার নম্বর, লেখা, অক্ষর প্রভৃতি মালিকানা চিহ্ন সমূহ উকা দিয়ে ঘসে তুলে ফেলে যাতে ঐ গুলিকে মালিকরা সনাক্ত করতে না পারে। পদার্থ

বিদ্যার ছাত্র মাত্র অবগত আছেন যে কোনও কোনও ধাতুর উপর আঁচড় কাটলে উহার দাগ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে দৃষ্টির অগোচরে ঐ ধাতু দ্রব্যের শেষ স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে যায়। এই কারণে উপরকার দৃশ্যমান স্থূল দাগ উঠিয়ে ফেললেও দৃষ্টি বহির্ভূত সূক্ষ্ম দাগ উহার নিম্ন স্তরগুলিতে থেকে যায়। এমন কয়েকটী রাসায়নিক পদার্থ আছে যাহা তুলার সাহায্যে দ্রব্যাদির যে অংশের উপর হতে অক্ষর বা চিহ্ন উঠিয়ে ফেলা হয়েছে, তাহার উপর ধীরে ধীরে ঘসলে উহার নিম্নস্তরের ঐ সূক্ষ্ম দাগ বা অক্ষর স্থূলরূপে প্রকট হয়ে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

এইরূপ কোনও দ্রব্য কোনও ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত হলে তাহাকে আমরা চোর বা চোরাই মালের গ্রাহকরূপে ধরে নিতে পারি।

রাসায়নিক পদার্থাদির সাহায্যে ট্র্যাপিঙ বা ফাঁদের কার্য্যও সুচারু-রূপে সমাধা করা যেতে পারে। একপ্রকার রাসায়নিক শ্বেত গুঁড়া আছে, যা কোনও বস্তুর উপর ছড়িয়ে দিলে উহার উপর তাহা অদৃশ্যরূপে সেঁটে থাকে। কেহ ঐ বস্তুর উপর হাত রাখলে বা উহা হস্ত দ্বারা ছুঁলে তার অজ্ঞাতে উহা তার হস্তের সহিত সংলগ্ন হয়ে যায়। এবং এর পর ঐ ব্যক্তি জল দিয়ে হাত ধোয়া মাত্র উহা লোহিতাকার ধারণ করবে। অর্থাৎ যতোই সে জলে হাত ধোবে ততোই তার হাত লাল হয়ে যাবে। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"অমুক অফিসের টেবিল হতে প্রায় এটা ওটা সেটা চুরি যেতে থাকে, কিন্তু চোর যে কে তা ধরা যাচ্ছিল না। আমি উক্তরূপ কেমিক্যালের অদৃশ্য গুঁড়া ঐ টেবিলের দ্রব্যাদির উপর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় ছড়িয়ে রেখেছিলাম। ঐ গুঁড়া কারো হাতে লাগলে উহাতে জল লাগা মাত্র ক্রমশঃ হাত রক্তাভ ধারণ করবে। এই দিন প্রত্যূষে এসে দেখি ঐ

অফিসের একজন চাপরাশী তার হাত যতোই জলে ধুচ্ছে ততোই লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে। এইরূপে প্রকৃত চোর কে তা আমরা বুঝে নিতে পেরেছিলাম।”

বহুক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে নিহত বা আহত ব্যক্তি তার আততায়ীর কেশ গুচ্ছ সজোরে টেনে ধরেছে এবং আততায়ী তার কয়েকটী কেশ নিহত বা আহত ব্যক্তির হাতের মুঠায় রেখে পলায়ন করেছে। রাসায়নিক পরীক্ষকগণ অপরাধীর মস্তকের কেশ এবং নিহত ব্যক্তির মুঠার মধ্যে ন্যস্ত কেশ পরীক্ষা করে বলে দিয়েছে যে ঐ পরিত্যক্ত কেশ আততায়ীর মস্তক হ'তেই ছিঁড়ে পড়েছিল! এমন কি ঐ অপরাধী কিরূপ সাবান বা তৈল ব্যবহার করে থাকে তা'ও তাঁরা বলে দিতে পেরেছেন। কোনও একটি কেশ মস্তকের বা যৌনদেশের বা দেহের কোন অংশের তাহাও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা বলে দেওয়া সম্ভব। ধর্ষিতা নারীর দেহে বা বস্ত্রে যদি অপরাধীর যৌনদেশের কেশ পাওয়া যায় তা'হলে উহা বলাৎকার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে।

অপরাধীদের নিকট হ'তে বয়ান বা বিবৃতি এবং স্বীকৃতি বা একরার গ্রহণ সম্পর্কেও বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা চলে। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপে অপরাধীদের নিকট হতে স্বীকৃতি আদায় সম্ভব তা পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে 'বিবৃতি গ্রহণ' * শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এক্ষণে স্বীকৃতি গ্রহণের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। মিথ্যা

* জিজ্ঞাসাবাদের সময় সাবধানে অপরাধীদের মনের গতি সম্বন্ধে রক্ষীদের সচেতন থাকা উচিত। কোনও এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অপরাধীদের মন স্বীকৃতি প্রদানে উন্মুখ হয়ে উঠে। অপরাধীর মনে “বলবো বলবো” ভাবের উদয় হচ্ছে বুঝা মাত্র অন্য কোনও প্রশ্ন তাকে না করে যেটুকু সে বলতে উন্মুখ হয়েছে তা তাকে আগে বলতে দেওয়া উচিত।

কথা বলতে হ'লে কিছুটা মানসিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়, অবলীলাক্রমে সকল ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা সম্ভব হয় না। উপরোক্ত রূপ বৈজ্ঞানিক সত্যের কারণে বহু প্রকার 'লাই ডিটেকটার' যন্ত্রের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। কেহ কেহ বলেন, কার্ডিওগ্রাফ বা অনুরূপ যন্ত্রের সাহায্যেও এই কার্য্য করা চলে। ঘূর্ণায়মান একটী ছোট ড্রাম ঘিরে ভূষা মাখা কাগজ সেঁটে দেওয়া হয়। ঐ যন্ত্রের ষ্টাইলাসের ছুঁচি মুখ ঐ ড্রামের কাগজে ন্যস্ত রাখা হয় এবং উহার পশ্চাদ্দেশ একটি চাকতির সাহায্যে একটা পাতলা রবার আঁটা ফাঁপা রেকাবের উপর ন্যস্ত থাকে। এই ফাঁপা রেকাবের তলদেশে একটি ফাঁপা রবারের নলের একটী মুখ সংযুক্ত রেখে উহার অপর মুখ অপরাধীর বক্ষের চারিদিক ঘিরে বেঁধে দেওয়া হয়। ইহার ফলে অপরাধীর শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত তাল রেখে অর্থাৎ সমতালে যন্ত্রের ষ্টাইলাসটীও উঠা নামা করে এবং উহার ফলে ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর বিবিধরূপ উঁচু নাচু রেখা বা কার্ভের সৃষ্টি হতে থাকে। মানুষের মানসিক অবস্থানুযায়ী তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্ত চলাচল কমবেশী দ্রুত বা মন্থর হয়ে থাকে, এই কারণে ঐ সকল উঁচু নীচু রেখারও বিবিধরূপ তারতম্য ঘটে থাকে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক রবারের নলের অপর মুখ অপরাধীর বক্ষে বেঁধে না দিয়ে হস্তের ধমণীর উপরও বেঁধে দিয়েছেন, তাহার দেহের রক্তচলাচলের গতি লক্ষ্য করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য।

উপরোক্ত রূপ কোনও এক যন্ত্র অপরাধীর দেহে সংযুক্ত করে রক্ষিগণ তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি যা বললে তা সত্য? অপরাধী মিথ্যা বললে মানসিক প্রতিরোধের কারণে যেরূপ কার্ভের সৃষ্টি হবে, অপরাধী সত্য বললে ঐ ড্রামের উপর সেরূপ কার্ভের সৃষ্টি কদাচ হবে না। ধরা যাক কোনও এক হত্যাকারীকে এইরূপ অবস্থায় একটী বাঙলার ম্যাপে বীরভূম

জিলার উপর অঙ্গুলি ন্যস্ত করে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুমি কি নিহত ব্যক্তিকে এই জিলার কোনও স্থানে পুঁতে রেখেছো ?' উত্তরে সুচতুর অপরাধী নিশ্চয়ই বলবে 'না'। এরপর একে একে অনুরূপ প্রশ্ন বাঙলার প্রতিটি জিলার উপর অঙ্গুলি রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে সে একইরূপ উত্তর করলো, 'না' ; এরপর চব্বিশ পরগণা জিলা সম্বন্ধে তাকে অনুরূপ প্রশ্ন করা হলে, সে ঐ একই উত্তর দিলে 'না', কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা গেল ড্রামের কার্ভ সম্পূর্ণ নূতন রূপে চিত্রিত হয়ে গিয়েছে, তার পূর্ব্বতন গতি ও পন্থা পরিত্যাগ করে। বলা বাহুল্য, নিহত ব্যক্তির দেহ চব্বিশ পরগণা জিলার এক স্থানে ঐ হত্যাকারী প্রোথিত করে রেখেছিল। অন্যান্য জিলার ন্যায় চব্বিশ পরগণা জিলা সম্পর্কেও হত্যাকারী উত্তরে 'না' বললেও প্রতিরোধের কারণে তার মনের গতির পরিবর্ত্তন ঘটে, অর্থাৎ তার ধমনির রক্ত ও শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ভিন্নরূপ হয়ে উঠে ; এইরূপ অবস্থায় উহার বাহ্যিক অভিব্যক্তি অনুযায়ী ড্রামের উপরকার কার্ভের গতিও ভিন্ন রূপ হতে বাধ্য। সুচতুর বৈজ্ঞানিক ইহা বুঝে এইবার চব্বিশ পরগণা জিলার একটী মানচিত্র অপরাধীর চক্ষুর সম্মুখে মেলে ধরে জিজ্ঞেস করলে, মৃতদেহটী কি তুমি বারাসত মহকুমার কোনও গ্রামে পুঁতে রেখে দিয়েছো। এই ভাবে অপরাধী এই জিলার প্রতিটী মহকুমা সম্পর্কে একই ভাবে উত্তর দিয়েছিল 'না'। কিন্তু ব্যারাকপুর মহকুমা সম্পর্কে সে 'না' বললেও বৈজ্ঞানিক কার্ভের গতি হ'তে বুঝে নিলো, হত্যাকারী ঐ মহকুমারই এক গ্রামে মৃত দেহ পুঁতে রেখেছে। এর পর ঐ বৈজ্ঞানিক অপরাধীর চক্ষুর সম্মুখে একখানি ব্যারাকপুর মহকুমার ম্যাপ মেলে ধরলেন এবং এর পরে আশানুরূপ ফল পেয়ে ঐ মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটী শহরের ম্যাপখানির সাহায্যে মৃতদেহটী

কথা বলতে হ'লে কিছুটা মানসিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়, অবলীলা-ক্রমে সকল ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা সম্ভব হয় না। উপরোক্ত রূপ বৈজ্ঞানিক সত্যের কারণে বহু প্রকার 'লাই ডিটেকটার' যন্ত্রের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। কেহ কেহ বলেন, কার্ডিওগ্রাফ বা অনুরূপ যন্ত্রের সাহায্যেও এই কার্য্য করা চলে। ঘূর্ণায়মান একটী ছোট ড্রাম ঘিরে ভূষা মাখা কাগজ সেঁটে দেওয়া হয়। ঐ যন্ত্রের ষ্টাইলাসের ছুঁচি মুখ ঐ ড্রামের কাগজে ন্যস্ত রাখা হয় এবং উহার পশ্চাদ্দেশ একটি চাকতির সাহায্যে একটা পাতলা রবার আঁটা ফাঁপা রেকাবের উপর ন্যস্ত থাকে। এই ফাঁপা রেকাবের তলদেশে একটি ফাঁপা রবারের নলের একটী মুখ সংযুক্ত রেখে উহার অপর মুখ অপরাধীর বক্ষের চারিদিক ঘিরে বেঁধে দেওয়া হয়। ইহার ফলে অপরাধীর শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত তাল রেখে অর্থাৎ সমতালে যন্ত্রের ষ্টাইলাসটীও উঠা নামা করে এবং উহার ফলে ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর বিবিধরূপ উঁচু নীচু রেখা বা কার্ভের সৃষ্টি হতে থাকে। মানুষের মানসিক অবস্থানুযায়ী তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্ত চলাচল কমবেশী দ্রুত বা মন্থর হয়ে থাকে, এই কারণে ঐ সকল উঁচু নীচু রেখারও বিবিধরূপ তারতম্য ঘটে থাকে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক রবারের নলের অপর মুখ অপরাধীর বক্ষে বেঁধে না দিয়ে হস্তের ধমণীর উপরও বেঁধে দিয়েছেন, তাহার দেহের রক্তচলাচলের গতি লক্ষ্য করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য।

উপরোক্ত রূপ কোনও এক যন্ত্র অপরাধীর দেহে সংযুক্ত করে রক্ষিগণ তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি যা বললে তা সত্য? অপরাধী মিথ্যা বললে মানসিক প্রতিরোধের কারণে যেরূপ কার্ভের সৃষ্টি হবে, অপরাধী সত্য বললে ঐ ড্রামের উপর সেরূপ কার্ভের সৃষ্টি কদাচ হবে না। ধরা যাক কোনও এক হত্যাকারীকে এইরূপ অবস্থায় একটী বাঙলার ম্যাপে বীরভূম

জিলার উপর অঙ্গুলি ন্যস্ত করে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুমি কি নিহত ব্যক্তিকে এই জিলার কোনও স্থানে পুঁতে রেখেছো?' উত্তরে সুচতুর অপরাধী নিশ্চয়ই বলবে 'না'। এরপর একে একে অনুরূপ প্রশ্ন বাঙলার প্রতিটি জিলার উপর অঙ্গুলি রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে সে একইরূপ উত্তর করলো, 'না'; এরপর চব্বিশ পরগণা জিলা সম্বন্ধে তাকে অনুরূপ প্রশ্ন করা হলে, সে ঐ একই উত্তর দিলে 'না', কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা গেল ড্রামের কার্ভ সম্পূর্ণ নূতন রূপে চিত্রিত হয়ে গিয়েছে, তার পূর্ব্বতন গতি ও পন্থা পরিত্যাগ করে। বলা বাহুল্য, নিহত ব্যক্তির দেহ চব্বিশ পরগণা জিলার এক স্থানে ঐ হত্যাকারী প্রোথিত করে রেখেছিল। অন্যান্য জিলার ন্যায় চব্বিশ পরগণা জিলা সম্পর্কেও হত্যাকারী উত্তরে 'না' বললেও প্রতিরোধের কারণে তার মনের গতির পরিবর্ত্তন ঘটে, অর্থাৎ তার ধমনির রক্ত ও শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ভিন্নরূপ হয়ে উঠে; এইরূপ অবস্থায় উহার বাহ্যিক অভিব্যক্তি অনুযায়ী ড্রামের উপরকার কার্ভের গতিও ভিন্ন রূপ হতে বাধ্য। সুচতুর বৈজ্ঞানিক ইহা বুঝে এইবার চব্বিশ পরগণা জিলার একটী মানচিত্র অপরাধীর চক্ষুর সম্মুখে মেলে ধরে জিজ্ঞেস করলে, মৃতদেহটী কি তুমি বারাসত মহকুমার কোনও গ্রামে পুঁতে রেখে দিয়েছো। এই ভাবে অপরাধী এই জিলার প্রতিটী মহকুমা সম্পর্কে একই ভাবে উত্তর দিয়েছিল 'না'। কিন্তু ব্যারাকপুর মহকুমা সম্পর্কে সে 'না' বললেও বৈজ্ঞানিক কার্ভের গতি হ'তে বুঝে নিলো, হত্যাকারী ঐ মহকুমারই এক গ্রামে মৃত দেহ পুঁতে রেখেছে। এর পর ঐ বৈজ্ঞানিক অপরাধীর চক্ষুর সম্মুখে একখানি ব্যারাকপুর মহকুমার ম্যাপ মেলে ধরলেন এবং এর পরে আশানুরূপ ফল পেয়ে ঐ মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটী শহরের ম্যাপখানির সাহায্যে মৃতদেহটী

ঐ শহরের ঠিক কোন স্থানে পুঁতে রাখা হয়েছে তা'ও বুঝে নিতে পারলেন।

বলা বাহুল্য, এইরূপ কোনও পরীক্ষা এই দেশে এখনও পর্য্যন্ত করা হয় নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী মনগড়া উদাহরণ দেওয়া হলো মাত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি অনুরূপ যন্ত্রাদির উৎকর্ষ সাধনের সহিত এই পরীক্ষা একদিন কার্য্যকরী হবে।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অপরাধীদের স্বীকৃতি গ্রহণ করাও সম্ভব হয়েছে, সাধারণতঃ ওয়ার রেকর্ডিং যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ কার্য্য করা হয়ে থাকে। রেকর্ডিংএর মূল যন্ত্রটী হাজত ঘরের বাহিরে ন্যস্ত করে, উহার সূক্ষ্ম তারের অপর মুখে সংযুক্ত মাউথ স্পিশ্ নর্দ্দমার মধ্যে, দেওয়ালের ভিতর বা মেঝের তলায় গোপন রাখা হয়। সন্নিকটে কেহ নেই বুঝে অপরাধী-গণ সারারাত্র পরস্পর পরস্পরের সহিত অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তাহাদের কথোপকথন ঐ যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ডেড হয়ে যায়। আদালতকে এই সকল রেকর্ড শুনিয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে উহা প্রমাণ রূপে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

অধুনাকালে ফোরেন্সিক্ সায়েন্স এবং আলট্রা-ভায়লেট রে, অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে। এই বিশেষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি পরে বিশদরূপে আলোচনা করবো। এইক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার জন্যে কিছুটা আলোচনা করা যাক। কোনও এক দ্রব্য কোনও এক স্থানে কিছুকাল থাকলে ঐ স্থানের পরিবেশানুযায়ী উহা বিশেষ এক প্রকার অদৃশ্য বর্ণচ্ছটা বা ফ্লরিসেন্স লাভ করে থাকে। আলট্রা-ভায়লেট রে'এর সমাবেশে ঐ বর্ণচ্ছটা পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। এই জন্য আমরা ঐ স্থানের অন্যান্য দ্রব্যের বর্ণচ্ছটার সহিত অপহৃত দ্রব্যের বর্ণচ্ছটা তুলনা করে অনায়াসে বলে দিতে

পারি যে অপহৃত দ্রব্যটীও ঐ ফরিয়াদীর গৃহ হতে অপহরণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত দ্রব্যের একাংশ উদ্ধার করে, ঐ অংশ যে উহার মূল দ্রব্য হতে সরানো হয়েছে তা'ও এই বিজ্ঞানের সাহায্যে রক্ষিগণ বলে দিতে পারেন। মোটর কলিশন প্রভৃতি অপরাধের আসামীও এইরূপ বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরাও পাকড়াও করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে সমর্থ হয়েছি।

"কোনও এক সাইকেলিষ্টকে তার সাইকেল সহ ধাক্কা দিয়ে ভূপতিত করে কোনও এক লরী চালক তার লরী সহ পলায়ন করতে সমর্থ হয়। পরীক্ষা দ্বারা রক্ষিগণ অবগত হন সাইকেলের ধাক্কাস্থানে লরীর কিছুটা রঙ ধাক্কার ফলে সন্নিবেশিত হয়ে গিয়েছে। এর পর ঐ লরীটিকেও পাকড়াও করে উহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লেনসের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ঐ সাইকেলের কিছুটা রঙও ঐ লরীর সম্মুখ ভাগে সন্নিবেশিত হয়ে গিয়েছে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা সহজেই প্রমাণ করা গিয়েছিল যে ঐ লরীটীর দ্বারাই সাইকেলের উপর এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, কারণ সাইকেলের রঙ লরীর সম্মুখে এবং লরীর রঙ সাইকেলের পিছনে সন্নিবেশিত হয়ে রয়েছে।"

বহুক্ষেত্রে কেমিক্যালের সাহায্যে চেকের অঙ্ক উঠিয়ে জালিয়াত প্রবঞ্চকরা নূতন অঙ্ক লিখে থাকে। এইরূপ অবস্থায় আলট্রা-ভায়লেট রে'এর সাহায্যে তাদের উক্তরূপ অপকর্ম্ম সহজে ধরা পড়ে গিয়েছে।

অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। দৃষ্টান্তটি প্রণিধানযোগ্য।

"কোনও একটী যুবককে কোনও এক স্থানে মৃত অবস্থায় দেখা গিছলো। এই মৃত ব্যক্তির পকেট তল্লাস করে একটী পত্র পাওয়া

যায়। এই পত্রটীতে তার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে লেখা ছিল। এক্ষণে প্রশ্ন উঠে ঐ লিপিকা তার লেখা কি'না? এই লিপিকা এক্সারসাইজ বই হতে ছেঁড়া একখানি পাতা ছিল। তদন্তকালে রক্ষিগণ ঐ যুবকের গৃহ তল্লাস ক'রে মূল খাতা বইটী উদ্ধার করে দেখে যে ঐ পাতাটা ঐ খাতা বই হতে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছিল। অকুস্থলে প্রাপ্ত লিপিকার কিনারায় যে লৌহ ক্লিপের দাগ ছিল, সেই দাগের মরীচার সহিত মূল খাতা বই-এর মরীচা ধরা ক্লিপের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে এবং এই খাতা বই এবং উহা হতে ছিঁড়ে নেওয়া লিপিকা পত্র—এই উভয় বস্তুর বর্ণচ্ছটার বৈশিষ্ট্য তুলনা করে রক্ষিগণ বলে দিতে পেরেছিলেন যে ঐ পত্রলিপি মৃত ব্যক্তির খাতা হতে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।

সমাজ-বিজ্ঞান এবং নৃতনত্ব সম্বন্ধেও রক্ষিগণের বিশেষ জ্ঞান থাকা উচিত। এমন বহু সহর এবং শিল্পাঞ্চল আছে যেখানে বহু জাতি উপজাতি এবং উহাদের শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মানুষ বসবাস করে। এই কারণে বিবিধ শ্রেণীর মানুষের সামাজিক আচার, বিচার, পোষাক পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম, ভাষা ও উপভাষা এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে রক্ষিগণকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। এমন কি যন্ত্রপাতি প্রভৃতির কার্য্যকরণ, প্রয়োজনীয়তা এবং উহাদের নাম প্রভৃতিও তাঁহাদের অবগত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ভূগোল বা টপোগ্রাফি সম্বন্ধেও তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কোথাও কিরূপ শ্রেণীর মানুষ বাস করে, কোথায় কোন দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় হয়; ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞান থাকা উচিত। এইবার অপরাধ-নির্ণয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র সমূহ পৃথক পৃথক রূপে আলোচনা করবো।

[গত মহাযুদ্ধের সময় মাটীর নীচে মাইন পোঁতা থাকলে শক্তিশালী

যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহা অবগত হওয়া গিয়েছে। আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ এক চুম্বক যন্ত্র (বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক) নির্ম্মিত হবে যার সাহায্যে আমরা কোনও পথচারীর নিকট লৌহ নির্ম্মিত ছুরিকা বা আগ্নেয়াস্ত্র (কিংবা হাত-বোমা) থাকলে তাহা অনুরূপ যন্ত্রাদির সাহায্যে অবগত হতে পারবো। কোনও বাটীতে বোমা রক্ষিত থাকলে অনুরূপ যন্ত্রের সাহায্যে তাহা নির্ণয় করাও অসম্ভব হবে না। অবশ্য এই সম্পর্কে আমার স্বকীয় ধারণা বা জ্ঞান অত্যল্প। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ সেনা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য প্রচুর ,সময় ও মেধা অপব্যয় করেছেন, তাঁরা যদি তাঁদের অমোঘ শক্তির শতাংশের একাংশ রক্ষীবাহিনীর উপকারের জন্য নিয়োগ করেন তা'হলে জগতের সত্যকার উপকার সাধিত হবে।]

অপরাধ-নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। বস্তুতঃপক্ষে অপরাধ-বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের অংশবিশেষ। প্রাণী-বিজ্ঞানের সহিত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের যেরূপ সম্পর্ক, মনোবিজ্ঞানের সহিত অপরাধ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক তদপেক্ষা নিকটতর। সমাজ-বিজ্ঞানও এই উভয়বিধ বিজ্ঞানের নিকটতম আত্মীয়। সমাজ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপ দ্রুততর রূপে অপরাধ নির্ণয় করা সম্ভব তাহা নিম্নোক্ত হত্যা কাহিনী ও উহার বিশ্লেষণ হতে বুঝা যাবে।

এই দিন অমুক রাস্তায় একটী বারো বৎসর বয়স্ক বালককে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। বালকটির বক্ষে, চক্ষে এবং অন্যান্য স্থানে ছুরিকার আঘাত দেখা গেল। ঐ বালকের পরিধানে ছিল মাত্র একটি হাফপ্যান্ট এবং তাহার কোনও গাত্রাবরণ ছিল না। তাহার দেহটি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পথের একপার্শ্বে শায়িত ছিল। নিকটে একটি রক্তমাখা নূতন ছুরী এবং (সম্ভবতঃ) আততায়ী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

এক জোড়া চর্ম্মপাদুকা দেখা গেল। কিন্তু অকুস্থলের কোনও ব্যক্তি ঐ হত্যা সম্বন্ধে কোনও সংবাদ দিতে পারলো না।

আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বালকের দেহাবয়ব লক্ষ্য করে বুঝলাম যে, সে সযত্নে স্বচ্ছলতার মধ্যে মানুষ হয়েছে ; এবং তাহার মস্তকের ক্ষুদ্র শিখা হতে বুঝলাম সে কোনও দেশবাসী পরিবারের বালক। তাহার গাত্রে কোনও জামা না থাকায় বুঝা গেল যে, সে নিকটস্থ কোনও বাটির বাসিন্দা ছিল, কারণ দূরের কেহ হলে সে জামা প'রে তবে বাড়ীর বার হতো।

বালকটিকে নিশ্চয়ই ভুলিয়ে ঘটনাস্থলে আনা হয়েছিল, তা' না হলে সে চীৎকার করতো এবং চতুর্দ্দিককার জনবহুল স্থানের মধ্য দিয়ে জোর করে তাকে সেখানে আনা সম্ভব ছিল না। হত্যাকারী নিশ্চয়ই এমন এক ব্যক্তি ছিল যে ঐ বালক এবং তাহার পিতামাতা বা পরিবারের সহিত পূর্ব্ব পরিচিত। তা' না হলে সে অধিক দূর নগ্নগাত্রে তার সঙ্গে আসতে রাজী হতো না। হত্যাকারী কোনও এক পেশাদারী অপরাধী নয়, এই হত্যাকার্য্য তার জীবনে এই প্রথম। নূতন এবং দৈব হত্যাকারীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঘাত হেনে বসে, এই কারণে আমরা মৃত দেহে অতোগুলি আঘাত চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। সে জানতো যে বালকটি বেঁচে উঠলে তাকে সনাক্ত করে দেবে, এই জন্যে সে তাকে বহুবার আঘাত করে থাকবে।

আমরা বুঝতে পারলাম যে ত্বরিত গতিতে বালকের অভিভাবকদের খুঁজে বার করতে পারলে এই হত্যাকাণ্ডের এক্ষুণিই কিনারা করা সম্ভব। কারণ একমাত্র তারা বলে দিতে পারবে ঐ বালকের হত্যাকারী কে হতে পারে ? আমরা আরও উপলব্ধি করলাম যে এই হত্যার ছয় সাত ঘণ্টার মধ্যে আসামীকে পাকড়াও করতে না পারলে তার নিকট

হতে স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি পাওয়া যাবে না। কারণ হত্যার পর মুহূর্ত্তে নূতন বা দৈব হত্যাকারীর মনোবিকার ঘটে, মনের প্রতিরোধ শক্তি সে হারিয়ে ফেলে থাকে। এমন অবস্থায় সে নিশ্চয়ই কোথা হতে ছুরি কিনেছে এবং সে হত্যাকাণ্ড কেন করলো, এবং কোন্ ব্যক্তি তাকে ঐ বালক সহ ঐ গলির পথে ঢুকতে দেখেছে ইত্যাদি এমন সকল প্রমাণ সে নিজেই বাতলে দেবে যা তার সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা কখনও অবগত হতে পারতাম না।

এক্ষণে কিরূপে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে ঐ নিহত বালকের অভি-ভাবকদের খুঁজে বার করা সম্ভব হয়েছিল তাহা আমি বিবৃত করবো।

রক্তের জমাট এবং দেহের কাঠিন্য হতে বুঝা গেল বেলা চার ঘটিকায় তাহাকে নিহত করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে তাহার অভিভাবকগণ সন্ধ্যার পর তাকে খোঁজবার জন্যে বহির্গত হবে। এবং তাকে খুঁজে বার করতে অপারক হলে রাত্রি দশ বা বারো ঘটিকায় বা পরদিন সকালে তারা থানায় একটী 'হারানো' সংবাদ প্রদান করবে। এই কারণে কোনও থানার নথিপত্র হতে অভিভাবকদের নাম ধাম জ্ঞাত হওয়ার সময় তখনও পর্য্যন্ত আসে নি। অথচ হত্যাকারীকে উপরোক্ত কারণে অচিরে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন।

মনোবিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী উক্ত তথ্য অবগত হয়ে আমরা এক্ষণে কয়েকজন শান্ত্রীকে সাধারণ পরিচ্ছদে ঘটনাস্থলের চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করে ছিলাম। তারা উপদেশ মত ঘটনা সম্পর্কে নিহত বালকের হুলিয়াসহ জিজ্ঞাসাবাদ স্বরু করে দিলে, যাতে কোনও না কোনও ব্যক্তির মারফৎ বিষয়টী তাহার অভিভাবকদের কর্ণগোচর হয়। এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা লোক-পরম্পরায় এই গুজব (সংবাদ) চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে বহু ব্যক্তি তাদের হারানো ছেলেদের সন্ধানে অকুস্থলে

এসে মৃতদেহ পরিদর্শন করে ফিরে গেল। পরিশেষে খবর পেয়ে ঐ নিহত বালকের পিতা ও ভ্রাতা অকুস্থলে এসে পৌছলেন।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেছিলেন যে তাদের কিছুক্ষণ কাঁদবার সময় দিয়ে তার পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। কিন্তু আমি এই প্রস্তাবে রাজি হ'তে পারি নি। কারণ আমরা মনোবিজ্ঞানের রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলাম। কারণ প্রথম শোক সংবাদ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে, উহার বহির্বিকাশ দেখা গেলেও তীব্র রূপে উহা প্রথমে অনুভূত হয় না। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তারা প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে শোকে অভিভূত হয়। এক্ষুণি জিজ্ঞাসাবাদ সুরু না করলে তারা প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে অক্ষম হবে। এক্ষুণি জিজ্ঞাসাবাদ করলে বরং তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে আততায়ীকে ধরিয়ে দেবার জন্য কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠবে। স্নায়ুর শক্তি অব্যাহত থাকা কালীন তাদের সাহায্য গ্রহণ করা অপরিহার্য্য ছিল।

অভিভাবকগণের নিকট হতে আমরা জানতে পারলাম যে জনৈক পারিবারিক বন্ধুর সহিত তাহার একটী দোকান বিক্রয়-জনিত কয়দিন যাবং তাহাদের দারুণ কলহ চলছিল। আমরা বুঝতে পারলাম যে আততায়ীর ক্রোধ পুঞ্জিভূত হয়ে ঐ দিন তা ধৈর্য্যহারা হয়ে গিয়েছিল।

হত্যার পর বহু হত্যাকারী মনের বিকার জনিত বারে বারে ঘটনা-স্থলে অকারণে ঘুরে গিয়েছে। কখনও কখনও হত্যাকারিগণ ঘটনাস্থলে না এসে তার প্রিয় বস্তু, ব্যক্তি বা স্থান—যা হত্যার মূল কারণ হয়ে থাকে, তার আশেপাশেও পাগলের মত ঘোরাঘুরি করে থাকে। এই কারণে আমরা তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত দোকানের নিকট গমন করি এবং হত্যাকারীকে উহার নিকট ঘোরাঘুরি করতে দেখি। তখনও পর্য্যন্ত তার পরিধেয় বস্ত্রের স্থানে স্থানে রক্ত-লেখা বর্ত্তমান ছিল। গ্রেপ্তার হওয়া

মাত্র সে একটী আশানুরূপ স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি প্রদান করেছিল। কিন্তু দুইদিন পর সে তাহার পূর্ব্ব বিবৃতি প্রত্যাহার করেছিল, কিন্তু তা'হলে কি হবে? সে ইতিপূর্ব্বেই তার নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই বাতলে দিয়েছে।

রক্ষী মাত্রেই অবগত আছেন যে বড়ো বড়ো ষড়যন্ত্রের মামলা প্রমাণ করতে হলে একজন রাজসাক্ষীর প্রয়োজন হয়ে থাকে। অপরাধীদের (আসামী) মধ্যে একজনকে রাজসাক্ষী বা এপ্রুভার রূপে বেছে নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এদের একজনকেও রাজসাক্ষী হ'তে রাজী করানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু অভিজ্ঞ রক্ষীপুঙ্গবগণ মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে অতি সহজে একাধিক রাজসাক্ষী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিরূপে ইহা সম্ভব হয় তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"অমুক আসামীকে আমরা বহু চেষ্টা করেও তাকে রাজসাক্ষী হতে রাজী করতে পারি নি। এইদিন অমুক বাবু বললেন, চলো ঐ আসামীর সহিত জেলে গিয়ে দেখা করে আসি। এর পর আমরা উভয়ে জেলে তার সঙ্গে দেখা করলাম। অমুক বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে ভালো আছিস্? কিছু চাই তোর তো বল?' উত্তরে ঐ আসামী জানালো, 'বাবু আমার ইস্ত্রীর সঙ্গে আমাকে দেখা করিয়ে দিন।' এর পর অমূক বাবু ঐ আসামীকে এক বাক্স সিগারেট প্রদান করে বললেন, 'আচ্ছা কাল তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।' এর দুইদিন পর আমরা তার স্ত্রী ও শিশু পুত্র সমভিব্যহারে পুনরায় জেলে এসে তার সঙ্গে দেখা করি। অমূক বাবু আসামীর সম্মুখেই ঐ শিশু পুত্রটীকে একটী নূতন জামা ও একটা খেলনা উপহার দেন এবং তার স্ত্রীর হাতে দশটী টাকাও। এই সময় অভাবের তাড়নায় ও টাকার অভাবে তার স্ত্রী কান্নাকাটী করে দুঃখ জানাচ্ছিল। আমাদের এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ঐ দুর্দ্দান্ত দস্যু উপসর্দ্দারকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল।

এইভাবে ধীরে ধীরে আমরা তার কৃতকর্ম্মের জন্য তাকে অনুতপ্ত করে তুলি এবং আরও চেষ্টা করে আমরা তাকে একজন রাজসাক্ষী হতেও রাজী করাই।”

কাউকে এপ্রুভার বা রাজসাক্ষী হ'তে রাজী করাতে হলে প্রথমে তাকে এইরূপ অনুরোধ করা উচিত হবে না। রক্ষিগণের বরং উচিত হবে সাবধানে তার মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অনুধাবন করা এবং তার পছন্দা-পছন্দ সম্বন্ধে সচেতন থাকা। এর পর রক্ষিগণের কর্ত্তব্য হবে কয়েকদিন তার সঙ্গে বন্ধুরূপে কথোপকথন ও মেলামেশা করে তাকে সম্ভাব্যরূপ বহু সুযোগ সুবিধাও দেওয়া। এতদ্ব্যতীত রক্ষীদের উচিত তাদের প্রকৃত দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া। এইরূপে ধীরে ধীরে তার আস্থাভাজন হয়ে বাক-প্রয়োগ দ্বারা তাকে তার ভবিষ্যৎ জীবন ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে বলে তাকে তার মানসিক অবস্থানুযায়ী কিছুটা প্রলুব্ধও করে তোলা। এ সম্পর্কে ঐ অপরাধীর পুরাতন বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়বর্গদের সাহায্যও প্রয়োজন মত গ্রহণ করা যেতে পারে। এবং ইহার পর তাকে আপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলতে হবে, এমন ভাব দেখিয়ে যেন তাকেই রক্ষা করার জন্য তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

বলা বাহুল্য, এইরূপ অপরাধীকে অন্যান্য অপরাধীর নিকট হতে পূর্ব্বাহ্লেই দূরে সরিয়ে রাখা সর্ব্বদাই বিধেয়। তা' না হলে উল্টা বাক-প্রয়োগ দ্বারা তার সহ-অপরাধীরা পুনরায় তাকে আয়ত্তে এনে সকল ব্যবস্থা বানচাল করে দিতে সক্ষম হবে। এই কারণে বিবৃতি গ্রহণের পূর্ব্বে সাধারণ আসামীদেরও একত্রে না রেখে এক এক জনকে এক এক স্থানে রক্ষা করার নিয়ম আছে ; কারণ একাকী থাকলে তারা তাদের মনোবল অটুট রাখতে সক্ষম হয় না।

বহুস্থলে গোপনে বা রাত্রি যোগে বা চালাকীর সহিত দিবাভাগে মৃতদেহ হত্যাকারিগণ রাজপথে ফেলে গিয়েছে। ঐ স্থানে মৃতদেহ আছে অবগত হওয়া মাত্র বহুলোক ঐ স্থানে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। বহুক্ষেত্রে হত্যাকারী নিজেও কৌতূহলী হয়ে বা মনোবিকারের কারণে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ঐ ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এই কারণে তদন্তকারী রক্ষীদের উচিত ঐ ভীড় অপসারিত না করে ঐ ভীড়ের মধ্যে ছদ্মবেশে সম্ভাব্য অপরাধীর সন্ধান করা। পরন্তু ঐ ভীড়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাক্ষীর সন্ধান করাও নিরর্থক হবে না। তাদের কেউ কেউ ঐ মৃতদেহকে সনাক্ত করলেও করতে পারে। এই কারণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না করে ত্বরিত গতিতে লোকের ভীড় অপসারিত করা উচিত হবে না। *

ফটোগ্রাফি অধুনাকালে অপরাধ-নির্ণয়ার্থে অপরিহার্য্য। পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে ফটোগ্রাফি সম্পর্কে বিশদরূপে বলা হয়েছে। দাঙ্গা হাঙ্গামার বা আইন ভঙ্গের সময় রক্ষীদের উচিত চলন্ত বা স্থির ফটো যন্ত্র সহ ঘটনাস্থলে গমন করা। গোলযোগের মধ্যে কে ঐ অপরাধের কোন বা কিরূপ অংশ গ্রহণ করলো তা সাধারণ ভাবে পরিলক্ষ্য করে মনে করে রাখা সম্ভব হয় না, কিন্তু ফটো চিত্রের সাহায্যে উহা নথি ভুক্ত করে উহার সাহায্যে কে কিরূপ অপরাধ করলো, তাহা অবগত হওয়া যায়। এই ফটো চিত্রসমূহ ঐ অপরাধে অকাট্য প্রমাণ রূপেও আদালতে গৃহীত

* হত্যাকার্য্য অপেক্ষা দেহ বা লাস পাচার করা আরও কঠিন। দেহ পাচারের উপায় অনুধাবন করেও বহু মামলার কিনারা করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণতঃ স্বগৃহে হত্যাকার্য্য হলে লাস পাচার করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। ঘটনাস্থলের সহিত সম্পর্ক বিরহিত হত্যাকারিগণ কখনও মৃতদেহ পাচার করবার জন্য ব্যস্ত হন নি।

হয়ে থাকে। কোনও এক অপরাধের স্থলে এসে রক্ষিগণ প্রথমে উহা পরিদর্শন করে থাকেন। বহুক্ষেত্রে এইরূপ পরিদর্শনে ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে। কিন্তু অকুস্থলের ফটো চিত্র গ্রহণ করলে, ঐ ফটো চিত্রে এমন বহু দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা সাধারণ পরিদর্শনের সময় রক্ষিগণের চক্ষু এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এই কারণে ফটো-বিজ্ঞান শিক্ষা করা রক্ষীমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

ফটোগ্রাফির উপকারিতা সম্পর্কে নিম্নে একটী চিত্তাকর্ষক কাহিনী উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক স্থানে একটী কাঠের বাক্সে একটী তাজা মৃতদেহ দেখা গেল। একটী প্রাপ্ত বয়স্কের মৃতদেহকে দুমড়ে মুচড়ে এই বাক্সে ঢুকানো হয়েছিল। এই অবস্থা হতে আমরা বুঝতে পারলাম যে খুন করার অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে মৃতদেহটী এই বাক্সে পুরে রাখা হয়েছিল। কারণ সময়ের ব্যবধানে মৃতদেহ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়; কঠিন মৃতদেহ এই ভাবে দুমড়ানো বা মুচড়ানো সম্ভব হবে না। ঐ মৃতদেহ সহ ঐ বাক্সের একটী ফটো চিত্র আমরা গ্রহণ করে তবে ঐ মৃতদেহ আমরা ঐ বাক্স হতে বার করে নিয়েছিলাম। এই মামলার বিচারের সময় জুরিগণ ঐরূপ ছোট এক বাক্সে পুরা মৃতদেহ ভরা ছিল, তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না; কিন্তু আমরা উহার ফটো চিত্র দেখানো মাত্র তাঁহারা অচিরে তাঁদের পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তন করে ফেলেছিলেন।

অপতদন্ত—হস্তলিপি বিদ্যা

হস্তলিপি বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের আমরা হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ বা হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট ব'লে থাকি। প্রত্যেক তদন্তকারী রক্ষীদেরও এই বিদ্যায় কিছুটা পারদর্শী হওয়ার প্রয়োজন আছে। এই বিদ্যার মাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে আমি আলোচনা করবো। বহুক্ষেত্রে অপরাধিগণ লিপিকা বা দস্তখত, এবং চেক্ দলিল জাল করে প্রবঞ্চনাদি অপকর্ম্ম সমাধা করেছে। প্রায়শঃক্ষেত্রে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দস্তখত জাল করে বহু শত মুদ্রা অপহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। কখনও কখনও ওরা অপরের নামের দস্তখত দিয়ে ঐ দস্তখত বা লিপিকা যে তার লেখা তা নির্ব্বিকার চিত্তে অস্বীকার করেছে। কখনও কখনও এরা আত্মপক্ষ সমর্থনে জাল রসিদ প্রস্তুত করে অপকর্ম্মের দায় হতে অব্যাহতি লাভ করতে সচেষ্ট হয়েছে। সাধারণতঃ রসিদ, খত, বিল, পাশ, অথোরিটি লেটার, ইত্যাদি জাল করা হয়ে থাকে।

দুইটী হস্তলিপিকা এক ব্যক্তির কি'না পরীক্ষা করতে হলে উহাদের পাশাপাশি রক্ষা করে তুলনা করা যথেষ্ট হবে না। রক্ষিগণের উচিত হবে লিপিকার প্রতিটী ছত্র এবং উহাদের অক্ষরগুলি পৃথক করে উহাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ সাবধানে পরিলক্ষ্য করা। অক্ষর সমূহের উপরাংশ এবং নিম্নাংশ—এই উভয়াংশের সংযোগকারী সমতল রেখাদ্বয় এবং উহাদের বাঁক এবং লেজের শেষাংশের সংযোগকারী রেখাদ্বয় অবলোকন করলে উহাদের মধ্যে বহু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে। ইহাদের যে কোনও দুইটীর উর্দ্ধতন রেখা তুলনা করলেও বহু প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হওয়া যাবে। এতদ্ব্যতীত লিপিকার প্রতিটী

অক্ষরের গোলক, কোন আঁকড়ীর বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে পরিলক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে।

এতদ্ব্যতীত যে কাগজে কোনও লিপিকা লেখা হয়েছে। সেই কাগজটীর উপরাংশও পরীক্ষা করা প্রয়োজন আছে। উহার উপরকার গ্রিজ্, জলরেখা, দাগ তন্তু প্রভৃতিও উত্তমরূপে পরীক্ষা করা উচিত হবে। বহুক্ষেত্রে যে কাগজ মাত্র ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বা বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হয়েছে, সেই কাগজে ৭০ বৎসর পূর্ব্বেকার তারিখ দিয়ে পুরানো দলিলাদি জাল হয়েছে। মিলগুলির কর্তৃপক্ষকে মূল কাগজটী দেখালে তারা বলে দিতে পারে কতো বৎসর পূর্ব্বে ঐ কাগজ তাহারা প্রস্তুত করেছিল। জাল মন্ত্র দলিলাদির সকল অংশ সমভাবে পরিদর্শন করলে উহার কোন অংশ জাল করা হয়েছে তা ধরে ফেলা সম্ভব। আতস কাঁচের সাহায্যেও এইরূপ পরীক্ষা কার্য্য সম্ভব হয়ে থাকে। পরীক্ষার সুবিধার জন্য জাল দলিল একটী কাঁচের উপর ন্যস্ত করে উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে ধরলে কিংবা উহা সূর্য্যের দিকে মুখ করে ধরলে ফল ভালো হবে। এতদ্ব্যতীত কত প্রকার কালি— কতদিনে এই সকল দলিলাদিতে ব্যবহৃত হয়েছে তাহাও অবগত হওয়ার প্রয়োজন আছে। নূতন ধরণের নিপ্ ও কালি দ্বারা পুরাতন দলিল লেখা হয়েছে বুঝলে জানা যাবে যে উহা জাল। ফটোগ্রাফ্ এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ পরীক্ষা উত্তমরূপে করা যাবে। এনলার্জড্ ফটোগ্রাফে বহু বৈশিষ্ট্য সুন্দররূপে বুঝা গিয়ে থাকে, যাহা সাধারণ ভাবে বুঝা যায় না।

যে স্থলে লেখা চেঁচে উঠানো সম্ভব হয় না, সেই স্থলে এ্যাসিডের সাহায্যে লেখা উঠিয়ে ফেলা হয়েছে। অক্সালিক্ এ্যাসিড্, সালফেট মিকচার, সালফিউরিক এ্যাসিড্, পাতিনেবুর রস প্রভৃতি দ্বারাও চেক্

প্রভৃতির অঙ্ক উঠিয়ে নূতন অঙ্ক উহাতে বসানো হয়েছে। এ্যাসিডের সাহায্যে এইরূপ অপকার্য্য সাধিত হয়ে থাকে। এই কারণে লিটমাস্ পেপার দ্বারা চেকের ঐ স্থান স্পর্শ করলে এ্যাসিডের অবস্থিতি প্রমাণিত করে। এ্যাসিডের অবস্থান প্রমাণিত হ'লে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পুরাতন অঙ্ক বা অক্ষর চেকের উপর পুনরায় জাগিয়ে তোলাও সম্ভব। চাইনিজ ইঙ্ক্ প্রভৃতি দুই এক প্রকার কালি আছে যাহার লেখা অবশ্য এ্যাসিড দ্বারাও উঠানো সম্ভব হয় নি। এই কারণে চেকের অঙ্ক এই প্রকার কালি দিয়ে লেখা কর্ত্তব্য। অক্সালিক এ্যাসিড্ এবং হায়ড্রোজেন সুপার অক্সাইড দ্বারা রবার ষ্ট্যাম্পের বেগুনে কালির রেখা ও লেখা সহজেই উঠিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক এ্যানিলিন ইঙ্কের লেখা এলকোহল এবং জল দ্বারা বিধৌত করে উঠিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। উহা সূর্য্যের আলোকের মুখে বহুক্ষণ উন্মুক্ত করেও 'উহার লেখা পুঁছে ফেলা সম্ভব হয়েছে'। কিন্তু কাগজের ঐ অংশে এ্যামোনিয়া লেপন করে, (এ্যাসিড দ্বারা) পুঁছে ফেলে লেখা পুনরায় পূর্ব্বস্থানে জাগিয়ে তোলাও সম্ভব হয়েছে।

কোনও এক লিপিকা অপরাধীর দ্বারা লিখিত হয়েছে কি'না তা অবগত হবার জন্যে, অপরাধীকে অনুরূপ একটী লিপিকা ভিন্ন এক কাগজে লিখতে বলা হয়ে থাকে। এইরূপ অবস্থায় একই রূপ কাগজে একই রূপ কলম বা পেন্সিল দ্বারা অপরাধীকে অনুরূপ লেখা লিখতে বলা উচিত হবে। পেন্সিলের লেখার সঙ্গে পেন্সিলের, কালির লেখার সঙ্গে কালির লেখা তুলনা করা সর্ব্বদাই উচিত হবে। মূল লিপিকাটী দেখে দেখে অপরাধীকে লিখিত বিষয় লিখতে দেওয়া উচিত হবে না। রক্ষীদের উচিত হবে তাকে উহা না দেখিয়ে ডিকটেট্ করে যাওয়া, যাতে না দেখে উহা সে পুনরায় লিখতে পারে। রক্ষীদের বরং উচিত

হবে মূল লেখাতে যে সকল অক্ষরের বৈশিষ্ট্য আছে, সেই সকল অক্ষর সমূহ বেছে নিয়ে উহাদের সহিত অন্যান্য অক্ষর জুড়ে একটী নূতন লিপিকা রচনা করে উহা অপরাধীকে লিখতে বলা। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সংশ্লিষ্ট অপরাধী প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে অক্ষরের রকম ফের করার অবকাশ পায় না। আবাল্য অভ্যস্থ লেখাই নূতন লিপিকাতে সে লিখে ফেলে থাকে।

বলা বাহুল্য, এক এক জনের হাতের লেখা অভ্যাস গত ভাবে এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। এমন কি লেখার ধাঁচ, চাপ এবং কম্পনও ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। এই সকল লিপিকার মধ্যে মধ্যে প্রদেশ বা জেলা বিশেষে প্রচলিত বহু শব্দ ও ভাষাও লেখা থাকে। এমন কি বহু পারিবারিক বা ব্যক্তিগত ভাষা ও শব্দ এই সকল লিপিকাতে পরিদৃষ্ট হয়েছে। তুইটী লেখা তুলনা করবার সময় এই সকল বৈশিষ্ট্যও বিবেচনা করা উচিত হবে।

বলা বাহুল্য, এক একজন ব্যক্তির হস্তলিপি এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। বহুদিনের লিখন অভ্যাস, শিক্ষা দীক্ষা, ব্যক্তিগত পেশানুযায়ী হস্তলিপির তারতম্য ঘটে থাকে। হস্তলিপি হতে লেখক একজন কেরাণী, স্কুলমাষ্টার বা ডাক্তার তা' সহজেই বলে দেওয়া সম্ভব। 'ডাক্তারের হাতের লেখা মাত্র কম্পাউণ্ডার পড়তে পারে', ইহা এদেশের এক পুরাতন প্রবাদ বাক্য। লেখকের (সর্ট-সাইট) চক্ষুর দোষ আছে কি'না বা সে পক্ষাঘাত রোগে ভুগছে কি'না হস্তলিপি হতে তা'ও বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পক্ষাঘাত দুষ্ট ব্যক্তির লেখার সময় যে হাত কাঁপে তা সর্ব্বজনবিদিত। এমন কি লেখার সময় লেখকের মানসিক অবস্থা কি ছিল তা'ও বলে দেওয়া সম্ভব। লেখক তার লেখা এক সিটিঙে বসে সমাপ্ত করেছে বা সে তা ক্ষেপে ক্ষেপে বা বিভিন্ন

দিনে লিখেছে তা'ও লেখার ধরণ ও ভাষা হতে বলে দেওয়া সম্ভব।

স্ব স্ব অভ্যাস বা পারিবারিক শিক্ষানুযায়ী মানুষ লিপিকা লিখে থাকে। বহুস্থানে শিক্ষকের লেখার ধাঁচও লেখকের মধ্যে এসে গিয়েছে। কোনও লিপিকা দৃষ্টে লেখক একজন পুরুষ বা নারী এবং তাহার আনুমানিক বয়স কত তা'ও তার লেখা হতে বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এক একজন লেখকের লেখার মধ্যে বহু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। লেখার ধাঁচ, ধরণ, খিলান, টান, গোলক, আঁকড়ী, নাবাল, উর্দ্ধমুখী রেখা, অধঃমুখী রেখা, স্বচ্ছন্দ গতি, রেখার সমতা বা অসমতা ও কম্পন এই বৈশিষ্ট্যের এক একটী অঙ্গ। বহুস্থলে জালিয়াত-গণ কাগজপত্রে এমন বানান ভুল করেছে যা প্রকৃত লেখকেরা কখনই করতো না। এরা একই বানান লেখার মধ্যে বারে বারে ভুল লিখেছে যাতে তার বিদ্যার দৌড়েরও পরিচয় পাওয়া গিয়ে থাকে। কোনও কোনও অপরাধী জাল রেলওয়ে রসিদ-আদিতে এমন এক তারিখ বসিয়েছে যে তারিখে দস্তখতকারী মন্য ব্যক্তি আদপেই তার অফিসে উপস্থিত ছিল না।

কোনও একটী লেখা জাল করতে গেলে অল্পবিস্তর মানসিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়; এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ লেখার রেখার কম্পনের তারতম্য ঘটে। নকল ঠিক রূপে হচ্ছে কি'না তা বুঝবার জন্যে জালিয়াত মাঝে মাঝে কলমের গতি মন্থর করে, কখনও বা তা তারা অল্পক্ষণের জন্য থামিয়েও ফেলেছে। এক্ষণে এই লেখা হতে একটী অক্ষর বেছে নিয়ে উহা ফটোগ্রাফির সাহায্যে বৃহদাকৃতি করলে দেখা যাবে যে, অক্ষরের রেখার স্থূলতা মধ্যে মধ্যে কথঞ্চিৎ ক্ষীণাকার হয়েছে, এমন কি উহাদের রেখার দুই অংশের মধ্যে বহু

জোড়ও পরিদৃষ্ট হয়েছে। ফটোগ্রাফির অভাবে শক্তিশালী বৃহতিকরণ আতস কাঁচের সাহায্যেও এইরূপ পরীক্ষা করা চলে।

প্রথমে দেখতে হবে যে সকল অক্ষর বা উহার টান ব্যবহৃত হয়েছে, উহা পুরানো যুগের বা ধরণের না উহা আধুনিক টান বা অক্ষর, উহা কাঁচা হাতের না পাকা হাতের। এই বিশেষ পরীক্ষা হতে লেখকের বয়স সম্বন্ধে একটা অনুমান করে নেওয়া চলে। রক্ষীদের উচিত ডাক্তার, কেরাণী, পুলিশ, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি পেশার বহু ব্যক্তির হস্তলিপি সংগ্রহ করে উহা অধ্যয়ন করা, তা'হলে তারা উহাদের মধ্যে সহজে পেশাগত পার্থক্য বাহির করতে সক্ষম হবে। হস্তলিপিকা দেখে রক্ষীদের বুঝে নিতে হবে উহা অবলীলাক্রমে লেখা হয়েছে কিংবা উহা ভেবে ভেবে বা থেমে থেমে তুলনা করে লেখা হয়েছে। ম্যাগনিফাইঙ্ গ্লাস বা আতস কাঁচের সাহায্যে কোনও লেখা দেখে বুঝে নিতে হবে, কোন কোন স্থানে লেখার জন্যে কলম কালিতে ডোবানো হয়েছে বা কিছুক্ষণের জন্য কলম উপরে তুলে রাখা হয়েছে। কালির দাগের গভীরতা বা স্বল্পতা হতে তাহা বুঝে নেওয়া সম্ভব। এইরূপ দুইটী কেন্দ্রের মধ্যকার স্থানে কয়টী অক্ষর আছে তা গুণে বলে দেওয়া সম্ভব লেখা অবলীলা ক্রমে লেখা হয়েছে কি'না? লেখার ছত্রের ন্যায় প্রতিটী অক্ষরও পৃথক রূপে পরিদর্শন করে অনুরূপ ভাবে বুঝে নিতে হবে লেখা কিরূপ গতিতে সমাধা হয়েছে। এইরূপ বৈশিষ্ট্য কোনও লিপিকার মধ্যে দেখা গেলে আমরা অনুমান করবো যে চিন্তার জন্যে বা মূল লেখার সহিত তুলনার জন্যে লিপিকার ঐরূপ অবস্থা ঘটেছে।

কখনও কখনও টিস্যু পেপারের সাহায্যে ট্রেস করেও কাগজ-পত্র জাল করা হয়ে থাকে। প্রথমে টিস্যু পেপারে ঐ লেখা বুলিয়ে তুলে নেওয়া হয় এবং তার পর উহা একটী সাদা কাগজে ন্যস্ত করে টিস্যু পেপারের

উপর নিডিল বুলিয়ে ঐ সাদা কাগজে দাগ টানা হয়। অপরাধিগণ সাদা কাগজের উপর স্বল্পাকারে পরিস্ফুট নিডিলের দাগ বরাবর কলম বুলিয়ে অনুরূপ একটী হস্তলিপির সৃষ্টি করেছেন। এইরূপ লিপিকা জাল সহজেই বুঝে নেওয়া যায়, কারণ এই লেখার মধ্যে সাবলিল গতি থাকে না। অক্ষরের রেখাগুলি ভাঙা ভাঙা, নেতা জোবড়া দেখা যায় এবং কালির স্ফুরণের মধ্যেও সমতা থাকে না। নিডিল দ্বারা সাদা কাগজে যে প্রাথমিক বা অস্থায়ী দাগ কাটা হয় উহাকে আমরা 'গাইড লাইন' বা নির্দ্দেশ-রেখা বলে থাকি। এই নির্দ্দেশ-রেখা পেনসিল বা কারবনের সাহায্যে টানা হলে উহা পরে রবারের সাহায্যে উঠিয়ে ফেলা হয়ে থাকে, কিন্তু তাহা সত্বেও উহার ক্ষীণতম দাগ কাগজের উপর থেকে গিয়েছে। এতদ্ব্যতীত রবার ব্যবহারের জন্য কাগজের ফাইবার বা তন্তুও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। কাগজের এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত অংশের উপরকার কালির দাগও স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে থাকে। আতস কাঁচের সাহায্যে পরিদর্শন করলে উহা অতি সহজে বুঝা যাবে।

বেনামী পত্র বা উড়ো চিঠি

বেনামী পত্র বা উড়ো চিঠি পাঠানোর রেওয়াজ সকল দেশেই আছে, বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এইরূপ পত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে। বহুক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বিহীন ভাবেও যে উহাদের প্রেরণ করা হয় নি তাহাও নয়। কিন্তু, সকল ক্ষেত্রেই লেখক বা প্রেরকরা ঐ সকল পত্রে আত্ম-পরিচয় গোপনে সচেষ্ট হয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচুর সাবধানতাও অবলম্বন করেছেন। বেনামী পত্র বা উড়ো চিঠি অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ প্রেরণ করেন না, এই সকল পত্র প্রায়

সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা বা তাহাদের যোগসাজসে প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রের ভাষা প্রভৃতি হতে যাতে লেখকের প্রকৃত পরিচয় না বুঝা যায়, তার জন্য তাঁরা প্রভূত সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন। এই কারণে বহু ক্ষেত্রে তাঁরা বেনামী পত্র নিজেরা না লিখে অপর কাহারও দ্বারা তা লিখিয়ে নিয়েছেন,কিন্তু তা সত্বেও ঐ সকল পত্রের প্রতিটী ছত্রের বাক্যবিন্যাস ও বানান তাঁদেরই নির্দ্দেশ মত লিখিত হয়ে থাকে। কোনও কোনও পত্রে লেখকও অবশ্য অনুজ্ঞকের অনুমত্যানুসারে দুই এক স্থানে আপন পছন্দ মত দুই একটী বাক্য সংযোজনা যে করেন নি তাহাও নয়। এইরূপ অবস্থায় বেনামী পত্রের ভাষা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করলে বুঝা যাবে যে ঐ পত্র এক হাতের বা দুই হাতের রচনা। দেখা গিয়েছে যে অনুজ্ঞক ঐরূপ পত্র কোনও এক বিশ্বাসী অনুচর বা বন্ধুর দ্বারা লিখিয়ে নিয়ে থাকেন; এবং সেই লেখকের সহিত পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের কোনও পরিচয় নেই।

প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে বেনামী পত্রে বহু অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। সাধারণতঃ অশ্লীল বাক্য সমূহ লেখক দ্বিতীয় ব্যক্তির অগোচরে একাকী গোপনে লিখে থাকেন। যে সকল অশ্লীলবাক্য শিক্ষিত ব্যক্তি বিধায় তাঁরা সর্ব্বসমক্ষে উচ্চারণ করতে বা ভাষায় ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন সেই সকল বাক্য তাঁরা গোপনে (অপরের অগোচরে) অবলীলাক্রমে লিখতে পেরেছেন। কিন্তু অপর কোনও ব্যক্তিকে দিয়ে এই পত্র লিখানো হলে উহাতে অশ্লীল বাক্য প্রায়শঃ ক্ষেত্রে থাকে নি। কিন্তু পত্র পাঠে যদি বুঝা যায় যে উহা দুই হাতের লেখা কিন্তু তা সত্বেও উহাতে অশ্লীল বাক্য আছে তা'হলে বুঝতে হবে ঐ পত্রের হোতা একজন তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি এবং তিনি কুসঙ্গ করে থাকেন, এই কারণে অশ্লীল বাক্যপূর্ণ পত্রাদি এক হাতের বা উহা দুই

হাতের রচনা তাহা অবগত হতে পারলে, লেখক একজন বর্ণচোরা বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি কিংবা তিনি একজন ছেঁচড়া প্রকৃতির লোক তা আমরা বলে দিতে পারি।

[সাধারণতঃ বিদ্বেষপরায়ণ ভাবে অসদুদ্দেশ্যে বেনামী পত্র লেখা হলে, উহাতে অশ্লীল বাক্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। কিন্তু সদুদ্দেশ্যে বেনামী পত্র লিখিত হলে উহাতে অশ্লীল বাক্য একটী মাত্রও দেখা যায় না। বেনামী পত্র বিদ্বেষপরায়ণ ভাবে এবং অসদুদ্দেশ্যে লিখিত হলেও উহা যদি ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের নিকট প্রেরিত হয়, তা'হলে উহা সর্ব্বদা সাবধানে এবং ভদ্র ভাবে লেখা হয়ে থাকে। ইহার কারণ ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাদের কোনও বিদ্বেষ থাকে না, প্রেরকদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে তাঁদের সুখী করে তাঁদের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি সাধন করা।]

বেনামী পত্র প্রেরণের এক মাত্র উদ্দেশ্য থাকে আত্ম-পরিচয় গোপন এ কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এই কারণে লেখকরা এই সকল পত্র বাম হাতে (নেঙ হলে ডান হাতে) বিকৃত ভাষায় লিখে থাকেন। ভাষার অক্ষরগুলি এঁরা বোল্ড টাইপে বা ছাপার (হরফে) অক্ষরে লিখে থাকেন। কখনও কখনও এইরূপ লিখন কার্য্যে তাঁরা ভোঁতা কলমও ব্যবহার করেছেন। লেখার অক্ষর ইচ্ছা করে হেলিয়ে হেলিয়ে বা মেয়েলী টানেও লেখা হয়ে থাকে। অক্ষরগুলি বড়ো করে বা ছোট করে বা ছোট বড়ো করেও লেখা হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত এই সকল লেখার ভাষা এঁরা ইচ্ছা করেও বিকৃত করেছেন এবং উহাতে তাঁরা বহু ইচ্ছাকৃত ভুল বানানও লিখে থাকেন। এতদ্বারা পত্র প্রেরকগণ বুঝাতে চেয়েছেন যে লিপিকাটী একজন অশিক্ষিত দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছে। কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নেই।

সাধারণতঃ এই সকল পত্র এঁরা ভেবে ভেবে লিখে থাকেন, এই জন্য ঐ সকল লেখার কালির দাগ কদাচ অস্পষ্ট হয় নি বরং উহার অক্ষর ও ভাষা ভাঙ্গা ভাঙ্গা রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যতোই এঁরা সাবধানতা অবলম্বন করুন না কেন, একটী বানান বা বাক্য দুই স্থানে ভুল বা বিকৃত রূপে লিখে, অসাবধানতা বশতঃ একস্থানে তাঁরা তা শুদ্ধ ভাবে লিখে বসেছেন। লেখার অক্ষরের ধাচ এবং রেখার টান ও আঁকড়ী পত্রের স্থানে স্থানে এঁরা স্বাভাবিক ভাবে লিখে ফেলতে বাধ্য হয়ে থাকেন; কখনও কখনও এঁরা প্রাদেশিক (বা জিলা বিশেষ চলতি) ভাষা বা বাক্যও এই সকল পত্রে লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত এমন বহু বাক্য আছে যাহা মাত্র কোনও এক ব্যক্তি হামেসা ব্যবহার করে, কিংবা মাত্র কোনও এক পরিবার বিশেষে ঐ বাক্যের চলন আছে। পত্র প্রেরকগণ বহু ক্ষেত্রে অসাবধানতা বশতঃ এইরূপ দুই একটী বাক্য বা শব্দ ঐ সকল বেনামী পত্রে ব্যবহার করে বসেছেন যাতে করে সে কোন প্রদেশ বা জিলা বা পরিবারের লোক তাহা সহজেই বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে দুই একটি বানান ভুল রূপে এবং দুই একটী বাক্য বিকৃত রূপে লিখতে অভ্যস্ত। বেনামী পত্র লিখবার সময়েও ঐ অভ্যাস বশতঃ ঐরূপ ভুল বানান বা বিকৃত শব্দ তাঁরা আত্মভোলা রূপে লিপিবদ্ধ করে বসেছেন। এইরূপ বহু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হতেও কোন ব্যক্তি দ্বারা ঐ বেনামী পত্র লিখিত হয়েছে তাহা সহজেই অবগত হওয়া সম্ভব।

কোন ব্যক্তি দ্বারা কোনও এক বেনামী পত্র লিখিত হয়েছে তাহা অবগত হতে পারলে, অবশ্য তাহার হস্তলিপির সহিত ঐ বেনামী পত্রের লিপিকার তুলনা করে ব'লে দেওয়া সম্ভব যে ঐ ব্যক্তি দ্বারাই ঐ বেনামী পত্র রচিত বা প্রেরিত; কিন্তু ঐ ব্যক্তি কে—তা জ্ঞাত হওয়া প্রথমে

প্রয়োজন। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে বেনামী পত্র সমূহ বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরীক্ষা করার রীতি আছে। এই সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার রীতিনীতি সম্পর্কে এইবার আলোচনা করবো।

বেনামী পত্র প্রায় সকল অবস্থাতেই শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হয়ে থাকে এবং বেনামী পত্র পর্যালোচনা করা মাত্র তাহা নির্ভুল রূপে নির্দ্দেশ করা সম্ভব। এই কারণে ঐ সকল পত্রের হোতা রূপে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই তাকে খোঁজা খুঁজি করতে হবে। আমাদের এই সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম অনুধাবন করে বুঝতে হবে যে কার স্বার্থে ঐ পত্র লিখিত হয়েছে এবং ঐরূপ এক পত্র প্রেরণ করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কি? আমাদের প্রধান দুইটী সমস্যা সম্মুখে থাকে—যথা, (১) কাহার স্বার্থে এবং (২) কি কারণে বা উদ্দেশ্যে, পত্র প্রেরিত হয়েছে; ইহা সমাধা করা আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, কারণ প্রেরক বহু ক্ষেত্রে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে অপর এক ব্যক্তি দ্বারা উহা লিখিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত এই প্রধান সমস্যা দুইটী সমাধা করা মাত্র আমাদের অনুসন্ধান সহজ সাধ্য হয়ে উঠবে। কিরূপে আমরা এই কঠিন সমস্যার সমাধান করে থাকি তাহা নিম্নের তালিকাটী অনুধাবন করলে বুঝা যাবে।
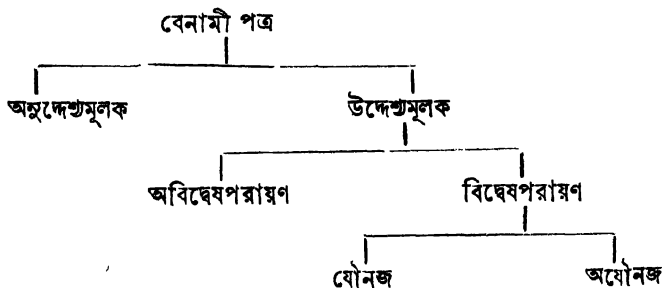
বেনামী পত্রের হোতাকে খুঁজে বার করতে হলে প্রথমে ঐ বেনামী পত্রের উপরোক্ত উপায়ে শ্রেণী বিভাগ করার প্রয়োজন। প্রথমে আমাদের বুঝে নিতে হবে, ঐ পত্রের শ্রেণী বা উপশ্রেণী কি? এইরূপ শ্রেণী বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রকে স্বল্পায়তন করা। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা সহজেই লক্ষ্যস্থলে পৌছানো সম্ভব। এই সকল পত্রের লিখন পদ্ধতি এবং বক্তব্য বিষয় হতে ইহা কোন শ্রেণী বা উপশ্রেণীর অন্তর্গত তাহা সহজে বুঝা গিয়ে থাকে।

প্রথমে অনুদ্দেশ্যমূলক বেনামী পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এমন বহু ব্যক্তি আছে যাঁরা মাত্র মজা দেখবার জন্য বেনামী পত্র বা উড়ো চিঠি প্রেরণ করে থাকেন। বহুক্ষেত্রে এঁরা কোনও এক 'একই দিনে' বা বিভিন্ন দিনে অনুরূপ বেনামী পত্র বহু ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন। এইরূপ ব্যবহারকে এক প্রকার মানসিক রোগ বললেও অত্যুক্তি হবে না। সাধারণতঃ এই সকল পত্রে অশ্লীল বাক্য ও গালি-গালাজের আধিক্য দেখা গিয়েছে; এতদ্ব্যতীত বহু মিথ্যার সহিত কয়েকটী অপ্রিয় সত্যেরও উহাতে উল্লেখ করা থাকে। যে স্থলে বহু ব্যক্তির নামে এইরূপ পত্র পাঠানো হয়ে থাকে, সেই স্থলে প্রেরক নিজের নামেও অনুরূপ এক পত্র প্রেরণ করে থাকেন। এইরূপ স্থলে বুঝে নিতে হবে সম্ভবতঃ যে সকল ব্যক্তি অনুরূপ পত্রাদি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁহাদেরই একজন আর সকলের নিকট উহাদের প্রেরণ করে থাকবেন। কোনও গ্রামে, অফিসে বা বিভাগে দলাদলি সুরু হলে বহু ব্যক্তি এইরূপ বেনামী পত্র পেয়ে থাকেন। বহুক্ষেত্রে বিকৃত যৌনবোধের কারণেও প্রেরকগণ যত্র তত্র ঐরূপ অশ্লীল বাক্যপূর্ণ বেনামী পত্র প্রেরণ করে উল্লাস উপভোগ করেছেন। এঁরা এইরূপে অপ্রত্যক্ষরূপ যৌন তৃপ্তি লাভ করে আনন্দ পেয়ে থাকেন। যে সকল ব্যক্তি অবৈধ যৌনসঙ্গমে বা

মনোমৈথুনে অভ্যস্থ, যে সকল ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে গোপনে পর নারী বা বেশ্যা সম্ভোগে অভ্যস্থ, যে সকল পুরুষ বহুদিন বিপত্নীক বা অকৃতদার এবং যাঁরা যৌন-ইচ্ছা জোর করে দমন করে চরিত্রবান থাকবার চেষ্টা করেন ; সেই সকল ব্যক্তি প্রায়শঃক্ষেত্রে অনুরূপ মানসিক রোগে ভুগে এসেছেন। তবে এইরূপ বহু রোগী তাঁদের মনের কদর্য্য ইচ্ছা জোর করে দমন করে নিরাময়ও থেকেছেন। এবং এই প্রকার ব্যক্তি মাত্রেই যে এই বিশেষ রোগে সকল ক্ষেত্রে ভুগে থাকেন তাহাও সত্য কথা নয়।

অনুদ্দেশ্যমূলক বেনামী পত্রের প্রেরকরা বহুক্ষেত্রে মাত্র অকারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে ব্যক্তি বিশেষের অজ্ঞাতে তাহার ক্ষতি সাধন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এদেশে বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা 'চেনা লোকের' কোনও উন্নতি হয় তাহা সহ্য করতে পারেন নি। এই কারণে পড়শী জ্ঞাতি ও আত্মীয়দের সুখ-শান্তি বহুলোককেই ঈর্ষান্বিত করে তুলে থাকে। এদের কেহ কেহ মনের ঈর্ষা মনেই চেপে রাখে, এবং অপর কেহ কেহ গোপনে তাদের ক্ষতি করতে সচেষ্ট থাকে। এই সকল ব্যক্তি অপরের ক্ষতির উদ্দেশ্যে অকারণে তাদের বিরুদ্ধে বেনামী পত্র প্রেরণ করেছে।

অনুদ্দেশ্যমূলক বেনামী পত্রের কথা বলা হলো, এইবার উদ্দেশ্যমূলক বেনামী পত্রের কথা বলবো। উদ্দেশ্যমূলক বেনামী পত্রের কতকগুলি থাকে অবিদ্বেষপরায়ণ। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ঘৃণা অসূয়া বা বিদ্বেষ সকল ক্ষেত্রে থাকে নি। বহুক্ষেত্রে আপন পল্লীর গুণ্ডা প্রকৃতির ব্যক্তিদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে কোন ব্যক্তি প্রতিবেশীদের হিতার্থে তাদের অভাব অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বেনামী পত্র দ্বারা পেশ করেছেন, কিন্তু স্বপল্লীর দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তিদের ভয়ে তাঁরা নিজেদের নাম কাহারও নিকট প্রকাশ করতে সাহসী হন নি। এইরূপ ভাবে

আত্মগোপন করে এঁরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানীয় অফিসারদের বিবিধ অনাচারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করেছেন, কিন্তু উহাতে নিজেদের নাম তাঁহারা কদাচ প্রকাশ করেন নি। বলা বাহুল্য, এই সকল পত্র বিনীত ও সুসংযত ভাবে লেখা হয়ে থাকে, এবং উহাতে সাক্ষী সাবুতের নাম এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করাও হয়ে থাকে।

কখনও দুর্বৃত্তগণ ব্ল্যাক মেইলিঙ বা রাহাজানির উদ্দেশ্যে বা প্রবঞ্চনার জন্যে বা অর্থাদায়ের কারণে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে, বেনামী পত্র প্রেরণ করে থাকেন, কিন্তু এই সকল অপরাধমূলক কার্য্যের মধ্যে কোনও প্রকার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থাকে নি। এবং ঐরূপ বেনামী পত্র নির্ব্বিচারে যে কোনও পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তির নিকট অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

এই সকল কারণে উপরোক্ত রূপ বেনামী পত্রকে আমরা উদ্দেশ্যমূলক অবিদ্বেষপরায়ণ বেনামী পত্র রূপে অভিহিত করে থাকি। উদ্দেশ্যপূর্ণ অবিদ্বেষপরায়ণ বেনামী পত্রের কথা বলা হলো। এইবার উদ্দেশ্যপূর্ণ বিদ্বেষপরায়ণ বেনামী পত্রের কথা বলবো। উদ্দেশ্যমূলক বিদ্বেষপরায়ণ বেনামী পত্রে ভাষার মধ্যে আমরা অশ্লীল গালিগালাজ এবং সত্য মিথ্যা বহু অপ্রিয় সংবাদ লিপিবদ্ধ হতে দেখে থাকি। বহুক্ষেত্রে এমন বহু অপ্রিয় সত্য সংবাদ এমন কোনও কর্তৃপক্ষীয় বা ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তির গোচরে আনা হয়েছে, যাতে কোনও না কোনও এক ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে, অবশ্য এই বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ সকল পত্রে গালিগালাজ বা অশ্লীল বাক্য লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কারণ এই ক্ষেত্রে ঐ সকল ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদেরও অকারণে চটিয়ে দেওয়া প্রেরকরা তাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী মনে করেছেন। কোনও কোনও অনুরূপ পত্র বিভিন্ন স্থানে

প্রেরণ করা হয়েছে কেবল মাত্র কোনও এক ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ব্যক্তিগত ভাবে বা সামাজিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্যে। প্রধানতঃ দুইপ্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা আপন স্বার্থ সিদ্ধির কারণে বিদ্বেষ-পরায়ণ পত্র যথাযোগ্য স্থানে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ দুইপ্রকার বিরোধ বা স্বার্থ নিহিত থাকে এইরূপ বেনামী পত্র প্রেরণের মূলে—যথা, (১) অর্থ (বা সম্পত্তি) ঘটিত, (২) স্ত্রীলোক ঘটিত। তদন্ত দ্বারা সম্ভাব্য বিরোধ এবং উহার মূল কারণ কি? তাহা অবগত হতে পারলে লক্ষ্যস্থলে পৌছানো সহজসাধ্য হয়ে থাকে। এই দুইপ্রকার কারণকে আমরা যৌনজ এবং অযৌনজ নামে অভিহিত করে থাকি।

উড়ো চিঠি বা বেনামী পত্র প্রেরককে খুঁজে বার করতে হলে প্রথমে পত্রটী বার বার লেনসের সাহায্যে পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী সাবধানে অনুধাবন করতে হবে। যথা,—

(১) কোন কোন বিকৃত বাক্য এবং ভুল বানান লেখক ইচ্ছাকৃত ভাবে লিখেছেন এবং কোন কোন অনুরূপ শব্দ বা বানান তাঁরা ব্যক্তিগত অভ্যাসমত লিখে ফেলেছেন।

এই পত্র উহার হোতা নিজে লিখেছেন, না উহা তিনি তাঁর কোনও বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা লিখিয়ে নিয়েছেন। ঐ পত্র এক হাতের অথবা দুই হাতের রচনা বা লেখা তাহাও জ্ঞাত হতে হবে।

(৩) যদি ঐ পত্রে অশ্লীল ভাষা থাকে তা' হলে উহা বিশ্লেষণ করে বুঝে নিতে হবে, লেখক কিরূপ প্রকৃতি বা কৃষ্টির লোক এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও মনোবৃত্তিই বা কিরূপ।

(৪) অনুসন্ধান দ্বারা পৃথক করে নিতে হবে ঐ পত্রের লিখিত প্রাদেশিক বা জিলার ভাষা বা বাক্য সমূহ। এই সকল জিলার বাক্য বা ভাষা কোন জিলায় প্রচলিত তাহাও আমাদের জেনে নিতে

হবে। প্রাদেশিক বা উপভাষা সকলও এই কারণে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

(৫) তদন্ত দ্বারা জেনে নিতে হবে ঐ পত্রের কোন অংশে মিথ্যা কথা এবং উহার কোন অংশে সত্য কথা লেখা আছে। এবং ঐ পত্রে উল্লিখিত সব কয়টী সত্য ঘটনা একত্রে কাহার কাহার পক্ষে জ্ঞাত থাকা সম্ভব।

(৬) তদন্ত দ্বারা জ্ঞাত হতে হবে এই পত্রটী পাঠানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? এবং উহার বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সম্প্রতি কাহার স্বার্থে আঘাত লেগেছে।

(৭) এই বেনামী পত্র কোনও এক ব্যক্তি বিশেষকে পাঠানো হয়েছে, না অনুরূপ পত্র পর পর বা একত্রে বহু ব্যক্তি একই সময় প্রাপ্ত হয়েছেন ? উহাতে কি অশ্লীল শব্দের প্রাচুর্য্য ও অকারণ গালি-গালাজ আছে ?

[বেনামী পত্র বিকৃত এবং অশুদ্ধ রূপে লিখলেও কোনও কোনও ছত্র বা বাক্য স্বাভাবিক ভাবে লিখিত হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত আমাদের পরীক্ষা করতে হবে লেখা কাঁচা বা পাকা হাতের। বলাবাহুল্য, মানুষের বয়সের সহিত তাহার লেখা পক্কাকার ধারণ করে। এই কারণে লেখার টান হতে লেখকের বয়স অনুমান করা সম্ভব। পত্রের হোতা একজন পুরুষ, নারী বা বালক তাহাও লেখার ভাষা ও টান হতে জানা গিয়েছে। এমন কি লেখার টান হতে জনৈক ব্যক্তি একজন কেরাণী, উকীল, ব্যবসায়ী বা ডাক্তার বা অফিসার তাহাও বুঝা যাবে। এতদ্ব্যতীত ভাষার সমাবেশ ও মারপ্যাঁচ হতে লেখকের বুদ্ধি, শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিমাণও অবগত হওয়া সম্ভব।]

এইরূপে তদন্তের গণ্ডি বা আয়তন ছোট হতে ছোট করে আমরা

ঐ সকল পত্রের মূল হোতা কে তাহা সহজে অবগত হতে পারবো। এক্ষণে এই সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটী কার্য্যকরী উদাহরণ ও উহাদের বিশ্লেষণ বিবৃত করবো।

নিম্নে উদ্ধৃত বেনামী পত্রটী এক ব্যক্তি জনৈক পোষ্টাল-অফিসারকে ডাক যোগে তার বাড়ীতে প্রেরণ করেছিল।

"ওরে শা'! তোকে আমি মারি গোদা পায়ের লাথি। তুই শা' নাতুপালের ঘাটে যা। তুই ভেবেছিস কি? আমরা পাকিস্থান-বাসী তোকে ক্ষমা করবো না। তোকে গোদা পা'য়ের লাথি মারি। তুই ফের যদি কুমারী কন্যাদের সর্ব্বনাশ করবি তো দেখবি। তোকে আমরা একেবারে দেওয়ালগিরী করে দেবো। তুই শা' ইত্যাদি। তুই মনে করেছিস তোর পিসের বাড়ীর ভাড়াটে ওরা, তাই তোর এতো জোর। তা' তুই যা খুশী কর না কেন, তাতে আমাদের কি? কিন্তু তোর পোষ্ট অফিসের পিওনদের উপর এতো অত্যাচার করিস কেন? তারা কি শা, তোর বাবার চাকর, না গভর্ণমেণ্টের চাকর। ইত্যাদি। হাঁ তোর খাঁদা নেকো কটা চোখো স্ত্রী কি বলেন, তাকেও তো তুই মারধোর করিস।"

পত্রটীর শিরোনামায় নাম ধাম নির্ভুল রূপ লেখা হয়েছিল। পত্রের ভাষা সহজ ও অবিকৃত ছিল। এই পত্রে হাতের লেখা গোপনের কোনও চেষ্টা করা হয় নি। ইচ্ছা করে কোনও বানান ভুল করে লেখা হয় নি। লিপিকার লেখার টান হতে বুঝা গেল উহা পাকা হাতের লেখা নয়, উহা কোনও বালকের লেখা। লিপিকার মধ্যে শা' কথাটী থাকলেও অন্য কোনও গালিগালাজ নেই। লেখাটীর মধ্যে কোনও পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা বা বাক্য নেই।

লিপিকাটী উপরোক্ত রূপে পর্য্যালোচনা করে বুঝা গেল উহা এক

পশ্চিমবঙ্গবাসীর লেখা। লেখক সম্ভবতঃ একজন ১৬ বা ১৭ বৎসরের বালক এবং সে একজন মধ্যবিত্ত ঘরের পুত্র। কিন্তু এই পত্রের প্রেরক স্বয়ং ইহা লিখে নাই, সে উহা কোনও বন্ধুকে দিয়ে লিখিয়েছে—তা না হলে ঐ লিপিকা স্বাভাবিক ভাষায় ও অক্ষরে লিখিত হতো না। এইরূপভাবে অনুধাবন করে ঐ পত্রের প্রকৃত হোতা কে, তা জানবার জন্যে আমরা ঐ পত্র হতে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় কয়টী তথ্য বেছে নিলাম।

(১) পত্রের প্রেরক প্রায়শঃ ক্ষেত্রে "গোদা পায়ের লাথি", "নাতু পালের ঘাটে যা", "দেওয়ালগিরী করে দেবো" এই কয়টী শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

[বাক্য কয়টী বালকসুলভ বাক্য। ইহাদের মধ্যে প্রথমটী ব্যক্তিগত বাক্য। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টী পারিবারিক বাক্য। প্রেরক খড়দহ বা উহার নিকটের বাসিন্দা কিংবা ঐ স্থানে তার মামার বাড়ী। অর্থাৎ ঐখানে শিশুকালে সে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস করেছে, ইহার কারণ পত্রোক্ত নাতু পালের ঘাট খড়দহ সহরের একটী "শবদাহের ঘাট"।]

(২) পত্রের প্রাপক তার পিসেমহাশয়ের এক ভাড়াটে বাড়ীতে হামেসা যাতায়াত করে এবং ঐ বাড়ীর কোনও এক পরিবারের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মেলামেশা করে। ঐ পরিবারে অল্পবয়স্কা এক অনূঢ়া কন্যা আছে, যাকে ঐ পত্রের প্রাপক একটু বেশী স্নেহ করে, যা পত্রের হোতারা পছন্দ বা বরদাস্ত করতে পারছিল না।

(৩) পত্রের প্রাপক পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারী এবং সে তাঁর তাঁবের কর্ম্মচারীদের উপর অযথা অত্যাচার করে থাকে।

[সামান্য মাত্র অনুধাবন করলেই প্রতীতি হয় যে পত্রের এই অংশটী পত্রের প্রাপককে বিভ্রান্ত করবার জন্য লেখা হয়েছে, যাতে মনে হবে যে এই পত্র তাঁর তাঁবেদার কর্ম্মচারী প্রেরণ করেছে। বলা বাহুল্য, ইহা

বালকসুলভ একটী ব্যর্থ অপপ্রয়াস মাত্র। পোষ্টাল কর্ম্মচারীদের পক্ষে ঐ ভাড়াটীয়া সংক্রান্ত সকল তথ্য অবগত থাকা সম্ভব ছিল না।

(৪) পত্রের প্রাপকের স্ত্রীর চোখ কটা এবং তার নাক থাঁদা। এবং পত্রের প্রাপকের বাসস্থানের ঠিকানা পত্রের হোতার ভালো রূপে জানা ছিল।

এইরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা অবগত হলাম যে পত্রের হোতা ভদ্রলোকের পিসের ভাড়াটীয়া বাড়ীর এক ভাড়াটীয়া পরিবারের বালক। যে কোনও কারণে হোক সে ভদ্রলোকের তাদের সহ-ভাড়াটীয়ার ঐ অনূঢ়া কন্যার সহিত মিলামিশা পছন্দ করে নি। এবং ঐ বালকটী খড়দহ সহরের সহিত কোনও এক সূত্রে সুপরিচিত।

এই সম্বন্ধে অপর একটী বেনামী পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

“মহাশয়! আমি একজন উচ্চ শিক্ষিত, উপার্জ্জনক্ষম, ভদ্র ডাকাত। অমুক তারিখে রাত্রি দেড় ঘটিকায় আমি ৪৩ জন অনুরূপ ভদ্র ডাকাতসহ আপনার বারিতে হানা দেবো। আপনি দশ ভরি সোনা, ৫০০০৲ টাকা এবং আপনার মধ্যম কন্যা শেফালিকে রেডিই করে রাখবেন। আপনার বারিতে যে দুইজন ছ্যামড়া থাকে তাদের আমি ভয় করি না, তারা ঐ রাত্রে উপস্থিত থাকলে তাদের জীবন হানির সম্ভাবনা। সাবধান! পুলিশে খরর দিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত।” ইতি—

পত্রখানি কোনও এক কলেজের জনৈক প্রফেসার তাঁর বালীগঞ্জের বাড়িতে ডাকযোগে প্রাপ্ত হন। যে বাড়ির ঠিকানায় ঐ পত্র পাঠানো হয়, সেইখানে পত্র প্রাপ্তির দুইদিন পূর্ব্বে তিনি শ্যামবাজার হতে সপরিবারে উঠে এসেছিলেন। প্রফেসারের বাড়িতে দুইজন দূর-সম্পর্কীয় যুবক আত্মীয় বসবাস এবং পড়াশুনা করতো। শ্যামবাজারে বাস করা কালীন প্রফেসারের কয়েকজন ছাত্র পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্যে

দুইবার প্রফেসারের পূর্ব্বেকার বাড়িতে আসে, কিন্তু প্রফেসারের আত্মীয় যুবকদ্বয় তাঁহার নির্দ্দেশমত তাদের সেখানে ঐ কারণে আসা যাওয়া করতে বারণ করে। প্রফেসার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত পেপারে উল্লিখিত সব কয়জন ছাত্রই ফেল করেছিল। পারিবারিক কার্য্যব্যপদেশে ঐ বাড়ির সকলে "শেফালী" কন্যাটীকে বারে বারে ডাকাডাকি করে, বাহির হতে ঐ নাম শুনা কাহারও পক্ষে অসম্ভব নয়। প্রফেসারের বড়ো মেয়ে বিবাহিত, কিন্তু মধ্যম কন্যা শেফালী কুমারী। পঞ্জিকা হতে ইহাও জানা যায় যে ঐ রাত্রে ঐ সময় একটী বিবাহের শুভক্ষণও লেখা আছে।

উপরোক্ত রূপ তথ্য তদন্ত দ্বারা জ্ঞাত হয়ে আমরা পত্রটীর ভাষা অনুধাবন করি। পত্রটী সাধারণ চলতি সাহিত্যের ভাষায় লিখিত হলেও উহার দুইটী বাক্য অসাবধান বশতঃ লিখিত হওয়ায় বিশেষ রূপে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, যথা—"বারিতে এবং ছ্যামড়া। পূর্ব্ববঙ্গের কেহ কেহ 'ড়' স্থানে 'র' ব্যবহার করেছেন, ছ্যামড়া বাক্যটীর অর্থ ছোকরা, ইহা বরিশাল জেলার চলতি কথ্য ভাষা। এর পর আমরা অনুসন্ধান-দ্বারা অবগত হই যে ছাত্রদ্বয়ের একজনের বাড়ি বরিশালে এবং সে এই মাত্র দুই বৎসর হলো কোলকাতায় এসেছে। পরে সন্দেহভাজন ছাত্রটী স্বীকার করেছিল যে ঐ বাড়ির এক ছ্যামড়ার দ্বারা অপমানিত হওয়ায় এবং অযথা রূপে ফেল করিয়ে দেওয়ায় সে এই পত্রখানি লিখে পাঠিয়েছে।

কোনও এক পশ্চিম বঙ্গীয় বনেদী বাড়িতে পাঁচ ছয়জন বারো হতে চৌদ্দ বৎসরের অনূঢ়া কন্যা ছিল। একদিন ডাকযোগে ঐ বাড়ির তেরো বৎসরের বালিকার নামে একটী খোলা পোষ্ট কার্ড পাঠানো হলো। পোষ্ট কার্ডটী ঐ বাড়িরই অপর এক শরীকদারের হাতে এসে পড়ে এবং উহা পাওয়া মাত্র সে হৈ চৈ সুরু করে দেয়,—ঐ বালিকার পিতা

ছিল না, তার খুল্লতাত ছিল তার অভিভাবক। পত্রখানি তাঁদের শরীকদারের নিকট হতে পেয়ে তিনি রীতিমত অপমানিত বোধ করে নাবালিকা কন্যা এবং তার মাতার উপর উৎপীড়ন সুরু করে দিলেন। ঐ পত্রখানিতে বহু অশ্লীল বাক্য এবং প্রেমের আখ্যান ছিল। নিম্নে উহার ভাবার্থ উদ্ধৃত করা হলো।

"সেদিন কেমন আমরা ওখানে * * *। আবার কবে দেখা হবে। তুমি মেট্রোর ওখানে এসে, সেদিনকার মতো ইত্যাদি।"

পত্রটী অনুধাবন করে আমি বুঝলাম যে উহা প্রেরণ করার প্রধান উদ্দেশ্য ঐ পরিবারকে অপমান করা, এই কারণে ঐ পরিবারের একটী মেয়েকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সত্যকার প্রেমের বিষয় হলে ঐ ভাবে খোলা পোষ্ট কার্ড কখনও লেখা হতো না। এতদ্ব্যতীত বনেদী পরিবার বিধায় ঐ কন্যা কখনও রাস্তায় বাহির হন নি। মেট্রো কোথায় এবং উহা কি? এই সম্বন্ধেও তার কোনও সম্যক ধারণা ছিল না। তদন্তলব্ধ তথ্য অনুধাবন করে পত্র প্রেরণের "প্রকৃত উদ্দেশ্য" কি, আমরা তা বুঝতে পেরেছিলাম। ইতিমধ্যে আরও অনুরূপ চার পাঁচখানি পোষ্ট কার্ড ডাকযোগে ঐ বাড়িতে ডাকপিওন দিয়ে গেলো। অথচ ঐ কন্যার অভিভাবক তার শরীকদারের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সাহসী হলেন না। পরে শুনেছি যে ঐ কন্যার এক মামাতো ভাই বিশেষ উপায়ে এই কদর্য্যতা বন্ধ করতে পেরেছিল। তিনি ঐ শরীকদারের স্ত্রীর নামে দুইখানি অনুরূপ ভাষায় বেনামী পত্র পাঠিয়েছিলেন। ঐ পত্রখানি পাওয়া মাত্র ঐ অসহায়া কন্যাকে আর একটিমাত্রও বেনামী পত্র কেহ পাঠায় নি।

[ঐ শরীকদারের বয়স ছিল ৬০ এবং তাহার স্ত্রীর বয়স ছিল ৫০। বাড়ির দুই শরীকদারের মধ্যে মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে মনোমালিন্যও

ছিল এবং ঐ অনূঢ়া কন্যার মাতা ছিল একটি দেওয়ানী মামলার ফরিয়াদিনী। সম্ভবতঃ এই কারণে তাঁহার কন্যাটীকেই এই সম্পর্কে বেছে নেওয়া হয়ে থাকবে।]

যে পাল্টা বেনামী পত্র পাঠিয়ে উপরোক্ত কদর্য্যতা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হলো। তবে এইরূপ প্রতিষেধক ব্যবস্থা কখনও সমর্থনযোগ্য হবে না। সুধী ব্যক্তি মাত্রের এইরূপ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ হতে বিরত থাকা উচিত।

"আজ আমি মৃত্যুশয্যায়, তবুও তোমার মুখই বারে বারে মনে পড়ে। আমার মনে পড়ে ৩০ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই মধুযামিনী। তুমি তখন অনূঢ়া, আমার ভাবী স্ত্রী। আজ তুমি বিবাহ করেছো অন্যকে, বহু পুত্র কন্যার জননীও তুমি, কিন্তু সেইদিন তুমি ছিলে, একান্তরূপে আমারই, ইত্যাদি।"

এই পাল্টা বেনামী পত্র পেয়ে ঐ দুর্ব্বৃত্ত শরীকদার বুঝতে পেরেছিল যে পূর্ব্বেকার বেনামী পত্র সমূহের হোতা যে তিনিই তাহা বিরোধী পক্ষীয় ব্যক্তিরা বুঝতে পেরেছে। খুব সম্ভবতঃ এই কারণে এবং আপন সুনাম রক্ষার্থে তাঁর পূর্ব্ব অপকার্য্য হতে তিনি বিরত থেকে ছিলেন।

এইবার অপর একটী বেনামী পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি অমুক দাসীকে নিজের ইস্ত্রি রূপেই বাল্যকাল হতেই জেনেছি। সে'ও কথা দিয়েছিল যে আমাকে সে বিবাহ করবে। অমুক তারিখে আমি এক বিশেষ 'বরাতে' ভিন গাঁয়ে যাত্রা করি, এবং ফিরে এসে শুনি তোমাদের ঘরে তার বিবাহ হয়েছে, ইত্যাদি। কিন্তু আমি তাকে ভুলব কি করে।"

উপরোক্ত বেনামি পত্রে "ভিন গাঁয়ে, ইস্ত্রি, তোমাদের ঘরে" শব্দত্রয়

হতে বুঝা যায় যে পত্রের লেখক পল্লীবাসী; কারণ পল্লীগ্রামে এইরূপ বাক্যপ্রয়োগের রীতি আছে। সর্বোপরি ঐ পত্রের 'বরাত' বাক্যটী আমরা বিশেষরূপে প্রণিধান করি। "বরাতে" অর্থে প্রয়োজনে বুঝায়। এই শব্দটী ২৪ পরগণা, হুগলি ও হাওড়া জিলার কোনও কোনও স্থানের মাহিষ্য ও সদ্গোপ সমাজে প্রচলিত আছে। দুর্লভ জাতির সমাজেও ইহার প্রচলন দেখা যায়। এর পর সামান্য মাত্র তদন্তের পরই আমরা বলে দিতে পারি এই পত্রের লেখক কে?

বেনামী পত্র অনুধাবনের কারণে বহু বৈশিষ্ট্য সূচক অথচ নিত্য ব্যবহার্য্য সাধারণ শব্দ আমাদের সঙ্কলিত করে রাখা উচিত। এই সকল শব্দগুলিকে কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত করা উচিত হবে; যথা— প্রাদেশিক, স্থানীয় (জিলাগত), ধর্ম্মীয়, শ্রেণীর, পেশাগত, পারিবারিক, ব্যক্তিগত। বৈষ্ণব ধর্ম্মীয় ব্যক্তিরা 'কাটা' শব্দ ব্যবহার না করে "বানানো" শব্দ ব্যবহার করে। ইহা একটী ধর্ম্মীয় বিভাগের দৃষ্টান্ত। "মওকা" শব্দ একটী প্রাদেশিক শব্দ। মাল, রদ্দা প্রভৃতি শ্রেণীগত বিভাগের মধ্যে পড়ে থাকে। ধলাই (পিটানো) শব্দ পুলিশ, গুণ্ডা, বদমায়েসেরা ব্যবহার করে থাকে। ইহা একটী পেশাগত বচন বিভাগের দৃষ্টান্ত। "জিদ্দি" (জেদ) একটী পারিবারিক শব্দের দৃষ্টান্ত। এস্থলে বক্তব্য বিষয় বুঝাবার জন্য মাত্র কয়েকটী প্রয়োজনীয় শব্দের আমি উল্লেখ করলাম।* এইরূপ বিভিন্ন বিভাগীয় অসংখ্য শব্দের একটী সম্পূর্ণ তালিকা আমি পুস্তকের পরিশেষে সংযুক্ত করবো।

বহুক্ষেত্রে ব্ল্যাকমেইলিঙ-এর উদ্দেশ্যেও বেনামী পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কোনও সংবাদপত্রে কোনও বালকের নিরুদ্দেশ বা হারানোর

* কোনও কোনও পরিবার লেপ গায়ে দেওয়া না ব'লে লেপ চাপা দেওয়া বলে থাকে।

সংবাদ প্রকাশিত হলে বেনামী দুর্ব্বৃত্তদের স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়ে থাকে। সংবাদপত্র হতে সকল সমাচার অবগত হয়ে তারা হারানো বালকদের অভিভাবকদের নামে বেনামী পত্র দেয় এই বলে যে তারা তাঁদের পুত্রদের অপহরণ করেছে, এবং অমুক স্থানে অমুক সময় যদি এতো টাকা অমুক ব্যক্তিকে (যিনি যথা সময় সেখানে উপস্থিত হবেন) প্রদান করেন তা'হলে পরের দিন তারা তাঁদের পুত্রদের তাদের স্ব স্ব বাড়ীতে পৌছিয়ে দেবে, অন্যথায় তারা তাদের মিছামিছি আর না পুষে হত্যা করে ফেলবে, ইত্যাদি। এইরূপ কোনও পরিস্থিতি ঘটলে অভিভাবকদের উচিত হবে যথা-সত্বর সংশ্লিষ্ট কোতোয়ালীতে সংবাদ প্রেরণ করা। এইরূপ অবস্থায় আরক্ষপুঙ্গবগণ ট্র্যাপিঙ বা ফাঁদের বন্দোবস্ত করে এই সকল প্রবঞ্চকদের অতি সহজে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবেন।

পুস্তকের পরিশেষে দুইখানি বেনামী পত্রের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করা হলো। ১নং বেনামী পত্রটী এমন ভাবে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা হয়েছে, যাতে মনে হতে পারে যে উহা কোনও বালকের লেখা। এই পত্রের রচনা হতে প্রতীতি হবে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনওপরিচিত ব্যক্তি নিজে এই পত্র লিখেছে। তা না হলে এইরূপ ভাবে আত্মগোপনের কোনও প্রয়োজন হতো না। কিন্তু বালকোচিত রূপে ইহা লেখা হলেও উহার কয়েকটী অক্ষরের গোলক যথা 'ঙ' দেখলে বুঝা যাবে উহা পাকা হাতের লেখা, নিবিষ্টরূপে অবলোকন করলে উহা চিত্রের ন্যায় প্রতীতি হবে। ২নং চিত্রটী অবলোকন করলে বুঝা যাবে যে বাহিরের কাহারও দ্বারা উহা লেখান হয়েছে, কারণ ঐ পত্রটী সহজ ও স্বাভাবিক অক্ষরে লেখা হয়েছে। এই বেনামী পত্র বা উড়ো চিঠি সম্পর্কে আমি একটী পৃথক সচিত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করবো।

রক্ত এবং কেশ

অপরাধ নির্ণয়ের সম্পর্কে রক্তবিজ্ঞান ও কেশ শাস্ত্রের প্রয়োজন অসীম। হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এই উভয় বিজ্ঞান বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। প্রথমে রক্তবিজ্ঞানের বিষয় বলা যাক। হত্যাকাণ্ডের তদন্তে প্রথমে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন হত্যাকাণ্ড অকুস্থলে সমাধা হয়েছে, না অন্য কোথাও হত্যা করে মৃতদেহ অকুস্থলে আনীত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত রক্ষীদের পরিজ্ঞাত হতে হয় কতক্ষণ পূর্ব্বে ঐ হত্যাকাণ্ড সমাধিত হয়েছে। পরিবৈশিক প্রমাণের ব্যাপারে এই সময়ের পরিজ্ঞান অতীব মূল্যবান। বহুক্ষেত্রে হত্যাস্থলে বা অকুস্থলে মৃতদেহ পাওয়া যায় নি, কিন্তু প্রভূত রক্ত বা রক্তরঞ্জিত বস্ত্রাদি ঐখানে পাওয়া গিয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হত্যাস্থল হতে বহুদূরে হত্যাকারীকে রক্তরঞ্জিত পরিধেয় বস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কখনও কখনও রক্তরঞ্জিত বস্ত্র ও অস্ত্রাদি অপরাধীর গৃহ তল্লাস করে উদ্ধার করা হয়েছে। এই সকল রক্ত প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য রক্ত কিংবা কোনও পশু পক্ষী বা সরিসৃপের রক্ত তা রক্তবিজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। এমন কি এই রক্ত দেহের কোন অংশের রক্ত কিংবা উহা মেয়েদের মাসিকের রক্ত, তাহাও এই বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ভুলরূপে বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই রক্তবিজ্ঞান কিরূপ নির্ভুলরূপে অপরাধ নির্ণয়ে সাহায্য করে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"এই দিন এক পনেরো বৎসর বয়স্কা নারী রক্তরঞ্জিত পরিধেয় বস্ত্র সহ থানায় এসে এজাহার দিলে যে অমুক ব্যক্তি তার উপর বলাৎকার করেছে। এই পাশবিক অত্যাচারের ফলে তাহার যৌনদেশ ক্ষত-

বিক্ষত হয়ে এইরূপ রক্তপাত হয়েছে। আমরা ঐ নারীর অভিযোগ বিশ্বাস করে অমুক ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করি এবং ঐ রক্তরঞ্জিত বস্ত্র পরীক্ষার জন্য রক্তপরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করি। পরে রক্ত-পরীক্ষকের রিপোর্ট হ'তে আমরা জানতে পারি যে মেয়েটী মিথ্যা বলেছে; ঐ রক্ত আঘাতজনিত রক্ত নয়, উহা ঐ মেয়েটীর ঋতুর বা মাসিকের রক্ত। তদন্তে আরও প্রকাশ পায় যে আসামী ঐ মেয়েটীর প্রণয়াসক্ত ছিল, কিন্তু অর্থ প্রদান বন্ধ করায় সে তার নামে এই মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। সমধিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকায় সে তার মাসিকের রক্ত আঘাতের রক্ত রূপে চালিয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছে।

মনুষ্য দেহে দুই প্রকারের রক্তনলী আছে, যথা—আর্টারি ও ভেইন। অপরিশুদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন স্থান হতে ভেইন-যোগে প্রবাহিত হয়ে হৃদপিণ্ডে নীত হয়ে থাকে। এবং ইহার পর উহা ফুসফুসের সাহায্যে পরিশুদ্ধ হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে আর্টারী দ্বারা পুনরায় প্রেরিত হয়ে থাকে। এইখানে হৃৎপিণ্ড দেহাভ্যন্তরে একটী পাম্পের কার্য্য করে থাকে।

এই আর্টারির বিশুদ্ধ রক্ত স্কারলেট বা ব্রাইট রেড হয়ে থাকে। কিন্তু ভেইনের অপরিশুদ্ধ রক্ত ডার্ক রেড বা পারপেল রঙের হয়। এই আর্টারি এবং ভেইনের রক্ত একত্রে মিশ্রিত হয়ে উহা ব্রাইট স্কারলেট রঙের হয়ে থাকে। মনুষ্য হত্যা হলে অকুস্থলে আমরা এইরূপ মিশ্রিত রক্ত দেখে থাকি। মানুষের ভেইন উহার আর্টারির ন্যায় ইল্যাসটিক নয়, এইজন্য ভেইন বিচ্ছিন্ন হলে উহা হতে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে, কিন্তু আর্টারি বিক্ষত হলে উহা হতে রক্ত ফিনকি দিয়ে উপরে উঠে। আঘাত সাংঘাতিক হলে কোনও এক আর্টারী বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। ·র ক্তনলী সমূহের এই বিশেষ ধর্ম্মের জন্য রক্ষিগণ সহজে বুঝে নিতে পারেন

প্রকৃত হত্যাস্থল কোথায়? এই সম্বন্ধে নিম্নে একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি ঐ ঘরের দেওয়ালের নিকট এক ব্যক্তি নিহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে; তাহার চক্ষে এবং গলদেশে গভীর ক্ষত দেখা যায়। ঐ মৃত ব্যক্তির আর্টারী বহু স্থলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বলাবাহুল্য, কাহারও দেহে আঘাত হানলে, আর্টারী এবং ভেইন উভয় রক্তনলী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, কারণ মনুষ্য দেহে এই রক্তনলীদ্বয় পাশাপাশি অবস্থান করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় রক্ত ফিনকি দিয়ে বার হয়ে দেওয়ালের গাত্রে নিক্ষিপ্ত হবার কথা, কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দেহের নিকট কোথাও রক্ত চিহ্ন আমরা দেখতে পেলাম না। এতদ্ব্যতীত ক্ষত স্থানের তলদেশে প্রচুর রক্ত পড়ে থাকার কথা, কিন্তু ঐ স্থানে আমরা মাত্র সামান্য রক্ত পড়ে আছে দেখলাম এবং ঐ স্থানে উহা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পতিত হয়েছে। এইরূপ অবলোকন দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম নিহত ব্যক্তিকে অন্যত্র কোথাও হত্যা করে মৃত দেহটীকে অকুস্থলে আনয়ন করা হয়েছে।"

মনুষ্য রক্ত সময়ের সহিত তাল রেখে ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে বা শুকিয়ে যায়। চব্বিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পর মনুষ্য রক্ত ধীরে ধীরে ফিকে ধূসর বর্ণের হতে থাকে। এবং এইভাবে উহার রঙ দশদিন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। দেহ হতে নিপাত হওয়ার পর দশদিন অতিবাহিত হলে রক্তের বর্ণ আর একটুও পরিবর্ত্তিত হবে না। এক ফোঁটা রক্ত সাধারণতঃ তিন ঘণ্টার মধ্যে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যাবে, কিন্তু কোনও তৈলসিক্ত স্থানে পড়লে উহা শুকাতে অধিক বিলম্ব হয়ে থাকে। অধোটান (Absorbent) স্থানে রক্ত বিন্দু দ্রুতগতিতে শুষ্ক হয়ে থাকে, কিন্তু মসৃণ স্থানে উহা শুকাতে দেরী হয়।

রক্তের জমাট হতে কতক্ষণ পূর্ব্বে হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছে তা ব'লে দেওয়া যায়। মনুষ্য রক্ত তিন মিনিটের পর জমাট বাঁধতে সুরু করে এবং উহা এক মিনিটের মধ্যে পুরাপুরি জমাট বেঁধে যায়। মৃতদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত রক্ত কিন্তু চার ঘণ্টা হতে বারো ঘণ্টার মধ্যে জমাট বাঁধে, পশুদের রক্ত ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে, কিন্তু পক্ষীদের রক্ত দ্রুত জমাট বেঁধে থাকে। এই জমাট বাঁধার গতি নির্ভর করে তাপের তারতম্যের উপর, এই কারণে শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু অনুযায়ী ইহার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এতদ্ব্যতীত মসৃণ, শুষ্ক ও ছাতরা Absorbent জমির উপর পড়েও রক্তের জমাট সময়ের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

এই সম্বন্ধে নিম্নে একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করা গেল।

"এমন কয়েকজন সাক্ষী পাওয়া গেল যারা ঐ আসামীদের নিহত ব্যক্তিকে রাত্রি দুইটায় ঐ গলির মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছিল। এতদ্ব্যতীত ১নং আসামীর গৃহের ভাড়াটিয়ারা সাক্ষ্য দিল যে তারা আসামীদের সকলকে ১নং আসামীর ঘরে রাত্রি তিনটায় ফিরে আসতে দেখেছে, এই সময় তাদের কাহারও কাহারও পরিচ্ছদে তারা রক্তের দাগও দেখেছে। মৃতদেহটী অবশ্য ঐ গলির মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় ভোর ছটায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

এক্ষণে বৈজ্ঞানিকদের রিপোর্ট হতে জানা গেল যে ঐ রাত্রে অনুমান আড়াইটার সময় ঐ ব্যক্তিকে নিহত করা হয়েছিল। দেহের কাঠিন্য এবং রক্তের জমাট ও বর্ণ হতে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের এই রিপোর্ট একটী বিশেষ সমর্থনসূচক পরিবৈশিক প্রমাণ রূপে আদালত কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়েছিল।

এমন বহু দ্রব্য আছে যা চর্ম্মচক্ষুতে রক্ত বলে ভ্রম হয়ে থাকে, যথা—পেণ্ট রঙ, পানের পিচ ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর আমরা

বুঝতে পারি যে উহা আদপেই রক্ত নয়। বহুস্থলে পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্মে কিংবা কাউকে মামলায় ফাঁসাবার জন্মে কোনও পশুর রক্ত আমদানী করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এক এক প্রকার প্রাণীর রক্তকণা এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা আমরা বলে দিতে পারি যে উহা মনুষ্য রক্ত না কোনও জীব রক্ত। যদি উহা মনুষ্য রক্ত হয় তা'হলে উহা আটারী বা ভেইনের রক্ত বা উহা ঋতুর রক্ত না উহা নাসারন্ধ্রের রক্ত, তা বলে দেওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত উহা পুরুষ, স্ত্রী বা শিশুর রক্ত তাহাও রক্ত-বিজ্ঞান বলে দিতে পেরেছে। এই রক্ত জীবিত ব্যক্তি কিংবা মৃত ব্যক্তির দেহ হতে নির্গত হয়েছে তা'ও বিজ্ঞানের সাহায্যে অবগত হওয়া যায়। এমন কি ঐ রক্ত আততায়ীর দেহ হতে কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ হতে বহির্গত হয়েছে তা'ও রক্ত-বিজ্ঞানের সাহায্যে বলে দেওয়া সম্ভব।

মাইক্রোসকোপ, স্পেকটোসকোপ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে এবং রাসায়নিক পরীক্ষাদির পর বৈজ্ঞানিকগণ রক্ত সম্পর্কে উপরোক্ত রূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন। আতস কাঁচ ফটোগ্রাফ এবং সাধারণ চক্ষুর দ্বারাও এইরূপ পরীক্ষা কিছুটা চলে, কিন্তু এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য আলোচনা বর্ত্তমান পুস্তকে আমি করবো না। এই সকল বিষয় বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, এইস্থলে উহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

রক্ত যদি শ্বেত বস্ত্রাদি রঞ্জিত করে তো সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু রঙিন বস্ত্রাদিতে পড়লে উহা বিভিন্ন উপবর্ণ ধারণ করে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও পরীক্ষা হয়েছে কি'না জানি না; কিন্তু উহার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে।

"সাক্ষী মলিনা আমাদের বললো যে, রাত্রে ঐ সময়ে খোকার জামায়

লাল রক্তের দাগ দেখেছিল, কিন্তু অন্যান্য সাক্ষীর মতে খোকা তখনও হত্যাকার্য্য সমাধা করে নি। খোকার পরনে এই সময় একটী নীল সার্ট ছিল,এবং সে পান চিবাতে চিবাতে এসেছিল। ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষার এবং সত্য নির্দ্ধারণের জন্য আমরা একটী বিশেষ পরীক্ষা করি। আমি নিডিলের সাহায্যে আঙুল হ'তে সামান্য রক্ত বার করে উহা একখণ্ড নীল কাপড়ের উপর রেখে দেখলাম—উহা রাত্রে কালো দেখাচ্ছে, কিন্তু ঐ নীল বস্ত্রে পানের পিচ ফেলে লক্ষ্য করলাম রাত্রিকালে বিজলীবাতির আলোকে উহা লাল দেখাচ্ছে। এই সময় অনুরূপ কয়েকটী পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছিলাম যে এক এক রঙিন কাপড়ে রক্ত রাখলে রাত্রে ও দিবা ভাগে উহা এক এক বর্ণের দেখা গিয়ে থাকে।"

কোন হত্যা বা আঘাতজনিত অপরাধ তদন্ত সম্পর্কে আমরা মামলার প্রদর্শনী বস্তু রূপে অস্ত্রাদি, শয্যা, মাদুর, কাষ্ঠ, জুতা প্রভৃতি দ্রব্য অকুস্থল এবং অন্যান্য স্থান হতে সংগ্রহ করে থাকি। বহুক্ষেত্রে হত্যার পর হত্যাকারী হাত পা ধুয়ে স্নান করে, যাতে তার দেহ হতে নিহত ব্যক্তির রক্ত মুছে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অলক্ষ্যে তার নখ-সমূহের অভ্যন্তরে কিছু রক্তকণা লেগে থাকে। এই কারণে রক্ষিগণ হত্যাকারীরূপে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নখসমূহের নিম্নে রক্তকণা তল্লাস করে থাকেন। এবং ঐ স্থানে রক্তের সন্ধান পাওয়া মাত্র স্কেপ করে ঐ রক্ত সাবধানে বার করে উহা রক্ষা করেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনুষ্য এবং পশুদের দেহ সংলগ্ন রক্তও বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

এক্ষণে কিরূপ উপায়ে ঐ রক্ত সংগ্রহ করে উহা রক্ষা করা হয়ে থাকে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবো। অস্ত্রাদি এবং ছোট-খাটো দ্রব্যের উপর রক্ত দেখা গেলে ঐ সকল দ্রব্য রক্তসহ তুলে নেওয়া উচিত হবে।

কিন্তু বড়ো বড়ো দেওয়াল প্রভৃতি সুসংবদ্ধ দ্রব্যাদির উপর রক্ত দেখা গেলে উহাদের রক্তরঞ্জিত অংশ চেঁচে তুলে নেওয়া হয়ে থাকে; অবশ্য যদি অস্ত্রাঘাত জনিত কম্পন ঐ সকল দ্রব্য সহ্য করতে সক্ষম হয়, তা' না হলে রক্তকণা সমূহ কম্পন জনিত বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দরজা জানালা আলমারী প্রভৃতি বহু বড় বড় দ্রব্য আছে যাহা কাটা বা চাঁচা চলে না, এই ক্ষেত্রে রক্তের স্ক্রেপিঙ পরিষ্কার ছুরীকার সাহায্যে তুলে নেওয়ার রীতি আছে। রক্তের পাতলা এবং পুরু স্ক্রেপিঙ সমূহ পৃথক পৃথক ভাবে নরম মোমমাখা কাগজে রক্ষা করা হয়ে থাকে। ভিজা বা সেঁতসেতে দ্রব্য সমূহ, যথা—কর্দ্দম ভিজা বস্ত্র, গোবর ইত্যাদির উপর রক্ত দেখা গেলে উহাদের কোনও উষ্ণ স্থানে বা হাওয়ায় প্রথমে শুষ্ক করে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু কদাচ অগ্নির সাহায্যে বা অত্যধিক তাপে উহাদের শুষ্ক করা উচিত হবে না।

কথনও রক্ষিগণ শুষ্ক পাতার উপর রক্ত নিরীক্ষণ করেছেন। এই ক্ষেত্রে এঁরা পত্রের রক্তাংশ উপরে রেখে উহা নিম্নাংশ পিচবোর্ডের বাক্সের তলদেশে আঠার সাহায্যে এঁটে রাখেন, এই সকল কার্য্যে প্ল্যাস্‌টিসিন নামক বিদেশাগত আঠা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এর পর সামান্ত শুষ্ক নরম ছোলা তুলার সাহায্যে ঐ বাক্সে প্যাক করে রাখা হয়ে থাকে। মাটির উপর রক্ত দেখা গেলে ঐ মাটির কিছু অংশ রক্তসহ চেঁচে তুলে নেওয়া উত্তম হবে। কিন্তু মনুষ্য বা কোনও জীবের দেহের উপর রক্ত দেখা গেলে উহা বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তুলে নিয়ে সংরক্ষণ করার রীতি আছে। এই ক্ষেত্রে এক বাটী জলে এক চামচ লবণ মিশ্রিত করে এক প্রকার লোসন তৈয়ারী করা হয়ে থাকে। এর পর এইরূপে প্রস্তুত লোসনে একটি ব্লটিঙ পেপার ভিজিয়ে নিয়ে ঐ লোসনে সিক্ত পেপার মানুষ বা জীবের রক্তরঞ্জিত অংশে লেপন করলে উহার উপরকার রক্ত

ধীরে ধীরে ঐ ভিজা ব্লটিঙ পেপারে পুরাপুরি উঠে আসবে, এর পর এই ব্লটিঙ পেপার বাতাসের সাহায্যে শুষ্ক করে নিতে হবে। অধিক তাপ বা আগুনের সাহায্যে উহা কদাচ শুষ্ক করা উচিত হবে না, কারণ অধিক তাপে রক্তকণা সমূহ বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে।

গহনাদির উপর রক্ত দেখা গেলে উহার উপর পাতলা কাগজ সেলাই করে বেঁধে দেওয়া উচিত হবে, কিন্তু আঠার সাহায্য নেওয়া উচিত হবে না। বস্ত্রের কোনও অংশে রক্ত দেখা গেলে পুরা বস্ত্রটী গ্রহণ করা উচিত হবে। রক্ষিগণের উচিত হবে রক্তরঞ্জিত অংশের চতুর্দ্দিক ঘিরে লাল পেনসিলের দাগ কাটা, কিন্তু ঐ কাপড়ের রঞ্জিত অংশ কখনও ভাঁজ করা উচিত হবে না। এর পর রক্ষিগণের উচিত হবে একটী পাতলা তুলার প্রলেপের সাহায্যে কাপড়ের রক্তরঞ্জিত অংশ সংরক্ষণ করা।

প্যাকিঙ বা পুটুলি বিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী রক্তরঞ্জিত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করে উহাদের পরীক্ষার জন্য রক্তপরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা রক্ষীদের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রেরক-পত্রের সহিত দ্রব্যাদির তালিকা পরীক্ষার উদ্দেশ্য এবং ঘটনার বিবরণ প্রভৃতি লিখে পাঠানো উচিত হবে। কখনও কখনও মাংসের টুকরো বা গাত্রচর্ম্ম প্রভৃতিও প্রেরণ করা প্রয়োজন হয়ে থাকে, কিন্তু উহা এ্যালকোহলে ডুবিয়ে কখনও পাঠানো উচিত হবে না, উহাদের লবণ দ্বারা ঘন সলুসন তৈরী করে উহাতে তা ডুবিয়ে পাঠানো উচিত হবে। রক্তরঞ্জিত দ্রব্যাদি যথা সত্বর রক্তপরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা উচিত, দেরী করে পাঠালে রক্তকণা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয়ে পড়ে। ইংরাজীতে এইরূপ অবস্থাকে বলা হয় ডিস্ইনটিগ্রেসন অব ব্লড। এইরূপ অবস্থায় উহাকে রক্ত বলে সনাক্ত করা গেলেও উহা যে মনুষ্য রক্ত তা বলা কঠিন হয়ে পড়বে।

ব্লড-গ্রুপিঙ আধুনিক বিজ্ঞানের এক অভিনব দান। এক এক রক্তের গ্রুপে এক এক দল মানুষ পড়ে।* অর্থাৎ এক গ্রুপের মানুষের রক্তের সহিত অপর গ্রুপের মানুষের রক্তের পার্থক্য থাকে। তদন্তের ব্যাপারে এই ব্লড-গ্রুপিঙ সকল ক্ষেত্রে সাহায্যে আসে নি, ইহার কারণ এক একটী গ্রুপে অনেকগুলি মনুষ্য পড়ে। এবং ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ অপরাধ করেছে তা বলা শক্ত। এইজন্য অকুস্থলে প্রাপ্ত আহত আততায়ীর রক্ত এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির রক্ত এক গ্রুপের হলেও বলা যায় না ঐ ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য সমাধা হয়েছে। কিন্তু অকুস্থলের প্রাপ্ত আহত আততায়ীর রক্ত এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির রক্ত দুইটী বিভিন্ন গ্রুপের হয় তা'হলে বলা যায় যে ঐ ব্যক্তি দ্বারা ঐ অপকার্য্য কদাচ সমাধা হয় নি। পিতা ও পুত্রের রক্ত সাধারণতঃ একটী গ্রুপের অন্তর্গত হয়ে থাকে। এইজন্য খোরপোষের মামলায় ঐ পুত্র যে ঐ আসামীর তা উভয়ের রক্তের ব্লড-গ্রুপিঙ করে প্রমাণ বা অনুমান করা যেতে পারে।

সম্প্রতি একপ্রকার বর্ণহীন রক্তসার প্রস্তুত (Blood Serum) করা সম্ভব হয়েছে। এই রক্তসার নিকট আত্মীয়ের রক্তে প্রবেশ করলে উহা যত শীঘ্র বিনষ্ট হবে, উহা দূর আত্মীয়ের রক্তে প্রবেশ করলে তত শীঘ্র বিনষ্ট হবে না, অর্থাৎ উহা দূর আত্মীয়ের রক্তে মিশ্রিত হলে বিনষ্ট হতে অধিক সময় লাগবে। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা কে কার কতো নিকট আত্মীয় বা কে কার আপন ভ্রাতা বা পুত্র তা বলে দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

রক্তবিজ্ঞানের কথা বলা হলো, এইবার কেশশাস্ত্রের কথা বলবো। তদন্ত সম্পর্কে কেশশাস্ত্রের প্রয়োজন অসীম। এতদ্বারা মৃত ও জীবিত

* ইহাদের মধ্যে কয়েকটী গ্রুপিঙের রক্ত অতি সাধারণ। আবার দুই একটী গ্রুপিঙের রক্ত কদাচিৎ দেখা যায়।

ব্যক্তি—এই উভয় ব্যক্তিদের সনাক্ত করা যায়, এমন কি মৃতদেহ পচে গেলে তাহার কেশের সাহায্যে আমরা বলে দিতে পারি লোকটা কে? কারণ কেশ বা চুল আরও দেরীতে পচে যায়। হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে অনেক সময় ধস্তাধস্তির ফলে আততায়ীর মাথার চুল নিহত ব্যক্তির মুঠার মধ্যে থেকে গিয়েছে। এই চুলের সহিত সন্দেহভাজন ব্যক্তির চুলের বৈজ্ঞানিক তুলনা করে আমরা বলে দিতে পারি যে ঐ ব্যক্তি দ্বারাই ঐ হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছে। বলাৎকার বা ধর্ষনাদি অপরাধে বহুক্ষেত্রে পুরুষের যৌনদেশের কেশ ধর্ষিত নারীর যৌনদেশে সংলগ্ন থেকে গিয়েছে। এই চুল সংগ্রহ করে অপরাধীর যৌনদেশের কেশের সহিত উহার তুলনা করে আমরা বলে দিতে পারি যে ঐ অপরাধীর দ্বারা বলাৎকার কার্য্য সমাধা হয়েছে। পশুদের সহিত অস্বাভাবিক যৌন সম্মিলনও এদেশে এক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। অনুরূপ ভাবে প্রাপ্ত এই কেশের সাহায্যে অপরাধী কে—তা নির্ভুল রূপে প্রমাণ করা গিয়েছে।

সাধারণতঃ মাইক্রোশকোপ এবং রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা আমরা বিবিধ কেশের তুলনা করে থাকি। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা আমরা বলে দিতে পারি যে ঐ দ্রব্য একটী কেশ কিংবা ইহা সূতা বা তন্তু। যদি উহা কেশ হয়, তা'হলে উহা মনুষ্য বা কোনও জন্তুর কেশ তাহাও বলে দেওয়া সম্ভব। মনুষ্য কেশ হলে, উহা কোন ব্যক্তির কেশ এবং সে নারী বা পুরুষ? সে যুবা, বৃদ্ধ বা শিশু এবং তাহার জাতি কি? তাহাও কেশশাস্ত্রের সাহায্যে অবগত হওয়া সম্ভব। এমন কি ঐ কেশ ঐ ব্যক্তির বগল, মস্তক, বক্ষ, পৃষ্ঠ, উরু বা যৌনদেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তা'ও অনুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা আমরা অবগত হতে পারি।

আততায়িগণ আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তকে কিরূপ অস্ত্র দ্বারা আঘাত করেছেন তাহাও মস্তকসহ কর্ত্তিত কেশের অনুবিক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বলা বাহুল্য, ধারালো অস্ত্র, ভোঁতা অস্ত্র, সরু বা মোটা যষ্টির আঘাত বিভিন্নরূপে মস্তকের কেশকে পর্য্যুদস্ত বা বিচ্ছিন্ন করে থাকে। কাহারও কাহারও মস্তকের কেশে রঙ মাখানো হয়ে থাকে। সকলেই যে পাকা চুল গোপন করার জন্যে পাকা চুল কালো বা লাল বর্ণের করেছেন তা নয়, এদের কেহ কেহ কেশের বর্ণ পরিবর্ত্তন জাতি বর্ণ বা আত্মগোপনের উদ্দেশ্যেও করে থাকেন। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তাদের এই প্রকার ছদ্মবেশ ধরে ফেলাও সম্ভব হয়ে থাকে। কেশ সমূহের রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ঐ কেশ একজন বৃদ্ধের, যুবকের, বালকের বা শিশুর তাহাও বলে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

এই সকল কারণে অকুস্থলে কেশের সন্ধান পাওয়া মাত্র উহা সযত্নে সংগ্রহ করে একটী পরিষ্কার কৌটায় এমন ভাবে বন্ধ করে রাখা উচিত যাতে উহার গন্ধ বার হয়ে না আসতে পারে। এর পর এই কৌটা সিল করে রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা উচিত।

কেশ পরীক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে নিম্নে একটী ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

"এই দিন প্রত্যূষে একটী বাড়ীর পিছনকার এক উন্মুক্ত স্থানে একটী নারীর মৃতদেহ কর্ত্তিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল, কিন্তু ঐ নারীটী কে? তা অকুস্থলে কোনও ব্যক্তি বলতে পারলো না। এর পর তদন্ত দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে নিকটের একটী বাটীর এক ফ্ল্যাটে অমুক নামে এক ভদ্রলোক সম্প্রতি একটী স্ত্রীলোক সহ কিছুদিন বাস করেছিল, কিন্তু ঐ দিন প্রত্যূষ হ'তে তাদের কাউকেই

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা তৎক্ষণাৎ ঐ শূন্য ফ্ল্যাটটী তল্লাস করে ফেলি, কিন্তু তাদের সন্ধান পাই না। ঐ ফ্ল্যাটে এমন একটীও কাগজ-পত্র পাই না, যা থেকে তাদের সনাক্ত বা তল্লাস করা যেতে পারে। এই সময় একটী ঘরে এক ড্রেসিঙ টেবিলে ন্যস্ত একটী মাথা আঁচড়ান চিরুণীর আমি সন্ধান পেলাম। এই চিরুণীতে দুই একটী পুরুষের এবং কয়েকটী নারীর মস্তকের কেশ সংলগ্ন হয়ে রয়েছে। চিরুণী সংলগ্ন নারীর কেশে গন্ধ গ্রহণ করে বুঝলাম যে সে একটী বিশেষ গন্ধ তৈল মাখতো। এমন কি ঐ বিশেষ গন্ধ তৈলের একটী অর্দ্ধ ব্যবহৃত শিশিও আমরা ঐ ঘর হতে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলাম। নিহত নারীর কেশ হতেও ঐ একই প্রকার তৈলের গন্ধ নির্গত হচ্ছিল। এর পর চিরুণী সংলগ্ন নারীর কেশের সহিত নিহত নারীর কেশ তুলনা করে বৈজ্ঞানিকগণ বলে দিলেন যে ঐ উভয় কেশ ঐ নিহত নারীর। এর পর আমরা অমুক পুরুষ ব্যক্তিকে খুঁজে বার করে তার কেশের সহিত ঐ চিরুণী সংলগ্ন পুরুষের কেশ দুইটী তুলনা করে হত্যার পরিবেশিক প্রমাণ রূপে উহাদের ব্যবহার করেছিলাম।

কেশ ও রক্ত,—এই উভয় দ্রব্যের সাহায্যে কিরূপে একটি কঠিন হত্যা মামলার কিনারা বা মীমাংসা হয়েছিল তার একটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"লণ্ডন শহরের একটি হোটেলের এক কামরায় এক যুবতী নারী একাকিনী বাস করতো। একদিন রাত্রি আটটায় তাকে নিহত অবস্থায় তার কামরায় দেখা গেল। মামলাটী তদন্ত সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ জনৈক বৈজ্ঞানিকের সাহায্য গ্রহণ করে। ঐ বৈজ্ঞানিক অকুস্থলে রাত্রি দশটায় এসে পৌছান। মৃতদেহের কাঠিন্য পরীক্ষা করে তিনি বুঝতে

পারেন যে চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে অর্থাৎ সন্ধ্যা ছয়টায় তার মৃত্যু ঘটেছে। গলদেশের দাগ পরীক্ষা করে দেখা গেলো যে তাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। ঐ নারীর মৃতদেহ চিৎ অবস্থায় শায়িত ছিল। তাহার দেহের নিকট একটি ফ্রেঞ্চ লেদার পাওয়া যায়; বুঝা যায় যে যৌন-সঙ্গমকালীন কোনও পুরুষ তাকে হত্যা করেছে। ঐ ফ্রেঞ্চ লেদারের সহিত সংলগ্ন পুরুষের যৌনদেশের দুইটী কেশও পাওয়া গিয়েছিল। বৈজ্ঞানিক ঐ কেশ দুইটী পরীক্ষা করে দেখলেন যে উহা ফর্সা রঙের। কাহারও যৌনদেশের কেশের যা রঙ বা বর্ণ হয় তা থেকে তাহার মস্তকের কেশের রঙ আরও ফর্সা বা পাতলা হয়ে থাকে। যৌনদেশের কেশের রঙ যার অতো ফর্সা, তার মাথার কেশের রঙ আরও ফর্সা হবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বৈজ্ঞানিক বুঝতে পারলেন যে আততায়ী এমন একব্যক্তি যার মাথার কেশ অত্যধিক রূপ ফর্সা। ইহার পর ঐ বৈজ্ঞানিক অকুস্থলে পতিত রক্ত পরীক্ষা সুরু করে দিলেন। অকুস্থলেই তিনি উহার ব্লড-গ্রুপিঙএর কার্য্য শেষ করেছিলেন। পরীক্ষা দ্বারা তিনি অকুস্থলে "O" এবং "B" এই দুই গ্রুপের রক্তের সন্ধান পেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে হত্যা-কালীন ধস্তাধস্তি হয়েছিল এবং উহার ফলে হত্যাকারীও কিছুটা আঘাত পেয়েছে। অনুমান করা গেল যে অসহায় অবস্থায় গলাটিপার সময় ঐ নিহতা নারী হত্যাকারীর হস্তে কিংবা মুখে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল। এবং ইহার ফলে খুব সম্ভবতঃ হত্যাকারীর মুখ বা হাত হতে কিছু রক্ত ঝরে পড়েছে। এই জন্য অকুস্থলে দুইটী বিভিন্ন গ্রুপের অন্তর্গত রক্ত পাওয়া গিয়েছে। ইহার মধ্যে "O" গ্রুপের রক্তের মানুষ শীতপ্রধান দেশে বিরল ছিল। মৃতদেহের রক্তের সহিত অকুস্থলে পতিত অপর রক্তের তুলনা করে দেখা গেল যে ঐখানকার "B" গ্রুপের রক্ত ঐ নিহতা নারীর ছিল। অতএব বুঝা গেল যে হত্যাকারী এমন এক ব্যক্তি যার দেহের

রক্ত "O" গ্রুপের, যার চুল অত্যন্ত ফর্সা এবং যার হাত বা মুখ হত্যাকালীন প্রতি-আক্রমণে বিক্ষত হয়েছে ; এবং সে সন্ধ্যা ছয়টায় ঐ হোটেল হতে বার হয়ে গিয়েছে। এর পর বৈজ্ঞানিক পুলিশকে ঐরূপ এক ব্যক্তিকে সন্ধান করতে বলে স্থান ত্যাগ করলেন, কিন্তু ঐ হোটেলের কোনও ব্যক্তি ঐরূপ কোনও ব্যক্তিকে ঐখানে আসতে দেখে নি। পরে একজন ট্যাক্সী চালকের নিকট পুলিশ জানতে পারে যে সে ঐ হোটেলের নিকট হতে ঐরূপ এক ব্যক্তিকে আনুমানিক সন্ধ্যা ছয়টায় অমুক বাড়ীতে পৌছিয়ে দিয়েছে। তার নাক মুখ থেকে রক্ত বার হচ্ছিল এবং তার মাথার চুলও খুব ফর্সা। পুলিশ ঐ ট্যাক্সী চালকের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং সে স্বীকার করে যে সে'ই ঐ নারীকে হত্যা করেছে।"

এই কেশ ব্যতীত সাধারণ 'তন্তু'র সাহায্যেও বহু মামলার কিনারা বা মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো। [এই বিশেষ বিদ্যাকে বলা হয় ফেরেন্‌সিক বিদ্যা।]

লণ্ডন সহরের কোনও এক গৃহে এক নারীকে নিহত অবস্থায় শায়িত দেখা গেল। ঐ নারীর পাছাদ্বয় প্ল্যাসটারড্ করা ছিল। এই নারীটিকেও গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। এই মামলাটিতেও স্থানীয় পুলিশ বৈজ্ঞানিকের সাহায্য গ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিক নিহতা নারীর পাছার প্ল্যাসটারের উপর একটি বিশেষ প্যাটার্নের প্যাণ্টের কাপড়ের (বুননের) দাগ আবিষ্কার করলেন। বুঝা গেল যে আততায়ী হাঁটু দিয়ে নিহতা নারীর উপর সজোরে চাপ দিয়ে বসে তাহার গলাটিপে ধরে এই জন্য হাঁটুর চাপে প্যাণ্টের কাপড়ের বুননের প্যাটার্ণও পাছার পেলাস্তারার উপর অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে।

ইহার পর ঐরূপ প্যাটার্ণের কাপড়ের প্যাণ্ট্-পরা এক ব্যক্তিকে

সন্দেহ করে ধরে নিয়ে এলে বৈজ্ঞানিক তাহার প্যাণ্টের কাপড়ে সংলগ্ন বহিরাগত একটিমাত্র তন্তু আবিষ্কার করলেন। এই তন্তুটী পরীক্ষা করে দেখা গেল উহাতে তিনটি বর্ণের সমাবেশ রয়েছে। ইহার পর দেখা গেল যে নিহত নারীর পরিধেয় বস্ত্রও হুবহু ঐরূপ তিন রঙা তন্তুর দ্বারা তৈয়ারী। এবং ঐ তন্তুটী নিহতা নারীর বস্ত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐ হত্যাকারীর প্যাণ্টে সংলগ্ন হয়ে গিয়েছে।

[এইরূপ পরীক্ষা সকল ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ রূপে বিবেচিত হয় নি। ইহা তদন্তের কারণে মূল্যবান সূত্র রূপে বিবেচিত হয়েছে মাত্র। ইহার দ্বারা কেবল বলা সম্ভব হয়েছে যে, এই ব্যক্তি দ্বারা এই ব্যক্তির নিহত হওয়া খুবই সম্ভবপর। তবে অন্যান্য প্রমাণের সহিত সংযুক্ত হলে ইহা মূল্যবান পরিবৈশিক প্রমাণ রূপে পরিগণিত হবে। এই পরিবৈশিক প্রমাণ সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

মেডিকেল জুরিসপুডেন্স

তদন্তের সম্পর্কে মেডিকেল জুরিসপুডেন্সের সাহায্য অপরিহার্য্য। বহু ক্ষেত্রে মানুষকে হত্যা করে তাকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে, কিংবা তার গলায় দড়ি দিয়ে একস্থানে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে করে প্রতীতি হবে যে ঐ ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে কিংবা দৈবক্রমে জলে ডুবে মরে গিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে ফরিয়াদী নিজের দেহে নিজে আঘাত হেনে মিথ্যা করে নালিশ জানিয়েছে যে অমুক ব্যক্তি তাকে এইভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। একমাত্র মেডিকেল জুরিসপুডেন্সের সাহায্যে এই সকল মামলায় সত্য মিথ্যা যাচাই করে নেওয়া সম্ভব।

এমন কি এই বিজ্ঞানের সাহায্যে কোন আঘাত কিরূপ অস্ত্রের সাহায্যে সমাধা হয়েছে এবং আততায়ী কতো দূর হতে অস্ত্র প্রয়োগ করেছে; তাহাও নির্ভুল রূপে বলে দেওয়া সম্ভব। আগ্নেয়াস্ত্র কতো দূর হতে ব্যবহৃত হয়েছিল তাহাও এই বিশেষ বিজ্ঞান বলে দিতে পারে।

বাহ্যিক পরিদর্শন ব্যতীত শবব্যবচ্ছেদ দ্বারাও এই সম্পর্কে বিবিধ বিষয় অবগত হওয়া যায়। বিষপানে কোনও ব্যক্তি নিহত হলে মৃতদেহের ভিসারা বা বয়াম (পাকস্থলী হতে) রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যাবে যে কোন বিষ গলাধঃকরণ হওয়ায় বা দেহে উহা প্রবেশ করায় ঐ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে (বা হত্যাকারীর নিকট) প্রাপ্ত বিষ এবং মৃত ব্যক্তির পাকস্থলীতে প্রাপ্ত বিষ একইরূপ বিষ হলে উহা উত্তম পরিবৈশিক প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে। এমন কি জীবিত রোগীর উপর বিষের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে রক্ষিগণ বুঝে নিতে পারেন, কোন বিষ তার উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। বিষের প্রকার বুঝা মাত্র রক্ষিগণ মাত্র ঐ বিষের জন্য অকুস্থলে এবং অন্যত্র সন্ধান করবেন। বহুক্ষেত্রে বিষবিক্রেতারা বলে দিয়েছে অমুক দিন কোন কোন ব্যক্তি ঐ বিষ তার দোকান হতে কিনে নিয়ে গিয়েছিল। শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা নিহত ব্যক্তির দেহাভ্যন্তর হতে বন্দুক রাইফেল পিস্তল প্রভৃতির গুলিও বার করে আনা হয়ে থাকে। এইগুলি এবং তদ্রুকৃত ছিদ্র (দেহাভ্যন্তরে) পরীক্ষা করে বলে দেওয়া গিয়েছে কিরূপ আগ্নেয় অস্ত্র হতে বা কতো নম্বরের বা বোরের ঐরূপ এক অস্ত্র হতে ঐ সকল গুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই ভাবে তদন্তের গণ্ডী ছোট ছোট হতে ছোট করে আমরা সহজে লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারি। যদি বুঝি যে ১২ বোরের শটগান (রাইফেল বা পিস্তল নয়) ব্যবহৃত হয়েছিল তাহলে আমরা সন্ধান করবো ঐরূপ সটগান অস্ত্র কাহার হেপাজতে

আছে এবং তাহার সহিত ঐ নিহত ব্যক্তির কোনও শত্রুতা ছিল কি'না। এবং এর পর ঐ বন্দুকটী উদ্ধার করে উহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে মৃতদেহে প্রাপ্ত গুলি উপরি-উল্লেখিত আগ্নেয়াস্ত্র হ'তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বহুক্ষেত্রে ছুরিকা প্রভৃতির ধারালো অস্ত্রের ভগ্নাংশ বা বিষপ্রয়োগে ব্যবহৃত সূচী যন্ত্রের নিডিলের ভগ্ন কণাও দেহাভ্যন্তর হতে বহিষ্কার করে আনা হয়েছে। এই সকল ভগ্নাংশের সহিত মূল অস্ত্র বা যন্ত্রের সহিত তুলনা করে বলে দেওয়া গিয়েছে যে ঐ অস্ত্র বা যন্ত্রে এই সকল অংশ পূর্ব্বে যুক্ত ছিল। এবং ঐ যন্ত্র বা অস্ত্রের মালিকানা বা হেপাজতী কার উপরে বর্ত্তায়? তা প্রমাণ করতে পারলে ঐ সকল ব্যক্তিকে অপরাধী রূপে সাব্যস্ত করা গেলেও যেতে পারবে।

শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা ব্যবচ্ছেদকগণ বলে দিতে পেরেছেন মৃত্যুর কারণ কি? উহা আত্মহত্যা, পরহত্যা বা দৈবদুর্ঘটনা, ইত্যাদি। নিম্নে এই সম্পর্কে একটী চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"একটী মৃত শিশুর দেহ আমার নিকট পাঠিয়ে পুলিশ জানতে চাইলে, শিশু মরা অবস্থায় জন্মেছে না সে জন্মাবার পর মারা গিয়েছে। আমি শবব্যবচ্ছেদ করে উহার ফুসফুসদ্বয় একটী জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষিপ্ত করে দেখলাম যে ফুসফুসদ্বয় তৎক্ষণাৎ ডুবে গেল, কারণ উহার মধ্যে বায়ু ছিল না। কিন্তু ঐ শিশু জীবিত জন্মে যদি নিশ্বাস গ্রহণ করবার সুযোগ পেতো তা'হলে ফুসফুসের মধ্যে বায়ু বর্ত্তমান থাকতো এবং সেই কারণে উহা কখনও ডুবে যেতো না। শিশুটী মৃত অবস্থায় জন্মেছিল ব'লে সে একটীবারও বায়ু গ্রহণ করতে পারে নি এবং এই কারণে উহার ফুসফুস ডুবে গিয়েছিল।"

এইরূপ বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা আমরা আহত ও নিহত

ব্যক্তির আঘাতের বা নিধনের কারণ সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হতে পারি। মৃতদেহের উপর আঘাত হানলে যেরূপ দাগ বা চিহ্ন দেখা যায়, জীবিত ব্যক্তির দেহে আঘাত হানলে সেইরূপ চিহ্ন দেখা যায় না; জীবিত ব্যক্তির দেহের আঘাতজনিত দাগ বা চিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

[কি ভাবে দেহের কাঠিন্য হতে মৃত্যুর সময় নির্ণয় করা সম্ভব তাহা এইবার বিবৃত করবো। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পর মুখের মাংস শক্ত হতে থাকে, এবং চোয়াল অতীব কঠিন হয়। মৃত্যুর দেড় ঘণ্টা পর বাহু ও উরু শক্ত হতে সুরু করে। এবং উহার দুই ঘণ্টা পর হাত এবং পা শক্ত হতে থাকে। এই সময় হাত বা পা বাঁকানো কঠিন হয়ে পড়ে। এবং পরিশেষে দেহের অন্যান্য স্থানের মাংস ধীরে ধীরে কঠিন হতে সুরু করে। মৃত্যুর চার ঘণ্টা পর উদরে গ্যাস জন্মে এবং উহা ফুলে উঠে। ইহার পর ধীরে ধীরে দেহে পচনক্রিয়া সুরু হতে থাকে।]

কোনও মৃত্যু আত্মহত্যা বা পরহত্যা তা বুঝতে হলে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত অকুস্থলের অবস্থা বা ব্যবস্থারও তুলনা করা উচিত হবে। এমনও হতে পারে যে কোনও এক ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ আছে, ঐ দরজা ভেঙে তবে ঐ ঘরে প্রবেশ করা সম্ভব হলো, এবং ঐ ঘরে একটি নিহত ব্যক্তিকে দেখা গেল। এইরূপ অবস্থায় ইহা আত্মহত্যা নির্দ্দেশক রূপে বুঝা যাবে, কারণ ঐ ঘরের একমাত্র দরজার খিল ভিতর হতে বন্ধ ছিল; কিন্তু মৃতদেহের ক্ষতের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা যদি বুঝা যায় যে উহা হত্যা, তা হলে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে জানালার গরাদ খুলে কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করেছিল কি'না? কিংবা নিশ্চয়ই কোথাও কোনও গোপন পথ আছে যাহা দ্বারা বাহিরের পক্ষে ঐ ঘরে ঢুকা ও বার হয়ে আসা সম্ভব।

মানুষ জীবিত থাকলে উহাকে সনাক্তকরা ততো কঠিন নয়, কিন্তু মৃত ব্যক্তি বা গলিত শব সনাক্তকরা অতীব কঠিন। বহুস্থলে মৃতদেহ হতে বহু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র নীত হয়েছে বা শৃগাল দ্বারা ভক্ষিত হয়েছে। কখনও কখনও কেবল মাত্র মৃত ব্যক্তির কঙ্কাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় দেহের বিকৃতি, জন্ম-চিহ্ন, উল্কা-চিহ্ন, তিল প্রভৃতি এবং পৈতা, পরিচ্ছদ, মুখের আদল, যৌনদেশের শুন্নত, স্ত্রী হ'লে মস্তকের সিঁদুর প্রভৃতি সাবধানে অবলোকন করে নিহত বা মৃত ব্যক্তি একজন বৃদ্ধ যুবা বালক স্ত্রী হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টান এবং সেই ব্যক্তি কে—তা নির্দ্ধারণ করতে রক্ষী মাত্রই বাধ্য। কঙ্কালের 'পেলভিক' বা পাছার হাড়, নিম্ন চোয়াল, এবং পাঁজরা হতে ঐ কঙ্কালটী একজন স্ত্রীর বা পুরুষের তা ব'লে দেওয়া সম্ভব। হাড়ের জমাট বা অসিফিকেসনের এক্সরে পরীক্ষা দ্বারা প্রকৃত বয়স নির্ভুলরূপে বৈজ্ঞানিকগণ বলে দিতে পেরেছেন। নিম্নোক্তরূপ পরীক্ষা দ্বারা সাধারণ ভাবে জনৈক ব্যক্তির বয়স কতো তা বলে দেওয়া যাবে।

(১) সাধারণতঃ ভারতীয় কন্যাদের বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠে এবং উহারা রজস্বলাও হয়ে পড়ে, উহাদের তেরো বৎসর হতে চৌদ্দ বৎসর বয়সে। য়ুরোপীয় কন্যাগণের এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে চৌদ্দ হতে পনেরো বৎসরের মধ্যে, কখনও কখনও ষোল বৎসর বয়সেও।

(২) সকল দেশেরই বালক বালিকাদের যৌনদেশে এবং বগলে কেশ জন্মে উহাদের বারো বৎসর বয়সের সময়। মঙ্গোলীয় জাতির বালক বালিকাদের এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটতে আরও অধিক সময় লাগবে।

(৩) সকল দেশের সকল জাতির বালকদের গলার স্বর উহাদের পনেরো হতে ষোল বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ভারি হয়ে উঠে থাকে।

(৪) দাঁতের সংখ্যা, গঠন এবং উহাদের পরিধি হতে কোন ব্যক্তির বয়স কত তা বহিঃপরীক্ষা দ্বারা বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কাহারও প্রকৃত বয়স সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে উহাদের এক্স-রে করালে প্রকৃত তথ্য জানা যাবে। এই সম্পর্কে কুষ্ঠি এবং জন্ম-পত্রেরও পুলিশের সন্ধান করা উচিত হবে।

অপতদন্ত—গলায় দড়ি ইত্যাদি

বহুস্থলে অন্য কোনও উপায়ে মানুষকে হত্যা করে পরে তাকে গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। মৃত্যুর পর গলায় দড়ি বাঁধার ফলে যে দাগ হয় তাহা পরীক্ষা করে উহা যে মৃত্যুর পরের দাগ তা বলে দেওয়া যায়। কিন্তু জীবন্ত মানুষ গলায় দড়ি দিলে উহার দাগ ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু মৃত্যুর দুই বা এক ঘণ্টার পর কাহাকেও ঐ ভাবে ঝুলিয়ে রাখলে গলার দাগের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এই কারণে সন্দেহ হওয়া মাত্র দেহ শবব্যবচ্ছেদের কারণে ডাক্তারের নিকট পাঠানো উচিত হবে।

কোনও এক রজ্জুর একাংশ আপন গলায় এবং উহার অপরাংশ এক উচ্চস্থানে বেঁধে ঝুলে পড়ে মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে থাকে। দেহের ভার জনিত গলার ফাঁস শক্ত হয়ে বসে যায় এবং উহার ফলে দম বন্ধ হয়ে মানুষ মৃত্যু বরণ করে। বহুস্থলে ভারি দেহের পতন জনিত গ্রীবাস্থিও ভেঙে গিয়ে মানুষ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেছে। কখনও কখনও সহসা গলায় ফাঁস এঁটে গিয়েও মানুষ মরে গিয়ে থাকে। এই কারণে আমরা মানুষকে বসে বসেও গলায় দড়ি দিয়ে মরতে দেখেছি। মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে অথচ পা মাটিতে লুটাচ্ছে,

এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কেহ কেহ এইরূপ দৃশ্য দেখে মনে করেছেন যে উহা খুন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে দেখা গিয়েছে যে উহা আত্মহত্যা।

এইরূপ মৃত্যু আত্মহত্যা কিংবা পরহত্যা তা বুঝতে হলে প্রথমে গলার দড়ির দাগ উত্তম রূপে পরীক্ষা করতে হবে। আত্মহত্যার সম্পর্কে দড়ির দাগ গলার উপরাংশে দেখা যায় এবং উহা টেরাচে ভাবে যথাক্রমে উপরের এবং পিছনের দিকে সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। কেহ গলায় দড়ি দিলে দড়ির দাগ গলার সকল অংশে সমান ভাবে ফুটে উঠে না। অর্থাৎ ঐ দাগ গলার চতুর্দ্দিক ঘিরে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট দেখা যায় না। দড়ির প্রকারভেদে (যথা, সরু মোটা পাতলা দড়ি) দড়ির দাগ গভীর বা অগভীর হয়ে থাকে।

দড়ির দাগ ব্যতীত অপরাপর বহুবিধ চিহ্ন হতে গলায় দড়ির মামলা আত্মহত্যা বা পরহত্যা তা বুঝা যাবে। উহা আত্মহত্যা হলে মৃতদেহের ঠোঁট, হাতের নখ এবং ছাল মস্থণ হয়ে থাকে। চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির জীব বার করা থাকে এবং উভয় দন্তপংক্তির মধ্যে উহা চাপা থাকে। পায়ের চেটোদ্বয় প্রায়শঃ ক্ষেত্রে নিম্নমুখী দেখা যায়। হাতের আঙুল অর্দ্ধেক মুঠি করা থাকে এবং হাতের বুড়া আঙুলদ্বয় বাঁকানো দেখা যাবে। মুখামৃত মুখ হতে বক্ষের উপর দিয়ে সরল ভাবে গড়িয়ে পড়ে থাকে; এইরূপ অবস্থা হতে বুঝা যাবে মৃতব্যক্তি জীবিত অবস্থায় গলায় দড়ি দিয়েছে। এতদ্ব্যতীত মৃতদেহ হতে বীর্য্য বা যৌনসার, রক্ত এবং আঁশ বা মিউকাস নির্গত হয়েছে দেখা যাবে। এই অবস্থায় মৃতদেহ হতে বিষ্ঠা বা মূত্র পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। মৃতদেহের গলদেশ ঝুলে পড়ে দড়ির গিঁটের উল্টাদিকে ফিরানো থাকে। এতদ্ব্যতীত দড়ির গিঁট বা গিরোও পরীক্ষা করা দরকার, উহার গিঁট ঘাড়ে বা গলায় ন্যস্ত আছে তাহা দেখা প্রয়োজন। উপরন্তু রক্ষীদের

বিবেচনা করতে হবে ঐ গিঁট বা গিরো মৃতব্যক্তি স্বয়ং দিতে পেরেছিলেন কি'না? ব্যবহৃত দড়ির সহিত গলার দাগের তুলনা করা বিশেষ প্রয়োজন, এই জন্য মৃতদেহের সহিত গলার দড়িও ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ করা উচিত হবে।

গলায় দড়ি সাধারণতঃ আত্মহত্যার পরিচায়ক, কমক্ষেত্রে উহা পরহত্যা বা দুর্ঘটনাজনিত হয়ে থাকে।

গলায় দড়ির চিহ্ন সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার গলায় ফাঁস দিয়ে বা গলা টিপে হত্যা করা সম্বন্ধে বলবো। গলায় দড়ির ব্যাপারে সাধারণতঃ দেহের ভার দ্বারা কণ্ঠনলীতে ফাঁস লাগে, কিন্তু গলায় ফাঁস দেওয়া বা গলা টিপার ব্যাপারে কণ্ঠনলীতে হত্যাকারী হস্ত দ্বারা ফাঁস টানে, বা চাপ দেয়। গলায় দড়ি সাধারণতঃ আত্মহত্যার পরিচায়ক, কিন্তু গলায় ফাঁসজনিত মৃত্যু সাধারণতঃ হত্যার নির্দ্দেশক। আত্মহত্যা বা দৈব-দুর্ঘটনায় এইরূপ মৃত্যু কদাচিৎ ঘটে। যদি এমন দেখা যায় যে কার্য্যকরণ দ্বারা এমন কোনও ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে গলার ফাঁস খুলে বা হাল্কা হয়ে না যায়, তা হলে উহা আত্মহত্যা হলেও হতে পারে।

ফাঁস দিয়ে হত্যা করবার জন্যে হত্যাকারী প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ দেয় বা বলপ্রয়োগ করে, এইজন্য সকল ক্ষেত্রে গলদেশে দড়ির সুস্পষ্ট দাগ দেখা গিয়েছে। এই দাগ সমতল ভাবে গলার নিম্নদেশে চতুর্দ্দিকে ঘিরে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপে দেখা যাবে। কিন্তু গলায় দড়ির সম্পর্কে ঐ দাগ গলদেশের উপরি অংশে টেরাচে ভাবে পড়বে এবং উহা ছাড় ছাড় এবং অসম্পূর্ণ ভাবে দেখা যাবে। কখনও কখনও কণ্ঠনলীতে পা'দিয়ে বা লাঠি দ্বারা চেপে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ অবস্থায় গলার দাগ ভিন্নরূপে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। এইরূপ হত্যার ব্যাপারে কিছুটা ধস্তাধস্তি অনিবার্য্য, এই কারণে দেহের অপরাপর

অংশেও আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। গলা টিপে নিহত করলে মৃত ব্যক্তির গলদেশের বিভিন্ন স্থানে অঙ্গুলির এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নখের দাগ দেখা গিয়ে থাকে। গলা টিপে বা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে মৃত্যু ঘটিয়ে যদি নিহত ব্যক্তিকে কেহ তার মৃত্যুর এক বা দুই ঘণ্টার মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে রাখে তা'হলে উহার গলদেশে এই উভয়বিধ (আত্মহত্যা এবং হত্যা নির্দ্দেশক) দাগই দেখা গিয়ে থাকে। কিন্তু আত্মহত্যা নির্দ্দেশক গলায় দড়ির ব্যাপারে যেমন মুখামৃত সরল ভাবে বক্ষের উপর গড়িয়ে পড়ে, তেমন হত্যা নির্দ্দেশক গলায় ফাঁস বা গলা টিপা জনিত মৃত্যু হলে উহা কদাচ দেখা যাবে না।

গলায় ফাঁস বা গলা টিপার মামলায় গলায় দাগ দেখা যায় নি, এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

গলায় দড়ি এবং গলা টিপা সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার জলে ডোবা সম্বন্ধে বলবো। সাধারণতঃ জলে ডোবা দৈব-দুর্ঘটনা এবং আত্মহত্যা নির্দ্দেশক। যারা সাঁতার জানে তাদের পক্ষে জলে ডুবে আত্মহত্যা করা কঠিন, কারণ মৃত্যুর দুয়ারে এসে তারা ভেসে উঠতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। এই জন্য বহু আত্মহত্যাকারক গলায় কলসী বেঁধে বা ইটের বোঝা বেঁধে জলে ডুবতে সচেষ্ট হয়েছেন। বহুক্ষেত্রে মানুষকে অন্য উপায়ে হত্যা করেও তাকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু মৃতদেহ জল থেকে তুলে উহা পরীক্ষা করে রক্ষিগণ বলে দিতে পেরেছেন, উহা আত্মহত্যা না পরহত্যা। বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরীক্ষা দ্বারা কিরূপ উপায়ে উহা অবগত হওয়া সম্ভব তাহা এইবার আমি বিবৃত করবো।

যদি মুখবিবর এবং নাসারন্ধ্র এমন ভাবে জল বা অন্য কোনও জলীয় পদার্থের তলায় ডুবে থাকে, যাতে একটুমাত্রও বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারবে না, তা'হলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে। এইরূপ

মৃত্যুকে বলা হয়ে থাকে জলে ডোবা বা ডুবে মৃত্যু। এইভাবে চৌবাচ্চার জলে পড়েও দম বন্ধ হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটা সম্ভব। দেহের সকল অংশ এই জন্য জলে ডুবে যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি। অগভীর জলাশয়ে ডুবেও মানুষের মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে। বহু হিষ্টিরিয়া রোগী রোগ অবস্থায় বাথ-টবের জলেও পড়ে এইরূপে মৃত্যুবরণ করেছে। বহুক্ষেত্রে অগভীর জলে বেকায়দায় পড়ে গিয়েও এই ভাবে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। সাধারণতঃ মাতাল ব্যক্তি, বালক বা শিশুগণ অগভীর জলে সহসা পড়ে এই ভাবে মৃত্যুবরণ করে থাকে।

জল হতে মৃতদেহ উত্তোলন করে রক্ষিগণ প্রথমে দেখে থাকেন কোনও আঘাতের চিহ্ন মৃতদেহে আছে কি'না। সাধারণ ভাবে দেহে আঘাতের চিহ্ন থাকা অসম্ভব নয়। জলে মগ্ন কোনও দ্রব্যাদির সহিত সংঘাত হলে বা উচ্চস্থান হতে জলের উপর নিক্ষিপ্ত হলে, মৃতদেহে আঘাত চিহ্ন প্রকাশ পেতে পারে। কখনও কখনও জলজন্তুদের দংশন জনিতও মৃতদেহে বহুবিধ আঘাত চিহ্ন দেখা গিয়েছে। রক্ষিগণ ঐ সকল আঘাতের স্বরূপ হতে বুঝে নিবেন, উহা কিরূপে সংঘটিত হয়েছিল।

মৃতদেহের সহিত কোনও প্রকার ভার সংযুক্ত থাকলে বুঝা যাবে, যে মৃত্যু দৈবদুর্ঘটনা জনিত নয় উহা আত্মহত্যা জনিত। কিন্তু যদি দড়ি-দড়া এমন ভাবে বাঁধা থাকে, যাতে মনে হবে মৃত ব্যক্তির পক্ষে ঐ ভাবে নিজে নিজেকে বাঁধা সম্ভবপর নয়, তা'হলে বুঝে নিতে হয় যে উহা হত্যা, আত্মহত্যা নয়। দৈবদুর্ঘটনা এবং আত্মহত্যা জনিত জলে ডুবে মৃত্যু ঘটলে, মৃতের উদরে জল দেখা যায়। কিন্তু উহাকে হত্যা করে জলে ফেলে দিলে উহার উদরে কখনও জল থাকে না।

জলে ডুবে মৃত্যু ঘটলে কয়েকটি চিহ্ন হতে তা বুঝা যায়। সর্বপ্রথম মৃতের উদরে জলভর্তি থাকবে। কারণ বায়ুর অভাবে এরূপ

বারে বারে উদক পান করে। মৃতের মুঠির মধ্যে বালি, মাটি, গাছগাছড়া দেখা যায়। বাঁচবার শেষ আশায় এরা যা পায় তা'ই ধরে রাখে। মৃত্যুর পর এদের হাত এবং পায়ের চেটো সাদা হয়ে যায় এবং উহাতে গোল গোল দাগ পড়ে। এদের চামড়া সাদাটে হয়ে যায়। উহা হতে বুঝা যায় যে মৃতব্যক্তির জীবন্ত সলিল সমাধি ঘটেছে, কিংবা মৃত্যুর মাত্র সামান্যক্ষণ পরে তাকে জলের তলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। জলে ডুবে মৃত্যু ঘটলে পুরুষের যৌনদেশ এবং নারীর স্তন কুঁচকে গিয়ে ছোট হয়ে যায়। উহাদের চক্ষুর পাতা অর্দ্ধনিমিলিত বা একেবারে বন্ধ থাকে। উহাদের মুখ ফ্যাকাসে বর্ণের হয়ে যায় এবং মুখবিবর এবং নাসারন্ধ্রে গাঁজা দেখা যায়।

যদি এমন সন্দেহ হয় যে কাহাকেও হত্যা করে পরে তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে তা'হলে রক্ষীদের উচিত মৃতের দেহে আঘাতের স্বরূপ, বিশেষ করে ঘাড়ের এবং উহার মুখবিবর, গুহ্য, যৌনদেশ, নাসারন্ধ্র এবং কর্ণের ফোকর বা ফুটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করা। জোর করে কাউকে জলে ডুবিয়ে ধরলে, মৃতব্যক্তি প্রাণপণে আততায়ীর বস্ত্রাদি মুঠি করে ধরে। এই অবস্থায় মৃতের মুঠির মধ্যে বস্ত্রাদির ছিন্নাংশ থেকে গিয়েছে। বস্ত্রের এইরূপ ছিন্নাংশ অনুধাবন করে রক্ষিগণ অপরাধীকে খুঁজে বার করতে পেরেছেন। এইরূপ মামলার তদন্তে রক্ষীদের উচিত পুকুর বা পাতকুয়ো প্রভৃতির কিনারায় রক্ত-চিহ্নের সন্ধান করা।

অপতদন্ত—বিষ-বিজ্ঞান

বিষপ্রয়োগে হত্যা এবং আত্মহত্যা উভয়বিধ কার্য্য সামাধা হয়ে থাকে। কয়েক প্রকার বিষ, বিশেষ করে আত্মহত্যার কার্য্যে ব্যবহার হয়, যথা—আফিম, সাইনাইট এবং আরসেনিক প্রভৃতি কয়েক প্রকার বিষ বিশেষ করে হত্যা বা অপহরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নোক্ত-রূপ তিনটী বিশেষ উপায়ে মানুষকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে।

(১) কোনও খাদ্য বা পানীয়ের সহিত মিশ্রিত করে উদরে বিষপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে। হত্যা বা অপহরণের উদ্দেশ্যে এই প্রণালীতে নিহত ব্যক্তির অজ্ঞাতে তাহাকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে। বহু মানুষ আত্মহত্যার কারণে অমিশ্র বিষই গলাধঃকরণ করে মৃত্যুবরণ করেছে।

(২) সূচীযন্ত্রের সাহায্যে তরলাকৃত বিষ মানুষের রক্তনলীতে কিংবা গুহ্যদেশে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সাধারণতঃ ডাক্তারের সাহায্যে চিকিৎসার অছিলায় এইরূপ হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছে।

(৩) দেহে কোনও ক্ষত থাকলে উহাতে প্রলেপের অছিলায় বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে। কখনও কখনও মসৃন চর্ম্মের উপর বিষ লেপন করেও হত্যাকার্য্য সমাধা হয়েছে।

[খাদ্য মুখ* দিয়ে যেমন খাওয়া যায় তেমনি চর্ম্মকোষ দ্বারাও উহা দেহে প্রবেশ করে। বহু রোগীকে গুহ্যপথে খাদ্য প্রদান করা হয়েছে। এদেশে বহু পরিবার আছে যারা প্রসাধনের জন্য আধুনিক সাবান বা স্নো

আদি ব্যবহার করে না, তারা বহু পুরুষ যাবৎ বেসম পেস্তা ও বাদাম-বাটা সর ও কাঁচা দুধ তাদের ত্বকে প্রসাধনের কারণে লেপন করে থাকে। এইগুলি শুধু দেহের ময়লা অপসৃত করে না, চর্ম্মের প্রতিটী কোষকে উহারা ঐ ভাবে আহার প্রদান করে সতেজ রাখে। এইরূপ প্রসাধনের সাহায্যে দেহের গঠন বহুদিন যৌবনোচিত রাখা সম্ভব। অপর দিকে আধুনিক প্রসাধন ত্বকের কোষ সমূহকে কুখাদ্য ও প্রলেপ প্রদান করে যৌবনশ্রী ও রূপলাবণ্য কয়েক বৎসরের মধ্যে নষ্ট করে দেয়। এই জন্য পূর্ব্বকালে ধনী কন্যাগণ যে সকল ভালো ভালো খাদ্য মানুষ খায় তাহা তারা দেহে মাখতো।]

কোনও কোনও বিষ মাত্র এই ভাবে রক্তের সংমিশ্রনে এসে মানুষকে নিহত করেছে, কিন্তু ঐ বিষ মানুষ ভক্ষণ করলে সে মারা যায় নি। এই কারণে কেহ যদি গোখুরার বিষ ভক্ষণ করে তো উহা উদরে হজম হয়ে যায়, এবং এইজন্য মানুষের কখন মৃত্যু ঘটে নি। কিন্তু মুখবিবরে কিংবা পাকস্থলীতে যদি ক্ষত থাকে তা'হলে ঐ বিষ রক্তের সহিত সংযুক্ত হয়ে আশু মৃত্যু ঘটিযে থাকে।

বিষ প্রয়োগের মামলার তদন্ত ব্যাপদেশে রক্ষীদের উচিত হবে অকুস্থল হতে রোগীর খাদ্য পানীয়, বমন, মূত্র, বিষ্ঠা প্রভৃতি সন্দেহমস্ত দ্রব্য সযত্নে সংগ্রহ করা। এবং তাহার পর এইগুলি বিভিন্ন পাত্রে রক্ষা করে উহাদের রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে, তার স্টমাক বা উদর, পাকস্থলী, লিভার, কিডনির অভ্যন্তরের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে উহাদেরও রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কিরূপ বিষ কিরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে তাহা বৈজ্ঞানিকগণ বলে দিতে পেরেছেন। কিন্তু বহুস্থলে এমনও ঘটেছে যে রক্ষিগণ অকুস্থলে পৌছবার

বহু পূর্ব্বে মৃতদেহ পুঁতে ফেলা হয়েছে বা উহা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় কবর হতে মৃতদেহ উত্তোলন করে পরীক্ষা করার নিয়ম আছে। মৃতদেহ পচে গিয়ে থাকলে উদর এবং লিভারের নিকটের মৃত্তিকা সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষা করা উচিত। এইরূপ কার্য্যের জন্য কোনওরূপ বীজাণু প্রতিষেধক দ্রব্য ব্যবহার করা কোনও ক্রমে উচিত নয়। বহুক্ষেত্রে ভস্মীভূত মৃতদেহের ছাই পরীক্ষা করে আরসিনিক বিষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মূত্র প্রভৃতির গন্ধ হতেও বিষের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব। পাকস্থলীতে প্রাপ্ত পদার্থের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা বিষযুক্ত উদ্ভিদের পত্রাদির টুকরা যা চর্ম্মচক্ষে দেখা যাবে না, তা বহিষ্কৃত করা সম্ভব হয়েছে। এই সকল উদ্ভিদ পত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মাংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে অভিজ্ঞ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ বলে দিতে পারেন কোন বিষ-বৃক্ষের পাতা হতে এই বিষ তৈয়ারী হয়েছিল। মৃত ব্যক্তির মূত্র পরীক্ষা করেও কোন বিষ-পত্র ব্যবহৃত হয়েছে তাহাও বলে দেওয়া সম্ভব।

[সকল ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে এই সকল পদার্থ নূতন ও পরিষ্কার পাত্রাদিতে ভর্ত্তি করে রসায়ন পরীক্ষকের নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠানো উচিত হবে।]

এইরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কোন প্রকার বিষ এই মামলায় ব্যবহৃত হয়েছে, কিরূপ পরিমাণ বিষ এই সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং কি উপায় বা প্রণালীতে ঐ বিষ মনুষ্য দেহে প্রয়োগ করা হয়েছে তা বলে দেওয়া সম্ভব।

বিষের দ্বারা মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যা এবং দৈবদুর্ঘটনা, এই ত্রিবিধ কারণে ঘটা সম্ভব। এদেশে আরসিনিক, ধুতরা, ওলিয়েনডার, নক্সভমিকা, একোনাইট, মারকারী, পোটেসিয়াম সায়নাইট্, অহিফেন প্রভৃতি

সাধারণ বিষ। এই সকল বিষের মধ্যে সায়নাইট ও অহিফেন প্রয়োগে সাধারণতঃ আত্মহত্যা এবং শিশুহত্যা সমাধা হয় এবং আরসিনিক বিষ প্রয়োগে মনুষ্য এবং পশু হত্যার কার্য্য করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও প্রতিদিন সামান্য সামান্য আরসিনিক বিষ খাদ্যের সহিত প্রয়োগ করে আখেরে বহু ব্যক্তিকে নিহত করা হয়েছে, যাতে মনে হবে যে ঐ সকল ব্যক্তির স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়েছে।

[আকোচ আকোচি ব্যতীত রাহাজানির কারণে, সম্পত্তির লোভে বা উহা হতে শরীকদারকে বঞ্চিত করবার জন্যে এবং যৌন কারণে মানুষ মানুষকে তার অজ্ঞাতে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে।

আরসিনিক বিবেব ক্রিয়া প্রায় কলেরা রোগের অনুরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু আরসিনিক বিষ কণ্ঠনলীতে দাহবোধ আনে এবং উহার পর রোগী বমন ও বাহ্যে করে। এই বমন এবং বিষ্ঠায় রক্ত থাকলেও থাকতে পারে। অপর দিকে কলেরা রোগে রোগী কণ্ঠে জ্বালা অনুভব করে না। প্রথমে রোগী বমন এবং পরে বাহ্যে করে। এবং রোগী ভাতের ফেনার আকারে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। অহিফেন বিষ প্রযুক্ত হলে রোগীর নিশ্বাসে অহিফেনের গন্ধ পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে রোগীর নিশ্বাস অগভীর ভাবে ধীরে বহে। তাহার চর্ম্ম ঘর্ম্মাক্ত হয় এবং চক্ষুমণি কুঁচকে ছোট হয়ে যায়।]

কতপ্রকার বিষ আছে এবং মনুষ্য দেহে উহাদের ক্রিয়া কিরূপ হয় তা অবগত থাকা রক্ষীদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তা না হলে তদন্ত কালে অকুস্থলে কোন বিষের তাঁরা সন্ধান করবেন তা তাঁরা বুঝবেন কি করে? কতপ্রকার বিষ আছে এবং জীবদেহে তাদের প্রক্রিয়া কিরূপ হয়ে থাকে তা এইবার বিবৃত করবো। বিষ সাধারণতঃ চার প্রকারের হয়ে থাকে; যথা—(১) করোসিভ বা দহন বিষ,

(২) ইরিটেণ্ট বা চির্কীষ বিষ, (৩) কারডিয়াক্ বা স্তব্ধকরণী বিষ, (৪) নিউরোটিক বা স্নায়বিক বিষ।

(১) দহন বিষ প্রয়োগে আভ্যন্তরিক পেশী বা টিস্থ্ সমূহ ঝলসে উঠিয়ে দিয়ে থাকে। মুখবিবর্ হতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত বিদগ্ধ হওয়ায় নিদারুণ কষ্টবোধ হয়ে থাকে। এবং ইহার পর অসহ্যরূপ বমন হতে থাকে। এই প্রকার বিষের মধ্যে সালফিউরিক, নাইটিক, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড্, কসটিক এলকালী প্রভৃতি অন্যতম।

(২) চির্কীষ বিষ প্রয়োগে দেহাভ্যন্তর ফুলে উঠে। স্থানীয় চির্কীষ বিষের মধ্যে মাদার, লালচিটা প্রভৃতি অন্যতম। আরসিনিক, এনটিমনি বিষ প্রভৃতি সেবনে দহন জ্বালা, বমন এবং জলীয় বাহ্যে হয়, কিন্তু এই সকল প্রক্রিয়া দেরীতে প্রকাশ পেয়েছে।

(৩) স্তব্ধকরণী বিষের প্রয়োগে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়। ইহা হৃদপিণ্ডের উপর বিশেষরূপে কার্য্যকরী হয়ে থাকে। এই কারণে ইহাকে কারডিয়াক বিষ বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার বিষের মধ্যে প্রুসিক এ্যাসিড্, একোনাইট, ওলিয়েণ্ডার প্রভৃতি অন্যতম।

(ক) এতদ্ব্যতীত কারবনিক এ্যাসিড কিংবা কারবনিক ডায়োক্সাইড যা শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা, পচন হতে এবং গেঁজে গেলে সৃষ্ট হয়।

(খ) কারবর্ণ মনোক্সাইড, যা কয়লার দাহ হতে কারবনিক এ্যাসিডসহ তৈরী হয়, ইত্যাদি হতেও মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে কারবনিক এ্যাসিড অপেক্ষা কারবনিক অক্সাইড্ অধিকতর রূপে বিষযুক্ত।

(৪) স্নায়বিক বিষ স্নায়ু স্নায়ুদণ্ড এবং মস্তিষ্ককে বিকল করে দিয়ে থাকে। এই বিশেষ বিষ চারি প্রকারের হয়ে থাকে, যথা,—

(ক) স্প্যাসমোডিক, যাহা পেশীর মধ্যে স্প্যাসম আনে এবং দমবন্ধ এবং অতি ক্লান্তির কারণ ঘটায়। স্ত্রিকনিয়া, নক্সভমিকা প্রভৃতি এইরূপ বিষ।

(খ) উত্তেজক বা এক্সসাইটেণ্ট, যাহা উত্তেজনা এনে পরে গাঢ় নিদ্রা এবং 'কোমা'র সৃষ্টি করে। কোকেন, হেম্প, এ্যালকোহল সুরা প্রভৃতি এইরূপ বিষ।

(গ) বৈগারিক বা ডেলিরেণ্ট, যাহা রিগার এবং অসাড়তা আনে, ধুতরা এবং বেলেডোনা প্রভৃতি এই প্রকারের বিষ।

(ঘ) নারকোটিক যাহা ঢুলন সৃষ্টি করে। অহিফেন, মরফিয়া প্রভৃতি এইরূপ বিষ।

অপতদন্ত—শস্ত্র-বিজ্ঞান

ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সমূহ এবং ডাকাতি রাহাজানি প্রভৃতি ব্যক্তি ও সম্পত্তি—এই উভয়ের বিরুদ্ধে তদন্তে শস্ত্র-বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য্য। এই সকল অপকর্ম্মে বহুবিধ শস্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যথা—লাঠি, কোন্তা, ছোরা-ছুরি, তরবারি, শড়কী, বর্শা, লেজা, দা, কার্ত্তান ইত্যাদি এবং বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র হাত-বোমা, এ্যাসিড বাল্‌ব প্রভৃতি। এক এক অস্ত্রের আঘাত এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। এইজন্য আঘাতের স্বরূপ হতে উহা কোন অস্ত্র দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, এবং উহা কত দূর হতে প্রয়োগ করা হয়েছে, তাহাও বলে দেওয়া সম্ভব। আঘাত পরিদর্শন দ্বারা কোন অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে অবগত হয়ে রক্ষিগণ ঐরূপ অস্ত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন।

যদি তাঁরা অবগত হতে পারেন অমুক ব্যক্তির নিকট এই প্রকার অস্ত্র আছে তা'হলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ ঐ অস্ত্র সংগ্রহ করে উহাতে রক্তের সন্ধান করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত যদি কোনও সাক্ষী বলে যে এই অস্ত্র দ্বারা অপরাধী আহত বা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করেছিল এবং বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট যদি তাকে সমর্থন করে বলে যে হাঁ, ঐ অস্ত্র দ্বারা এইরূপ আঘাতের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, তা'হলে এই বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট ঐ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সমর্থক প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে। অপরদিকে প্রত্যক্ষদর্শী যদি বলে যে, ছুরি দ্বারা আততায়ীকে সে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত হানতে দেখেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট যদি বলে যে ঐ আঘাত ছুরীকা দ্বারা হয় নি, উহা লাঠির আঘাত, তা'হলে বুঝতে হবে যে ঐ প্রত্যক্ষদর্শী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এমন কি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা বলে দেওয়া সম্ভব যে অপরাধীর হাতে দৃষ্ট বা তাহার নিকটে প্রাপ্ত ছুরীকা দ্বারা ঐ আঘাত সংঘটিত হয়েছিল কি'না। এই সকল কারণে শস্ত্র-বিজ্ঞানে রক্ষীদের ব্যুৎপত্তি লাভ বিশেষ প্রয়োজন। একটী আগ্নেয়াস্ত্র পরীক্ষা করে বলে দেওয়া সম্ভব ঐ আগ্নেয়াস্ত্র আদপেই ব্যবহৃত হয়েছিল কি'না ? নিহত বা আহত ব্যক্তির দেহে প্রাপ্ত গুলি ঐ আগ্নেয়াস্ত্র হতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কি'না তাহাও শস্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে বলে দেওয়া সম্ভব। এইজন্য কতপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র আছে এবং কতপ্রকার বোমা বা এ্যাসিড আছে তাহা রক্ষীমাত্রেরই অবগত থাকা উচিত।

এইবার বিবিধ প্রকার শস্ত্র এবং উহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। প্রথমে আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করবো। বহুপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র এদেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যথা—বন্দুক, রাইফেল, স্টগান, পিস্তল, রিভলবার, অটোমেটিক রাইফেল, স্টেনগান, এয়ারগান, ইত্যাদি।

সাধারণতঃ আগ্নেয়াস্ত্র সমূহকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করি, যথা—মাজেল লোডার এবং ব্রিচ লোডোর। এক একপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের এক এক প্রকার গুলি হয়ে থাকে।

আমরা যদি অকুস্থলে কানাবিহীন বা রিমলেশ গুলির খোল বা কেস পড়ে আছে দেখতে পাই তা হলে আমরা বুঝে নেব যে স্টেনগান প্রভৃতি অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র দুর্বৃত্তরা ব্যবহার করেছিল, কিন্তু ঐ সকল গুলির কেসের বা খোলের কানা যদি দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে উহা সাধারণ পিস্তলের গুলি, স্টেনগান প্রভৃতি অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি নয়।

[এয়ারগান এবং টয়পিস্তল আইনানুযায়ী আগ্নেয়াস্ত্র রূপে স্বীকৃত হয় না। তবে যদি উহা হতে নিক্ষিপ্ত শঙ্ক সমতল ভাবে ধৃত—অস্ত্রের মাজেল হতে নিক্ষিপ্ত হয়ে পাঁচ ফুট দূরে রক্ষিত পরস্পর সংলগ্ন ১২" স্কোয়ার ইঞ্চির খড নির্ম্মিত ১/৬" পুরু লক্ষ্য বস্তু বিশবার বিদীর্ণ করতে পারে তা'হলে উহারা আগ্নেয়াস্ত্রের পর্য্যায়ভুক্ত হবে।]

অকুস্থলে কিংবা দেহাভ্যন্তরে প্রাপ্ত গুলির সিসা এবং উহার পিছনকার পিতলের খোপ বা কেস পরীক্ষা করে উহা কোন অস্ত্র হতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাহা বলে দেওয়া যায়। আগ্নেয়াস্ত্রের ঘোড়া টিপা মাত্র উহা পিতলের কেসের পিছনের ক্যাপে পতিত হয়ে উহার উপর সূক্ষ্ম ছাপ বা দাগ উৎকীর্ণ করে। এতদ্ব্যতীত মূল গুলিটী ব্যারেল বা নলের মধ্যে দিয়ে নিক্ষিপ্ত হওয়া কালীন উহার গাত্রে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম চিহ্নাদি উৎকীর্ণ হয়। ব্যক্তি বিশেষের বন্দুক পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের কারণে টিগার বা ঘোড়ার মুখ এবং ব্যারেল বা নলের ভিতরাংশ ক্ষয়ক্ষতির কারণে সামান্যরূপ পরিবর্ত্তিতও হয়ে থাকে। আগ্নেয়াস্ত্রে নলের ভিতরাংশ রাইফেলড্ হলে সিসার গুলির গাত্রেও সূক্ষ্ম চিহ্ন প্রায়শ ক্ষেত্রে উৎকীর্ণ

হয়েছে। এই সকল কারণে মূল গুলিতে এবং উহার কেস বা খোপে বিভিন্নরূপ দাগ উৎকীর্ণ হয়ে থাকে।

এইবার কিরূপ উপায়ে বৈজ্ঞানিকগণ একটী গুলি কোন আগ্নেয়াস্ত্র হতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা বলে দিয়ে থাকেন, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কোনও একটী আগ্নেয়াস্ত্র সন্দেহ ক্রমে গৃহীত হলে প্রথমে দেখা হয় অকুস্থলে সংগৃহীত বা দেহাভ্যন্তরে প্রাপ্ত গুলির বোরের সহিত ঐ অস্ত্রের বোরের সামঞ্জস্য আছে কি'না। যদি বুঝা যায় যে এই গুলি ঐ অস্ত্র হতে নিক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব, তা'হলে ঐ অস্ত্র হতে অপর একটী তাজা গুলি নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। এবং তাহার পর ঐ গুলির সিসা এবং উহার পিতলের কেস সংগ্রহ করে উহাদের সহিত অকুস্থলে সংগৃহীত এবং দেহাভ্যন্তরে প্রাপ্ত গুলির সিসা এবং কেসের তুলনা করা হয়ে থাকে। তুলনার সুবিধার জন্যে অণুবীক্ষণের সাহায্যে উহাদের বৃহদাকৃতি আলোক চিত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অতি সূক্ষ্ম বিভিন্ন দাগ সকল চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। এইজন্য বৃহদাকার ফটো চিত্রের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

উপরোক্তরূপ আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা ব্যতীত রাসায়নিক পরীক্ষারও প্রয়োজন হয়ে থাকে। এতদ্বারা ঐ আগ্নেয়াস্ত্র দুই একদিনের বা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে কি'না তাহাও বলে দেওয়া সম্ভব। এইরূপ পরীক্ষার প্রয়োজন হলে রক্ষিগণের কর্ত্তব্য হবে তৎক্ষণাৎ ঐ আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে উহার নলের মুখ কর্কের সাহায্যে বন্ধ করে উহার মধ্যে হাওয়া ঢুকা বন্ধ করা এবং তৎসহ ঐ বন্দুকের ব্রিচ এক টুকরা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা। এই সম্পর্কে রাসায়নিক পরীক্ষা যথা শীঘ্র সমাধা করা উচিত। এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রথমে বন্দুকের নলের ভিতরাংশ ডিস্‌টিলড্ ওয়াটার দ্বারা ধৌত করে ঐ ওয়াটার বা জল

ফিল্টার করে বা ছেঁকে নেওয়া হয়ে থাকে। এর পর ঐ জল পরীক্ষা করে দেখতে হবে উহার মধ্যে সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড, এ্যালকাইন সালাফাইডস্‌ এবং সল্ট্‌ অফ্‌ আয়রন্‌ পাওয়া গেল কি'না। যদি ঐ সকল পদার্থ উহার মধ্যে পাওয়া যায় তা'হলে বুঝতে হবে ঐ বন্দুক হতে সম্প্রতি গুলি নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু যদি ব্যারেলের অভ্যন্তর গাঢ় ধূসর বর্ণের দেখা যায় এবং যদি উহাতে কোন মরীচার চিহ্ন এবং ফেরাস সাল্‌ফেটের সবুজ ক্রীসট্যাল না থাকে এবং যদি ঐ বিধৌত সলুসন হাল্কা পীত বর্ণের হয় এবং উহাতে সালফিউরিটেড হাইড্রোজেনের গন্ধ থাকে এবং যদি উহাতে সল্ট্‌ অব্‌ লেড্‌ সহযোগে কালো বর্ণের প্রিসিপিটেট্‌ পড়ে তাহা হলে বুঝতে হবে যে ঐ আগ্নেয়াস্ত্র মাত্র দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যদি উহার বর্ণ স্বচ্ছ থাকে এবং যদি উহাতে মরীচা বা ক্রিসট্যাল না থাকে। এবং যদি উহাতে সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া যায়, তা'হলে বুঝতে হবে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। যদি বন্দুকের ব্যারেলের ভিতর অক্সাইড্‌ অব্‌ আয়রণের বহু ছোপ দেখা যায় এবং ঐ বিধৌত সলুসন রঙিন দেখা যায় এবং উহাতে যদি সল্ট্‌ অব্‌ আয়রণ থাকে তা'হলে বুঝতে হবে ২৪ ঘণ্টার পূর্ব্বে এবং পাঁচদিনের এদিকে ঐ বন্দুক শেষবার ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু যদি উহাতে আয়রণ সল্ট একেবারে না থাকে এবং উহাতে যদি প্রচুর অক্সাইড্‌ অব্‌ আয়রণ থাকে, তা'হলে বুঝতে হবে পাঁচদিন পূর্ব্বে এবং দশদিনের মধ্যে ঐ বন্দুক শেষবার ব্যবহৃত হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, এই সকল পরীক্ষা আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের করা উচিত।

প্রত্যেকটী আগ্নেয়াস্ত্রে মেকারের নাম এবং একটী করে নম্বর এবং উহা কত বোরের তা খোদিত থাকে। এই সকল বিষয় হতে ঐ আগ্নেয়াস্ত্রের

মালিককে খুঁজে বার করা সহজ কার্য্য, কারণ উহাদের প্রত্যেকটীর জন্ত উহাদের মালিকদের সরকার হতে পৃথক লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে।

কোনও এক মামলায় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হলে, রক্ষীদের উচিত নিক্ষিপ্ত গুলির সিসা এবং পিতলের কেস্ এবং ঐ সম্পর্কীয় অন্তান্ত দ্রব্যাদি খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হওয়া।

আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার বোম্ব বা বোমা সম্বন্ধে বলবো।

বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা বোমা সমূহ তৈয়ারী হয়ে থাকে। বোমা সমুহ নির্ম্মাণের জন্ত, সালফিউরিক এ্যাসিড, নাইট্রিক এ্যাসিড, ক্লোরেট অব্ পটাস্, রেডসালফাইড অব আরসেনিক, গান পাউডার, ফালমিনেট অব মারকরী সংযুক্ত ক্যাপ, প্রভৃতিকে বিস্ফোরক দ্রব্য বলা হয়ে থাকে। উপরোক্ত দ্রব্য কয়টী ব্যতীত নিম্নোক্ত দ্রব্য সমূহকেও বিস্ফোরক দ্রব্য বা উহাদের নিদান বলা হয়ে থাকে, যথা—

(১) গান কটন,—ইহা নাইট্রোগ্লিসারিন সিক্ত তূলা। ইহা ভিজা বা স্যাতস্যাতে অবস্থায় রক্ষিত থাকে, ইহা ক্রীম বর্ণের হয়ে থাকে, ইহা নাড়াচাড়াতে কোনও বিপদ নেই।

(২) পিকরিক এ্যাসিড,—ইহা হরিদ্রা বর্ণের ক্রিস্টালিন পাউডার। এবং ইহার স্বাদ অতীব তিক্ত। ইহা ফ্যাকটারী প্রভৃতিতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই এ্যাসিডকে কখনও সিসার সংস্পর্শে আসতে দেওয়া উচিত হবে না।

(৩) ডিনেমাইট,—ইহা সুইজারল্যাণ্ড দেশে আবিষ্কৃত হয়। ইহার সাহায্যে পাহাড় পর্য্যন্ত চুর্ণীকৃত করা সম্ভব। ডিনামাইট হস্ত দ্বারা স্পর্শ করলে, অব্যবহিত পরে ঐ হাত ধুয়ে ফেলা উচিত, তা' না হলে শিরঃপীড়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহা নাইট্রোগ্লিসোরিন সিক্ত এক প্রকার কর্দ্দম।

(৪) কর্ডাইট,—ইহা একপ্রকার বিস্ফোরক। ইহা বিস্ফোরণে ধুম নির্গত হয় না। ইহা নির্ভয়ে নাড়াচাড়া করা যায়।

(৫) ডিটোনেটর,—ইহা একপ্রকার তাম্র নির্ম্মিত নলী, ইহা লম্বায় ২" এবং ½" পুরু হয়ে থাকে। ইহা এক বিপজ্জনক বস্তু। এইজন্যে ইহা সাবধানে নাড়াচাড়া করা উচিত। এই দ্রব্যের খোলা অংশ ধরে তোলা উচিত এবং ইহা কোনও দ্রব্যের চাপে বা সংঘাতে বিপদ ঘটায়।

(৬) সেল,—ইহা এলুমুনিয়াম, পিতল, ব্রোঞ্জ দ্বারা নির্ম্মিত হয়ে থাকে। ইহাতে বারুদ ভরে ব্যবহার করা হয়।

(৭) বোম্ব,—ইহাকে বাংলায় বোমা বলা হয়। পোড়ামাটী, সিমেণ্ট, টিন, সোডার বোতল, সিগারেটের টিন, নারকেলের খোলা, পাট, দস্তা, লোহা, ফাঁপা বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা ইহার খোল নির্ম্মিত হয়ে থাকে। এবং বিস্ফোরক দ্রব্যসহ পাথর কাঁচ ও লৌহ কুচি, পেরেক প্রভৃতি স্পি্নটার ঐ সকল খোলে পুরে রাখা হয়।

কোনও বোমার সঙ্গে পলতে থাকে। সিগারেটের আগুনে এই পলতে ধরিয়ে তৎক্ষণাৎ উহা নিক্ষেপ করা হয়েছে। কোনও কোনও বোমা মাত্র ছুঁড়ে শক্ত জমীতে ফাটানো হয়ে থাকে। কোনও কোনও বোমায় টিগার ও ক্যাপ সংযুক্ত থাকে।

এই শহরে বহু প্রকার বোম্ব ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে, যথা—আগুনে বোমা, হাত বোমা, বাল্ব বোম, বোতল বোম, পেট্রোল বোমা, পুস্তক বোমা এবং পত্র বোমা। বাল্ব বোমায় ইলেকট্রিক বাল্ব খোল রূপে ব্যবহৃত হয়। পুস্তক বোম পুস্তাকারে প্রেরিত হয় এবং উহা উন্মুক্ত করা মাত্র বিদীর্ণ হয়। লেটার বোম পত্রাকারে ডাক যোগে বা বাহক দ্বারা প্রেরিত হয়। এই পত্র বা চিঠি খুলামাত্র উহার মধ্যে ন্যস্ত বিস্ফোরক পদার্থ কার্য্যকরী হয়।

কোথাও বোমা পাওয়া গেলে উহা তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করা উচিত হবে না। উহা অন্যত্র প্রেরণে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। প্রথমে ধীর ভাবে লক্ষ্য করতে হবে উহার পলতে বা টিগার বা ক্যাপ কোথা আছে কিংবা উহা আদপে ঐ সকল বোমায় সংলগ্ন আছে কি'না। সাধারণ হাত বোমা সমূহ দড়ির জাল বা জাল আকশীর সাহায্যে বা অন্য কোনও উপায়ে সাবধানে তুলে উহা জল ভরা বালতির মধ্যে রেখে দিতে হবে। একটী কাঠি বালতির উপর রক্ষা করে উহার মধ্য দেশ হতে দড়ির সাহায্যে জলের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে পারলে আরও ভালো।

মিলিটারী হ্যাণ্ডগ্রেনেড এবং উহার অনুকরণ গ্রেনেড সমূহ উচ্চ ধরণের বোমা। ইহাদের সেফটীপিন, লিভার ষ্ট্রাইকার ইগনেটার প্রভৃতির অবস্থান লক্ষ্য করে উহাদের নিম্নাংশের স্ক্রু খুলে ফেলে দেওয়া নিরাপদ।

উপরোক্ত আগ্নেয়াস্ত্র সমূহের ন্যায় এ্যাসিড প্রভৃতিও সাংঘাতিক অস্ত্র। এ্যাসিডের দ্বারা মানুষকে বিকৃত করে দেওয়া সম্ভব, এমন কি তাহাকে এ্যাসিড দ্বারা নিহত করাও হয়েছে। এ্যাসিড বাল্বে পুরে উহা ছুঁড়ে মারা হয়। বোতল সমেতও উহা ছোড়া হয়েছে। পিচকারীর সাহায্যেও উহা ছোড়া হয়।

এ্যাসিড সাধারণতঃ ছয় প্রকার; যথা,—সালফিউরিক এ্যাসিড, নাইট্রিক এ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, পিকরিক এ্যাসিড, কারবোলিক এ্যাসিড, পোটাসিয়াম সাইনাইড।

(১) পিকরিক এ্যাসিড,—ইহা একপ্রকার ক্রিস্টালিন পদার্থ। ইহা সহজে এলকোহলে গলে যায়। বোমা প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ নির্ম্মাণে ইহার প্রয়োজন হয়। এ্যামোনিয়াম পিকরেট ইহার সল্ট্ এবং ইহা অতীব বিস্ফোরক।

(২) হাইড্রোক্লরিক এ্যাসিড,—ইহা দ্বারা বিস্ফোরক নির্মাতাদের হাতের দাগ সহজে অপসারিত হয়। সালফিউরিক এবং নাইট্রিক এ্যাসিডের ন্যায় ইহার ব্যবহার বহুল নয়।

(৩) নাইট্রিক এ্যাসিড,—ইহা নিক্ষেপ করে মানুষকে পুড়িয়ে বিকৃত করা হয়। ইহা একপ্রকার দহন বিষ, বিস্ফোরক বোমা এবং জাল মুদ্রা নির্ম্মাণে ইহা ব্যবহৃত হয়। জালি নোট নির্ম্মাণে ইহার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক।

(৪) সালফিউরিক এ্যাসিড,—ইহা নাইট্রিক এ্যাসিডের স্থলে উপরোক্ত রূপ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা সুতি দ্রব্যের উপর কার্য্যকরী, সুতার দ্রব্য ইহা ফুটা করে, কিন্তু পশমের দ্রব্যের উপর উহা ততো কার্য্যকরী হয় না।

(৫) কারবোলিক এ্যাসিড,—এই এ্যাসিড দ্বারা বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারী করা হয়।

(৬) পোটাসিয়াম সাইনাইড,—ইহা একপ্রকার পাউডার বা গুঁড়া। জলস্পর্শে ইহা অতি শীঘ্র গলে যায়। ইহা অতীব সাংঘাতিক বিষ। আত্মহত্যার কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রোপ্লেটীং কার্য্যে ইহার ব্যবহার অপরিহার্য্য।

ইট এবং বোমা হতে রক্ষা পাবার জন্যে শকট ও গৃহাদির গবাক্ষ লৌহ তারের জাল দিয়ে ঢাকা থাকে। কিন্তু এই লৌহ জাল এ্যাসিডকে প্রতিরোধে অক্ষম। এই জন্য লৌহ জালের পিছন অভ্র বা মিশ্র কাঁচ দ্বারা ঢাকা থাকে।

অপতদন্ত—শস্ত্রাঘাত

অপতদন্তে আঘাত-বিজ্ঞানের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। আঘাত দুই-প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—ব্রুইসেস এবং উণ্ড। ব্রুইসেস লাঠি প্রভৃতি স্থূল অস্ত্র দ্বারা সমাকৃত হয়। ইহা মুষ্ঠাঘাত বা পদাঘাত দ্বারাও সম্ভব হয়েছে। কোনও শক্ত জমী বা দ্রব্যের উপর পতনের কারণেও এইরূপ আঘাত হতে পারে। ত্বকের উপরকার আঘাত সামান্য হলেও ভিতরকার যন্ত্রাদি, পেশীসমূহ এইরূপ আঘাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ব্রুইসেসের কারণে ত্বকের উপর কিছুটা ফুলে উঠে ও উহার সীমানা এলোমেলো হয়, অর্থাৎ ত্বকের আঘাত জনিত উহার ফোলা অংশের সীমানা সুসংবদ্ধ থাকে না। বহুস্থলে এইরূপ আঘাতের কারণে রক্তধমনি পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং চতুষ্পার্শ্বের পেশীতে উহা সঞ্চালিত হয়ে উহাকে বিকৃত করে রক্তাভ করে দিয়েছে। ঐরূপ আঘাত উদরে হলে ত্বকের উপর কোনও আঘাতের চিহ্ন ব্যতিরেকেও প্লীহা যকৃত প্রভৃতি বিধ্বস্ত হয়েছে।

মৃত্যু-পর-বর্ণ (পোষ্টমর্টেম স্টেইন) প্রায়শঃ ক্ষেত্রে ব্রুইসেসের অনুরূপ হয়ে থাকে, কিন্তু উহা সাধারণতঃ অঙ্গাদির উপর দেখা গিয়েছে। উহার বর্ণ একই রূপ হয়ে থাকে, উহা ফুলে উঠে না এবং উহার সীমানা সুসংবদ্ধ থাকে। মৃত্যুর দুই বা তিন ঘণ্টা পর দেহ কঠিন হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধে এই কারণে দুই বা তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হলে মৃতদেহের উপর ব্রুইসেস-এর অনুরূপ চিহ্ন প্রকাশ করা অসম্ভব।

লৌহ বা প্রস্তর টুকরার সাহায্যে কোনও রস লেপন করে ক্রুইসেসের অনুরূপ চিহ্ন দেহের উপর প্রকাশ করা গিয়েছে কিন্তু উহা প্রকৃত ক্রুইসেস চিহ্নের সহিত তুলনা করলে উহার প্রভেদ ধরা পড়বে।

ক্রুইসেস কখনও ত্বক বিছিন্ন করে না, কিন্তু উণ্ড বা ক্ষত তা করে। ক্রুইসেস এবং উণ্ডের যা কিছু প্রভেদ তা এইখানে। ক্রুইসেসের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার উণ্ড বা ক্ষত সম্বন্ধে বলবো। ক্ষত পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) ইনসাইসড্ উণ্ড, (২) পাঙচার্ড উণ্ড, (৩) ল্যাসারেটেড উণ্ড, (৪) কনটিউসড্ উণ্ড, (৬) আগ্নেয়াস্ত্র ক্ষত।

(ক) আগ্নেয়াস্ত্র ক্ষত,—ইহা বোমার স্পি্ল্টার, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং আগ্নেয়াস্ত্রের গুলির দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। এইরূপ মামলায় দুইটী ক্ষত দেখা যায়, একটী প্রবেশ জনিত আর একটী বহির্গমনের কারণে সংঘটিত হয়, কারণ গুলি দেহের একাংশে ঢুকে অপরাংশে বহির্গত হয়। ঐ ক্ষতদ্বয় গুলির দ্বারা কৃত হলে, উহার বহির্গমনের ক্ষত প্রবেশ পথের ক্ষত অপেক্ষা বৃহদাকার হয়ে থাকে। এই সকল ক্ষত পরীক্ষা করে কোন দিক হতে এবং কত দূর হতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ আগ্নেয়াস্ত্র কিরূপ প্রকৃতির বা আকৃতির তা বলে দেওয়া সম্ভব। যদি আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি দুই বা তিন ফিট্ দূর হতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা হলে ক্ষতের চতুষ্পার্শ্বে কালো দাগ দেখা যায় এবং উহা কুঁচকে ও ঝলসে গিয়ে থাকে। বারুদের গুঁড়া, কাপড়ের ছিটা প্রভৃতি ক্ষতে দেখা গেলে বুঝা যাবে যে বহু নিকট হতে ঐ অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল।

(খ) পাঙচার্ড উণ্ড,—ইহাকে বিদীর্ণ ক্ষত বলা হয়ে থাকে। ছুঁচালো অস্ত্র দ্বারা ইহা কৃত হয়ে থাকে। কখনও কখনও এইরূপ

অস্ত্র দ্বারা দুইটী ক্ষত, যথাক্রমে উহার প্রবেশ এবং নির্গমন পথে কৃত হয়েছে। বিদীর্ণ ক্ষত গভীর হলে উহা মৃত্যুর কারণ ঘটায়। শিশু হত্যার মামলায় এইরূপ ক্ষত মস্তকের অস্থিহীন অংশে এবং গ্রীবার মধ্যে দেখা গিয়েছে। কথনও কথনও যৌনদেশেও এইরূপ ক্ষত সৃষ্টি করা হয়েছে।

(গ) ল্যাসারেটেড্ উণ্ড,—ইহাকে বিকীর্ণ ক্ষত বলা হয়ে থাকে। ইহা দ্বারা পেশী সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। মেসিনের দাঁত এবং করাত প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চ স্থান হতে পতনের কারণেও এইরূপ ক্ষত সৃষ্ট হতে পারে।

(ঘ) কনটিউসড্ উণ্ড,—ইহাকে থ্যাত্‌লানো ক্ষত বলা হয়। ইহা অ-ধার বা স্থূল অস্ত্র দ্বারা সমাধা হয়। কঠিন জমীর উপর পতনের কারণেও এইরূপ ক্ষত সৃষ্ট হয়েছে। এইরূপ ক্ষতে উপরের ত্বক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যদি ক্ষতে ধূলা বালি দেখা যায় তা'হলে বুঝতে হবে পতনের কারণে উহা সংঘটিত হয়েছে।

(ঙ) ইনসাইসড্ উণ্ড,—ইহাকে ক্ষুরধার ক্ষত বলা হয়ে থাকে। ধারালো অস্ত্রাদি দ্বারা এইরূপ ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। মস্তকের ন্যায় অস্থির উপরকার চর্ম্মের উপর স্থূল অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলেও এইরূপ ক্ষত হয়ে থাকে।

এমন বহু আঘাত আছে যাহা বাহির হতে দেখা বা বুঝা যায় না। কিন্তু ইহার কারণে মানুষ সহজে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে। কেহ যদি কাহারও অণ্ডকোষ চেপে ধ'রে তা'হলে শকের কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু বাহিরে ইহার জন্য কোনও ক্ষত দৃষ্ট হয় নি। উদরে ঘুঁসি বা লাথি মারলে মানুষের মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু এই জন্য বাহিরে কোনও আঘাতের চিহ্ন দৃষ্ট হয় নি। গুহ্যদেশ যষ্টি

প্রবেশ করিয়ে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু এইজন্য বহির্দেশে আঘাতে লেশমাত্র চিহ্নও দেখা যায় নি। সজোরে বক্ষ চেপে ধরলে হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুসের ক্ষতি হয়েছে এবং এই জন্য মানুষের মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু বহির্দেশে বহু ক্ষেত্রে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় নি। শিশুর মস্তক মুচড়ে ধরে গ্রীবাস্থি স্থানচ্যুত করে তাহার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে উহার গ্রীবা আরও সহজে ঘূর্ণীত করা গিয়েছে মাত্র। পৃষ্ঠে কঠিন দ্রব্যের দ্বারা আঘাত করে শিরদাঁড়া ক্ষতিগ্রস্ত করে পক্ষাঘাত বা মৃত্যু ঘটানো সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এইজন্য সকল ক্ষেত্রে বহির্দেশে অধিক আঘাত চিহ্ন দেখা যায় নি। মস্তকে ঘুঁষি মেরে বহির্দেশে কোনও আঘাত ব্যতিরেকে মস্তিষ্কের বিপুল ক্ষতি সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এইজন্য বাহিরে অধিক আঘাত দেখা যায় নি।

আঘাত সমূহের প্রকার এবং স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার উহা স্বয়ংকৃত বা পরকৃত তাহা কিরূপে বুঝা যায় তা বলবো। স্বয়ংকৃত আঘাত সাধারণতঃ দেহের সম্মুখ ভাগে এবং পার্শে দেখা গিয়ে থাকে। ইহা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে দেহের অনাবৃত অংশে উৎকীর্ণ হয়ে থাকে। এই সকল ক্ষত প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অগভীর বা সামান্য রূপ দেখা গিয়েছে। ইহা কখনও দেহের বিপজ্জনক অংশে উৎকীর্ণ করা হয় নি। ইহা সামান্যাকারে বহু সংখ্যায় পাশাপাশি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। স্বয়ংকৃত ইন্‌সাইসড্ ক্ষত যে হাতে অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে, তাহার উল্টা দিককার দেহাংশে উৎকীর্ণ হয়ে থাকে। এইরূপ ক্ষত দেহের নিম্নাংশে হলে নিচে থেকে উপরে এবং উহা দেহের উপরাংশে হলে উপর হতে নিম্নে ক্ষত চিহ্ন দেখা গিয়েছে। ঐ সকল ক্ষত স্বয়ংকৃত হলে উহার লেজ অংশ উহার পরিশেষে দেখা গিয়ে থাকে। আত্মহত্যার মামলায় দেখা গিয়েছে যে ব্যবহৃত

অস্ত্র মৃত ব্যক্তির মরণ-মুঠির মধ্যে নিবদ্ধ থেকে গিয়েছে এবং দেহের পচন আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাকে সহজে অপসারিত করা যায় নি। কিন্তু ঐরূপ অস্ত্র কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার মুষ্টিতে রেখে দিলে, সকল অবস্থাতেই উহা সহজে বিমুক্ত করে নেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে।

বলাৎকার এবং ভ্রূণহত্যা

বলাৎকার এবং ভ্রূণহত্যা মামলার তদন্তে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। প্রথমে বলাৎকার মামলা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। প্রাপ্তবয়স্ক কোনও স্বাভাবিক শক্তিমতী নারীকে তাহার সজ্ঞানে একজনের পক্ষে বলাৎকার করা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। এইরূপ ক্ষেত্রে অজ্ঞান অবস্থায় কিংবা একাধিক ব্যক্তির সহযোগে তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করা সম্ভব হয়েছে। তবে শস্ত্র দ্বারা মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিতা করে এইরূপ নারীদের আয়ত্তে আনা বহু ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। অল্পবয়স্কা বালিকাদের অজ্ঞান বশতঃ তাদের ভুলিয়ে তাদের উপর এইরূপ অপকার্য্য করা সম্ভব হয়ে থাকে। এইরূপ অবস্থায় তারা অরাজী হয়েও বাধাদানের কারণে সবিশেষ প্রতি-বলপ্রয়োগ করে নি। যৌন সঙ্গমে অভ্যস্তা নারীকে ঘুমন্ত অবস্থাতেও বলাৎকার করা সম্ভব হয়ে থাকে। কখনও কখনও প্রথমে বাধাদান করলেও যৌনানুভূতির কারণে পরিশেষে কেহ কেহ আততায়ীকে একটুও বাধা দেয় নি, পরে অবশ্য এইজন্য তারা অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে। কোনও কোনও পর্দ্দানসীন নারী ভয়ে ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে অজ্ঞানের মত হয়ে বাধা প্রদানে অক্ষম হয়ে থাকে। কোনও কোনও অপরাধী স্বামীরূপে নিজেকে প্রতীতি করে

অন্ত কন্যা বিশেষকে তাহার সহিত যৌন সঙ্গমে রাজি করিয়েছে। তবে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কা নারী মাত্র প্রবলতর ভাবে অপকার্য্যে উদ্যত আততায়ীকে বাধাদান করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় ধস্তাধস্তির কারণে ধর্ষিতা নারী এবং আততায়ী, উভয় ব্যক্তির অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকা স্বাভাবিক। বহু ক্ষেত্রে ধস্তাধস্তির কারণে উভয়ের পরিধেয় বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং ধর্ষিতা নারীর ভগ্ন চুড়ি আদি অকুস্থলে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। বলপূর্ব্বক যৌন সঙ্গমের কারণে উভয়ের যৌনদেশ ক্ষত-বিক্ষত হওয়াও স্বাভাবিক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যৌন সঙ্গমে অনভ্যস্তা নারীর যৌনদেশ হতে ক্ষত জনিত রক্ত নির্গত হতেও দেখা গিয়েছে। এই অপরাধের ঘটনাস্থলে ভূমির উপর ধর্ষিতা মহিলার দেহের চিহ্নও বর্ত্তমান থাকে কিংবা ধর্ষণ কার্য্য শয্যায় হলে উহা এবং ঐ ঘরের দ্রব্যাদি বিপর্য্যস্ত অবস্থায় দেখা যায়।

বলাৎকার অপরাধের পর অপরাধী পুরুষের যৌনকেশ স্ত্রীযোনীতে এবং ধর্ষিতা নারীর যৌনকেশ ঐ পুরুষের যৌনদেশে বা উহার পরিধেয় বস্ত্রে সংলগ্ন হতে দেখা গিয়ে থাকে। অনুরূপ ভাবে পরস্পরের যৌন-সার বা ক্ষত জনিত রক্ত পরস্পরের যৌনদেশে ও পরিধেয় বস্ত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। অপরাধী পুরুষের এবং ধর্ষিত নারীর পরিধেয় বস্ত্রাদিতে পুংবীজ পরিদৃষ্ট হলে বুঝতে হবে যে ঐ নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার সাধিত হয়েছে। বহুক্ষেত্রে অপরাধী পুরুষ যৌনরোগে ভুগে থাকে, এইরূপ অবস্থায় যৌন সঙ্গমের ফলে ঐ ধর্ষিতা নারীও সিফিলিস বা গণোরিয়া রোগে আক্রান্ত হলেও হতে পারে। তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সঙ্গম করলে স্ত্রী বীজ নির্গত না হওয়ার কারণে ঐ নারী গর্ভাবস্থা কদাচ প্রাপ্ত হয়েছে। যৌন সঙ্গমের পর গনোক্কাই সংক্রমণে গণোরিয়া তিন হতে বারো দিনের মধ্যে এবং সিফিলিস রোগ দশ হতে

ছেচল্লিশ দিনের মধ্যে উপগত হয়ে থাকে। যদি বুঝা যায় যে অপরাধী পুরুষ ঐ রোগ হতে বহুদিন ধরে ভুগছে কিন্তু ঐ ধর্ষিতা নারীর ঐ রোগ মাত্র ধর্ষণের পর উপগত হয়েছে তা'হলে বুঝতে হবে যে ঐ পুরুষ দ্বারা ঐ নারীর ধর্ষণ কার্য্য ঐ বিশেষ দিনে এবং ক্ষণে সমাধা হয়েছে।

বালকের উপর অবৈধ সঙ্গম হলেও রক্ষিগণ ঐ বালকের পরিধেয় বস্ত্রাদিতে যৌনসার ও পুংবীজের সন্ধান করে থাকেন, বালকের গুহ্যদেশ পরীক্ষা করেও ক্ষত আদির পরিধি হতে বলা যায় ঐ অপকার্য্য মাত্র ঐ দিনই বলপূর্ব্বক সমাধা হয়েছে, না ঐ বালক বহুদিন যাবৎ অবৈধ সঙ্গমে অভ্যস্ত। পরিধেয় বস্ত্রাদিতে যৌনসার বা সিমেন পাওয়া গেলেও সকল ক্ষেত্রে পুংবীজের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে ধর্ষিতা নারীর পরিধেয় বস্ত্রাদিতে পুংবীজ (বা স্পারমেটোজোয়া) পাওয়া গিয়ে থাকে।

এইরূপ যৌন-অপরাধের তদন্তে ধর্ষিতা নারী এবং অপরাধী—এই উভয় ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রাদি আপন অধিকারে রক্ষীদের গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সকল পরিধেয় বস্ত্রাদির উপর যৌনসারের বা রক্তের চিহ্ন আছে বুঝা গেলে ঐ সকল স্থানের চতুর্দ্দিকে লাল বা নীল পেনসিলের সাহায্যে গোল দাগ দেওয়ার রীতি। এ সকল বস্ত্রসহ রসায়ন পরীক্ষকের নিকটে যে প্রেরণ-পত্র পাঠানো হবে তাতে এইরূপ চিহ্নিত দাগ সমূহের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত ঘটনা ঘটার অব্যবহিত পরে বা যথা শীঘ্র ধর্ষিতা নারী এবং অপরাধী পুরুষকে তাদের দেহ ও যৌনদেশ পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের নিকট পাঠানো প্রয়োজন। ঐ ডাক্তার বা সার্জ্জন উপরোক্ত রূপে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা বলে দিতে পারেন ঐ পুরুষ দ্বারা সত্য সত্যই ঐ নারী ধর্ষিতা হয়েছিল কি'না? অবৈধ যৌন মিলনে অভিযুক্ত

আসামীকে ও অবৈধ যৌন সঙ্গম যে বালকের উপর কৃত হয়েছে সেই অবৈধ যৌন-লাঞ্ছিত বালকের সহিত ডাক্তারের নিকট তাদের দেহ এবং যৌনদেশ পরীক্ষার জন্য পাঠানো প্রয়োজন। ধর্ষিতা নারীর প্রকৃত বয়স অবগত হওয়ার জন্যেও তার ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। তবে কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার দেহ বা যৌনদেশ পরীক্ষা করা আইন বিরুদ্ধ। এইরূপ পরীক্ষার জন্য তাহাদের সম্মতি প্রয়োজন। তবে এইরূপ পরীক্ষায় অস্বীকৃত হলে বিচারকগণ এদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা করে নিতে পারবেন। কোনও কোনও রক্ষী এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পক্ষীয় কাহারও অভিমতের অপেক্ষা না করে নিজেরা 'এই বিষয়ে আমার অমত নেই' এই বাক্য লিখে উহার তলায় তাহার দস্তখত নিয়ে তাদের ডাক্তারী পরীক্ষার্থে পাঠিয়েছেন। এবং নানা কারণে এইরূপ পরীক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সম্মত হতে বাধ্যও হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় রক্ষিগণ এইরূপ অবস্থায় অতীব সুবিবেচনার সহিত কার্য্য করে থাকেন। কোনও বালক বা বালিকা নাবালক হলে এই বিষয়ে তাহাদের অভিভাবকদের সম্মতি সূচক পত্র গ্রহণ করা উচিত হবে।

এই সকল অপরাধে ধর্ষিতা নারী নিজে এসে বা কোনও লোক মারফৎ থানায় এজাহার দিয়েছেন। ঐ ধর্ষিতা নারী নিজে থানায় না এলে, রক্ষীদের উচিত যথা সত্বর ঘটনা স্থলে এসে দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে তল্লাস-পত্রের সাহায্যে ঐ নারীর এবং ধৃতিকৃত হলে আসামীর পরিধেয় বস্ত্রাদি হেপাজতে নেওয়া, যাতে অজ্ঞতা বশতঃ বা অন্য কারণে ঐ সকল বস্ত্রাদি অপসারিত বা জল দ্বারা বিধৌত না হতে পারে। ঐ ধর্ষিতা নারী এবং আসামী যাতে জল দ্বারা তাদের যৌন-দেশ বিধৌত না করতে পারে তার জন্য উভয়কে ডাক্তারী পরীক্ষা

শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত থানায় বা উপযুক্ত স্থানে এনে পাহারাধীন অবস্থায় বসিয়ে রাখা ভালো।

যে ভূমির উপর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তাহাতে যৌনসার দেখা গেলে উহার চাঁচা চাপ এবং যে শয্যার উপর ঐ অপরাধ সমাধা হয়েছে উহাতে যৌনসার (Cemen) দেখা গেলে ঐ শয্যা বা উহার উপরের চাদর প্রভৃতিও রক্ষীদের গ্রহণ করা উচিত।

এই সকল দ্রব্যাদিও উহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির সহিত রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট পরীক্ষার্থে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

এই সকল দ্রব্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য যথা সত্বর প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, তা না হলে ক্ষয়-ক্ষতির কারণে মূল্যবান তথ্য বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বলাৎকার অপরাধ কদাচ সর্ব্বসমক্ষে সমাধা হয়েছে। এই মামলায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিশেষ অভাব ঘটে থাকে। এইজন্য এই মামলা প্রমাণের জন্য রক্ষীদের পরিবেশিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর অধিক নির্ভরশীল হতে হয়। তবে সাক্ষীসাবুত যে একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়। বহুক্ষেত্রে ধর্ষিতা হওয়ার পর আসামীদের নাম ধাম সহ ঐ নারী পড়শীদের কাছে তৎক্ষণাৎ অভিযোগ জানিয়েছে। এইরূপ ব্যক্তিগণ যাহারা ঘটনার অব্যবহিত পরে ঐ নারীর নিকট অত্যাচারের কাহিনী শুনেছে বা তা শুনে ঘটনাস্থলে এসেছে এবং যৌনসারসহ শয্যাদি বা ঐ নারীর রক্তাক্ত পরিধেয় বস্ত্র পরিদর্শন করেছে; তাহারা সকলে এইরূপ মামলার উপযুক্ত সাক্ষী। তবে বহুক্ষেত্রে লজ্জায় ও সরমে বা ভয়ে ঐ ধর্ষিতা নারী তৎক্ষণাৎ ঐ ঘটনা সকলকে বলতে পারে নি—বা বললেও সে তা নিকট বন্ধু বা আত্মীয়কে বলেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পড়শী বা পথিক ঐ নারীর গোঙানি বা

চীৎকার শুনে ঘটনাস্থলে এসে অবস্থা অবগত হয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। কিংবা তারা মাত্র অপরাধীকে পলায়নপর হতে দেখেছে, এবং ঘটনা সম্পর্কে সকল সমাচার শুনেছে বা দেখেছে। কখনও কখনও ধর্ষিতা বালিকা বা নারীকে ধোঁকা দিয়ে বা ভুলিয়ে অন্যত্র নিয়ে এসে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি অপরাধীর সহিত ধর্ষিতা নারীকে গৃহ হতে নির্গত হতে বা পথে চলাফেরা করতে দেখেছে বা যে সকল ব্যক্তি অপরাধীকে বিশেষ বচন প্রয়োগ করে ঐ নারীকে তার সঙ্গে যেতে রাজী করতে শুনেছে সে সকল ব্যক্তি এইরূপ মামলার তদন্তে সত্যাসত্য নিরূপণে বিশেষ রূপ সহায়ক হয়ে থাকে। বহুক্ষেত্রে সাক্ষিগণ প্রথমে আসামীকে কোনও গৃহ হতে ত্বরিত পদে বহির্গত হতে দেখেছে এবং তার অব্যবহিত পরে ধর্ষিতা নারীও বার হয়ে এসে তাদের সকল কথা জানিয়ে দিয়েছে। এবং ইহাও দেখা গিয়েছে যে ঐ গৃহের মাত্র একটী বহির্গত হবার দরজা ছিল। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে উপরোক্ত রূপ মূল্যবান সাক্ষ্য-সাবুত পাওয়া যায় নি সেই ক্ষেত্রে রক্ষীদের ধর্ষিতা নারীর এজাহার এবং উহার সমর্থন সূচক বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল হতে হয়েছে। এই কারণে তিল মাত্র বিলম্ব না করে রক্ষীদের উচিত আসামীকে গ্রেপ্তার করতে সচেষ্ট হওয়া, যাতে করে তার পরিধেয় বস্ত্রাদি ত্বরিত গতিতে হেপাজতে নেওয়া সম্ভব হবে। যদি বুঝা যায় যে আসামী তার পরিধেয় বস্ত্র কোথাও পরিত্যাগ করে এসেছে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান বা গৃহ তল্লাস করে উহা যথা সত্বর সংগ্রহ করতে হবে।

বলাৎকার মামলার তদন্তে প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করে রক্ষীদের উচিত তৎক্ষণাৎ বহির্গত হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া, যাতে চলতি

পথের সাক্ষীদেরও সংগ্রহ করা যাবে। এবং তারপর চতুষ্পার্শ্বের প্রতিটী ব্যক্তিকে এবং উহা বড় বাড়ী হলে প্রতিটী পরিবারকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। যদি কেহ মূল ঘটনা দেখে থাকে তা'হলে তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে পরবর্ত্তীকালে কিরূপ অবস্থায় ঐ নারীকে তারা দেখেছে এবং ঐ নারী ঘটনা সম্পর্কে তাদের নিকট কিরূপ বিবৃতি দিয়েছে, ইত্যাদি। যদি কেহ সাক্ষ্য দেন যে তারা কোনও গোঙানি বা চীৎকার ঐ স্থান বা ঘর হতে শুনেনি তা'হলে তাদেরও নাম ধাম রক্ষীদের গ্রহণ করতে হবে। এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের বিবেচনা করতে হবে, কেন ঐ অত্যাচারিতা নারী চীৎকার করে নি। তার মুখ বাঁধা ছিল না মৃত্যু ভয়ে সে ভীতা হয়ে পড়েছিল? না ভয়ে লজ্জায় সে চীৎকার করতে পারে নি। শেষোক্ত কারণের সমর্থনের জন্য তাদের বিবেচনা করতে হবে ঐ নারী পর্দ্দানশীন ও ভীতু প্রকৃতির কিনা।

এই সকল তথ্য অবগত হওয়ার পর রক্ষীদের উচিত হবে ঘটনাস্থলের পরিবেশ লক্ষ্য করা, উহা নির্জ্জন স্থান না জনবহুল স্থান। এবং যদি ঐ নারী চীৎকার করে থাকে তা'হলে বাহিরের বা দূরের লোকেদের পক্ষে তার চীৎকার শুনা সম্ভব ছিল কি না? বহু ক্ষেত্রে সুষ্ঠুরূপে বদ্ধ কোনও গৃহ হতে অত্যাচারিতা নারীর চীৎকার একটুও শুনা যায় নি।

ইহার পর অকুস্থলের ভূমি বা শয্যার অবস্থা পরিলক্ষ্য করতে হবে এবং বুঝতে হবে উহাতে বিপর্য্যস্ত ভাব আছে কি'না, এবং তাহার পর রক্ষীদের ঐ সকল স্থানে যৌনসার বা শুক্র প্রভৃতির সন্ধানে রত হতে হবে।

বলাৎকার অপরাধের তদন্তে ঘটনাস্থলে একটী নক্সা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। পরিবেশ প্রমাণ করার জন্য নির্গমন এবং বহির্গমনের পথ, পলায়ন এবং আগমনের পথ এবং অকুস্থল গৃহ বা বাটী হলে, ঐ গৃহের

দুয়ার জানালা, এবং বাটীর অপরাপর গৃহের অবস্থিতি ইত্যাদি এই নক্সায় প্রদর্শন করা উচিত।

এতদ্ব্যতীত বিশেষ করে অবগত হতে হবে ঐ স্থানে বা বাটীতে অপরাপর ব্যক্তিগণ ঐ সময় উপস্থিত ছিল, না কার্য্য ব্যাপদেশে অন্যত্র গমন করেছিল? কাহারা কাহারা ঐ সময় উপস্থিত ছিল এবং কাহারা কাহারা ঐ সময় উপস্থিত ছিল না তাহাও সযত্নে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে।

যদি নিশ্চিত রূপে বুঝা যায় যে বাটীর কয়েক ব্যক্তি ঐ ধর্ষিতা নারীর চীৎকার বা গোঙানি শুনেছিল, অথচ তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয় নি, তা'হলে অনুমান করা যেতে পারে যে তারা পাহারাদারের কার্য্য করেছিল। বহুস্থলে পড়শী আপন স্ত্রী বন্ধুবান্ধব বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির সহযোগিতাতে বলাৎকার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। স্বামীর সহযোগিতায় আপন স্ত্রীর উপরও অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক এইরূপ অপরাধের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এইরূপ অবস্থায় কাহাকেও সহযোগীরূপে মনে হলে তাহাকেও গ্রেপ্তার করার রীতি আছে। সমধিক প্রমাণের অভাবে তাকে মুক্তি দিতে হলেও সে একবার আসামীর পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণে সোপর্দ্দের বিপক্ষে আর স্বয়ং সাক্ষী দিতে পারে নি।

বহুক্ষেত্রে পড়শীরা অপরাধীকে পাকড়াও করে নিয়ে এলে অপরাধী তাদের নিকট স্বীকারোক্তি করেছে এবং তারপর ঐ পড়শীরা অপরাধীকে থানায় ধরে নিয়ে এসেছে, পুলিশের অবর্ত্তমানে এইরূপ স্বীকারোক্তি আদালতে প্রমাণ রূপে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

একক বলাৎকার ব্যতীত গ্যাঙ্গরেপ্ বা দলীয় বলাৎকারও দেখা গিয়েছে। কোনও ছ্যাকড়া ডাকাত দল কর্ত্তৃক এইরূপ বলাৎকারের কথা শুনা গিয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার কালেও দলবদ্ধ ভাবে

ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর এইরূপ অপকার্য্য সমাধা হয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রেও উপরোক্তরূপ সাক্ষ্যসাবুদ এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের দ্বারা অপরাধ নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

বলাৎকার এবং উহার তদন্ত সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার ভ্রূণহত্যা এবং উহার তদন্ত রীতি সম্বন্ধে বলবো, সাধারণতঃ বিধবা এবং কুমারী কন্যারা সন্তান সম্ভবা হলে দুর্বৃত্তরা তাদের গর্ভ নানা উপায়ে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। বহুক্ষেত্রে আপন স্ত্রী ও রক্ষিতার সন্তানও ঐ একই রূপে দুর্বৃত্তরা বিনষ্ট করে দিয়েছে, সন্তান সন্ততি প্রতিপালনের দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে। এই বিশেষ অপরাধের তদন্তে রক্ষীদের বুঝে নিতে হবে এইভাবে এদের সন্তান বিনষ্টের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? আদালতে মামলা প্রমাণ করবার জন্যে এই অপরাধের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? তাহা রক্ষিগণ সুষ্ঠু রূপে প্রমাণ করতে বাধ্য।

সাধারণতঃ তিনটী উপায়ে এদেশে ভ্রূণহত্যা করা হয়ে থাকে। যথা—(১) আরগট ওলিয়েণ্ডার, মাদার, হরিতাল বা আর্সেনিক, লালচিটা, রসকর্পূর বা মারকারী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে, (২) উদর টিপে বা উহাতে ঘুঁসি মেরে কিংবা ভ্রূণহত্যাকর কাঠি বা শিকড় উহাতে প্রবেশ করিয়ে, (৩) অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা উচ্চাঙ্গের ডাক্তারি যন্ত্রপাতির সাহায্যে।

এদেশের পল্লী অঞ্চলে অজ্ঞ নারী বা ধাত্রীর সাহায্যে উদরে লালচিটা বা আকন্দ গাছের কাঠি বা শিকড় প্রবেশ করিয়ে ভ্রূণহত্যা করা হয়েছে। কখনও কখনও মার্কিঙনাট বা আকন্দের রস কোনও বস্ত্রখণ্ড বা কটন-উলে লেপন করে উহা উদরে প্রবেশ করিয়ে ভ্রূণহত্যা করা হয়েছে।

বহুক্ষেত্রে এইরূপ অপকার্য্যের ফলে হতভাগ্য নারীর মৃত্যুও ঘটেছে।

আনাড়ী বা হাতুড়ে ব্যক্তিদের অবহেলায় এইরূপ ঘটে থাকে। কিন্তু কোনও ডাক্তার যদি ঐ নারীর জীবন রক্ষার্থে ভ্রূণহত্যা ঘটাতে বাধ্য হয়, তা'হলে আইনানুযায়ী উহাতে কোনও অপরাধ হয় না। তবে রক্ষীদের বুঝতে হবে আত্মরক্ষার্থে ঐ ডাক্তার ঐরূপ এক কাহিনী মিথ্যা করে অবতারণা করছে কি'না। এইরূপ কোনও সন্দেহ হলে রক্ষীদের উচিত ঐ সংশ্লিষ্ট নারীকে কোনও সরকারী ডাক্তার দ্বারা যথাসত্বর পরীক্ষা করানো।

ভ্রূণহত্যা কার্য্য কিরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত সমাধা হয়ে থাকে তাহা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমি একজন অনূঢ়া ভদ্রগৃহস্থ বালিকা, আমার পিতা মাতার যোগসাজসে অমুক মাড়য়ারী আমাকে রক্ষিতারূপে রাখে। ইতিমধ্যে আমি সন্তানসম্ভবা হয়ে গিয়েছি। বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে ও ক্রিয়া উপক্রিয়ায় যখন ফলপ্রদ হলো না, তখন আমার উপপতি সজোরে আমার উদর চেপে ধরলেন, আমি যন্ত্রণায় চীৎকার করলে প্রতিবেশীরা এসে আমায় রক্ষা করে।"

উপরোক্ত রূপ সংবাদ কোনও প্রতিবেশী বা শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিরা থানায় জানিয়ে থাকেন। এই কারণে ঐ সকল সংবাদের সত্য মিথ্যা যাচাই না করে কোনও তদন্তে নিযুক্ত না হওয়া ভালো, এইরূপ তদন্ত দ্বারা অকারণে কোনও ভদ্রমহিলা বা পরিবারের সম্মানহানী করা কোনও ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। যদি নিরপেক্ষ সাক্ষ্যসাবুদ দ্বারা বুঝা যায় যে ঐরূপ সংবাদ সত্য তা'হলে ঐ নারীকে যথা সত্বর সরকারী ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করানো প্রয়োজন আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভ্রূণহত্যার কারণে ঐ নারী মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েছে, এইরূপ অবস্থায় মৃতদেহের উপর পরীক্ষারও প্রয়োজন হয়ে থাকে। এইরূপ মামলার তদন্তে জীবিত

বা মৃত উভয় অবস্থায় নারীর দেহ পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। নিম্নলিখিত বিষয় ঐরূপ পরীক্ষা দ্বারা আমরা অবগত হতে পারি।

"কিরূপ উপায়ে বা শস্ত্র প্রয়োগে উহা সমাধা হয়েছে। জরায়ু অভ্যন্তরে কিরূপ ক্ষত প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। জরায়ু অভ্যন্তরে কোন কোনও বহিরাগত দ্রব্য বা উহার অংশ বা কণা পাওয়া গেল। সম্প্রতি ঐ নারীর গর্ভপাত বা সন্তান জন্ম হয়েছে কি'না।"

যদি বুঝা যায় কিরূপ শস্ত্র দ্বারা উহা সমাধা হয়েছে। এবং যদি কোনও বহিরাগত দ্রব্যাদি জরায়ু অভ্যন্তরে পাওয়া যায়। তা'হলে ঐ সকল দ্রব্য কাদের দ্বারা কি উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে তা অবগত হতে হবে। বহুস্থলে এমনও সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে অমুক ব্যক্তি তাহার নিকট এইরূপ এক উপায়ের সন্ধান করছিল, কিংবা অমুক ব্যক্তি এই এই দ্রব্য এই এই স্থানে সংগ্রহ করেছে বা কোনও দোকান হতে সে তা কিনে এনেছে। এই সম্পর্কে কোনও কোনও ডাক্তার বা সাধারণ ব্যক্তি এমন সাক্ষ্যও দিয়েছে যে অমুক ব্যক্তি এই ব্যাপারে তাহার সাহায্য ভিক্ষা করেছিল কিন্তু সে এই কার্য্যে অস্বীকৃতি হয়েছে ইত্যাদি।

বহুক্ষেত্রে গোপনে ভ্রূণ পথে মাঠে ঘাটে পরিত্যাগ করে আসা হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের অবগত হতে হবে কোনও বাটীতে গর্ভস্রাব বা মৃতসন্তান প্রভৃতি হয়েছে কি'না? এবং এর পর গোপন তদন্ত দ্বারা অবগত হতে হবে উহার প্রকৃত স্বরূপ কিরূপ ছিল। বলাবাহুল্য, এইরূপ তদন্ত অতি সাবধানতার সহিত সামাধা করা উচিত। যদি দেখা যায় যে নদীর কিনারায় বা নিরালা স্থানে কেহ পুঁটলী হাতে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরা ফিরা করছে তাহলে রক্ষীদের উচিত তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুঁটলী সহ গ্রেপ্তার করা।

ভ্রূণহত্যার ন্যায় শিশুহত্যাও উপরোক্ত কারণে সমাধা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ দম বন্ধ করে, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে, গলা টিপে, গলায় ফাঁস দিয়ে, জলে ডুবিয়ে কিংবা কবর দিয়ে এইরূপ হত্যা কার্য্য সমাধা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত জন্মনাড়ী না বেঁধে, বিষ প্রয়োগে, অনাহারে রেখে বা নিরালা স্থানে পরিত্যাগ করে, কিংবা নানারূপ আঘাত হেনেও উহাদের হত্যা করা হয়েছে।

শিশুহত্যার তদন্ত উপরোক্তরূপে সমাধা করা উচিত। এই মামলা তদন্তেও নিহত শিশু এবং উহার সম্ভাব্য মাতা, উভয়কে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করার প্রয়োজন আছে। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা ঐ শিশু মৃত অবস্থায় জন্মেছে, না জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটেছে তা জানা যায়। শিশুর দৈহিক গঠন হতে উহা দশমাসের পূর্ব্বে জন্মেছে কিনা তাহাও অবগত হওয়া যায়। বহু স্থলে ঔষধ প্রয়োগে বা প্রচেষ্টা দ্বারা সাধারণ সময়ের পূর্ব্বে উহাদের জন্ম ঘটানো হয়েছে। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা ঐ শিশুর মৃত্যুর যথার্থ কারণ এবং ঐ নারী সম্প্রতি সন্তান প্রসব করেছে কি'না নির্ভুলরূপে জানা গিয়েছে। এতদ্ব্যতীত ঐ সদ্য-প্রসবা নারীর তৎকালীন মানসিক অবস্থাও পর্য্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

নিরুদ্দেশ ও অপহরণ—অপতদন্ত

নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা নিখোঁজের খোঁজ এবং অপহৃত ব্যক্তির সন্ধান বিশেষ পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। প্রথমে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধান রীতি সম্বন্ধে বলা যাক। অল্পবয়স্কদের ন্যায় বয়স্ক ব্যক্তিরাও হারিয়ে বা পালিয়ে গিয়ে থাকে। অল্পবয়স্করা অনিচ্ছাকৃত ভাবে হারিয়ে যায়, কিন্তু বয়স্করা হারিয়ে যায় ইচ্ছাকৃত ভাবে। অল্পবয়স্করা হারিয়ে গেলে কোতোয়ালী সমূহে, দূর ও অদূরের গৃহস্থ বাড়ীগুলিতে এবং সম্ভাব্য পথে ঘাটে খোঁজ করা হয়ে থাকে। এই সকল বালকগণ কাহারও দ্বারা অপহৃত না হলে তাদের খুঁজে বার করা কঠিন হয় নি। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কদের অত সহজে খুঁজে বার কবা সম্ভব হয় না। অপরাপর তদন্তের ন্যায় এই সম্পর্কেও কয়েকটি সম্ভাব্য থিওরীর অনুসরণ করা প্রয়োজন হয়ে থাকে। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি থিওরীর উল্লেখ করা হলো।

(১) এমনও হ'তে পারে যে এই নিখোঁজ ব্যক্তি দেশে বা বিদেশে কোনও ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়েছে। জামীনে মুক্ত অবস্থায় সে আদালতে হাজির হতো, কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত ব্যক্তির নিকট ইহা প্রকাশ কবে নি। এদিকে সে মামলায় মুক্তি পাবে বলে আশা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার ছয়মাস জেল হয়ে গেল। এই লজ্জাকর ঘটনা কাউকে না জানিয়ে সে জেলে চলে গেল। আত্মীয়-স্বজন তাঁকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ, কিন্তু সে যে জেলে গিয়েছে তা তাদের কল্পনার বাইরে। এমত অবস্থায় ধরে নেওয়া হয় যে সে হারিয়ে গিয়েছে। কারাবাস কাল অতীত হওয়া মাত্র তারা গৃহে ফিরে এসেছে।

(২) এমনও হতে পারে যে এই নিখোঁজ ব্যক্তি অন্য কোনও এক নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করতে চায়, কিন্তু তার বর্ত্তমান সংসার তার প্রতিবন্ধক। এতদিন সে তার এই নূতন প্রেম সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সাবধানে গোপন করে এসেছে, কিন্তু এক্ষণে অবস্থা তার আয়ত্তের বাহিরে। নিরুপায় হয়ে সে কোনও দূর দেশে চাকুরী সংগ্রহ করে তার দ্বিতীয়া স্ত্রী সহ গোপনে পাড়ি দিলে। এইরূপ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি হারিয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। বহুক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তি জীবনে আর তার পূর্ব্বস্থানে ফিরে আসে নি।

(৩) এমনও হতে পারে যে নিখোঁজ ব্যক্তি ধর্ম্মাভাবাপন্ন হয়ে সাধু সন্ধান করতে সুরু করেছে। একদিন সে কাউকে না বলে গৃহ ত্যাগ করে চলে গেল। হয়তো সে বহু বৎসর নানা তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা কোনও অজ্ঞাত মঠে বা আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে। এইরূপ অবস্থায় বহু বৎসর তার পক্ষে নিখোঁজ থাকা স্বাভাবিক। বহুক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তি কয়েক বৎসর পর পূর্ব্বস্থানে ফিরে এসেছে।

(৪) এমনও হতে পারে যে নিখোঁজ ব্যক্তি উন্মাদনা বশতঃ গৃহ ত্যাগ করে যত্র তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, ও ভিক্ষান্নে প্রতিপালিত হচ্ছে। দুর্ঘটনা বশতঃ আহত বা নিহত না হলে এরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে কিছুকাল পরে প্রত্যাগমন করে থাকে। কখনও কখনও মানসিক বিকৃতির কারণে তারা সারা জীবন অনুরূপ ভাবে অন্যত্র অতিবাহিত করেছে। আখেরে আকৃতির পরিবর্ত্তনের কারণে আত্মীয়-স্বজন দেখতে পেলেও আর তাদের সনাক্ত করতে পারেন নি।

(৫) এমনও হতে পারে যে দূর দেশে নিখোঁজ ব্যক্তি নিহত হয়েছে বা অন্য কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু অকুস্থলের কেহ নাম ঠিকানা না জানায় তার গৃহে খবর পাঠাতে পারে নি। তারা তার মৃতদেহ

অসনাক্তকৃত অবস্থায় কবর দিয়েছে বা দাহ করেছে। এমত অবস্থায় কোনকালেই নিখোঁজ ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন তার খোঁজ পেতে পারেন নি। *

(৬) এমনও হতে পারে যে নিখোঁজ ব্যক্তি কোনও হত্যাকাণ্ড বা সাংঘাতিক মামলার আসামী। নিশ্চিত ফাঁসি বা কারাবরণ হতে অব্যাহতি লাভের জন্য সে আজীবন ফেরার হলো। ফেরারী জীবন অতিবাহনের জন্য তারা সাধারণতঃ সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। সত্যকার সাধু সন্ন্যাসীর সংসর্গে এসে বহুস্থলে এরা ভগবত আরাধনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেছে। পুলিশ ও আত্মীয়স্বজন তাদের বৃথা খোঁজ করে হায়রাণ হয়েছেন। কিন্তু বিরাট দেশ ভারতবর্ষ হতে তাঁরা তাকে খুঁজে বার করতে পারেন নি।

কোনও এক নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বার করতে হলে উপরোক্ত কোন্ কারণে সে নিখোঁজ হয়েছে বা তা হতে পারে; তা প্রথমে অনুসন্ধানকারীকে অবগত হতে হবে। এই সম্পর্কে নিখোঁজ ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা, স্বভাব চরিত্র, চিত্তবৃত্তি (দয়ামায়া), শত্রু-মিত্র, সম্ভাব্য গন্তব্য স্থান, বন্ধুবান্ধব, পূর্ব্বাপর মানসিক অবস্থা, ব্যক্তিগত ও আনুষঙ্গিক পেশা প্রভৃতি প্রথমে অবগত হতে হবে। এই সকল সংগৃহীত:তথ্য সমূহ বিবেচনা করে রক্ষিগণকে বুঝে নিতে হবে, উপরোক্ত কোন্ কারণে ঐ ব্যক্তির পক্ষে নিখোঁজ হওয়া সম্ভব। ইহার পর রক্ষিগণ যদি সুপরিকল্পিত পন্থায় তাদের খোঁজ খবর করেন, তাহলে সহজেই তাঁরা তাদের খুঁজে বার করতে পারবেন।

---

* অনাসক্তকৃত মৃতদেহের ফটো স্থানীয় রক্ষিগণ গ্রহণ করে তা রক্ষা করে থাকেন, যাতে পরে ঐ ফটো হতে তাকে সনাক্ত করা যেতে পারবে।

আশাতীত ভাবে কেহ কাহাকেও কোনও অপ্রত্যাশিত স্থানে দেখতে পেলে সহসা তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারে না। ধরা যাক, একজন জমীদার সন্তান পোলাণ্ডের কোনও সহরে বেড়াতে গিয়েছেন। এই স্থানে যদি তাঁর গ্রামের এক নিঃস্ব প্রজার সন্তানকে তিনি দেখতে পান তাহলে তাঁর ধারণা হবে অনুরূপ মুখাবয়বের অপর এক স্বজাতীয় ব্যক্তিকে তিনি দেখতে পেলেন। অনুরূপ ভাবে হাইকোর্টের এক অভিজাত বংশীয় ধনী ব্যারিষ্টারকে যদি দেখা যায় যে তিনি কোনও এক পঙ্কিল বস্তীবাড়ীর একটি ভগ্ন কক্ষে ছিন্ন বস্ত্রে মলিন বিছানায় শুয়ে আছেন, তাহলে তাঁর নিকটতম আত্মীয় না হলে সাধারণ মানুষ কখনও তাকে চিনতে পারবে না। নিখোঁজ ব্যক্তিগণ আত্মগোপনের উদ্দেশে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এইরূপ পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। রক্ষিগণ নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজ করেন তাদের আপন পরিবেশে এবং এইরূপ পন্থায় খোঁজ করার কারণে তারা বৃথা হায়রাণ হন মাত্র।

নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কীয় তদন্তে নিখোঁজ হবার পূর্ব্বে তাঁরা সম্পত্তি এবং অর্থাদির কোনও বিলি ব্যবস্থা বা বিক্রয়াদি করেছেন কি'না, তাহা বিশেষ রূপে অবগত হতে হবে। যদি তা তারা করে থাকেন তো, তা তারা কি উদ্দেশ্যে কার বা কাদের সহিত করেছেন। এই সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির কক্ষ তল্লাস করে যাবতীয় চিঠিপত্র সংগ্রহ করে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ করাও প্রয়োজন। যে ব্যক্তির নিকট তাদের কোনও দ্রব্য বা অর্থ পাওনা আছে তাদের নিকটও খোঁজ খবর করা দরকার। এইরূপ দেখা গিয়েছে যে সামান্য একটা পাওনা দ্রব্য সংগ্রহের কারণে পলাতক ব্যক্তিগণ প্রভূত বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

"কোনও এক পারিবারিক ভৃত্য তার গৃহকর্ত্রীকে সাংঘাতিক রূপে

আহৃত করে বিশ সহস্র টাকা মূল্যের অর্থ ও অলঙ্কার সহ সকলের অলক্ষ্যে পলায়ন করলো। এদিকে তদন্তকারী-রক্ষী তদন্তে এসে অবগত হলেন যে ঐ ভৃত্য বিশেষ সৌখিন ছিল এবং সে তার প্যাণ্ট ও কোট ডাইঙ-ক্লিনিঙএর দোকান হতে কাচিয়ে নেয়। ঐ দোকানে তদন্ত করে জানা গেল যে তার একটী কোট ও প্যাণ্ট ঐ ঘটনার চার দিন পর তাকে ডেলিভারি দেবার কথা। এদিকে রক্ষিগণ ঐ নির্দ্ধারিত দিনে সারাক্ষণ ঐ দোকানের নিকট ছদ্মবেশী পুলিশ মোতায়েন করলেন। পলাতক ব্যক্তি ঐ দিন তার সখের (অথচ সামান্য মূল্যের) পোষাক সংগ্রহ করার জন্য ঐ দোকানে যথাকালে উপস্থিত হওয়ায় ধরা পড়েছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে বহু সহস্র মূল্যের সম্পত্তি আহরণ করা সত্বেও সে সামান্য একটী দ্রব্যের লোভ সংবরণ করতে পারে নি।"

নিখোঁজ ব্যক্তি বালক হলে তদন্ত দ্বারা অবগত হতে হবে, সে পরীক্ষায় ফেল করে, বা গুরুজন কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত বা প্রহৃত হয়ে গৃহত্যাগ করেছে কিনা। কোনও কোনও বালককে দেশ ভ্রমণের নেশা বা বোম্বে প্রভৃতি দূর দেশে সিনেমা করবার নেশায় পেয়ে বসে। এইরূপ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করতে হবে ঐ বালক বাড়ী হতে অর্থ বা অলঙ্কার চুরি করেছে কি'না। এবং তাহার সাথী সমবয়স্ক অন্য কোনও বালক তার সহিত নিখোঁজ হয়েছে কি'না। তাদের এমন বহু বন্ধু পাওয়া যেতে পারে যাদের কাছে তারা তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবৃত করে গিয়েছে। এই সকল পলাতকদের আত্মীয় স্বজনের গৃহে না পাওয়া গেলে, বাড়ী হতে সংগৃহীত অর্থ হতে বুঝে নেওয়া যায় তারা কতো দূরের শহরে পাড়ি দিতে পেরেছে। এই সকল বালক অর্থের অনটন হওয়া মাত্র সরাসরি বাড়ী ফিরে না এসে কোনও এক আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রথমে আশ্রয় নিয়ে থাকে।

[সাধারণতঃ হারানো শিশুদের কেহ পাওয়া গেলে নিকটবর্ত্তী কোতোয়ালীতে তাদের জমা দেওয়া হয়। অপরদিকে হারানো শিশুদের অভিভাবকগণ এইরূপ অবস্থায় স্থানীয় কোতোয়ালীতে সংবাদ প্রেরণ করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট কোতোয়ালীর অফিসারগণ এইরূপ সংবাদসমূহ যথাসত্বর কেন্দ্রীয়-সংবাদ-সরবরাহ অফিসে প্রেরণ করে থাকেন। এই জন্য ঐ কেন্দ্রীয় অফিসে কিংবা স্থানীয় থানায় খবরাখবর করলে সহজে হারানো শিশুর সংবাদ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সহরের হাসপাতাল-সমূহ, আম্বুলেন্স প্রভৃতি স্থানেও খোঁজখবর করা উচিত হবে, কারণ সহসা গাড়ী চাপা পড়ে বা অন্য কোনও কারণে আহত বা রোগাক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে নীত হওয়া অসম্ভব নয়। আত্মহত্যার সম্ভাবনা থাকলে গঙ্গার ঘাটে ও পোর্ট পুলিশে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য খোঁজখবর করা যেতে পারে। অন্যথায় রক্ষিগণ মারফৎ সংবাদপত্রে বা বেতারযোগে সংবাদ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এইরূপ সংবাদ প্রচারকালে জনগণকে নিখোঁজ শিশু বা ব্যক্তির আকৃতি, চালচলন, ভাবভঙ্গি, বেশভূষা ও অন্যান্য বিশেষত্ব সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত করার প্রয়োজন আছে। কেহ কেহ মনোবিকৃতির কারণে, কেহ কেহ বা ধর্ম্মভাবাপন্ন হয়ে, কেহ কেহ কলহ বা মনোবেদনায় গৃহত্যাগ করে থাকে। গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণ জানা থাকলে অনুরুদ্ধ জনসাধারণ তদনুযায়ী পথে ঘাটে মঠে বা মন্দিরে নজর রাখতে সক্ষম হবেন।

নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান রীতি সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার অপহৃত ব্যক্তিদের অনুসন্ধান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলবো। সাধারণতঃ হত্যার উদ্দেশ্যে, অর্থাদায়ের কারণে, এবং যৌনজ কারণে মানুষ মানুষকে অপহরণ বা গুম্ করে থাকে। অধুনাকালে ভোট যুদ্ধের পূর্ব্বে বা রাজনৈতিক কারণেও মানুষ কর্ত্তৃক মানুষ অপহৃত হয়েছে। ধনী ব্যক্তিদের অপহরণ করে আটক

রেখে অর্থ আদায়ের প্রথাও বহু দেশে প্রচলিত আছে। যৌনজ কারণে অপহরণ ব্যতীত অপরাপর অপহরণ মামলা সাধারণ রীতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ও গুপ্তচরের সাহায্যে সমাধা করা হয়। কিন্তু যৌনজ কারণে অপহরণ মামলার তদন্ত ভিন্ন রীতিতে সমাধা করা হয়। বহুক্ষেত্রে যৌনজ কারণে বালকদের ভুলিয়ে অপহরণ করা হলেও তাদের ঘরে আবদ্ধ রাখা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। এই কারণে ইহাদের সহজেই খুঁজে বার করা সম্ভব। কিরূপ প্রণালীতে এই সকল বালককে অপহরণ করা হয় তাহা পুস্তকের পূর্ব্বতন খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে, এক্ষণে এই সম্পর্কে নিম্নে অপর একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার বয়স ১৪ বৎসর, অমুক স্কুলের আমি ছাত্র। তিন মাস পূর্ব্বে ১ম শ্রেণীর ট্রামে অমুক ভাটিয়া ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ হয়। তিনি অযাচিত ভাবে, আমি কোন স্কুলে পড়ি, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করতে থাকেন এবং আমি তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে থাকি। এর পরের দিন আমি স্কুল হতে পদব্রজে বাড়ী ফিরছি, এমন সময় একখানি মোটর হতে নেমে তিনি আমাকে গৃহে পৌছে দিতে চাইলেন। তাঁর কথায় আমি তাঁর গাড়ীতে উঠলে, তিনি একথা ওকথার পর প্রস্তাব করলেন, যে তিনি তাঁর বাড়ীটা আমাকে দেখিয়ে দেবেন। এর পর তিনি তার আলিপুরের সুদৃশ্য বাসভবনে (ফ্ল্যাট) আমাকে এনে তুললেন। তিনি আমাকে জানালেন যে তিনি অকৃতদার এবং একলাই তিনি সেখানে বসবাস করেন। আমরা তাঁর লাইব্রেরী রুমে বসে কথোপকথন করছিলাম, ঘরের চারিদিকে পুস্তক সহ কয়েকটী আলমারী সাজানো ছিল। তিনি নানা অলোচনার পর আমাকে জানালেন এদেশের প্রত্যেক বালকের যৌনবোধ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা ও চেতনা থাকা প্রয়োজন। এর পর তিনি যৌন সম্পর্কীয় কয়েকটী

ছবি সহ পুস্তক আমাকে দেখাতে সুরু করে দিলেন। এর পর তিনি প্রস্তাব করলেন কল্য সন্ধ্যায় আমাকে সাহেব পাড়ার সিনেমা হাউসে একটী ভালো ইংরাজী ছবি দেখাবেন। এর পর আমি বাড়ী ফিরে আসি, কিন্তু এই কথা অবিভাবকদের জানাই নি। পর দিন নির্দ্ধারিত কালে অমুক রাস্তার মোড়ে এসে দেখি ভদ্রলোক মোটর সহ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমি এইদিন তার সঙ্গে বক্সে বসে সিনেমা দেখি এবং ফারপো হোটেলে খাওয়া দাওয়া করি। এমনি ভাবে যত্র তত্র বেড়াতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছিলাম, এইজন্য বাড়ী ফিরে কৈফিয়ত দিলাম যে আমি উত্তর কোলকাতায় এক বন্ধুর বাড়ীতে একত্রে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলাম। এর পর তিনি আমাকে স্পর্শ করে নানা রূপ আদর করতে সুরু করে দিলেন এবং আমিও ধীরে ধীরে নানা কারণে তার অনুগত হয়ে উঠলাম। এর পর একদিন তিনি আমাকে রাস্তা হতে তুলে নিয়ে দিল্লী চলে গেলেন। দিল্লীতে একটী হোটেলে আমরা একত্রে একমাস বাস করি। এর পর কোলকাতায় ফিরে অবিভাবকদের জানাই যে একদল ডাকাত আমাকে অপহরণ করে শক্তিগড় ষ্টেশনের নিকট এক জঙ্গলে বন্দী করে রেখেছিল। পূর্ব্ব দিন রাত্রে সুযোগ পেয়ে আমি পলায়ন করে শক্তিগড় ষ্টেশনে আসি এবং তারপর ট্রেণ যোগে কোলকাতায় ফিরি। আমার অবিভাবক আমাকে স্থানীয় থানায় আনলে, পুলিশের নিকট আমি এইরূপ মিথ্যা বলে এজাহার দিই। ভয়ে ভাবনায় ও লজ্জায় আমি সত্য কথা এতোদিন কাউকেই জানাতে পারি নি।”

[এমন বহু দুর্ব্বৃত্ত আছে যারা শিশুদের অপহরণ করে গাত্রস্থিত গহনা অপহরণের পর তাদের হত্যা করেছে বা কোনও দূর দেশে তাদের

ছেড়ে দিয়ে এসেছে। কোনও কোনও দুর্ব্বৃত্ত শিশু অপহরণ করে তাদের নানা উপায়ে বিকলাঙ্গ করে ভিক্ষার পেশায় নিযুক্ত করে থাকে। এমন বহু বেশ্যা নারী আছে যারা ভবিষ্যতের পাপ ব্যবসায়ের জন্য এদের নিকট হতে অপহৃত শিশু কন্যাদের ক্রয় করে ভরণ পোষণ করে থাকে।]

নারীদের সাধারণত যৌনজ কারণেই অপহরণ করা হয়ে থাকে। নারীদের অনিচ্ছায় তাদের অপহরণ করা হলে তাদের খুঁজে বার করা সহজসাধ্য। এই সকল মামলা সাধারণ রীতিতে তদন্ত করে সুফল পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে অপহরণের ব্যাপারে অপহৃত নারীর যোগসাজস থাকে, এইরূপ মামলার তদন্ত ততো সহজসাধ্য হয় না। এই সকল মামলা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে অপহারক কে বা কাহারা তা জানা থাকে না এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অপহারক কে বা কাহারা তা জানা থাকে বা তা অনুমান করা যায়। প্রথম প্রকার মামলায় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, ঐ সময় হতে কিংবা উহার এক বা দুই দিন পর ঐ পল্লীর কোনও যুবকও উধাও হয়েছে কিনা? যদি তা হয়ে থাকে তাহলে তাহার সহিত ঐ কন্যার মেলামেশার সুযোগ সুবিধা ছিল কিনা! বহুক্ষেত্রে সন্দেহ এড়ানোর জন্যে অপহারক অপহৃত কন্যার গৃহ ত্যাগ করার কিছু পরে স্বগৃহ ত্যাগ করেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কলিকাতা মহানগরীর ন্যায় বড়ো সহরে ইহারা আত্ম-গোপন করে থাকা সহজ মনে করেছে। বড় বড় সহরে অসংখ্য বস্তিবাড়ী ও হোটেল প্রভৃতি পলাতকদের আশ্রয়-স্থলরূপে ব্যবহৃত হয়। এইক্ষেত্রে সন্দেহভাজন বা সন্দেহমান ব্যক্তিকে গোপনে অনুসরণ করে তাদের গোপন ডেরা খুঁজে বার করা হয়ে থাকে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে পলাতকরা অন্য কোনও দূর সহরে পলায়ন করা যে

সমীচীন মনে করেনি তা'ও নয়। এই সকল স্থান কতো দূরে অবস্থিত হতে পারে তা উভয়ের সংগৃহীত বা সম্ভাব্য তহবিল হতে অনুমান করে নিতে পারা যাবে। এইরূপ ক্ষেত্রে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে ইনটারসেপসনের বন্দোবস্ত করলে দেখা যাবে যে অপহারক অর্থ প্রেরণ বা সংগ্রহ করবার জন্যে বা সম্ভাব্য মামলা সম্বন্ধে খোঁজ-খবরার্থে স্থানীয় বন্ধু বা আত্মীয়ের সহিত পত্র বিনিময় করছে। এই সকল পত্র হতে পলাতকরা কোন সহরে এবং কোথায় বসবাস করছে তা সহজে অবগত হওয়া সম্ভব। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে পলাতকা কন্যার বান্ধবী, পিটুপিটী ভগ্নীরা এবং সমবয়স্কা ভ্রাতৃবধূ তাহার প্রেম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে, কিন্তু তাদের অবিভাবকদের এই সম্পর্কে কোনও সমাচার ঘুণাক্ষরেও প্রদান করে না। এই সকল ব্যক্তিকে পীড়াপীড়ি করলে অপহারক কে অন্ততঃ ইহা অবগত হতে পারা অসম্ভব নয়। পলাতকা কন্যার ব্যবহৃত আসবাব ও বাক্স প্রভৃতি তল্লাস করলে অসাবধানতা বশতঃ পরিত্যক্ত দুই একটী প্রেমপত্রও আবিষ্কার করা সম্ভব।

পলাতকদের বাসস্থানের খোঁজ পাওয়া মাত্র রক্ষীদের উচিত অপহৃত কন্যাকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করে আনা। এই সম্পর্কে দুইজন স্থানীয় ভদ্র সাক্ষী সহ উহাদের গৃহে হানা দেওয়া উচিত হবে। এই সকল সাক্ষী প্রমাণ করবে যে অপহারকের হেপাজত হতে ঐ কন্যাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অপহারক ঐ সময় উপস্থিত না থাকলে বাড়ীর মালিক কিংবা সহ-ভাড়াটীয়াদের দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যেতে পারে। বহুক্ষেত্রে হোটেল হতে এই সকল কন্যাদের উদ্ধার করা হয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে হোটেল রেজিষ্টারে তারা তাদের পরিচয় কিরূপ লিখিয়েছে তা অবগত হওয়া দরকার। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে তারা স্বামী-স্ত্রীরূপে সর্ব্বত্র নিজেদের

পরিচিত করে থাকে। এই সম্পর্কে যাবতীয় সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে।

এইরূপ অপহরণ মামলায় কয়েকটী বিষয় রক্ষীদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যথা—কাহার হেপাজত হতে কন্যাকে উদ্ধার করা হলো; কাহার কাহার সহিত কন্যাকে (একত্রে) পথে ঘাটে দেখা গিয়েছে; কোন কোন ব্যক্তি অপহারক এবং অপহৃতাকে সকল সমাচার জেনেও আশ্রয় দিয়েছে বা সাহায্য করেছে। ইহার পর রক্ষীদের অবগত হতে হবে অপহারক ঐ কন্যার সহিত স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করেছে কি'না? কারণ কন্যা নিতান্তরূপ নাবালিকা হলে এই ক্ষেত্রে বলাৎকার-রূপ এক নূতন মামলাও অপহরণ মামলার সহিত দায়ের হতে পারে। অপহৃতা কন্যা নাবালিকা হলে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনও মূল্য আইনতঃ নাই। ঐ কন্যার ইচ্ছানুসারে তাকে অপহরণ করা হলেও অপহারকের সাজা হবে। এই জন্য কন্যাগণকে উদ্ধার করে আনামাত্র তাদের বয়স প্রভৃতি নিরূপণার্থে ডাক্তারী পরীক্ষার বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন।

যদি বুঝা বা জানা যায় যে অপহারকের কোনও বন্ধু অপহারককে সাহায্য করেছে কিংবা তাদের বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও মৌন আছে, তাহলে রক্ষীদের উচিত হবে তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করা, কারণ গ্রেপ্তার না হলে এই সকল ব্যক্তি কখনও সত্য কথা বলে না। গ্রেপ্তার হওয়ার পর কিন্তু, তারা নানারূপে তদন্ত সম্পর্কে রক্ষীদের সাহায্য করতে সচেষ্ট হয়। অপহৃতা কন্যাদের উদ্ধার করে আনার পর রক্ষীদের উচিত হবে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাতে ঐ কন্যার সহিত অপহারকের আর একটী ক্ষণের জন্যও দেখা সাক্ষাৎ না হতে পারে। অপহৃতা কন্যাকে উদ্ধার করে আনার পর রক্ষিগণের পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য

সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিশদরূপে আলোচনা করা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রায়শঃ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে কোনও না কোনও এক ব্যক্তি এই সকল মামলায় দূতিয়ালীর কার্য্য করে থাকে। কেবল মাত্র, আত্মীয়-স্বজন বা ঝি চাকর যে এইরূপ দূতিয়ালী করে তা' নয়, বাহিরের ব্যক্তিরাও নানা অছিলায় গৃহে এসে গোপনে এই অপকার্য্য করে গিয়েছে। এই সকল তদন্তে রক্ষীদের উচিত হবে এই সকল দূতদের তল্লাস করে তাদের পীড়াপীড়ি করা। সাধারণতঃ এদের মারফৎ প্রেমপত্রাদির আদান প্রদান করা হয়ে থাকে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটী চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি আমার পিতামাতা ও এক অনূঢ়া নাবালিকা ভগ্নীসহ অমুক সহরে বাস করতাম, আমার পিতা শিক্ষক বিধায় একজন বিধর্ম্মী ছাত্র প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসত। কিছুকাল পরে আমরা জানতে পারি যে আমার ভগ্নীকে ঐ যুবক প্রলুব্ধ করে তার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে, তার প্রতি আমাদের অঢের বিশ্বাস এবং আদর আপ্যায়নের সুযোগ নিয়ে। এমতবস্থায় ত্বরিতগতিতে আমরা ঐ ভগ্নীকে কলিকাতায় আমার খুল্লতাতের গৃহে পাঠিয়ে দিই, তাঁকে এই লজ্জাকর বিষয়ের কিছু না জানিয়েই। এদিকে ঐ লম্পট যুবক কলিকাতায় এসে তার আপন ভগ্নীকে আমার ভগ্নীর সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য খুল্লতাতের গৃহে পাঠিয়ে দেয়। ঐ মেয়েটী আমার ভগ্নীর সহপাঠিনী ছিল, এইরূপ পরিচয় খুল্লতাতের নিকট সে প্রদান করে তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করে দেয়। এদিকে আমরা বহু দূরে থাকায় এই ব্যাপারের একটু মাত্রও অবগত হতে পারি নি। দুই মাস পরে খুল্লতাতের নিকট হতে জরুরী তার পেয়ে কলিকাতায় এসে শুনি যে আমার ভগ্নী রাত্রি-

যোগে পলায়ন করেছে। আমি স্থানীয় পুলিশকে সকল সমাচার অবগত করালে, পুলিশ অফিসার তৎক্ষণাৎ ঐ যুবকের ভগ্নীকে খোঁজ করে গ্রেপ্তার করে তার নিকট হতে একটী বিবৃতি আদায় করলেন। ঐ বিবৃতি অনুসারে কলিকাতার সহরতলীর একটী গৃহ হতে আমরা আমার ভগ্নীকে উদ্ধার করে আনতে সমর্থ হই। ইতিমধ্যে আমার নাবালিকা ভগ্নী ধর্ম্মান্তরিতা হয়ে বিবাহিতা হয়ে গিয়েছিল। আদালত কন্যাকে আমাদের হেপাজতে ছেড়ে দেওয়া মাত্র তাকে আর্য্য-সমাজের সাহায্যে তার পিতৃধর্ম্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে দিই। ওদের আইনে কেতাবী এবং অকেতাবীর বিবাহ আইন সঙ্গত হয় না, এই কারণে পূর্ব্ব ধর্ম্মে ফিরে আসামাত্র আপনা হতেই তার পূর্ব্ব বিবাহ নাকচ হয়ে যায়।

এদিকে আমাদের সংসারে অপর আর একটী দুর্ঘটনা ঘটে। আমার মামাতভাই সকল সমাচার অবগত হয়ে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠে। পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের ফলে ঐ দুর্ব্বৃত্ত যুবকের ভগ্নীর সহিত তার ইতিপূর্ব্বেই পরিচয় ঘটেছিল। এক্ষণে সে ঐ কন্যার স্কুলের যাতায়াতের পথে বারে বারে উপস্থিত হয়ে তাদের পূর্ব্বালাপ ভিন্ন পথে জমিয়ে একদিন তাকে নিয়ে পলায়ন করে। পরে আমাদের প্রচেষ্টায় ঐ কন্যাকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হয়েছিল।"

বহু অপহৃতা নারী অপহারক উপস্থিত থাকলে আত্মীয় ও পুলিশের সহিত ঐ স্থান পরিত্যাগ করতে নারাজ থাকে এবং ভয় ভাবনায় ও লজ্জায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেঁচামেচি সুরু করে দেয়। এমত অবস্থায় রক্ষীদের উচিত হবে প্রথমে অপহারককে ঐ স্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে তবে ঐ কন্যার সহিত কথাবার্ত্তা সুরু করা। এই সময় কন্যা মাত্র উন্মাদ বা হিষ্টিক হয়ে পড়ে, এইজন্য তাকে তীব্র ভৎ'সনা করে বা বল-প্রয়োগে স্থানান্তরিত করা উচিত। তবে এইরূপ কার্য্য রক্ষীরা নিজে

না করে কন্যার আত্মীয়দের দ্বারা করানো উচিত। এই কারণে এইরূপ মামলার তদন্তে কন্যার নিকটতম আত্মীয়দের সঙ্গে রাখা উচিত হবে। বহুস্থলে নিকট আত্মীয়দের দর্শন মাত্র অপহৃত কন্যা অনুতপ্ত হয়ে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

যে স্থলে অপহৃতা কন্যার অনিচ্ছায় তাকে বলপূর্ব্বক কোনও স্থানে আটক রাখা হয়েছে, সেই স্থলে রক্ষীদের উচিত হবে তদন্ত করা যে সত্যই তাকে বলপূর্ব্বক আটক রাখা হয়েছে কি'না। এইরূপ ক্ষেত্রে পড়শীদের পক্ষে তার কান্নাকাটী শুনা স্বাভাবিক। বহু ক্ষেত্রে সুযোগমত ঐ কন্যা উদ্ধারের জন্য পড়শীদের নিকট সাহায্যও চেয়ে থাকে।

কোনও শিশু হারিয়ে গিয়েছে এইরূপ খবর সংবাদপত্র বা রেডিও মারফৎ পেয়ে কোনও কোনও দুর্ব্বৃত্ত অবিভাবকদের সহিত প্রবঞ্চনা কার্য্যে লিপ্ত হয়ে থাকে। এরা পত্রযোগে অবিভাবকদের জানায় যে তারা তাঁদের শিশুসন্তান কোথায় আছে তা জানে এবং অমুক দিন অমুক জায়গায় এতো টাকা নিয়ে হাজির হলে তারা তাকে ফেরত দেবে এবং ইহার অন্যথা হলে ঐসকল শিশুকে হত্যা করে ফেলা হবে, ইত্যাদি। এইরূপ কোনও পত্র প্রাপ্ত হওয়া মাত্র অবিভাবকদের উচিত হবে তৎক্ষণাৎ সকল সমাচার রক্ষীদের নিকট প্রকাশ করে দেওয়া। যদি কোনও শিশু কাহারও দ্বারা আক্রোশ জনিত অপহৃত হয়ে থাকে, তা' হলে অবশ্য এইরূপ পত্রের মধ্যে সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ভার নিজেরা গ্রহণ না করে অবিভাবকদের উচিত হবে যথাসত্বর রক্ষীদের নিকট এজাহার প্রদান করা। এই সম্পর্কে একটী ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করে বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করবো।

"আমি হাওড়ার এক বাটীতে স্ত্রী ও শিশুপুত্র সহ বাস করতাম।

আমাদের পাশের বাটীতে এক নিঃসন্তান ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী বসবাস করতেন। তাঁরা আমার শিশুপুত্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন এবং প্রায়ই তাকে নিজেদের কাছে রেখে দিতেন। এর পর কোনও এক কারণে তাদের সহিত আমার মনোমালিন্য ঘটে। একদিন সহসা তারা আমার শিশুপুত্রকে অপহরণ করে উধাও হয়ে যায়। এক সপ্তাহ পরে সংবাদপত্রের এক বিজ্ঞাপন মারফৎ সে আমাদের ঠারে ঠুরে জানায় যে অমুক স্থানে অমুক দিন এসে দশ সহস্র মুদ্রা তাকে প্রদান করলে সে আমার পুত্রকে ফেরত দেবে। আমি বন্ধুবর্গ সহ ঐ স্থানে উপস্থিত হয়ে তার এক সাথীকে গ্রেপ্তার করাই, কিন্তু তাদের কোনও সন্ধানই পাই না। তার সাথীকে অর্থ আনার জন্যে পাঠানোর পরক্ষণেই সে তার পূর্ব্বাবাস পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। ঐ সাথী আমাদের জানায় যে কিছু অর্থের লোভে তার জন্য এই কার্য্য করতে সে রাজী হয়েছিল। সে আমাদের অপহারকের নিবাসে নিয়ে যায় কিন্তু সেইখানে গিয়ে শুনি যে, সে ঐ শিশুপুত্রসহ মাত্র দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে অন্যত্র চলে গিয়েছে। বুঝা গেল যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থারূপে সে এইরূপ আচরণ করেছে, কারণ সে জানতো যে তার ঐ সাথী পুলিশের হাতে এইদিন ধরা পড়লেও পড়তে পারে। এর পর একদিন পার্শেল যোগে আমার পুত্রের একটী কর্ত্তিত আঙ্গুল আমাকে সে প্রেরণ করে এবং তৎসহ একটী পত্রদ্বারা সে আমাকে জানায় যে এর পরও যদি আমি তাকে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করি তাহলে আমার পুত্রের জীবন রক্ষা হবে। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ কর্ত্তিত আঙ্গুলটী স্থানীয় থানায় পৌছে দিই। প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম যে উহা কোনও মৃত শিশুর অঙ্গুলি, কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষার পর জানা যায় যে উহা (মৃতপূর্ব্ব) কোনও জীবিত শিশুর হাত হতে কর্ত্তিত হয়েছে। ডাক্তারদের মতে অসাড়-ঔষধ সূচীযন্ত্র

দ্বারা কোনও এক অসাড়-কারক ঔষধ প্রয়োগের পর ঐ অঙ্গুলী শিশুর মৃত্যু-পূর্ব্ব অবস্থায় তার হাত হতে অস্ত্রোপচার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমার স্ত্রী ইতিপূর্ব্বেই ঐ কর্ত্তিত অঙ্গুলী আমাদের শিশুপুত্রের বলে সনাক্ত করেছিলেন, এক্ষণে ডাক্তারি রিপোর্ট এই সম্পর্কে আমাদের সকল সন্দেহের অবসান ঘটালো। এর পর আমি পুলিশের অজ্ঞাতে ঐ দুর্ব্বৃত্তের সহিত সংযোগ স্থাপন করে তাকে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করি; কিন্তু বহু অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও সে আমাকে আমার পুত্রকে ফেরত দেয় না। এর পর মুচিপাড়া পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং তার বিবৃতি অনুসারে বেহালার এক পুষ্করিণী হতে আমার পুত্রের কয়েকটী অস্থি উদ্ধার করে।”

কোনও কোনও ক্ষেত্রে পল্লীতে পল্লীতে অপহরণের বা ছেলেধরার হিড়িকও পড়ে গিয়ে থাকে। তবে ইহাদের অধিকাংশ ঘটনাই থাকে ভিত্তিহীন গুজব মাত্র। সাধারণতঃ এই সকল গুজব অকারণে কোনও একটী সংখ্যালঘু ধর্ম্মীয়, জাতীয় বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা মনুষ্য গোষ্টির বিরুদ্ধে রটনা করা হয়েছে, এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ শহরে ও পল্লীতে অকারণে ইহাদের প্রতি জনগণের উচ্ছৃঙ্খল অংশ অযথা হামলা সুরু করে দিয়েছে। বহুক্ষেত্রে ভিখারী সমাজ, ভ্রাম্যমান সাধু ও বেদিয়া প্রভৃতি ভ্রাম্যমান মানুষকে লক্ষ্য করেও এইরূপ গুজবসমূহ রটনা করা হয়ে থাকে, কিন্তু কে যে ইহা প্রথম রটায় তাহা অন্ধকারে আবৃত্ত থেকে যায়। কিরূপ অবস্থায় এইরূপ গুজব রটে থাকে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

“এইদিন আমাদের পাড়া হতে দুইটী শিশু হারিয়ে যায়। এইরূপ ঘটনা যে যত্রতত্র প্রায়ই না ঘটেছে তা নয়। পরে অবশ্য শিশু দুইটীকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। শিশু দুইটী হারানোর পর তাদের অভি-

ভাবুকরা হৈ চৈ করে পাড়া মাত করলেও উহাদের ফিরে পাওয়ার পর তাঁরা নীরবই থাকেন। ইহার ফলে অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ শিশু দুইটী পরে আদপেই পাওয়া গিয়েছে কি'না তা জানতেও পারেনি। এই সময় একদিন আমি বাজার হতে বাড়ী ফিরছি এমন সময় দেখি, একটী পাগল ভিখারী একটা ঝুড়ি মাথায় অতি দ্রুত পথ চলছে। ঝুড়ির ভিতর হতে 'কোঁ-কোঁ-ওঁ' আওয়াজ আসছিল, প্রথমে আমার মনে হলো উহা একটা বিড়াল শিশু হবে। কিন্তু এই বিষয়ে আমার সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় আমি তাকে আটকে ফেলে দেখি আমারই দুই বৎসর বয়স্কা ভগিনী ক্রন্দনরতা অবস্থায় উহার মধ্যে বসে রয়েছে, যদিও একটু পূর্ব্বে আমি তাকে বাড়ীর দুয়ারের নিকট আমার অপরাপর ভাই ভগিনীর সহিত ক্রীড়ারত দেখে এসেছি। ইহা যে একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির কৃতকার্য্য তা আমার বুঝতে একটুও বাকী থাকে নি, কিন্তু কাহিনীর পূর্ব্বেকার দুইটী ঘটনার সহিত যুক্ত হয়ে দাবানলের মত চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।"

অপতদন্ত—গুপ্তচর নিয়োগ

অপরাধ-নির্ণয় এবং অপরাধ-নিরোধ এই উভয় কার্য্যের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ অপরিহার্য্য। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে গুপ্তচর নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আজও পর্য্যন্ত উহার প্রয়োজন সর্ব্বদেশে অবিচল আছে। প্রয়োজন বোধে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য আমারা গুপ্তচর নিয়োগ করে থাকি। ইংরাজীতে ইহাদের এজেণ্ট, ইনফরমার, স্পাই প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য রাষ্ট্রমাত্রেরই সংবাদ সরবরাহ বিভাগ আছে। এই বিশেষ

সরকারী বিভাগ রাজসরকারের একাধারে চক্ষু ও কর্ণ রূপে এবং সাধারণ রক্ষী বিভাগ তাহাদের হস্ত ও পদ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই উভয় বিভাগের পরিপূর্ণ সহযোগিতা ভিন্ন সুষ্ঠুরূপে কোনও রাষ্ট্র পরিচালনা করা অসম্ভব।

গুপ্তচর দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—ভদ্রশ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর। রাজসরকারের 'বিশেষ সংবাদ-সরবরাহ-বিভাগ' সমূহ ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অর্থদ্বারা বশীভূত করে তাদের নিকট হতে কোনও এক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যকরণ এবং মতিগতি সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করে থাকে। এই সকল ব্যক্তিকে এই বিভাগ কেবলমাত্র স্বরাষ্ট্রে সংগ্রহ ও নিয়োগ করে নিবৃত্ত থাকেন নি। এই সকল বিভাগকে পরদেশীয় রাষ্ট্রেও অনুরূপ শিক্ষিত ও প্রভাবশালী বিদেশীদের অর্থপ্রয়োগে বশীভূত করতে হয়েছে, সেই সকল রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মতিগতি এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্লেই অভিহিত হবার জন্যে। রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ রক্ষী বিভাগ কিন্তু, নিম্নশ্রেণী চরদের অর্থদ্বারা বশীভূত করে অপরাধ-নির্ণয়ের কার্য্যে নিয়োগ করে থাকে। এই সকল চরগণ সাধারণতঃ অপরাধী এবং বামাল গ্রাহকদের মধ্য হতে সংগ্রহ করা হয়, এরা অর্থের লোভে নিজেদের দলের লোকদের ধরিয়ে দেয়। এরা সাধারণতঃ লোভী এবং বিশ্বাসঘাতক হয়ে থাকে। এদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা হলেও পরিপূর্ণরূপে এদের কখনও বিশ্বাস করা হয় নি। এদের প্রত্যেকটী সংবাদ সাবধানে যাচাই করে তবে রক্ষীদের কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই সকল অসাধু চর নিজেরাও যে সুবিধামত চুরি চামারী করে না, তা'ও নয়। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন তারা চণ্ডুর আড্ডায়, বেশ্যাগৃহে, পথে ঘাটে বহু চোর জোচ্চরের সহিত মিলিত হয় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে খবরাখবরেরও আদান

প্রদান হয়ে থাকে। এই কারণে ইচ্ছা করলে তারা অপরাধ সম্পর্কীয় বহু সত্য খবর রক্ষীদিগকে প্রদান করতে সক্ষম। কিন্তু এদের সংগ্রহ করে তাঁবে রেখে এদের দিয়ে কাজ করানো এক কঠিন সমস্যা। এই সম্পর্কে রক্ষীদের বহু সাধ্যসাধনা, শিক্ষা এবং অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। প্রায় দেখা গিয়েছে, যে অফিসার কোনও একজন ইন্‌ফরমার সংগ্রহ করে, মাত্র সেই অফিসারই তাকে আয়ত্তাধীনে রাখতে পারে। অপরাধীমাত্রেরই স্বভাব হয় জীবজন্তু বা আদিম মানুষের ন্যায়, কোনও কোনও অপরাধীর আবার স্বভাব হয় স্নায়বিক রোগীর ন্যায়। তারা যে অফিসারের একবার বশ্যতা স্বীকার করে, মাত্র তাহারই আয়ত্তাধীনে থাকা পছন্দ করে। এই কারণে অন্য কোনও অফিসারের (ঊর্দ্ধতন) উচিত হবে না, এই প্রকার ইন্‌ফরমার সম্পর্কে সাক্ষাৎ ভাবে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করা। কিন্তু অভ্যাস অপরাধীদের মধ্য হতে সংগৃহীত ইন্‌ফরমার সম্পর্কে ইহা কদাচ সত্য হয়েছে। অভ্যাস অপরাধীরা এবং অপরাধী-রোগীরা একজন অফিসারকে খবর দিতে দিতে গোপনে অপর আর এক অফিসারকেও খবর দিয়ে এসেছে। এরা যার কাছে অধিক অর্থ পেয়ে থাকে মাত্র তাকেই খবর দিয়ে থাকে। এমন কি তারা রক্ষীদের নিকট হতে যত অর্থ পায় তদপেক্ষা তারা যদি চোরেদের নিকট হতে অধিক অর্থ পায়, তাহলে তারা কখনও তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। এই কারণে রক্ষীদের উচিত অবস্থানুযায়ী তাদের অধিক অর্থ প্রদান করা, যাতে তারা 'ইন্‌ফরমারগিরী' অধিক লাভজনক মনে করতে পারে। সাধারণ ভাবে গোয়েন্দাদের আয়ত্তাধীন রাখতে হলে তাদের স্বভাব, চরিত্র, ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা প্রভৃতি, সাবধানে অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে। তাদের সহিত সরল ব্যবহার করতে হবে, স্বকীয় ব্যক্তিত্ব

এবং মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, তাদের নিকট কখনও অতীব সুলভ হওয়া উচিত হবে না। তাদের আয়ত্তাধীন রাখতে হলে নিজেদের প্রতি তাদের মনে ভয়, ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসা উদ্রেক করার সবিশেষ প্রয়োজন আছে। ইন্‌ফরমার বা গুপ্তচরগণ বিবিধ প্রকারের হয়। নিম্নের তালিকাটী হতে বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝা যাবে।
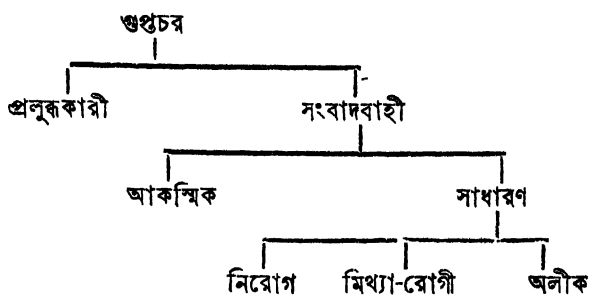
প্রলুব্ধকারী গুপ্তচরদের ইংরাজীতে বলা হয়ে থাকে 'এজেণ্ট প্রপোগেটার'। ইহারা বারংবার প্রলোভন দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধপ্রবণতার উন্মেষ ঘটিয়ে তাহাদের বিবিধ অপকার্য্যে নিযুক্ত হতে প্ররোচিত করে। এবং তাহার পর তারা রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা তাদের সাক্ষীসাবুত বা বামাল সহ ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কার স্বরূপ তাঁদের নিকট হতে অর্থ-আদায়ে সচেষ্ট হয়। এদের কেহ কেহ নিজেরাই অপদল সমূহ গড়ে এবং তাদের সর্দ্দার সাজে। এবং ইহার কিছুদিন পরে তারা নিজেদের দলের লোকদের গতিবিধি রাজকর্ম্মচারীদের নিকট জানিয়ে দিয়ে কিংবা একে একে গোপনে তাদের ধরিয়ে দিয়ে সরকার হতে পুরস্কার স্বরূপ অর্থ আদায় করে এবং সেই সঙ্গে তারা কিছুটা সরকারী খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও লাভ করে থাকে। বহুক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে প্রিয় নেতার কীর্ত্তিকলাপ অবগত হয়ে দলের লোকেরা নিজ সৃষ্ট দল হতে

তাঁকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছে, কখনও কখনও তারা তাঁকে ইহলোক হতেও সরিয়ে দিয়েছে। এবং এমত অবস্থায় বহুদিন পর্য্যন্ত হয়তো সরকার বাহাদুর এই দলের আর কোনও সংবাদই সংগ্রহ করতে পারেন নি। বিবেকসর্ব্বস্ব রক্ষীদের উচিত, এই সকল প্রলুব্ধকারী চরদের চিনে রাখা এবং তাদের সাহায্য কদাচ গ্রহণ না করা। এই সকল ইন্‌ফরমার একদিক হতে সমাজ এবং রাষ্ট্রের এবং অপর দিকে রক্ষীদেরও পরম শত্রু।

যে সকল গুপ্তচর স্বাভাবিকভাবে অপরাধসম্পর্কীয় সংবাদ রক্ষীদের গোচরীভূত করে তাদের আমরা সংবাদবাহী গুপ্তচর ব'লে থাকি। এই সকল গুপ্তচরেরা দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—আকস্মিক এবং সাধারণ। আকস্মিক গুপ্তচরগণ গুপ্তচরবৃত্তি কদাচ করে থাকে। এদের পেশাদার গুপ্তচরদের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। রক্ষীদের সহিত পূর্ব্ব হতে এদের পরিচয় না'ও থাকতে পারে। সাধারণতঃ এরা ভদ্র ও সাধু বা গৃহস্থ ব্যক্তি। নাগরিক সুলভ কর্ত্তব্য-প্রণোদিত হয়ে এদের কেহ কেহ রক্ষীদের নিকট স্বেচ্ছায় এসে সংবাদ প্রদান করেছে। বহুক্ষেত্রে এরা এই কার্য্যের জন্য পারিতোষিক গ্রহণে পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত কখনও কখনও অপরিচিত অপরাধীরাও দলের অপরাপর ব্যক্তিদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে রক্ষীদের সংবাদ প্রদান করেছে। ভাগবাঁটরার ব্যাপারে এবং অন্যান্য কারণে এদের পরস্পরের সহিত প্রায়ই কলহ বা মারপিট হয়। এইরূপ কোনও ঘটনা ঘটলে শত্রুতা সাধনের জন্য এরা নিজেরা নিজেদের ধরিয়ে দিয়েছে। এরা সাময়িকভাবে মাত্র গুপ্তচরের কার্য্য করে থাকে। ইংরাজীতে ইহাদের বলা হয়ে থাকে 'ক্যাজুয়াল ইন্‌ফরমার'।

আকস্মিক ইন্‌ফরমার সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার সাধারণ গুপ্তচর সম্বন্ধে বলবো। বেতনভোগী সাধারণ ইন্‌ফরমারদের রক্ষিগণ নানা

উপায়ে সংগ্রহ করে থাকে, এদের অনেকে প্রতিমাসে মাসহারা বা মাহিনা কিংবা প্রতিটী মামলা পিছু এককালীন অর্থ পায়। এদের কেহ কেহ সংবাদদাতারূপেও রাজকার্য্যে বহাল থাকে। এই সাধারণ ইন্‌ফরমারদের আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করে থাকি, যথা—স্বাভাবিক, মিথ্যা-রোগী এবং অলীক।

বিশ্বস্ত নিরোগ গুপ্তচরদের আমরা স্বাভাবিক গুপ্তচর বলে থাকি। এদের তাঁবে-রেখে পরিচালিত করতে পারলে অপরাধ নির্ণয়ার্থে এরা প্রভূত সাহায্যদানে সক্ষম। এরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে গোপনে বহু সত্য সংবাদ রক্ষীদের প্রদান করেছে। এই নিরোগ স্বাভাবিক গুপ্তচরদেরই আমরা প্রকৃত গুপ্তচর বলে থাকি। এই সকল প্রকৃত গুপ্তচরদের সংগ্রহ করবার জন্যে রক্ষিগণ বিবিধ উপায় অবলম্বন করে থাকেন। কেহ কেহ এই কারণে জেলে গিয়ে কয়েদীদের সহিত সাক্ষাৎ করে তাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেছেন। কেহ কেহ এই কারণে বাছা বাছা অপরাধীকে প্রথমে গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরে পরে মুক্তি দিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করতে প্রয়াস পেয়েছেন; এর কারণ হেপাজতী অপরাধীদের সহিত সহজে সদ্ভাব স্থাপন করার সুবিধা হয়। মুক্ত অপরাধীরা সাধারণ ভাবে রক্ষীদের এড়িয়েই চলে থাকে, এই কারণে তাদের বুঝানোর বা আয়ত্তে আনার অসুবিধা ঘটে।

এই সকল গুপ্তচর ব্যতীত, অপর এক প্রকার গুপ্তচর আছে যারা এক প্রকার মিথ্যা-রোগী। স্বাভাবিক গুপ্তচর মিথ্যা বলতে বলতে বা কোনও এক মানসিক রোগের কারণে পরিশেষে মিথ্যা-রোগীতে পরিণত হয়ে থাকে। এরা বিবিধ মামলা সম্পর্কে কারণে ও অকারণে মিথ্যা বলে শান্তিরক্ষীদের বৃথা হায়রাণি করেছে। কিরূপ বেপরোয়া ভাবে তারা মিথ্যা বলে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"মাস দুই পূর্ব্বেকার একটী চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের কিনারা করার জন্যে আমরা একজন পুরানো গুপ্তচরকে ডেকে পাঠাই। ইতিপূর্ব্বে এই গুপ্তচরের মারফৎই আমরা কয়েকটী মামলার কিনারা করতে পেরেছিলাম। এব পর বহুদিন যাবৎ এই লোকটীর আমি কোনও খবর রাখি নি। ইতিমধ্যে সে একজন মিথ্যা-রোগীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে তা আমার জানা ছিল না। সে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দেয় যে দুই এক দিনের মধ্যে সে এই মামলা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করে আনবে। এর পর একদিন উত্তেজিত ভাবে এসে সে আমাকে নিম্নলিখিত রূপ এক খবর দেয় এবং আমিও তা তৎক্ষণাৎ যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করে নিই।

'হাঁ বাবু, সব সাচ্ছা খবর। যারা খুন করেছে, তাদের নাম, এই এই। অমুক আসামীর একজন রক্ষিতা আছে গ্রে ষ্ট্রীটে। তারা দুই বোন, নমিতা আর অনিতা। ঐ বাড়ীর নীচের তলায় একটা ঘড়ীর দোকান আছে। রক্ত মাখা ছুরিটা এখন আসামীর বাড়ী,—নং হালদার পাড়ায়, তার শোবার ঘরে আছে। জামা কাপড় রেখে দিয়েছে, তার রক্ষিতা নমিতা। আজই চলুন বাড়ীগুলো খানাতল্লাস করে ফেলি।' ইত্যাদি।

আমরা সব কয়টী স্থান তল্লাস করি। নামগুলো সত্যই ছিল, কিন্তু কোনও দ্রব্যাদি পাই না। আসামীদের কাহারও সন্ধান ঐ সকল স্থানে পাওয়া যায় না। এর পর সে একে ওকে অনেককে ধরিয়ে দেয়, কিন্তু তদন্তে দেখা যায় তারা নির্দ্দোষ। এর পর একদিন না ব'লে সে উধাও হয়ে চলে যায়। তারপর বহু দিন পর্য্যন্ত তার দেখা মিলে না। এর পর আমি শুনতে পাই যে ঐ ভাবে সে অপর এক অফিসারকেও মিথ্যা হায়রাণি করে ঐ ভাবেই উধাও হয়ে গিয়েছে।"

এই সকল মিথ্যা-রোগী অনেকক্ষেত্রে পারিশ্রমিক না নিয়েও এই ভাবে কায করতে চেয়েছে। সম্ভবতঃ এর মধ্যে তারা কোনও এক প্রকার আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এইরূপ অভিনয় প্রবঞ্চনা দ্বারা তারা কেবলমাত্র তাদের অপস্পৃহার নিবৃত্তি ঘটায়। যে সকল গোয়েন্দা মিথ্যা-রোগী তাদের সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার অলীক গোয়েন্দা বা গুপ্তচর সম্বন্ধে বলবো। এই অলীক চরেরা গুপ্তচর সাজে তাদের অপকর্ম্মের সুবিধার জন্যে। তারা গুপ্তচরের ভূমিকায় অভিনয় করে রক্ষী মহলকে বিভ্রান্ত করে বিপথে পরিচালিত করবার জন্যে। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যে এক জায়গায় ডাকাতি হবে বলে সেই জায়গায় পুলিশ বাহিনীকে আটক রেখে অপর এক দূর স্থানে তারা ডাকাতি করে এসেছে। এদিকে থানায় বহু সংখ্যক পুলিশ উপস্থিত না থাকায়, ঐ স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাস্ত্রী প্রেরণ করা সম্ভব হয় নি। এই সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি প্রদত্ত হলো।

"অমুক ব্যক্তিগণ সরকার পক্ষীয় রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিল। বলাবাহুল্য, আমাদের দলের লোকদের ন্যায়ই তারা ছিল বলিষ্ঠ ও বেপরোয়া। আমরা যেখানেই জোরজবরদস্তি দ্বারা বিভীষিকা আনতে প্রয়াস পেয়েছি ঐ সকল বেপরোয়া লড়াকু যুবকরা সেইখানেই উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রতিটী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবেশিত করেছে। এই সকল যুবকদের উৎপাতের কারণে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ঐ পল্লীতে একটুও শিকড় গাড়তে পারেনি। আমরা তখন গুপ্তচরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ঐ দলের লোকদের একে একে কিছু কিছু প্রমাণ সহ রাষ্ট্রের পুলিশ দিয়ে ধরাতে বা তাদের হায়রাণি করাতে সুরু করলাম। কিন্তু আমাদের দলের গুণ্ডারা নির্ব্বিকারে রক্ষা পেলো, আমরা তাদের নাম ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলাম না। এর ফলে ঐ সকল ব্যক্তি বিরক্ত

হয়ে সরকার পক্ষীয় রাজনৈতিক দল হতে সরে এসে আমাদের দলে যোগ দিলে। আমরা এই সময় তাদের কিছু কিছু অর্থও প্রদান করতে সুরু করে দিই। এমনি প্রচেষ্টার ফলে বিনা বাধায় আমরা আমাদের দলকে ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলাম। বিরুদ্ধ পক্ষীয় দলের শান্ত শিষ্ট ভদ্র স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে ঐ সকল বেপরোয়া যুবকদের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের বাধা দেওয়া সম্ভবও ছিল না।"

বহু ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে গুপ্তচরদের প্রদত্ত সংবাদ সত্যে পরিণত হয়নি; কিন্তু এইজন্য তারা যে মিথ্যা বলেছে তা মনে করা উচিত হবে না। কারণ এমনও হতে পারে যে যাদের সম্বন্ধে তারা সংবাদ প্রদান করেছে তারা তাদের পরিকল্পিত কার্য্য সহসা স্থগিত রেখেছে। বহু ক্ষেত্রে গুপ্তচরদের প্রদত্ত সংবাদ বারে বারে কার্য্যকরী হয় নি, কিন্তু তা সত্বেও রক্ষীদের উচিত হবে অসীম ধৈর্য্যসহকারে তাহার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করা। হয়তো কোনও এক গুপ্তচর খবর দিলে অমুক তারিখে রাত্রি এত ঘটিকায় অমুক স্থানে ডাকাতি হবে, তার সংবাদ মত ঐ স্থানে রক্ষিগণ গোপনে মোতায়েন হলো, কিন্তু সারা রাত্রি অপেক্ষা করা সত্বেও ঐ স্থানে কোনও ডাকাতি হলো না। এর পরদিন হয়তো ঐ গোয়েন্দা পুনরায় খবর দিলে যে ঐ দিন কোনও এক কারণে ডাকাতরা ঐ স্থানে উপস্থিত হতে পারে নি; তারা অমুক তারিখে অপর এক স্থানের এক বাড়ীতে হানা দেবে স্থির করেছে। বহু রক্ষী আছেন যাঁরা একবার বিফল হলে ধৈর্য্যহারা হয়ে তাঁদের গোয়েন্দাদের উপর রাগারাগি করেছেন। এই ক্ষেত্রে রক্ষীদের উচিত হবে এইরূপ ভাবে ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়ে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করা। কারণ গোয়েন্দাদেরও দুরূহ সংবাদ সমূহ সংগ্রহ করে আনতে বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

গুপ্তচরদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করার মধ্যে বহু রীতিনীতি আছে।

এদের পক্ষে কোতোয়ালী বা সরকারী ভবন সমূহে এসে রক্ষীদের সহিত সাক্ষাৎ করা সমীচীন হবে না। এতদ্বারা তারা সাধারণের নিকট জাহির হয়ে যেতে পারে, এমন কি এই জন্যে অপদলের সদস্যদের হস্তে তাদের নিগৃহীত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কারণ রক্ষীদের চরদের ন্যায় দস্যুদল সমূহেরও চর আছে, তারাও অনুরূপ ভাবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য নানা অছিলায় যত্র তত্র ঘোরাফেরা করে থাকে। গুপ্তচরদের সহিত দেখা সাক্ষাতের রীতিনীতি নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমি এই দিন আমার গুপ্তচরকে বললাম, ইডেন গার্ডেনের দক্ষিণ কোণে কাল সন্ধ্যা ছটায় আমার জন্যে অপেক্ষা করতে। নির্দ্ধারিত সময়ে দেখা সাক্ষাতের পর আমি তাকে জানালাম, পরদিন রাত্রি আটটায় রেড রোডে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।"

লোকবহুল স্থানে গোয়েন্দাদের সহিত দেখা না করা উত্তম। কারণ এই সকল স্থানে বহুলোক যাতায়াত করে থাকে। এইরূপ মিলনের জন্য দেবালয়, সিনেমা ইত্যাদি স্থান সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। কোনও একটি নিরালা গৃহ ভাড়া করে রাখলে এই কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হয়। এতদ্ব্যতীত পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হবার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকে কে কোথায় আছে, তা ভালো করে দেখে নেওয়া উচিত। সুবিধা মত উভয়েই বা উভয়ের একজন ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারলে আরও ভালো।

বহু ক্ষেত্রে পুরনো পাপীদের মধ্য হতে গুপ্তচর সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু এই কার্য্য বিশেষ সাবধানতার সহিত সমাধা করা উচিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা আসকারা পেয়ে নিজেরাই সুযোগমত নির্ব্বিবাদে অপকার্য্য করেছে। বহু ক্ষেত্রে একটি বা দুইটী চুরি বা চোর ধরিয়ে দিয়ে ইহারা রক্ষীদের বিশ্বাসভাজন হয়েছে, এবং সেই সুযোগে নিজেরা

দশটী চৌর্য্যকার্য্য সমাধা করেছে। কখনও কখনও এরা নিজেদের অপদলের কাউকে ধরিয়ে দেয়নি। এরা কেবল মাত্র বিরোধী চৌর্য্য দলকে ধরিয়ে দিয়ে বাহাদুরী নিয়েছে, এবং সেই সঙ্গে নিজেদের নিষ্কণ্টকও করেছে। বলাবাহুল্য, এই সকল গুপ্তচরদের সংবাদ বিশেষ যাচাই করে তবে গ্রহণ করা উচিত। এদের নিকট হতে একদিকে যেমন সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে, অপর দিকে তেমন এদের কার্য্যাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এতদ্ব্যতীত এরা একজন রক্ষীর সহিত অপর রক্ষীর অকারণ কলহেরও কারণ হয়ে থাকে। ইন্‌ফরমার বা গুপ্তচরের জন্য রক্ষীদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়া উচিত হবে না। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে একজন রক্ষীর মতে যে লোকটী সহর হতে বহিষ্কৃত হওয়ার যোগ্য সেই লোকটী অপর রক্ষীর নিকট অতীব প্রিয়, কারণ সে তাঁকে বহু সংবাদ দ্বারা একদা আপ্যায়িত করতে পেরেছে। রক্ষীদের এইরূপ মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়া অনুচিত। এই সম্পর্কে উভয় পক্ষের উচিত হবে আলোচনা দ্বারা একটী সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

কখনও কখনও এরা নিম্নতম অফিসারদের অসাধুতা বা নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে উর্দ্ধতন অফিসারদের নিকট মিথ্যা করে বলে এসেছে। এই সকল কারণে একজন উর্দ্ধতন অফিসারের অন্যত্র বদলি হওয়ার পর নিম্নতম অফিসাররা সুযোগ মত তাঁর সেই গুণধর (স্থানীয়) চরটীর জীবন দুর্ব্বহ করে তুলেছে। কখনও কখনও এদের কেহ কেহ 'আমি অমুক বাবুর চর' এইরূপ ব'লে সংশ্লিষ্ট পক্ষীয় ব্যক্তিদের ভীতি প্রদর্শনও করে থাকে। আমার মতে যে ব্যক্তি চররূপে সাধারণের পরিচিত হয়ে পড়ে বা সাধারণের নিকট চররূপে নিজের আত্মপরিচয় দেয়, তার নাম গুপ্তচরের নামের তালিকা হতে কেটে দেওয়াই ভালো। এদের কেহ কেহ পুলিশ দিয়ে

তাদের ধরিয়ে দেবে,এইরূপ ভয় দেখিয়ে সাথী-চোরদের নিকট অর্থ আদায়ও করে থাকে। এদের যথাযথ ভাবে তাঁবে না রাখতে পেরে বহু রক্ষী অকারণে বদনামের ভাগী হয়েছেন। যদি কোনও রক্ষী শুনতে পান যে তার এক পেয়ারের চর অন্যত্র কোনও এক মামলায় ধরা পড়েছে, তাহলে তার উচিত হবে, সে যে তার চর তা অস্বীকার করা এবং তার সম্বন্ধে কোনও রূপ আগ্রহ না দেখানো। এমন বহু রক্ষী আছে যাঁরা পুরানো পাপীদের মধ্য হতে চর সংগ্রহ করার পক্ষপাতী নন। তাঁরা বলেন, এদের বহাল রাখলে ১০০টী চুরি হবে এবং তার মধ্যে মাত্র পাঁচটীর এদের সাহায্যে কিনারা হবে। এই পাঁচটী মামলার অপহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ এদের সাহায্যে উদ্ধার করা গেলেও বাকি দ্রব্যের কোনও হদিশই পাওয়া যাবে না। অপরদিকে এদের নির্ব্বিচারে বিদায় করলে সেই স্থানে চুরির সংখ্যা কমে মাত্র ত্রিশটীতে দাঁড়াবে, অবশ্য হয়তো তার একটীরও আর কিনারা হবে না। তাঁদের মতে বড় বড় শহরের প্রতিটী চোরকে ছুতায় নাতায় আটকে রেখে এবং অপরাধ-নিরোধমূলক পাহারার বন্দোবস্ত করে চুরির সংখ্যা কমানো শ্রেয়স্কর কার্য্য—অপরাপর রক্ষীদের মতে বড় বড় শহরে অপরাধ সমূহ সংঘটিত হলে উহাদের কিনারা করার জন্য পুরানো পাপীদের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য; কারণ এতো বড় শহরে চুরি করে কে কোথায় অপহৃত দ্রব্য সহ আত্মগোপন করলো, তার খবর একমাত্র পুরানো পাপীরাই রাখতে পারে। এদের সক্রিয় সাহায্য গ্রহণ না করলে শহরে বহু মামলা চিরকাল অমীমাংসিত রূপে নথীভুক্ত থাকতে বাধ্য।

একজন রক্ষীর সংগৃহীত চরের নাম অপর রক্ষীকে জানানোর রীতি নেই। একমাত্র যে রক্ষীর চর তিনি নিজে এবং ঐ রক্ষীর বিভাগীয় বড়কর্ত্তা ব্যতীত অপর কেহ তাঁর চরের নাম জানবে না। ইহার অন্যথা

হলে বহুবিধ বিঘ্ন উৎপাদন হয়ে থাকে। যে চর একই সঙ্গে দুইজন রক্ষীকে খবর দেয় তাকে আস্কারা না দেওয়াই ভালো। চরদের নামে পরিচিত না করে নম্বর দ্বারা পরিচিত করা হয়ে থাকে। কাহারও নিকট তাদের নাম প্রকাশের কদাচ রীতি নেই। দেশের আইনে কোনও রক্ষী তার চরের নাম আদালতেও প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। চরগণ বারে বারে রক্ষী-সমীপে অর্থ ভিক্ষা করতে আসতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য তার উপর সংবাদ প্রদানের জন্য চাপ দেওয়া উচিত হবে না। এই বিষয় বেশী পীড়াপীড়ি করলে তারা মিথ্যা সংবাদ দিতে প্রলুব্ধ হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের সামান্য মাত্র অর্থ দিয়ে ঐ সময়ের মত বিদায় করা যেতে পারে। এদের এককালীন সমুদয় প্রাপ্য অর্থ প্রদান করা উচিত হবে না, কারণ বহুক্ষেত্রে এরা অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করে রক্ষীদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

এমন একদিন ছিল যে সময় রক্ষিগণ নিজেরাই বিভিন্ন ছদ্মবেশে শহরের পাতালপুরীতে আনাগোনা করতেন এবং সেইখান হতে অপরাধ-সম্পর্কীয় বহুবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ নিজেরাই সংগ্রহ করে আনতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁরা দ্বিধাহীন ভাবে সমাজের নিম্নস্তরের সকল নরনারীর সহিত আন্তরিকতার সহিত মিলামিশাও করতেন। এঁদের কেহ কেহ কুণ্ঠাহীন চিত্তে বেশ্যালয় সমূহে উপস্থিত হয়ে বাড়ীওয়ালী এবং ভাড়াটীয়াদের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছেন। এমন কি পুরাণো পাপীদের কাহারও কাহারও সহিত কুণ্ঠাহীন চিত্তে তাঁরা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। বহু অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর নাগরিকদের কাঁধে হাত দিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে চা'পান করাতেও তাঁদের আত্মসম্মানে বাধে নি। তাঁরা বস্তীতে বস্তীতে ঘুরে ছোট বড় সকল ব্যক্তিদের সহিত তাদেরই একজনের মত হয়ে কখনও

কখনও তাদের বাড়ীতে রাত্রি যাপনও করে এসেছেন। এই কারণে কোনও একটী অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে তাঁরা উহার সংবাদ কোনও না কোনও সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ উহার কিনারা করতে সক্ষম হতেন, কিন্তু আজিকার উচ্চশিক্ষিত চরিত্রবান্ রক্ষীমহল সমাজের এই সকল নিম্নশ্রেণীর নরনারীর সহিত আলাপ-আলোচনা করতে পর্য্যন্ত ঘৃণাবোধ করে থাকেন, তাদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মিলামিশা করা তো দূরের কথা। একমাত্র শিক্ষিত মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন নরনারী ব্যতীত নিতান্ত প্রয়োজন না হলে অপর কোনও স্তরের মানুষের সহিত তাঁরা কম ক্ষেত্রেই আলাপ আলোচনা করে থাকেন। এই কারণে পূর্ব্বদিনের রক্ষিগণ যে সকল সংবাদ ছদ্মবেশে বা প্রকাশ্যে নিজেরাই বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিকট হতে সংগ্রহ করে আনতে পারতেন, সেই সংবাদ সংগ্রহ করে আনার জন্য বর্ত্তমানকালীন রক্ষিগণ বেতনভোগী গুপ্তচর নিয়োগ করে থাকেন। পূর্ব্বদিনের রক্ষিগণকে তাঁদের পরিচিত বস্তীবাসী মানুষ ব্যক্তিগত প্রীতির কারণে অযাচিত ভাবে গোপনে বহু সংবাদ প্রদান করে যেতো, যাহা একালে অধুনাকালীন রক্ষিগণকে একান্তরূপ পরোক্ষভাবে অর্থের বিনিময়ে পুরাণো পাপীদের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হয়। এই সকল পুরাণো পাপীদের আপন তাঁবে রেখে সংবাদ সরবরাহের কার্য্য করানো এক কঠিন সমস্যা। এই যুগের রক্ষিগণ শহরের পাতালপুরীর মানুষদের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত না থাকায় বহুক্ষেত্রে ঐ সকল মানুষরা তাঁদের সহিত প্রবঞ্চনাকর কার্য্য করতেও সমর্থ হয়ে থাকে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"এইদিন আমার এক ইন্‌ফরমার আমাকে সংগোপনে সংবাদ দিলে অমুক মার্কেটে প্রত্যহ প্রকাশ্যে জুয়া বসে। আমি কাউকে এ সংবাদ প্রকাশ না করে কেন্দ্রীয় অফিস হতে শাস্ত্রী নিয়ে ঐ নির্দ্ধারিত

স্থানে হানা দিই, কিন্তু জুয়াড়ীদের একজনকেও সেখানে পাই নি। তদন্ত দ্বারা অবশ্য আমরা অবগত হই যে মাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তাহারা সেইখানে দ্যূতক্রীড়ায় রত ছিল। এর পর আমি অবগত হই যে ইতিপূর্ব্বে আমার এই ইন্‌ফরমারই জুয়াড়ীদের সাবধান করে সরিয়ে দিয়েছে। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, তার যে রক্ষীমহলে যাতায়াত আছে তা জুয়াড়ীদের নিকট স্বপ্রমাণ করা। পরক্ষণেই আমরা ঐ স্থানে উপস্থিত হওয়ায় সে জুয়াড়ীদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করে তাদের নিকট হতে প্রভূত অর্থ আদায় করতে পেরেছিল।"

এমন বহু অসাধু ইন্‌ফরমার আছে যারা বদমায়েসদের সহিত মাসহারা বন্দোবস্ত করে এবং উহা অনাদায়ে তারা রক্ষীদের দ্বারা তাদের গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত এমন বহু ইন্‌ফরমার আছে যারা প্ররোচনা দ্বারা লোক দিয়ে কোনও এক অপরাধ সংঘটিত করিয়ে পরে নিজেই আবার তাদের গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়েছে। এই সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষক ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"একদিন একজন পেশাদারী গুপ্তচর আমাকে এসে জানালো যে সে অমুক বাবুর সংগৃহীত গুপ্তচর। এইদিন সে একটী জব্বর সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে, কিন্তু অমুক বাবু ছুটীতে থাকায় সে মুস্কিলে পড়েছে, এই যা। এর পর সে আমাকে অনুরোধ করলো, যাতে আমি এই সংবাদ অনুযায়ী বিলি ব্যবস্থা করি। সে আমাকে বললো যে কয়েকজন তস্কর অমুক রাস্তায় এক বেশ্যাগৃহে এসে ঐ বেশ্যানারীকে বিষপানে অচেতন করে তার অলঙ্কার অপহরণ করবে। তস্করগণ এই ইন্‌ফরমারটীকে ঐ অভিযানে তাদের সাথীরূপে নিতে রাজী হয়েছে। তারা অপকার্য্যের পর ঐ বাড়ী হতে বেরিয়ে আসা মাত্র যেন আমরা তাকে বাদ দিয়ে অপর সকলকে পাকড়াও করে থানায় ধরে আনি। এই কার্য্যে পুরস্কার

স্বরূপ ঐ ইন্‌ফরমার আমার নিকট হতে কম পক্ষে ১০০৲ টাকা দাবীও করে। এই সময় আমি ঐ ইন্‌ফরমারকে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু এতে যদি ঐ স্ত্রীলোকটী মারা যায়। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে ইন্‌ফরমারটী আমার প্রশ্নের উত্তর করলো, তা সে মারা গেলেও যেতে পারে, হাজার হোক বিষ তো? তার এই উত্তরে আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলি, এই সব চালাকী এই এলাকায় চলবে না। ফের তোমাকে আমাদের এলাকায় দেখলে থানায় আটকে রেখে দেবো।'

এর সাতদিন পর সকালে সংবাদ এলো গত রাত্রিতে কয় ব্যক্তি উপভোগের অছিলায় ঐ বেশ্যানারীর কক্ষে প্রবেশ করে বিষ পানে তাকে হত্যা করে অলঙ্কার সহ সরে পড়েছে। এর দুইদিন পরে অমুক বাবু আমাদের থানায় এসে জানালেন যে কারা এই হত্যার জন্যে দায়ী তা তিনি তাঁর ইন্‌ফরমার মারফৎ অবগত হতে পেরেছেন, এবং এখুনি অপহৃত দ্রব্যের কয়েকটী দ্রব্য সহ তাদের তিনি গ্রেপ্তার করতেও সমর্থ হবেন। অপরাধ-নির্ণয় অপেক্ষা অপরাধ-নিরোধ বহু গুণে শ্রেয়, এ যাবৎ ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঐ হতভাগিনী বেশ্যানারীকে আমি সাবধান করে দিতে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছি। অনুতাপে অনুশোচনায় এই কয়দিন আমি বিদগ্ধ হচ্ছিলাম; এবং খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম্ অমুক বাবুর ঐ পাপীষ্ঠ ইন্‌ফরমারকে। এক্ষণে ছুটী হতে সদ্য প্রত্যাগত অমুক বাবুর এবংবিধ প্রস্তাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে আমি উত্তর করেছিলাম, "আগে নিয়ে আসুন আপনার ঐ ইন্‌ফরমারকে। ওকেই আমি এই মামলায় এক নম্বরের আসামী বানাবো।"

নিম্নশ্রেণীর গুপ্তচরগণকে তাঁবে না রাখতে পারলে কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটাতে পারে তাহা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"এইদিন আমার অমুক ইন্‌ফরমার দূর হতে দুই ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিয়ে লুকিয়ে পড়া মাত্র আমি তাদের দুইটী বৃহৎ তাজা জুট্ নির্ম্মিত বোমা সহ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হলাম। গ্রেপ্তারের পর হাজত ঘরে এই অপরাধীদ্বয় স্বীকার করলো যে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে এই বোমা দুইটী পঞ্চাশটী টাকার বিনিময়ে তারা কোনও এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয় করেছে। এরপর আমি স্বভাবতঃই খুশী হয়ে আমার এই ইন্‌ফরমারকেও পঞ্চাশটী মুদ্রা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করি। ইহার পর আমরা পরীক্ষার জন্য ঐ বোমা দুইটী সাবধানে বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করি। কয়েকদিন পর বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ পত্র দ্বারা আমাদের জানান যে উহা আদপেই বোমা নয়। উহারা পাটের মণ্ডপ মাত্র, উহার ভিতর এক কণাও বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায় নি। এর পর আমরা বুঝতে পারি যে ব্যক্তির নিকট অপরাধীদ্বয় এই ঝুটা বোমা 'তাজা বোমা' বিশ্বাসে ক্রয় করেছিল, সেই ব্যক্তিই তাদের ঐ ঝুটা বোমা সহ গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়েছে; অর্থাৎ আমাদের ন্যায় ঐ ইন্‌ফরমার অপরাধী দুইজনকেও প্রবঞ্চিত করতে সমর্থ হয়েছে।

এই সম্পর্কে অপর একটী চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"১৯৩১ সালে জনৈক বালক ইন্‌ফরমার আমাকে নিষিদ্ধ প্রচার-পত্র সহ এক বালক অপরাধীকে এক হোটেলে গ্রেপ্তার করিয়ে দেয়, কিন্তু গ্রেপ্তারের পর ঐ বালক অপরাধী বলে যে সে নির্দ্দোষ, একজন অজ্ঞাত-নামা বালক তার সঙ্গে ভাব করে তাকে চা খাওয়াবার অছিলায় এই হোটেলে এই কাগজের বাণ্ডিলসহ বসিয়ে রেখে মাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে সরে পড়েছে। এর দুই দিন পর ঐ বালক ইন্‌ফরমার আমাকে বলে যে পুনরায় আমাকে অনুরূপ অপর একটী মামলার সংবাদ দেবে এবং অভ্যাস

মত এইদিনও সে পূর্ব্বাহ্নেই একটা আধুলি পারিশ্রমিক রূপে আমার নিকট হতে চেয়ে নেয়। এই দিন সন্দেহপরবশ হয়ে আমি ঐ বালকের অজ্ঞাতে ঐ আধুলির উপর ছুরীর অগ্রভাগের সাহায্যে একটা সূক্ষ্ম চিহ্ন অঙ্কিত করে তা তাকে প্রদান করেছিলাম। এইদিন সন্ধ্যা সাতটায় অপর এক হোটেলে চা'পানরত একটী সমবয়স্ক বালককে দেখিয়ে দিয়ে সে পূর্ব্বের মতই অলক্ষ্যে সরে পড়ে। ইহার পর একই প্রকার কয়েকটী নিষিদ্ধ প্রচার-পত্র সহ ঐ বালককে গ্রেপ্তার করা মাত্র সে কৈফিয়ত স্বরূপ বলে যে জনৈক বালক তাকে এই প্রচার-পত্রের বাণ্ডিল সহ চা পানার্থে বসিয়ে রেখে, 'এখুনি আসছি' বলে এইমাত্র কোথায় চলে গেল। চা বিক্রেতার নিকট হতে আমি অবগত হই যে অপর একজন বালক এক কাপ চায়ের মূল্য স্বরূপ একটী আধুলি প্রদান করে ভাঙানি খুচরা মুদ্রা তার নিকট হতে গ্রহণ করে ঐ অপরাধী বালকের নিকট সে ফিরে যায়, কিন্তু তার পর কখন যে সে এই হোটেল কক্ষ ত্যাগ করে চ'লে গিয়েছে তা সে জানে না। এর পর আমি দোকানির নিকট হতে ঐ আধুলিটী গ্রহণ করে উহা পরীক্ষা করে বুঝি যে ঐ আধুলিটীই আমি ঐ ছোকরা ইন্‌ফরমারকে ইতিপূর্ব্বে প্রদান করেছিলাম।"

রাজনৈতিক সংবাদ প্রদানকারী ইন্‌ফরমারদের সংবাদ বিশেষ রূপে যাচাই করে তবে তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, ভুল সংবাদানুযায়ী কার্য্য করা হলে বহু মিত্র পর্য্যন্ত শত্রুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। যাহা কদাচ কোনও রাষ্ট্র মাত্রেরই কাম্য নহে। এই কারণে বিভিন্ন সূত্র হতে একই রূপ সংবাদ পেলে তবে কর্ত্তৃপক্ষ উহা বিশ্বাস করে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। বিভিন্ন অফিসার কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন ইন্‌ফরমারগণ যদি তাদের সংবাদে একই তথ্য প্রকাশ করে তা'হলেও উহার সত্যতা যাচাই বা পরখ করে তবে তাহা বিশ্বাস করা উচিত হবে।

এই সম্পর্কে সামান্য মাত্র ভুল বা ত্রুটী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার হানি ঘটালেও ঘটাতে পারে। এই জন্য কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে কোনও এক সংবাদ সংগ্রহ করে আনা সম্ভব কি'না তাহাও রক্ষীদের বিশেষ করে যাচাই করে নেওয়া উচিত হবে।

চুরি করা অপেক্ষা চোর ধরানো'ও এক প্রকার নেশা। এইরূপ মনোবিকৃতির কারণেও বহু ইন্‌ফরমার বিনা পারিশ্রমিকে অপরাধীদের ধরিয়ে দিতে কর্ম্মতৎপর হয়েছে। এমন বহু ইন্‌ফরমারও আছে যারা আত্মগোপনে আদপেই অভিলাষী নয়। তারা প্রকাশ্যে স্বয়ং অপরাধীদের সম্মুখীন হয়ে তাদের রক্ষীদের দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়েছে। কাহাকেও না কাহাকেও প্রমাণ সহ ধরিয়ে দিতে না পারলে এদের কেহ কেহ মনে এক প্রকার অশান্তি দিবারাত্রি অনুভব করে থাকে। দুই একজনকে ধরিয়ে দেওয়ার পর ধরিয়ে দেওয়ার এক প্রকার নেশা বা স্পৃহা তাদের যেন পেয়ে বসে, এইরূপ এক অদম্য ইচ্ছা নিবৃত্ত না করতে পেরে তারা বারে বারে রক্ষীদের নিকট এসে একে ওকে প্রমাণ সহ ধরিয়ে দিয়ে থাকে। এরা যত্র-তত্র অকারণে অপরাধীদের খুঁজে বার করেছে, এইরূপ এক গুপ্তচর সংগ্রহ করা রক্ষীদের এক ভাগ্যের ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত এমন বহু ইন্‌ফরমার আছে যাদের ইন্‌ফরমারগিরী একটা পেশা মাত্র। পুরুষানুক্রমেও এদের কেহ কেহ এইরূপ একই পেশা অবলম্বন করে এসেছে। একবার ইন্‌ফরমার রূপে জাহির হয়ে পড়লে চোরেরাও এদের বিশ্বাস করে না, এই কারণে বাধ্য হয়ে এদের এই পেশাতে টিকে থাকতে হয়েছে। পেশাদারী ইন্‌ফরমারদের কেহ কেহ চোরদের ন্যায় কর্ম্মালস হয়ে উঠে, এই কারণে ইন্‌ফরমারগিরী ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে তারা জীবন নির্ব্বাহ করতে অপারক থাকে।

[আকস্মিক বা পেশাদারী যে কোনও ইন্‌ফরমারের সংবাদানুযায়ী কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হলে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা তার নিকট জেনে নেওয়া উচিত হবে, মিথ্যা মামলায় ফাঁসাবার মত তার কেউ শত্রু আছে কি'না? যদি বুঝা যায় যে তার এইরূপ কোনও এক বা বহু শত্রু আছে তা'হলে তদন্ত দ্বারা অবগত হতে হবে, সেই শত্রুদের সহিত এই ইন্‌ফরমারের কোনও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কি'না? ইন্‌ফরমারদের সংবাদানুযায়ী খানাতল্লাস করে কোনও গৃহ হতে কোনও নিষিদ্ধ বা চোরাই দ্রব্য প্রাপ্ত হলে, রক্ষীদের বিবেচনা করে দেখা উচিত যে ঐ স্থানে বাহিরের কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাড়ীর লোকেদের অগোচরে ঐ দ্রব্য গুসটে রাখা সম্ভব কি'না?]

ইন্‌ফরমারদের প্রদত্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই এমন ভাবে করতে হবে যাতে তাহারা ইহা কদাচ অবগত না হতে পারে। ইন্‌ফরমারদের যে অবিশ্বাস করা হয়ে থাকে তা যেন তারা না বুঝতে পারে, অন্যথায় তারা নিজেদের অপমানিত মনে করতে পারে। গুপ্তচর নিয়োগ কার্য্য একপ্রকার 'আগুন নিয়ে খেলা' বিবেচিত হলেও অপরাধ-নির্ণয়ার্থে উহাদের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য। ভালো ইন্‌ফরমার সংগ্রহ করে তাকে তাঁবে রেখে কাজ করানো রক্ষী-পুঙ্গবদের ব্যক্তিগত কর্ম্মদক্ষতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই বিষয়ে রক্ষীদের অভিজ্ঞতালব্ধ স্বকীয় শিক্ষাদীক্ষার উপর নির্ভর করা ব্যতীত কোনও গত্যন্তর নেই।

রাজকার্য্যে বা শাসন কার্য্যে গুপ্তচর নিয়োগ বা পালন, এদেশে কোনও এক নূতন ব্যবস্থা নয়। এই প্রথা প্রাচীনকাল হতে এদেশে প্রচলিত আছে। পুরাকালে পুলিশ বলিতে প্রকৃত পক্ষে এদেরই বুঝাইত। সাধারণ পুলিশের কার্য্য বহুলাংশে সৈন্যবাহিনীর উপর রক্ষিত ছিল।

অবশ্য প্রাচীন ভারতের কোনও কোনও স্থানে 'পুলিশ বিভাগের' অস্তিত্ব ছিল। ইহাদের নগররক্ষী বা গ্রামরক্ষী বলা হতো। প্রাচীন ভারতের রক্ষী বিভাগ সম্বন্ধে আমি পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে আলোচনা করবো। এক্ষণে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত গোয়েন্দা বিভাগ সম্বন্ধে মাত্র আলোচনা করা যাক। এই সম্পর্কে অঃ বেঃ ৪ অঃ, ১৬-৫ একটি বিখ্যাত শ্লোকের তর্জ্জমা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি যদি স্বর্গের ওপারে কোনও দেশে পালাতে সক্ষম হই, তা'হলেও রাজশক্তির নিকট আমার নিস্তার নেই, কারণ রাজার গুপ্তচর সেখানেও আমাকে তাড়া করতে পারবে। তাহাদের সহস্র সহস্র চক্ষু সারা পৃথিবী সারাক্ষণ পরিদর্শন করছে, ইত্যাদি।"

বস্তুতঃপক্ষে প্রাচীন হিন্দুরাজগণ রাজ্যশাসন ও উহা রক্ষণের কারণে—তাদের গুপ্তচর বিভাগের উপর অধিক প্রাধান্য দিতেন।* রামায়ণ মহাভারত এবং বৌদ্ধ ইতিহাস সমুতানিক্য, হিন্দু সংহিতা, পুরাণ এবং কৌটীল্য, শুক্র এবং অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। মৌর্য্য রাজাদের কালে এই গুপ্তচর বিভাগ কিরূপ উন্নত ছিল তা আমরা ডাঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব এবং অন্যান্য গ্রন্থ হতে অবগত হই। এই সম্পর্কে স্মিথ সাহেবের পুস্তক হতে কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"মৌর্য্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে দূর প্রদেশগুলির

* খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়া ও মিশরের রাজারা সুগঠিত চর-বিভাগ পোষণ (spies) করতেন। আঙ্গোরার নিকট প্রাপ্ত Boghar—Koi এবং Tel-el-amarnaএর অনুশাসনে এই ব্যবস্থার বিশেষ উল্লেখ আছে।

উপর আপন আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল, সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত সেইরূপ আধিপত্য তাঁর সাম্রাজ্যের দূর দেশগুলির উপর কখনও বিস্তার করতে পারেন নি। ইহার একমাত্র কারণ মৌর্য্য-সম্রাটদের ন্যায় তাঁদের সারা দেশব্যাপী সুদক্ষ গোপন-সংবাদ-সরবরাহ বিভাগ ছিল না। মৌর্য্যরাজগণ প্রবর্তিত সিক্রেট সার্ভিসের সহিত বর্তমান জার্মানীর অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের তুলনা করা চলে। (৮৯ পৃঃ স্মিথ সাহেবের অক্সফোর্ড হিস্‌টরী অব ইণ্ডিয়া) মৌর্য্যরাজগণ সারা সাম্রাজ্যে বিভিন্নরূপ বহু সংখ্যক ছদ্মবেশী চরদের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে মিশিয়ে দিতেন। এবং এই সকল গুপ্তচরগণ একটী সুগঠিত কেন্দ্রীয় 'গুপ্তচর-বিভাগ' কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো।"

মৌর্য্য সম্রাটদের অধীনে এই রাজকীয় বিভাগ দুইটী শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা—(১) সংস্থা এবং (২) সঞ্চার। সংস্থা শাখা রাজনৈতিক অপরাধীদের এবং সঞ্চার শাখা সাধারণ অপরাধীদের দমনার্থে নিয়োজিত হতো। সঞ্চার শাখার অধীনে একটী উপরি-ভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। এই উপরিভাগকে বলা হতো 'কপটিকা-ছাত্র'। এই বিভাগের কপট ছাত্রগণের শিক্ষার ভার ছিল রাষ্ট্রের উপর। রাষ্ট্র তাদের নানা শাস্ত্র, জ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে বিবিধ নিম্ন বা উচ্চ বিদ্যায়তন সমূহে প্রেরণ করতো, স্ব স্ব শিক্ষানুযায়ী তারা বিবিধ বিদ্যামণ্ডলী ও সুধী সমাজে সংবাদ সংগ্রহার্থে আনাগোনা করতে সমর্থ ছিল। তাহারা একাধারে শিক্ষক এবং ছাত্র সমাজে মিলামিশা করে তাদের মতামত রাজসকাশে গোপনে প্রেরণ করতে পারতো। এতদ্ব্যতীত মূল চর বিভাগের আরও কয়েকটী উপবিভাগ ছিল, যথা—(১) কপট-ছাত্র,

(২) উৰ্দ্ধস্থিতা, (৩) গৃহপতিকা, (৪) বৈদেহিকা। নিম্নের তালিকা হতে বিষয়টী বুঝা যাবে।
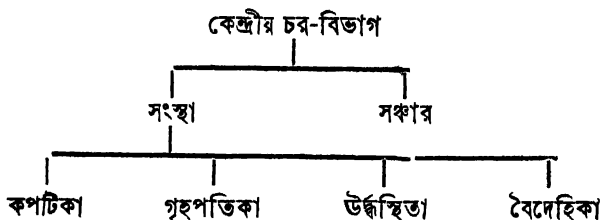
'কপটিকা-ছাত্র' বিভাগে কপট-ছাত্র নিযুক্ত হতো। গৃহপতিকা বিভাগ গৃহস্থ ব্যক্তিদের এই কার্য্যে নিযুক্ত করতো। উৰ্দ্ধস্থিতা বিভাগের কর্ম্মচারীরা সাধু ও সন্ন্যাসীর বেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করে বেড়াতো, বৈদিহিকা বিভাগের লোকেরা ব্যবসায়ীর বেশে অনুরূপভাবে দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করতো। প্রকৃত ব্যবসায়ীদেরও কাউকে কাউকে এই বিভাগে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই তিন বিভাগের ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য কার্য্যে সুবিধার জন্য রাষ্ট্র তাদের জমীজমা প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল দ্বারা সর্ব্বদাই সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে যারা সাধু সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করতো, তাদের কেহ কেহ মাথায় জটা ধারণ করতো, কেহ কেহ বা মস্তক মুণ্ডয়ন করে নিতো। এরা তাদের বহুসংখ্যক অনুচরসহ যত্র তত্র ভ্রমণ করতো, প্রজাসাধারণের ভাগ্যফল বলে দিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ঔষধও বিতরণ করতো। হস্ত-রেখা গণনা এবং কোষ্টিবিচারে এরা বিশেষরূপে পারদর্শী ছিল। এঁরা কোনও গ্রামে এসে আস্তানা গাড়লে এঁদের তথাকথিত শিষ্যরা চতুর্দ্দিকে ঘুরাফিরা করে জনসাধারণকে জানিয়ে দিতো যে অমুক স্থানে একজন ত্রিকালজ্ঞ শক্তিশালী সাধুর

আবির্ভাব হয়েছে। এবং এর ফলে সহস্র সহস্র গ্রামবাসী ঐ সাধুর আস্তানায় এসে প্রত্যহ সাধু সন্দর্শন করে গিয়েছে। এই সুযোগে রাষ্ট্র-নিযুক্ত ঐ সন্ন্যাসী-প্রবর গ্রামবাসীদের ভূত ভবিষ্যৎ প্রভৃতি জানিয়ে দিয়ে তাদের আস্থাভাজন হতে সচেষ্ট হয়েছে। অবশ্য এই সকল স্থানীয় পারিবারিক সংবাদ সমূহ তাঁর শিষ্যেরা গোপন তদন্ত দ্বারা পূর্ব্বাহ্লেই তাঁকে সরবরাহ করে যেতো, এতদ্বারা এই সকল সন্ন্যাসী-চরগণ দুইটী কার্য্য একত্রে সমাধা করতো। প্রথমতঃ তারা এতদ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে জনমত সংগ্রহ ও উহা সৃষ্ট করতো এবং দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন বোধে জনমতের মোড় অন্য দিকে এরা ঘুরিয়েও দিতো, জনতার নিকট তারা নানা প্রকার ভবিষ্যৎ বাণী বিতরণ করে। মিথ্যা ঘটনাকে সত্য রূপে প্রচার করে বা নানারূপ যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে বহু মন্ত্রী ও সেনাপতির পক্ষে বা বিপক্ষে তারা জনমতও সংগ্রহ করতে পেরেছে। কোনও মন্ত্রী জায়গীরদার বা সেনাপতি অতীব প্রভাবশালী বা জনপ্রিয় হয়ে উঠলে সম্রাটের খাস বিভাগ এই ভাবে জনসাধারণকে তাদের প্রতি বিরূপ করে তুলতো, ঠিক যেমন ভাবে তা আজ কাল সংবাদপত্রের সাহায্যে মিথ্যা প্রচার দ্বারা করা হয়ে থাকে।

চর-বিভাগের সংস্থা—উপ-বিভাগের ন্যায় সঞ্চার উপ-বিভাগও নানা শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত থাকতো। যথা—(১) রসোদা, (২) পরিব্রাজিকা, (৩) সুদা, (৪) অপলিকা, (৫) প্রসাদকা ইত্যাদি। রসোদা বিভাগে চোর ডাকাত প্রভৃতিকেও নির্ব্বিচারে নিযুক্ত করা হতো। এরা অন্যান্য চোর ডাকাতদের খবর সংগ্রহ করে তাদের রাজ সরকারে ধরিয়ে দিয়েছে। এখানে সুদা অর্থে নির্ম্মাতা, অপলিকা অর্থে রাঁধুনি, স্নাপক অর্থে বারি-আহরক, কল্পকা অর্থে নাপিত, প্রসাদকা অর্থে প্রসাধনকারী বুঝায়। এইরূপ বিভিন্ন ছদ্মবেশে চরগণ মন্ত্রী, সেনাপতি, বিভিন্ন নাগরিক প্রভৃতির

গৃহে মোতায়েন থাকতো বা তথায় আনাগোনা করতো। এরা সারা রাজ্য ও দেশের দূর দূর স্থানে বহুক্ষেত্রে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেছে এবং ভ্রাম্যমান চরদের মারফৎ সঙ্কেতলিপিকার সাহায্যে তাদের সংগৃহীত সংবাদ সমূহ সুদূরস্থ রাজধানীতে প্রেরণ করেছে। এই সকল সঙ্কেত-লিপিকে তৎকালে বলা হতো সংজ্ঞা—লিপিধি। ডুরেল সাহেবের অভিমতে সাধারণের অবোধ্য সঙ্কেত লিপি সমূহ চরগণ দূর দেশ হতে পারাবতের সাহায্যেও রাজধানীতে প্রেরণ করেছে। রাজসরকারে প্রয়োজনীয় সংবাদ ত্বরিতগতিতে প্রেরণ করার জন্যে তাহারা এই পন্থা অবলম্বন করতো।

অপতদন্ত—মোটর দুর্ঘটনা

বহুক্ষেত্রে মোটর দুর্ঘটনা সম্পর্কীয় অপরাধ সমূহকে কনট্রিবিউটিঙ অফেন্স বা উভয় পক্ষীয় অপরাধ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দোষ থাকে কমবেশী বা সমান সমান। * উভয় পক্ষেরই অমনোযোগিতার জন্য এই সকল দুর্ঘটনা কখনও কখনও সমাধা হলেও বহুক্ষেত্রে মোটর চালকের ইচ্ছাকৃত দোষেও ইহা সমাধা হয়েছে। এমন বহু মোটর চালক আছেন যাঁরা তাঁদের বুদ্ধি বিবেচনার কিংবা সমধিক স্নায়ু-শক্তির অভাবের জন্য দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন। যে সকল ব্যক্তি এই দুইটী গুণের অধিকারী নন তাঁদের পক্ষে যন্ত্র শকট চালানো এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ; কারণ জনবহুল শকটাকীর্ণ

* কোনও কোনও নারীহরণ অপরাধকে কেহ কেহ উভয় পক্ষীয় অপরাধ রূপে অভিহিত করেছেন।

রাজপথে যন্ত্র শকট চালাতে হলে এই দুইটী গুণের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। এই দুইটী গুণ কেহ অর্জ্জন করে স্বভাবগত ভাবে, কেহ বা তা অর্জ্জন করে অভ্যাসগত ভাবে। নূতন শকট চালকগণ যতদিন পর্য্যন্ত এই দুইটী গুণ অর্জ্জন করতে না পারেন, ততদিন জনবহুল রাজপথে একক শকট পরিচালনা না করাই ভালো। সাধারণ ভাবে মানুষ মাত্রেরই এবং বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধে শকট চালকগণের ওয়াকিবহাল থাকা উচিত তা না হলে যে কোনও মুহূর্ত্তে তাদের দ্বারা দুর্ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিল্পাঞ্চলের মানুষদের কথা বলা যেতে পারে। সারাদিন ফ্যাকটারীর ঘড় ঘড় আওয়াজের মধ্যে কার্য্যরত থাকায় এরা ছুটীর পর বাইরে বেরিয়ে এসেও অনুরূপ ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোনও ধ্বনি কিছুক্ষণ যাবৎ শুনতে পায় না। বহুবৎসর এইরূপ আবহাওয়ায় কার্য্য করায় এদের কাহারও কাহারও শ্রবণশক্তি থাকে কম। এই সকল কারণে পুনঃ পুনঃ মোটরের সতর্কীকরণ হর্ন দিলেও, শিল্পাঞ্চলের লোকেরা তাহা সকল সময় শুনতে পায় নি। এই জন্য মিল বা ফ্যাকটারীর ছুটী হওয়ার পর ঐ সকল অঞ্চলে সাবধানে যন্ত্র-শকট চালানো উচিত। এতদ্ব্যতীত এমন বহু শকট-চালক আছেন যাঁরা নির্ব্বিচারে অতিদ্রুত শকট চালনা করে থাকেন, এদের কেহ কেহ পানোন্মত্ত অবস্থায় যন্ত্র শকট পরিচালনা করেছেন। কোনও কোনও চালক সমধিক বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগে বা প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিরত থেকেছেন। কোনও কোনও চালক শকটের যন্ত্র বিকল বা দুর্ব্বল জেনেও ঐ যন্ত্রশকট রাজপথে বাহির করতে সাহসী হয়েছেন। কোনও কোন চালক অকারণে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সম্মুখের শকটকে অতিক্রম করে এগিয়ে

যেতে চেয়েছেন। এঁদের কেহ কেহ সাধারণ ট্রাফিক নিয়ম বা নির্দ্দেশ না মেনে শকট চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন। এইরূপ বহু মনুষ্যকৃত কারণ মোটর দুর্ঘটনার জন্য দায়ী থাকে। কোন কোন কারণে মোটর দুর্ঘটনা হয় বা হতে পারে—তা জানা না থাকলে এই সকল মামলার তদন্ত করা সম্ভব হবে না। এই জন্য তদন্তকারী অফিসার মাত্রেরই এই সকল দুর্ঘটনার মূল কারণ সমূহ সম্বন্ধে ধারণা থাকা উচিত।

মোটর দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষীদের উচিত যথা-সত্বর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া। সামান্য মাত্র বিলম্বের কারণে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া কঠিন হয়। টায়ারের (চাকার) দাগ, এবং মোটর ব্রেকের দাগ, এই মামলায় সত্য নিরূপণার্থে অপরিহার্য্য। বিলম্বে অকুস্থলে উপস্থিত হলে এইগুলির আর দর্শন মিলে না। এমন কি সংশ্লিষ্ট শকট সমূহ দুর্ঘটনার প্রামাণ্য চিহ্নসহ ইতিমধ্যেই অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে। অথচ রাজপথের উপর অঙ্কিত টায়ার বা ব্রেকের দাগ এবং সংশ্লিষ্ট মোটর সমূহের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও উহাদের অবস্থান সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করে তবে এই মামলার সত্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

রক্ষিগণ অতিক্রুত অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে এই সকল চাকার বা ব্রেকের হ্যাচড়ানির দাগ, সংশ্লিষ্ট শকটের উপরকার সংঘাতের চিহ্ন এবং উহাদের অবস্থান পর্য্যালোচনা এবং তৎসহ উপস্থিত প্রত্যক্ষ-দর্শীদের বিবৃতি অনুধাবন করে বুঝে নিয়ে থাকেন যে ইহা নিছক দুর্ঘটনা কিংবা এই জন্য শকটের চালক দায়ী? কিংবা এই জন্য একান্তরূপে দায়ী কোনও তৃতীয় পক্ষ? বহুক্ষেত্রে কোনও পথিক বা সাইকেল আরোহী উভয় শকটের অভ্যন্তরে সহসা গমন করে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন।

এদেশে বহু রাস্তার চৌমাথায় মন্দির বা মসজিদ আছে। এই সকল আবরণের অন্তরালে পার্শ্ব হতে বহু শকট ছুটে এসে ভিন্নমুখী শকটের সহিত ধাক্কা লাগিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

মোটর দুর্ঘটনার তদন্তে আটটী বিষয় অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। যথা—(১) সংঘাত স্থান বা পয়েন্ট অব ইমপ্যাক্ট, (২) দুর্ঘটনা জনিত উহাদের পারস্পরিক অবস্থান, (৩) চাকার মামুলি এবং হ্যাচড়ানির দাগ, (৪) পথিপার্শ্বের সহজদৃষ্ট বস্তু সমূহের অবস্থান, (৫) রাস্তার ও ফুট-পাতের পরিমাপ ও উহাদের তৎকালীন অবস্থা, (৬-৭) সংশ্লিষ্ট শকটের শক্তি, যান্ত্রিক দোষ, ওজন ও পরিমাপ, (৮) রাজপথ প্রধান বা অপ্রধান এবং উহাদের কোনটী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত তাহার নির্ণয়ন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে রক্ষিগণকে অবলোকন করতে হবে, কোথায় চাকার সাধারণ দাগ শেষ হলো, এবং কোথা হতে উহার হ্যাচড়ানির দাগ সুরু হলো এবং উহা শেষ হলোই বা কতো দূরে। যদি আদপেই হ্যাচড়ানির দাগ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে চালক আদপেই গাড়ীর ব্রেক কসে নি। বলা বাহুল্য, গাড়ী থামানোর জন্য ব্রেক কসলেই রাস্তার উপর হ্যাচড়ানির দাগ পড়ে। এই হ্যাচড়ানির দাগের উভয় মুখের বা মধ্যকার পরিমাপ হতে ঐ শকটের গতি কিরূপ ছিল তা বুঝা যাবে। মোটরকারের দ্বারা কোনও ব্যক্তি বা জীব চাপা পড়লে হ্যাচড়ানির দাগের পরিমাপ সত্য নিরূপণার্থে বিশেষ রূপ সহায়ক হয়। এতদ্বারা বুঝা যাবে শকটটী উহার তৎকালীন গতি অনুযায়ী নিহত বা আহত ব্যক্তিকে কতদূর ঠেলে বা টেনে নিয়ে গিয়েছিল। যদি এই সংঘাত দুইটী শকটের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে উহাদের সংঘাত স্থান সাবধানে পর্য্যালোচনা করা উচিত। যদি দেখা যায় একটী শকটের সম্মুখ এবং অপর শকটের পার্শ্বদেশ বিপর্য্যস্ত, তাহলে বুঝতে

হবে প্রথম শকটটী সম্মুখ দ্বারা অপর শকটটীর পার্শ্বে আঘাত করেছে। এবং যদি দেখতে পাওয়া যায় কোনও শকটের পিছনে সংহাত চিহ্ন বর্ত্তমান, তাহলে বুঝতে হবে পিছন হতে অপর শকট এসে তাকে আঘাত হেনেছে। ইহার পর অবলোকন করতে হবে কোন শকটটী কোনটীকে কত দূর ঠেলে নিয়ে যেতে পেরেছে, এতদ্বারা শকটদ্বয়ের তৎকালীন গতিও কিছুটা অনুমান করা যেতে পারবে। সংঘাতের পর পারস্পরিক অবস্থান হতেও কোন শকটটী কোন দিক হতে কিরূপ গতিতে আসছিল তা অনুমান করা অসম্ভব হবে। ট্রাফিক আইন অনুযায়ী প্রধান রাস্তার শকট সমুহের গতি পরিলক্ষ্য করে তবে অপ্রধান পার্শ্ব রাস্তা সমুহের শকট ঐ বড় রাস্তা পার হতে পারবে এবং যদি দুইটী রাজপথই প্রধানতম হয় তাহলে উত্তর হতে দক্ষিণে প্রসারিত পথের উপরকার শকট সমুহ অনুরূপভাবে সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে এবং অপর রাস্তাটী এই স্থলে অপ্রধান পার্শ্ব রাস্তার ন্যায় পরিগণিত হবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গাড়ী রাজপথ মাত্রেরই বামদিক ঘেঁষে চলাচল করতে বাধ্য। এই মামলার তদন্তের কালে এই সকল ট্রাফিক আইনেরও প্রতিটী খুঁটিনাটী বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। এই জন্য তদন্তকারীর সর্ব্বপ্রথম উচিত হবে অকুস্থলে এসে ঐখানকার একটী নক্সা প্রস্তুত করা। এই নক্সা পথিপার্শ্বের দৃশ্যমান প্রধান কোনও এক বস্তু, যথা—গ্যাসপোষ্ট, বৃক্ষ, নামকরা বাড়ী প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ফুটপাত এবং পার্শ্ব রাস্তা উহার পরিমাপসহ অঙ্কিত করতে হবে। ইহার পর কোন গাড়ীটী রাস্তার কোথায়, ডাইনে বামে বা মধ্যস্থলে, ফুটপাত হতে কতদূরে কোন দিকে মুখ করে পরস্পর হতে কতদূরে বা নিকটে অবস্থান করছে তা অঙ্কিত করে নিতে হবে। পরিবৈশিক প্রমাণের কারণে ঘটনাস্থলের একটী নক্সা সুচারুরূপে অঙ্কিত করা বিশেষরূপে প্রয়োজন।

চাকার হ্যাঁচড়ানির দাগ শকটের গতি অনুযায়ী ভালো ব্রেক হলে কতদূর যাবে এবং মন্দ ব্রেক হলে কতদূর যাবে তার একটী হিসাব আছে। সাধারণতঃ একজন পথিক রাস্তা পার হবার বা উহার উপর চলবার কালে এক সেকেণ্ডে সে পাঁচ ফুট পথ অতিক্রম করে, অবশ্য যদি সে অতি দ্রুতগতিতে না চলে থাকে। কিন্তু যন্ত্র-শকট সমূহ তাদের অশ্ব-শক্তি অনুযায়ী প্রতি সেকেণ্ডে নিম্নের তালিকানুযায়ী পথ (ফিট) অতিক্রম করে থাকে।

শকটের অশ্ব-শক্তি		শকটের গতি (এক সেকেণ্ডে অতিক্রমিত পথ)	
২০	অঃ শঃ	৩৩	ফিট
২৫	”	৩৬	”
৩০	”	৪৭	”
৩৫	”	৫২	”
৪০	”	৫৮	”
৪৫	”	৬৬	”
৫০	”	৭৩	”
৫৫	”	৭৯	”
৬০	”	৮৮	”
৬৫	”	৯৯	”
৭০	”	১১০	”

উপরের তালিকা পরিপ্রেক্ষিতে পরিবৈশিক প্রমাণ সকল অনুধাবন করলে এই সকল মামলার সত্য নিরূপণ করা সহজসাধ্য হবে। একজন পথিক ফুটপাত হতে নেমে কতটা পথ পার হওয়ার পর সে গাড়ীর ধাক্কা

খেয়েছে তা অনুধাবন করে, শকট চালক কতদূর হতে বা সংঘাতের কতক্ষণ পূর্ব্বে তাকে দেখেছিল (বা দেখা উচিত ছিল) তা'ও এই তালিকার সাহায্যে অনুমান করা সম্ভব।

মোটর দুর্ঘটনা সমূহের তদন্তে ফোরেন্সিক সায়েন্সের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য। দুইটী যন্ত্র শকটের মধ্যে সংঘাত হওয়া মাত্র উহাদের একটীর গাত্রবর্ণ অপরটীর গাত্রে সন্নিবেশিত হয়ে পড়ে। এক কথায় উভয় শকটই উভয়ের বর্ণের সামান্যাংশ স্ব স্ব গাত্রে সন্নিবেশিত করে। ইহা সকল ক্ষেত্রে চর্ম্মচক্ষুতে দেখা না গেলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা ধরা পড়ে। যদি কোনও ক্রমে কোনও একটী শকট স্থান ত্যাগ করে সরে পড়তে সক্ষম হয়, তাহলে উহা পাকড়াও করে এনে উহার সংঘাত স্থান পরীক্ষা করলেই বুঝা যাবে যে অমুক বর্ণের গাড়ীর সহিত ঐদিন ইহার সংঘাত হয়েছিল।

সংঘাতকারী মোটরযান সমূহকে রক্ষিগণের উচিত হবে বিশেষজ্ঞের দ্বারা যথা সত্বর পরীক্ষা করানো, কারণ আসামীগণ আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রায়ই বলেছে যে সহসা ব্রেক বা ষ্টিয়ারিঙ (বা অন্য যন্ত্র) খারাপ হওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এইজন্য সে নিজে এই দুর্ঘটনার জন্যে কোনও ক্রমে দায়ী নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ বলে দিতে পারবেন, তার এই অজু-হাতের কোনও ভিত্তি আদপে আছে কি'না? এতদ্ব্যতীত সংশ্লিষ্ট মোটরযানের এই দুর্ঘটনাজনিত কিরূপ ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তা'ও বিশেষজ্ঞগণ বলে দিতে পারবেন। দুর্ঘটনা জনিত কোনও ব্যক্তি আহত হলে, তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে চিকিৎসার্থে প্রেরণ করা প্রয়োজন। তদন্তের কারণে তার আঘাত ও উহার কারণ সম্পর্কে ডাক্তারী রিপোর্টেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। দুর্ঘটনায় কোনও ব্যক্তি নিহত হলে, তার দেহ যথা সত্বর ময়না-তদন্তের জন্য চেরাইখানায় বা ব্যবচ্ছেদাগারে

পাঠাতে হবে। শব ব্যবচ্ছেদ দ্বারা ব্যবচ্ছেদক ডাক্তার বলে দিতে পারবেন যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি ?

মোটর দুর্ঘটনার তদন্তে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি খুব সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যক্ষদর্শিগণ নিজেরা মোটর চালক না হলে তাঁদের পক্ষে উহার যথাযথ কারণ বলা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ কম লোকেই দুর্ঘটনাটী প্রকৃতপক্ষে দেখবার সুযোগ পায়। কারণ দুর্ঘটনা সর্ব্বদাই অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে থাকে। কার্য্যরত ব্যক্তিগণ মাত্র সংঘাতের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে বা মুখ ফিরে দেখে যে অমুক গাড়ীটী ঐখানে এবং অমুক গাড়ীটী এইখানে পড়ে রয়েছে কিংবা অমুক আহত বা নিহত ব্যক্তি ঐখানে শায়িত রয়েছে। যদি তৎক্ষণাৎ এই সকল প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি গ্রহণ করা হতো তা' হলে তারা এই কথাই বলে যেতো। কিন্তু কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর সাধারণ প্রত্যক্ষদর্শিগণ তাদের "না-দেখা" রূপ বহু ফাঁক পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা পূরণ করে নিয়ে পরে সত্য সত্যই ঐরূপে বা এইরূপে উহা ঘটেছে বলে বিশ্বাস করতে সুরু করে। সাধারণ মানুষের চিন্তার ধারা মোটরবিহারীর বিপক্ষে ও পথচারীর সপক্ষে প্রবাহিত হয়, এই কারণে তাদের বিশ্বাস হয় যা কিছু দোষ তা ঐ মোটর-বিহারীর, পথিকের এতে একটুও দোষ ছিল না। অপর দিকে মোটর-বিহারী প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা থাকে এদেশের লোক রাস্তা চলতে জানে না, বহুক্ষেত্রে তারা ছুটে অকারণে চলন্ত গাড়ীর সামনে এসে পড়ে। এইজন্য মোটর-বিহারী প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতানুযায়ী তাদের এই সকল না-দেখা রূপ ফাঁক ভিন্ন পথে পুরণ করে নিয়েছে। এই সকল কারণে অকুস্থলে প্রাপ্ত পরিবৈশিক প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি সত্য, মিথ্যা বা ভুল তা বিচার করে নেওয়া প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত এমন বহু মোটর-বিহারী আছেন যাঁরা ঘটনার

অব্যবহিত পরে থানার রিপোর্টে তাঁর এক বন্ধুর মোটরের নম্বর লিখিয়ে দেন, এই বলে যে ঐ মোটরটী ঐ সময় ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল এবং তার নাম না-জানা আরোহী ঘটনাটী দেখেছেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর ঐ বন্ধুকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেন যাতে সে তার পক্ষে থানায় এসে মিথ্যা এজাহার দিতে পারে। কখনও কখনও তাঁরা কোনও এক বন্ধুকে দিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখিয়েছেন এই বলে যে সে ঐ দিন এক মোটর দুর্ঘটনা ঐ স্থানে পরিলক্ষ্য করেছেন এবং প্রয়োজন হলে তিনি এই সম্পর্কে প্রকৃত বিবরণ প্রদান করতে সক্ষম হবেন। কখনও কখনও দুর্ঘটনাকারিগণ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের ঠিকানা সহ নাম একটা কাগজে টুকে উহা রক্ষীদের নিকট পেশ করেছেন এই বলে যে তারা পথ দিয়ে যাচ্ছিল এবং এই সুযোগে তিনি তাদের নাম ও ঠিকানা টুকে নিয়েছেন। সাধারণতঃ এই সকল প্রত্যক্ষদর্শীদের নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে বিবেচনা করা হয়েছে, কিন্তু রক্ষীদের উচিত হবে চালকের সহিত তাদের কোনও নিকট সম্পর্ক আছে কিনা তারও কিছুটা খোঁজ করা। এতদ্ব্যতীত সন্দেহ হওয়া মাত্র রক্ষীদের উচিত হবে তৎক্ষণাৎ ঐ সকল ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা, দুর্ঘটনাকারীদের তাদের ঐ সকল আত্মীয় বা বন্ধুদের মিথ্যা এজাহার প্রদানের জন্য শিক্ষা দিবার কোনও অবসর বা সুযোগ না দিয়েই।

সাবধানে মোটর দুর্ঘটনার তদন্ত না করলে সত্য মিথ্যা বুঝা দুষ্কর। বহুক্ষেত্রে সাক্ষিগণ পরস্পর বিরোধী বিবৃতিও প্রদান করে থাকে। অপরাপর কারণেও মিথ্যা বলা সাক্ষীদের পক্ষে অসম্ভব নয়। এই কারণে সমাজে সাক্ষীদের প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও পেশা সম্পর্কেও রক্ষীদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, অন্যথায় কিরূপ বিপর্য্যয় সৃষ্ট হতে পারে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"অমুক রাস্তায় এতো নম্বর বাড়ীতে একজন উচ্চশিক্ষিতা সিনেমা নটী বাস করতেন। যে কোনও কারণেই হউক পল্লীর নিষ্কর্মা যুবকগণ তাঁর বাড়ীর নিকট সমবেত হলে তিনি অভিযোগমুখর হয়ে উঠতেন। এই সকল কারণে যুবকগণ এই মহিলাটী এবং তাঁর নিত্য সহচর জনৈক ভদ্রলোকের উপর বিশেষ বিরূপ হয়ে উঠে। এই দিন থানায় সংবাদ এলো যে একজন কাঁচের বাসন বিক্রেতা ঝাঁকা মাথায় ঐ স্থানের রাজপথ অতিক্রম করবার সময় এক চলন্ত মোটরকার দ্বারা ধাক্কা খেয়ে নিহত হয়েছে। আমি এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত সুরু করে দিই। কিন্তু ঐ রাজপথের মধ্যস্থলে সামান্য সামান্য মনুষ্য রক্তের চিহ্ন ও কাঁচের বাসনের ভাঙা টুকরা দেখতে পেলেও ঐ নিহত বা আহত পথচারীর কোনও সন্ধানই পাই না। এই সময় ঐ পল্লীবাসী প্রায় দশ বারো জন নিষ্কর্মা যুবক এসে আমাকে জানালো যে ঐ সিনেমা নটীর মোটর দ্বারা এই দুর্ঘটনা সমাধা হয়েছে। সিনেমা নটী অমুক দেবী সম্মুখের সিটে আরামে বসেছিলেন এবং তাঁহার অতিভক্ত পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটী গাড়ীটী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রবলবেগে ঘণ্টি বা হর্ণ না দিয়ে লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে পরে অচৈতন্য অবস্থায় তাকে তুলে নিয়ে গাড়ীখানি না'কি নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এতগুলি প্রত্যক্ষদর্শী একত্রে কদাচ পাওয়া গিয়েছে এবং তাহা পাওয়া গেলেও এইরূপ এক ঘটনা এতগুলি লোকের পক্ষে একই রূপে পরিলক্ষ্য করা অসম্ভব। আমি এই সকল প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি সমূহ লিপিবদ্ধ করে থানায় ফিরে ভাবছিলাম ঐ সিনেমা নটীকে এখুনি গ্রেপ্তার করবো কি'না? এমন সময় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল হতে আমি একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হলাম, উহা হতে বুঝা গেল যে ঐ সময় ঐ স্থানে অপর এক গাড়ীতে

একজন বাসন বিক্রেতাকে ধাক্কা দিয়ে ভূপতিত করে। পরে জনৈক ডাক্তার তাকে তাঁর গাড়ীতে উঠিয়ে ঐ হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। আমি এর পর ঐ যুবক ডাক্তারকে পাকড়াও করে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা মশাই, আপনার পার্শ্বে কি এই সময় কোনও সিনেমা নটী উপবিষ্টা ছিলেন। ভদ্রলোক আমার এই প্রশ্নে হতভম্ব হয়ে আঁতকে উঠে বললেন, আরে রাম রাম, আমি কি এই রকম মানুষ, বাড়ীতে আমার স্ত্রী আছে, এই সব আপনি কি বলছেন। এর পর আমার বুঝতে বাকি থাকে নি যে ঐ সকল যুবক ব্যক্তিগত ক্রোধের কারণে অযথা ঐ সিনেমা নটীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল মাত্র। সৌভাগ্যক্রমে ঐ যুবক ডাক্তার স্বকীয় দোষ স্বীকার করে 'আপনার নাম এবং গাড়ীর নম্বর হাসপাতালে লিখিয়ে না এলে আমরা অবশ্যই অতগুলি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি বিশ্বাস করে অযথা হয়তো ঐ সিনেমা নটীকে হায়রানি করতে বাধ্য হতাম।"

মোটর দুর্ঘটনার ন্যায় অন্যান্য দুর্ঘটনা সমূহেও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ যাচাই করে নেওয়া উচিত। ছাদ হতে পড়ে, জলে ডুবে, বৃক্ষ হতে পড়ে, বাটী ধ্বসে, গভীর খাতে পড়ে, হিংস্র জন্তুর দংশনে বহু ব্যক্তি আহত বা নিহত হয়েছে। কোনও কার্য্য করার জন্যে যেমন দুর্ঘটনা ঘটে তেমনি কোনও করণীয় কার্য্য না করার জন্যও দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। ধরা যাক কেহ বুঝলেন যে, তাঁর পুরাণো বাড়ী না সারালে সামনের বর্ষায় উহার পতন অনিবার্য্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি উহার সারাবার ব্যবস্থা না করে উহার ঘরে ঘরে ভাড়াটীয়া বসালেন। এমতাবস্থায় যদি ঐ বাড়ীর কোনও অংশ সহসা ধ্বসে পড়ে কাহারও মৃত্যু ঘটে তাহলে উহার জন্য ঐ বাড়ীর মালিকই দায়ী হবেন; কিংবা বাড়ীর সারাবার কালে যদি তিনি বেষ্টনী প্রভৃতির দ্বারা প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন না করেন এবং

ঐ কারণে যদি কেহ ইষ্টকাহত হয়, তাহলেও এজন্য তিনি অপরাধী বিবেচিত হবেন। কেহ যদি কোথাও উপযুক্ত বেষ্টনী ব্যতীরেকে গভীর খাত খনন করেন এবং ঐ খাতে যদি কোনও শিশু পতিত হয় তাহলে এই দুর্ঘটনার জন্যেও দায়ী হবেন ঐরূপ খনন কার্য্যের হোতা নিজে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রকৃত হত্যাকেও দুর্ঘটনারূপে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এই জন্য প্রতিটী দুর্ঘটনা অতীব সাবধানতার সহিত তদন্ত করা উচিত হবে। এই সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"বাড়ীর অমুক চাকর ঐ গৃহের কন্যার প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। এই ঘটনা ঐ দিন কর্ত্তাদের গোচরে আসে। তাঁরা তখন তাকে ধরে তেতলার ছাদ হতে নিম্নে ফেলে দেয় এবং তার পর চীৎকার করতে করতে নিম্নে এসে সকলকে জানায় যে কাপড় শুকতে দেবার সময় দৈবাৎ পা ফসকে সে পড়ে গিয়েছে। বলাবাহুল্য, অত উপর হতে পতিত হওয়ায় সে কোনও বিবৃতি না দিয়েই মৃত্যুবরণ করেছিল।" *

এই সকল দুর্ঘটনার তদন্তে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, মানুষ উপর হতে যে স্থানে প্রথম পড়েছে সেই স্থানের হ্যাচড়ানির দাগ হতে তার দেহ কিছু দূরে শায়িত রয়েছে। এর কারণ মৃত্যুকালীন প্রতিরোধ (ছটফটানি) তার মধ্যে এসে যায়। বহুক্ষেত্রে এমতাবস্থায় নিহত ব্যক্তি মাথা পর্য্যন্ত অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে পেরেছে।

হিংস্র জন্তু যথাযথভাবে আয়ত্তে না রাখার কারণে যদি উহা কাহাকেও দংশন করতে সক্ষম হয় তাহলেও উহার জন্য অপরাধী হবেন ঐ জন্তুর মালিক বা ধারক। খারাপ মেসিনে কায করতে দেওয়ার ফলে যদি

---

* সুবিধামত হত্যার উদ্দেশ্যে মোটর চাপা দেওয়ার কথাও শুনা গিয়াছে। এই ক্ষেত্রে চালক জানে যে তার শাস্তি যদি হয় তো তা খুনের জন্য হবে না।

কেহ আহত বা নিহত হয় তাহলেও এজন্য দায়ী হবেন ঐ মেসিনের মালিক। বহুস্থলে নিজের অবিবেচনার কারণেও নিজের সম্পর্কে দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাতা হয়তো আপন শিশুকে ক্রোড়ে করে উত্তপ্ত ষ্টোভে বোতল সহ স্পিরিট ঢালছেন, এমন সময় সহসা ঐ বোতল ফেটে ঐ শিশুটিকে নিহত করলো। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মানুষ মারা গেলে উহা হত্যা, আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা জনিত হয়ে থাকে। এইখানে গৃহের অবস্থা ও ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, দরজা জানালা খোলা না বন্ধ থেকেছে, ইত্যাদি পরিবৈশিক প্রমাণের উপর অধিক নির্ভরশীল হতে হবে। কেহ যদি আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়, অর্থাৎ কেউ যদি বলে মরগে যা এমনি করে, তাহলে তাকে প্ররোচনার দায়ে দায়ী করা যেতে পারবে। কোনও এক ঘটনা আপাতঃ দৃষ্টিতে দুর্ঘটনা রূপে প্রতীত হলেও উহা হতে বহু দুরূহ মামলার আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নয়, এই কারণে এ সকল দুর্ঘটনা অতি সাবধানতার সহিত তদন্ত করা উচিত।

অপতদন্ত—ক্ষতিকৃত্য *

ক্ষতিকৃত্য অপরাধকে ইংরাজীতে বলা হয়ে থাকে মিসচিফ্। এই সকল অপরাধ কেবল মাত্র অপরের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষতি সাধনের মধ্যে অপরাধীর নিজের কোনও প্রত্যক্ষ রূপ লাভালাভ থাকে না। এই অপরাধ সামান্য মূল্যের দ্রব্যাদি সম্পর্কে হলে ইহা পুলিশের গ্রাহ্য মামলা রূপে বিবেচিত হয় না, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত দ্রব্যাদি বহুমূল্যের হলে ইহা পুলিশ গ্রাহ্য মামলা বিধায় রক্ষীদের তদন্তাধীন হয়ে থাকে। অগ্নিপ্রদান এইরূপ মামলা সমূহের এক অন্যতম

---

* অগ্নিপ্রদান

মামলা, কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্যে অগ্নিপ্রদান করলে অবশ্য উহা হত্যা রূপে বিবেচিত হবে। এই মামলা তদন্ত করতে হলে রক্ষীদের অবগত হতে হবে অগ্নিদাহ কত প্রকারের হয়ে থাকে বা তা হতে পারে; তা না হলে কোনটী দুর্ঘটনা প্রসূত বা কোনটী ইচ্ছাকৃত তা তাঁরা নির্দ্ধারণ করতে সক্ষম হবেন না।

অগ্নিদাহ সাধারণতঃ তিনটী কারণে হয়ে থাকে, যথা—(১) দুর্ঘটনা-জনিত, (২) ইচ্ছাকৃত, (৩) অসাবধানতা বশতঃ। দুর্ঘটনা মাত্র অবশ্য কাহারও না কাহারও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপ অসাবধানতার ফলে হয়ে থাকে। এই কারণে এইখানে অসাবধানতা অর্থে আমরা ইচ্ছাকৃত অসাবধানতা বুঝিব। সেলুলয়েড নির্ম্মিত পাতলা দ্রব্যাদি, যেমন সিনেমার ফিলিম ইত্যাদি ইহাদের স্বয়ংক্রিয় দাহশক্তি (self-ignition) আছে। প্রচলিত আইনানুযায়ী মালিকগণ এই সকল বস্তু হিমঘরে (cold storage) রক্ষা করতে বাধ্য। কিন্তু তা না করে যদি তাঁরা এই সকল বস্তু কোনও বাসগৃহে পেটিকাবদ্ধ অবস্থায় রক্ষা করেন তা হলে অন্যান্য কারণ ব্যতীতও বাহিরের বা ভিতরের উত্তাপজনিত কিংবা অন্য কোনও কারণে উহা আপনা হইতেই বিদগ্ধ হয়ে উঠতে পারে। দাহ্যমান বস্তু মাত্রকেই বাসগৃহ হতে বহু দূরে সাবধানে এবং বৈজ্ঞানিক রীতিতে রক্ষা করা উচিত। বড় বড় প্রেক্ষাগৃহ ও অনুরূপ স্থান সমূহে মালিকগণের উচিত হবে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা। কোনও রূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অভাবে যদি দ্রব্যের ক্ষতি ঘটে বা জীবন হানি হয়, তাহলে এর জন্য দায়ী হবেন ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিকরা। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট যত্র তত্র নিক্ষেপ করেন বা যাঁহারা অসাবধানে রন্ধন কার্য্য করেন বা রন্ধনের পর অগ্নি নির্ব্বাপিত না করেই স্থানত্যাগ করেন, তাঁহারাও প্রায়শঃ ক্ষেত্রে বড় বড় অগ্নি-

কাণ্ডের জন্য দায়ী হয়েছেন। অগ্নিদাহ জনিত বহু দুর্ঘটনা অট্টালিকা সমূহের ইলেকট্রিক লাইনের দোষ ত্রুটীর জন্যও ঘটে গিয়েছে। দাহ্যমান দ্রব্যাদির নিকট দগ্ধমান বস্তুসহ ঘুরাফিরা করাও এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ, কারণ এইরূপ কার্য্য দ্বারা যে কোনও সময় তারা বিপদ ঘটাতে পারে। আপাতঃ দৃষ্টিতে কোনও এক দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনারূপে প্রতীত হলেও উহার মূলে থাকে কোনও না কোনও এক ব্যক্তির অবিবেচনা বা অসাবধানতা। রক্ষিগণ যদি বুঝেন যে অগ্নিকাণ্ড কাহারও অবিবেচনা বা অসাবধানতার কারণে বা অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থার অভাবের জন্য সংঘটিত হয়েছে, তাহলে রক্ষিগণকে সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা অবগত হতে হবে সেই ব্যক্তিটী কে বা কাহারা? সাধারণতঃ মালিক ও তাহার ম্যানেজারকেই এই ব্যাপারে দায়ী করা যেতে পারে। এই জন্য রক্ষীদের উচিত হবে প্রথমে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে বাহিরের দুইজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সম্মুখে অকুস্থলে প্রাপ্ত বিদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ দাহ্যবস্তু (যথা—সিনেমা ফিলিম ইত্যাদি) যথানিয়মে তালিকাভুক্ত করে উহাদের হেপাজতে নেওয়া। এবং ইহার পর ঐ সকল দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপনার্থে উহাদের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রেরণ করা। ইহার পর রক্ষীদের অনুসন্ধান দ্বারা এমন সকল কাগজপত্র অকুস্থল বা অন্যত্র হতে সংগ্রহ করতে হবে যাতে কোনও এক ব্যক্তিকে আইনানুযায়ী কোনও এক কার্য্য করা বা না করার জন্য দায়ী করা যেতে পারবে। এই সম্পর্কে বাড়ীওয়ালা সহ-ভাড়াটিয়া বা ফার্ম্মের কর্ম্মচারী এবং প্রতিবেশীদের বিবৃতি আদিও লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন। এরপর রক্ষীদের অনুসন্ধান করতে হবে দাহ্যবস্তু সমূহ মজুত রাখার প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমতি অপরাধীদের আছে কিনা, কারণ এমন বহু দাহ্যবস্তু আছে যাহা সরকারী অনুমতি ভিন্ন কেহ মজুত রাখতে পারে না। যদি তাহাদের এইরূপ অনুমতি থাকে

তাহলে উহাদের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কত ? এবং অনুমতি পত্রানুযায়ী যে স্থানে বা ঠিকানায় ও যে উপায়ে উহাদের মজুত রাখার কথা তাহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কিনা ? এই সকল আইনকানুনের ব্যতিক্রম হলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা যেতে পারে। এই মামলার তদন্তে সন্দেহজনক দাহ্যবস্তুর (combustible article) ভস্ম পাওয়া গেলে, উহা সংগ্রহ করে বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠালে তাঁরা বলে দিতে পারবেন ঐ ভস্মীভূত দাহ্যবস্তুর স্বরূপ কি ছিল। অর্থাৎ উহা কোন কোন দাহ্যবস্তুর ভস্ম তা তারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা বলে দিতে পেরেছেন। কোনও এক কার্য্য করার বা না করার জন্য যে কেবল মাত্র অপরাধী ব্যক্তির নিজের ক্ষতি হয়ে থাকে তা নয়। তাহার অবিবেচনা প্রসূত কার্য্যের জন্য প্রতিবেশীদের গৃহ ও কক্ষ সমূহও বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে, এই জন্য এইরূপ অপরাধ সর্ব্বদাই সাংঘাতিক মামলার পর্য্যায়ভুক্ত। গৃহের কোনও এক কক্ষে গোপনে বে-আইনী পেট্রোল প্রভৃতি দাহ্যবস্তু রাখার ফলে সারা বাটী অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনা পৃথিবীতে বিরল নয়।

দুর্ঘটনা প্রসূত অগ্নিদাহ সম্পর্কে বলা হলো, এইবার ইচ্ছাকৃত অগ্নিদাহ সম্বন্ধে বলবো। শেষোক্ত মামলা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—স্বয়ংকৃত এবং পরকৃত। নিম্নের তালিকাটি এ সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য।
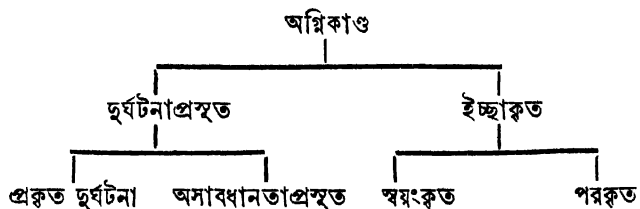
প্রথমে স্বয়ংকৃত অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে বলবো। এমন বহু ব্যক্তি বা ফার্ম্ম আছে যাঁরা ফায়ার ইনসিওরেন্স করে মধ্যে মধ্যে নিজ গৃহ

দোকান বা ফার্ম্মে অগ্নিপ্রদান করে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হতে বহু অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করে থাকেন। কেহ কেহ অংশীদারদের ফাঁকি দেবার জন্যেও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

এইরূপ মামলার তদন্তে রক্ষিগণের উচিত হবে নিম্নোক্ত বিষয় কয়টী তদন্ত দ্বারা অবগত হওয়া।

(১) অগ্নিদগ্ধ ফার্ম্মের আদপেই অগ্নিবীমা আছে কি'না? যদি তা থাকে তা কত টাকা মূল্যের, এবং অগ্নিকাণ্ডের কত দিন পূর্ব্বে উহা করা হয়েছে। যত টাকা মূল্যের বীমা করা হয়েছে তত টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি সচরাচর ঐ অফিস বা গুদামে থাকে কি'না; কত টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি অগ্নিদাহের পূর্ব্বে ঐ স্থানে মজুত ছিল। অগ্নিকাণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ সকল দ্রব্য কি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বা বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে।

এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হিসাবপত্রও দ্রব্যাদির সহিত পুড়ে গেছে বলে প্রচার করা হয়। রক্ষীদের উচিত হবে গোপন তদন্ত দ্বারা অবগত হওয়া যে হিসাবপত্র ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র সরানো হয়েছে কি না? এইরূপ কোনও সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষিগণের উচিত হবে ঐ সকল স্থানে হানা দিয়ে হিসাব-বহি সমূহ হেপাজতে নেওয়া।

(২) ঐ ফার্ম্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত যানবাহন ও শকট সমূহের মালিকদের খুঁজে বার করে অবগত হতে হবে অগ্নিকাণ্ডের পূর্ব্বে কত পরিমাণ দ্রব্যাদি কোন কোন স্থানে তারা ঐ ফার্ম্মের নির্দ্দেশানুযায়ী পৌছিয়ে দিয়েছে। স্থানীয় যানবাহন প্রভৃতির মালিকদের নিকটও এইরূপ তদন্ত করা উচিত। এমন বহু স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীও পাওয়া যেতে পারে যারা বলবে ঘটনার পূর্ব্ব হতে বহু দ্রব্যাদি ঐ স্থান হতে পাচার করে দেওয়া হয়েছে।

[কেবল মাত্র যে ব্যবসায় সংক্রান্ত দ্রব্যাদি অগ্নিকাণ্ডের পূর্ব্বে পাচার করে দেওয়া হয়েছে তা নয়। বহুস্থলে ফার্ম্মে বা অফিসে মালিকদের বহু ব্যক্তিগত সৌখীন দ্রবাদিও থাকে। অগ্নিকাণ্ডের পূর্ব্বদিন সাধারণতঃ তাঁরা এই সকল নিজস্ব সম্পত্তি স্বগৃহে সরিয়ে নিয়েছেন। এই সম্বন্ধেও রক্ষীদের সাবধানে তদন্ত করা উচিত।]

(৩) ঐ ফার্ম্মটিতে কতবার আগুন লেগেছে। এইরূপ অগ্নিকাণ্ড প্রতিবেশী ফার্ম্মসমূহেও ঘটেছে কি'না। যদি দেখা যায় যে মাত্র এই ফার্ম্মটিতেই বারে বারে আগুন লাগে, কিন্তু নিকটে আর কোনও ফার্ম্মে আগুন লাগে না; তা' হলে এর প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে রক্ষীদের প্রথমে অবহিত হতে হবে।

(৪) ঐ ফার্ম্মটির গৃহসমূহ সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হয়েছে, না মাত্র দ্রব্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ? যদি কেবলমাত্র দ্রব্যাদি বিনষ্ট হয়ে থাকে তো উহার পরিমাণ কত, এবং উহা ফার্ম্মের কোন অংশে রক্ষিত ছিল। কোনও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি এই সঙ্গে বিনষ্ট হয়েছে কি'না ? বীমাসহ এই ফার্ম্মটী মালিকদের পক্ষে লাভজনক ছিল কি না ?

[বহুস্থানে মালিকগণ সমুদয় ব্যবসার স্থল বিধ্বস্ত হয় তাহা পছন্দ করেন না। কারণ ঐরূপ একটি ফার্ম্মের গৃহ পুনরায় নির্ম্মাণ করা বা সংগ্রহ করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। নানা কারণে ঐস্থানের সমুদয় দ্রব্যাদি বিনষ্ট হয় তাহাও তাঁহাদের কাম্য থাকে না। এইজন্য অগ্নি প্রদানের পূর্ব্বে তাঁরা প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। এবং বহুক্ষেত্রে এ ঘরের দ্রব্য ও ঘরে পূর্ব্বাহ্ণেই তাঁরা অপসারিত করেছেন। এইরূপ কোনও ব্যবস্থা বা অপসারণ পূর্ব্বদিনে হয়েছিল কি'না, যদি হয়ে থাকে তো তা কি কারণে হয়েছিল তা'ও রক্ষীদের অবগত হওয়া উচিত।]

(৫) আনুমানিক কোন সময়ে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং কে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করে? অগ্নিকাণ্ড দিবাভাগে হলে কাহার পক্ষে উহা সর্ব্বাগ্রে দেখা সম্ভব? ঐ ফার্ম্মের কার্য্য সময় কে কে উহার নিকটে বা চতুষ্পার্শ্বে মোতায়েন ছিল। মিথ্যা অগ্নিকাণ্ডের মামলায় দেখা গিয়েছে যে ফার্ম্মের কার্য্যারম্ভের কিছু পূর্ব্বে এবং দুপুরে বা সকালে টিফিনের সময় ঐ স্থানে আগুন দেওয়া হয়েছে, যাতে করে সমধিক ক্ষতির পূর্ব্বে আগুন নির্ব্বাপিত করা যেতে পারে। দরোয়ান গেটে মজুত থাকলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গভীর রাত্রেও অগ্নি প্রদান করা হয়েছে।

(৬) ঐ ফার্ম্মের কোনও পার্টনার আছে কি'না? যদি থাকে তো তিনি শহরে উপস্থিত আছেন কি না? এবং তাঁহাদের মধ্যে হৃদ্যতা কিরূপ? এই সকল তথ্যও তদন্তে রক্ষীদের অবগত হতে হবে। বহুস্থলে পার্টনারগণকে,এমন কি আপন ভাইকেও এইরূপে ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কখনও কখনও ইন্‌কাম ও সেল্‌ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যেও এই উপায়ে খাতাপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়ে থাকে। এইজন্য ইন্‌কমট্যাক্স আফিসে ফার্মের খাতাপত্র দাখিল করার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে এই অগ্নিকাণ্ড সমাধা হয়েছে কিনা তাহাও রক্ষীদের অবগত হওয়া দরকার।

সকল ক্ষেত্রে ফার্ম্মের মালিক স্বয়ং এই সকল কার্য্য সমাধা করেন নি। তাঁর নির্দ্দেশ মত এক তাঁবেদার ব্যক্তি দ্বারা ইহা কৃত হয়েছে। এইজন্য রক্ষীদের এই সম্পর্কে গোপন অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন আছে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপরকে ফাঁসাবার জন্যে আপন ঘরে আগুন দিয়ে থানায় এজাহার দেওয়াও হয়েছে। এইরূপ ঘটনা সাধারণতঃ রাজ্যের পল্লী অঞ্চলে ঘটে থাকে। এই সম্পর্কে নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা উদ্ধৃত করা হলো।

"আমাদের গ্রামের অমুক চৌকিদার জমিদারের প্ররোচনায় একদিন আমাদের একজনকে অযথা অপমান করে বসলো। আমরা দশ বারো-জন গ্রাম্য যুবক ইহা অবগত হওয়া মাত্র ক্রুদ্ধ হয়ে চৌকিদারের বাড়ী উপস্থিত হয়ে দেখলাম সে তার গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেখে সে ভীত হয়ে তার চালা ঘরে ঢুকে পড়লে আমরা তাকে শাসিয়ে চলে আসি। নিজেদের পাড়ায় ফিরে এসে দেখি ওদের পাড়ায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। অকুস্থলে ছুটে গিয়ে দেখি ঐ চৌকিদারের গৃহটিই ভস্মীভূত হচ্ছে। এদিকে জমিদারের সলা মত ঐ পাড়ার এক ব্যক্তি নিকটের থানায় খবরও দিয়ে এসেছিল। দারোগাবাবু তদন্তে এসে শুনলেন যে আমরা তাড়া করে তার ঘর পর্য্যন্ত এসে ফিরে যাই এবং তারপরই সকলে দেখে যে চৌকিদারের ঘর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আমাদের পূর্ব্বাচরণ আমাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিবৈশিক প্রমাণরূপে প্রযুক্ত হলো। অগত্যা দারোগাবাবু আমাদের সকলকেই একে একে গ্রেপ্তার করলেন। ইতিমধ্যে ভাগ্যক্রমে ঐ পাড়ার একজন জানালে যে অগ্নিকাণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বে চৌকিদার তার তোরঙ্গ প্যাটরা ও চৌকিদারী পোষাক এবং তার স্ত্রীকে মাঠের বাগানে তার শ্বশুর বাড়ীতে রেখে তক্ষুণি নিজ বাড়ীতে ফিরে আসে। প্রকৃতপক্ষে সে তার বাড়ী হতে বেরিয়ে আসা মাত্র ঐ সাক্ষী সেখানে আগুন দেখতে পায় এবং আমরা তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলাম না। এই কথা শুনে দারোগাবাবু চৌকিদারের শ্বশুর-বাড়ী তল্লাস করে ঐ সকল দ্রব্য সেইখান হতে উদ্ধার করেন এবং তার শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট হতে এই সম্পর্কে একটি স্বীকৃতিও আদায় করেন। দারোগাবাবু এর পর সসম্মানে আমাদের মুক্তি দিয়ে ঐ চৌকিদারকে মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন।"

স্বয়ংকৃত অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে বলা হলো। এক্ষণে পরকৃত অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে বলবো। ঘটনার পরিস্থিতি হতে সহজেই বুঝে নেওয়া যায় যে উহা স্বয়ংকৃত বা পরকৃত। পরকৃত অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে প্রথমে অবগত হতে হবে গৃহের কোন অংশে প্রথম অগ্নি দেখা গিয়েছে এবং ঐ স্থানে গমনাগমনে কাহার কিরূপ সুযোগ সুবিধা আছে। সাধারণতঃ গভীর রাত্রে অপরাধিগণ অগ্নিসংযোগ করে থাকে এবং ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ঐ গৃহের বা দ্রব্যের মালিকের ক্ষতি সাধন। সাধারণতঃ প্রতিশোধ চরিতার্থের জন্য কিংবা হিংসাপরায়ণ হয়ে এই সকল অপকার্য্য করা হয়ে থাকে। তবে কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যেও এইরূপ অপরাধ সাধিত হয় নি তাহাও নয়। এই প্রকার তদন্তে প্রথমে অবগত হতে হবে কাহার স্বার্থে ঐ ফরিয়াদীর গৃহে বা ফার্মে অগ্নি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ঐরূপ অপকার্য্যে অপরাধীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল? এই তদন্তে ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সহজেই বলে দিতে পারবেন অপরাধী কে বা কাহারা? এর পর তদন্তকারী অফিসারকে বিবেচনা করতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ধারণা ভ্রান্ত বা মিথ্যা কি না? কারণ পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির একাধিক শত্রু থাকাও অসম্ভব নয়। বহুক্ষেত্রে জমিদার সহজে ঠিকা প্রজা উচ্ছেদ করার জন্যেও তাদের খড়ো ঘর পুড়িয়ে দিয়েছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে জমিদার ও প্রজার কোনও মামলা বিচারাধীন আছে কি না তা জানা দরকার। যদি এইরূপ কোনও মামলা আদালতে চালু থাকে তা' হলে রক্ষীদের অবগত হতে হবে জমিদার পক্ষে ঐ মামলার তদ্বিরকারক কারা? এই সকল তদন্তে যদি কেহ বলে যে, সে অমুক ব্যক্তিকে ঐ গৃহের একমাত্র রাস্তায় যেতে দেখেছে, এবং তার সেখান হতে ফিরে আসবার অব্যবহিত পরে গৃহের ঐ কোণে সে আগুন দেখতে পায়, কিংবা কেহ যদি বলে যে

আগুন দেখে সেখানে উপস্থিত হয়ে সে ঐ দিক হতে অমুক ব্যক্তিকে ছুটে পালাতে দেখেছে তা'হলে তাদের ঐরূপ বিবৃতি সমূহ পরিবৈশিক প্রমাণরূপে বিবেচিত হবে। এই সকল কারণে ঐ সময় সাধারণতঃ যারা ঐ রাস্তায় চলাফেরা করে বা যারা চতুষ্পার্শ্বের বাটীগুলিতে ঐ সময় অবস্থান করে, সত্য নিরূপনার্থে রক্ষিদের তাদের মধ্যে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা উচিত। এতদ্ব্যতীত এমন কয়েক ব্যক্তিকেও পাওয়া যেতে পারে যারা হয়তো বলবে যে তাদের অর্থলোভ দেখিয়ে এই অপকার্য্যে প্ররোচিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা কোনও এক কারণে এইরূপ কার্য্যে রত হতে অস্বীকৃত হয়েছিল।

অকুস্থলে প্রাপ্ত পদচিহ্ন সমূহ এই মামলার তদন্তে বিশেষ রূপে সহায়ক হয়। এতদ্ব্যতীত অপরাধিগণ পলায়নের সময় বহু দ্রব্যাদি, যথা—দেশলাই বাক্স, মশাল, পাকাটীর তাড়া, জুতা, ল্যাম্প, বোতল প্রভৃতি অকুস্থলে ফেলে এসেছে। এই সকল দ্রব্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুধাবন করেও বহু মামলার কিনারা করা সম্ভব হয়েছে।

সকল সময় যে বাহিরের লোকের দ্বারা এই সকল অপকার্য্য কৃত হয়ে থাকে তা নয়, বহুক্ষেত্রে ভিতরের লোক, যথা—আত্মীয়-স্বজন ভৃত্য প্রভৃতির দ্বারাও এইরূপ অপকার্য্য করানো হয়ে থাকে। সাধারণতঃ উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করে অকৃতজ্ঞ ভৃত্যদের দ্বারা এই সকল অপকার্য্য করানো হয়েছে। এই সম্পর্কে নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"ধুমো ছিল আমারই তাঁবের লোক, কিন্তু এ কথা না জেনে শত্রুপক্ষীয়রা তাকে তাদের গৃহে নিযুক্ত করে। এই দিন দুপুর বেলা তার সাহায্যে ঐ বাড়ীর সকলকে পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, ভৃত্য ধুমো কেরোসিনের একটা টিন যে স্থানে বিছানাপত্র জড়ো করা থাকতো, সেই স্থানে রেখে তাতে সে

অগ্নিসংযোগ করবে। এবং এর ফলে সারা গৃহের সহিত বাড়ীর লোকেরাও অগ্নিদগ্ধ হবে, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। অগ্নিসংযোগ করবার সময় ঐ ভৃত্যের নিজের পরিধেয় বস্ত্র অসাবধানতা বশতঃ অগ্নিযুক্ত হয়ে পড়ে। সে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় চীৎকার করতে করতে ঐ ঘর হতে বেরিয়ে এসে দালানের উপর আছড়ে পড়লো। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ বহু ব্যক্তির পীড়াপীড়ি সত্বেও সে আমার নাম প্রকাশ না করে মৃত্যুবরণ করেছিল।”

বহুক্ষেত্রে এইরূপও ঘটেছে যে কোনও এক দরিদ্র প্রতিবেশী পূর্ব্বাহ্ণে নিজের ঘরের মূল্যবান দ্রব্যাদি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে তার সেই ঘরে অগ্নিসংযোগ করেছে যাতে তার ধনী প্রতিবেশীর অট্টালিকা বা গুদাম অগ্নিদগ্ধ হতে পারে। এইরূপ অপকার্য্য উৎকোচ দ্বারা বশীভূত হয়ে অপরের প্ররোচনায় করা হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত কোনও কোনও দুর্বৃত্ত সারা বাড়ী অগ্নিদগ্ধ করার উদ্দেশ্যে ঐ বাড়ীর একটি গৃহ ভাড়া নিয়ে উহাতে অগ্নিসংযোগ করে অন্যত্র সরে পড়েছে।

সাধারণতঃ ফরিয়াদিগণ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ রক্ষীদের এই বিশেষ অপরাধের তদন্তে সম্ভাব্য অপরাধীদের নাম ধাম বলে দিতে পেরেছে, কিন্তু বহুক্ষেত্রে উহা তাদের শত্রুদের প্রতি সন্দেহের কারণে বিবৃত হয়েছে। এইজন্য ফরিয়াদীর বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিবৃতির উপর রক্ষীদের অধিক নির্ভরশীল হওয়া উচিত হবে না। সাধারণতঃ অতি চালাক অপরাধীরা ঐ সময় অন্যত্র অবস্থান করেছে বলে প্রমাণ দেখাতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষীদের বিবেচনা করতে হবে ঐ ব্যক্তি অকারণে বা নিষ্প্রয়োজনে ঘটনার দিন অন্যত্র অবস্থানই বা করেছিল কেন?

সাধারণতঃ স্বয়ং এই অপকার্য্যে ব্যাপৃত না থেকে অপরাধিগণ

তাহাদের চরগণ দ্বারা এই সকল অপকার্য্য সমাধা করেছে। ইহারা বহুক্ষেত্রে দাহ্য বস্তুর উপর প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি স্থাপন করে বহু দূরে চলে গিয়েছে, যাতে কেহ তাদের এই সম্পর্কে সন্দেহ না করতে পারে। আমি একটী মামলা জানি, যেস্থলে বিচুলি গাদার উপর জল সহ মালায় 'ফসফরাস' রেখে অপরাধী দূরে সরে গিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা পর রৌদ্রের খরতাপে মালার জল শুষ্ক হওয়া মাত্র মালা সহ বিচুলি গাদা হু হু করে জ্বলে উঠেছিল।

কোনও বস্তু সালফেটু সলিউসনে সিক্ত করে কিংবা দাহ্যমান বস্তুর প্রতি কোনও আতস কাঁচ সন্নিবেশিত করেও অপরাধীরা শত্রুপক্ষীয়দের বাটী বিদগ্ধ করে দিতে সক্ষম। প্রতিটী ক্ষেত্রে এই সকল যন্ত্রপাতিও ঐ বাটীর সহিত ভস্মীভূত হওয়ায় আমরা ইহাদের সন্ধান কদাচ পেয়ে থাকি। এমনও শুনা গিয়েছে যে জ্বলন্ত তামাকের টীকা কোনও বৃক্ষের শাখায় কিংবা কোঠা বাড়ীর কার্নিশে রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে কাক-বহুল স্থানের কোনও কাকপক্ষী উহা মুখে করে অদূরের খোড়ো কাছারীর বাড়ীর চালে ফেলে দিতে পারে। সিপাহী শান্ত্রী রক্ষিত কাছারী বাড়ীর দলিলপত্র বিদগ্ধ করার জন্যে এইরূপ পন্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে।

ঘটনাস্থলে যদি অর্দ্ধদগ্ধ দেশলাই কাঠি পাওয়া যায় তা' হলে সন্দেহভাজন ব্যক্তির গৃহে প্রাপ্ত দেশলাই বাক্সের কাঠির সহিত উহার তুলনা করা উচিত। এমন বহু অর্দ্ধদগ্ধ তৈলসিক্ত পাটের গোছা ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছে, যাহার তন্তু পরীক্ষা করে বলে দেওয়া গিয়েছে যে, ঐরূপ তন্তু সহ পাট মাত্র অমুক ব্যক্তির গৃহে মজুত আছে। এতদ্ব্যতীত যদি দেখা যায় যে গৃহটী প্রজলিত হবার পূর্ব্বে গৃহস্বামী চালের খড়ের দগ্ধমান অংশ পূর্ব্বাহ্ণেই উঠিয়ে নিতে পেরেছেন, তা' হলে

ঐ অর্দ্ধদগ্ধ খড়ের সমাবেশের সহিত ঐ গৃহের চালের খড়ের তুলনা করে রক্ষিগণ বুঝে নিতে পারবেন ফরিয়াদীর বিবৃতি সত্য কি'না?

অন্যান্য বিষয়ের সহিত গৃহদাহ তদন্তে রক্ষীদের বিশেষরূপে দেখতে হবে স্বয়ংক্রিয় ভাবে উহাতে অগ্নিসংযোগ হয়েছে কি'না। সিলুলয়েড দ্রব্যাদি অধিক তাপের কারণে বাক্সবদ্ধ অবস্থাতেও প্রজ্বলিত হওয়া অসম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত সূর্য্যের খররশ্মি জল পাত্রের জলের উপর পতিত হয়ে, কিংবা কোনও আতস কাঁচের উপরে বা ফটোগ্রাফিক লেনস্ বা অত্যুজ্জ্বল ধাতু পাত্রে আলোক প্রতিফলিত হয়ে উহা দাহ্যমান বস্তুর উপর পড়লেও অগ্নিকাণ্ড হওয়া সম্ভব। কখনও কখনও মেটালিক পোটাসিয়াম প্রভৃতি বস্তু ও জল একত্রিত হয়েও উত্তাপ ও অগ্নি বিকীর্ণ করে থাকে, এতদ্ব্যতীত এমন বহু বস্তু আছে যাহা বায়বীয় উত্তাপের কারণে আপনা আপনি বিদগ্ধ হতে পারে। তূলা হেম্প ফ্ল্যাক্স প্রভৃতি উদ্ভিদতন্তু লিনসেড প্রভৃতি তৈল সিক্ত হলে বহুস্থলে আপনা আপনি বিদগ্ধ হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়ো, জিক্-ধূলি ও করাতের গুঁড়ো, চূর্ণিকৃত শস্যদানা এবং অস্থির গুঁড়ো প্রভৃতিও স্বয়ংক্রিয় ভাবে বিদগ্ধ হয়ে উঠা সম্ভব। এই কারণে রক্ষীদের উচিত হবে এই সকল দ্রব্যও ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোনও গৃহে বা গুদামে মজুত করে রাখা ছিল কি'না তাহা তদন্তের প্রারম্ভে অবগত হওয়া।

অপতদন্ত পশুহত্যা *

বিষ প্রয়োগে গৃহপালিত পশুহত্যা এই দেশে অপর এক প্রকার অপরাধ। সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা ক্ষতিকৃত্য অপরাধরূপে বিবেচিত হলেও ইহা এক বিশেষ লাভজনক ব্যবসার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। এমন বহু অসাধু চর্ম্মকার আছে যারা চামড়ার লোভে মাঠে ঘাটে সুবিধামত চরণরত গরুদিগকে বিষপান করিয়ে হত্যা করেছে। বহুস্থলে ইহাকে গো-মোড়ক মনে করে গ্রাম্য ব্যক্তিরা বিশেষ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি। এইরূপ কোনও সন্দেহের উদ্রেক হলে রক্ষীদের দেখতে হবে, যে সকল গরু মাঠে চরতে যায় মাত্র তাদেরই মরণ হচ্ছে, না সেই সঙ্গে যাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় না এমন পশুরও মৃত্যু ঘটছে। এই সম্পর্কে রক্ষীদের প্রথমে অবগত হতে হবে এই সকল পশুর মৃত্যুর পর কাহারা উহাদের চামড়া গ্রহণ করে থাকে, এবং তাহারা কতদিন হতে ঐ সকল গ্রামে চামড়া সংগ্রহের কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। এর পর রক্ষীদের উচিত হবে সহসা ঐ সকল চর্ম্মকারদের গৃহ সমূহ তল্লাস করে ঐরূপ অপকার্য্যে প্রযুক্ত বিষ সমূহ হেপাজতে নিয়ে উহাদের স্বরূপ পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রেরণ করা। এতদ্ব্যতীত মৃত্যুর যথার্থ কারণ নিরূপণার্থে মৃত পশুর ব্যবচ্ছেদিক পরীক্ষা বা ময়না তদন্তেরও প্রয়োজন আছে।

যদি দেখা যায় যে অপরাধীর গৃহে যে বিষ পাওয়া গেল ময়না তদন্ত দ্বারা নিহত পশুর দেহতে সেই বিষই পাওয়া গেল তা' হলে উহা অপরাধীর বিরুদ্ধে পরিবৈশিক প্রমাণরূপে প্রযুক্ত হবে। সাধারণতঃ

---

* গৃহপালিত

নিম্নোক্ত বিষ এই সকল অপরাধীরা এই কার্য্যে ব্যবহার করে থাকে। হতমান পশুদের উপর উহার প্রতিক্রিয়া হতে কোন বিষ পশুটীর নিধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়েছে তাহা বলে দেওয়া সম্ভব।

(১) সেঁকো বিষ বা আরসিনিক :—ইহারা তিন প্রকারের হয়ে থাকে ; যথা—(ক) সেঁকো বা সখিয়া ইংরাজীতে ইহাকে বলে শ্বেত আর্সিনিক, (২) হরিদ্রা আর্সিনিক বা হরিতাল, (৩) লোহিত আর্সিনিক বা মোমছাল। এই বিষপান করলে রোগী পশুর মধ্যে তৃষ্ণার উদ্রেক, আহারে অনিচ্ছা, বমন-ক্রিয়া, পাতলা বাহ্যে, রক্তসহ বাহ্যে, অঙ্গাদির যুক্তস্থানে প্যারালেসিস্‌, কর্ণের ও শৃঙ্গের হিমাবস্থা, কনভালসন্‌ এবং ষ্টুপার পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। উহাদের মূত্রে আলবুমেন এবং রক্তচিহ্নও পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। কুকুর জীবে এই বিষক্রিয়ার কারণে বমন, বমনেচ্ছা, কষ্টে মলমূত্রত্যাগ এবং মৃত্যুকালীন কনভালসন্‌ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ ছোট ভগিয়া মুচী নামক স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় ব্যক্তিগণ গ্রামাঞ্চলে এই বিষ দ্বারা বিনামূল্যে চামড়া সংগ্রহের মানসে পশুহত্যা করে থাকে। সাধারণতঃ এই সকল দুর্ব্বৃত্ত এই বিষ কলাপাতায় পুরে এনে উহা পশুদের সম্মুখে তাহাদের ইহা ভক্ষণের জন্য প্রলুব্ধ করে থাকে।

(২) ইণ্ডিয়ান লাইকোরিস্‌, বাংলাতে ইহাকে বলে, কুঁচ বা গুচি। এই বিষ কর্জ্জনি নামক একপ্রকার লতা বৃক্ষের বিচিতে থাকে। বাংলা দেশের বনে জঙ্গলে এই বিশেষ লতা প্রভূত সংখ্যায় দেখা যায়। ইহারা দুই প্রকারের হয়ে থাকে ; যথা—গাঢ় লোহিত বর্ণের পুষ্প ও বিচি সম্বলিত এবং শ্বেতপুষ্প ও বিচি সম্বলিত। এই উভয় প্রকার লতার বিচিতেই রক্তের উপর ক্রিয়াশীল অতি উগ্র বিষ রক্ষিত আছে। এই

বিষ-বীজ প্রথমে গুঁড়িয়ে জলসহ তরলাকৃতি করা হয়ে থাকে। ইহার পর দুইটী লৌহ গুণছুঁচের সূচী-অগ্রমুখে সাবধানে ঐ বিষের প্রলেপ লেপন করা হয়। এই বিশেষরূপে প্রস্তুত বিষময় গুণছুঁচকে বলা হয় 'সুতরি'। লম্বায় তিন-চার ইঞ্চি দুইটী সুতরি একটী বাঁশের বা কাঠের হ্যাণ্ডেলে সন্নিবেশিত করা হয়। এই সুতরিদ্বয়ের মুখে লেপিত বিষের প্রলেপ সূর্য্যরশ্মিতে রাখা মাত্র উহা অতীব কঠিন রূপ ধারণ করে। বিষসহ এই সুতরির মুখ অপরাধিগণ পশুর শৃঙ্গের নিম্নে বিঁধিয়ে দেয়, কারণ এই স্থানটী উহাদের মস্তিষ্কের সন্নিকটে অবস্থিত। এইরূপ পন্থায় পশুদের মৃত্যু ১৪ হতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবধারিত।

রক্ষিগণ যদি অপরাধীদের গৃহতল্লাসী করে এই দ্বিমুখী-সুতরি যন্ত্র এবং লোহিত কুঁচ ও শ্বেত গুচি প্রাপ্ত হন এবং ঐ মৃত পশুটীও যদি এই বিষের প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করে থাকে এবং ইহা যদি সাক্ষ্যসাবুত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ঐ অপরাধীকে পশু-হত্যার দিন ঐ পশুর নিকটে বা উহাদের গ্রামে দেখা গিয়েছে তা'হলে এই সকল সাক্ষ্য প্রমাণ তাহাদের বিরুদ্ধে অকাট্য রূপ পরিবৈশিক প্রমাণ রূপে প্রযুক্ত হবে।

এই বিশেষ বিষ সর্পবিষের অনুরূপ হয়ে থাকে। ইহা দ্বারা রক্তস্রাব, মুমূর্ষু ভাব, ঘুমন্ত-আবেশ, উত্তাপহানী প্রভৃতি রোগী-পশুর দেহে প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ ছত্রিশগড় চামার নামক স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় ব্যক্তিরা এইরূপ পন্থায় অপকার্য্য করে থাকে। বহুক্ষেত্রে ইহারা হত্যাকার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত পশুর গুহ্যদেশে এই বিষ প্রবেশ করিয়ে তাদের হত্যা করেছে।

(৩) ষ্ট্রিকনি, নাক্সভমিকা বা বাংলায় কুচিলা, এই বিষও বীজে বা বিচির অভ্যন্তরে রক্ষিত আছে, ইহাদের ফল ক্ষুদ্র নেবুর ন্যায় হয়ে থাকে;

এবং ইহার রেশমের ন্যায় শুঁয়াযুক্ত ধূম্রবর্ণের বাটীর ন্যায় পুষ্পসমূহ ভেলভেটের ন্যায় দেখতে হয়।

এই বিষ প্রয়োগ মাত্র জীবগণ ছটফট করতে থাকে এবং উহাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। মুখ হতে এদের লালা নির্গত হয়, কখনও কখনও এরা বমনও করে থাকে। পরিশেষে ইহাদের উপরের পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং পরক্ষণেই 'টিটানিক স্পাসমের' সৃষ্টি করে সমুদয় অঙ্গ কঠিন করে তুলে এবং সেই সঙ্গে এদের চোয়াল কঠিনভাবে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় ঐ হতভাগ্য পশু দণ্ডায়মান থাকিতে অপারক হয়ে কাত হয়ে ভূমির উপর নিপতিত হয়। ইহার পর এদের শিরদাঁড়া বক্র হতে থাকে, 'মিউকাস মেমব্রেণ' নীলবর্ণের বা সিসার ন্যায় বর্ণ ধারণ করে। এই সময় এদের চক্ষু অত্যুগ্র এবং চক্ষুমণি বৃত্তাকার হয়ে থাকে। ইহার পর ধীরে ধীরে এরা "এসফিকসিয়া" রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে থাকে। এই বিষ প্রয়োগের ৪৫ মিনিটের মধ্যে ইহাদের মধ্যে রোগের চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং উহার পাঁচ বা ছয় ঘণ্টা অন্তে উহাদের মৃত্যু ঘটে।

(৪) "ওলিয়েণ্ডার" বা বাংলা করবী, ইহা দুই প্রকারের হয়ে থাকে ; অপর প্রকার বৃক্ষের নাম ইয়োলো ওলিয়েণ্ডার বা কল্কে ফুলের গাছ। এই বিষ প্রয়োগের পর পশুগণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে, এবং উদরে অতীব যন্ত্রণা অনুভব করে। ইহারা হরিদ্রাবর্ণের হয়ে উঠে ও বমন করতে সুরু করে। অঙ্গাদির অগ্রভাগে মুহুর্মুহুঃ স্পাসমস্ দেখা দেয় এবং ঐ পশু কাত হয়ে শুয়ে পড়ে এবং টিটানিক্ কনভালসনের পর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তারা অচীরে মৃত্যু বরণ করে।

(৫) ধুতুরা, চল্‌তি কথায় বলে ধুতরো। ইহার কণ্টকযুক্ত ফল একপ্রকার বিষ। ইহার প্রয়োগে প্রথমে বমন ও বমনেচ্ছা, কনভালসন, গোঙানি, ক্রন্দন প্রকাশ পায়। ইহার পর অচীরে প্যারালিসিস আসে ও

হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া মন্থর হয়ে উঠে। ইহার পর "কোমা"র আবির্ভাব দ্বারা হতভাগ্য পশু মৃত্যু বরণ করে থাকে।

বিষ প্রয়োগে পশুর মৃত্যু ঘটেছে বুঝা মাত্র রক্ষীদের উচিত হবে উহার প্রতিক্রিয়া হতে বুঝে নেওয়া এই অপরাধে কিরূপ বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। ইহার পর তাহাদের উচিত হবে বিশেষ বিশেষ বিষ প্রয়োগে অভ্যস্ত কোনও স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতি নিকটে কোনও স্থানে ডেরা করেছে কি'না তাহা অবগত হওয়া। এক এক স্বভাব দুর্ব্বৃত্তজাতি এক এক প্রকার বিষ ও সূচীযন্ত্রের সাহায্যে এই সকল অপকার্য্য করে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এই সকল স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত যাযাবর জাতিদের কেহ কেহ নিজেরা, কেহ কেহ আবার চর্ম্ম ব্যবসায়ীদের নিকট অসাধু উপায়ে সংগৃহীত চর্ম্ম বিক্রয় করে থাকে। ক্ষয়ক্ষতি ও আঘাত-জনিত বহু পশুর দেহে তথা চর্ম্মে আঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, এই কারণে এই চর্ম্ম দেহ হতে বিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উহাদের ক্ষয়ক্ষতি হতে সনাক্ত করা সম্ভব—কোন কোন চর্ম্ম ব্যবসায়ী ইহাদের সহিত ব্যবসার সূত্রে আবদ্ধ তাহাও রক্ষিগণ অবগত থাকেন। এইরূপ তদন্তে রক্ষীদের উচিত হবে সংশ্লিষ্ট পক্ষীয় সকল ব্যক্তির আবাস ও গুদামসমূহ তল্লাস করে ঐ বিষ, উহার প্রয়োগ-যন্ত্র এবং মৃত পশুর চর্ম্ম উদ্ধার করে আনা। এই সম্পর্কে অপরাধীর একটী স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করে নিতে পারলে আরও উত্তম।

কোনও পশু হারিয়ে গিয়েছে বলে কেহ জানালে এবং কোনও পাউণ্ডে উহা জমা না হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঐ জীবটী আর জীবিত নাই, চুরির উদ্দেশ্যে পশু অপহরণ কম ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এইরূপ অবস্থায় অতি দ্রুত তদারক সুরু না করে দিলে সংগৃহীত চামড়া বহুদূরে নীত হবে বা টুকরা টুকরা হয়ে উহা সনাক্তিকরণের অতীত হয়ে

যাবে। প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে মাত্র অপরাধীদের গৃহ হতে এই সকল দ্রব্য উদ্ধার করে এইরূপ অপরাধ সুপ্রমাণ করা সম্ভব।

এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা অকারণে অপরের ক্ষতিকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। ইহা এক প্রকার মানসিক রোগ; এইরূপ ক্ষতি-করণের দ্বারা ক্ষতিকারক-মনে প্রভূত আনন্দ লাভ করে থাকেন। এইরূপ অবস্থায় বাক্যপ্রয়োগ, সদুপদেশ প্রভৃতির দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে সুধী ব্যক্তিদের উচিত হবে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

অপতদন্ত—মামলার স্বরূপ

তদন্তাধীন মামলার স্বরূপ নির্ণয় অপতদন্তের একটি বিশেষ করণীয় কার্য্য। অপরাধ সমূহকে তদন্তের কারণে আমরা কয়েকটি বিভাগ ও উপ-বিভাগে বিভক্ত করে থাকি। নিম্নের তালিকা হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।
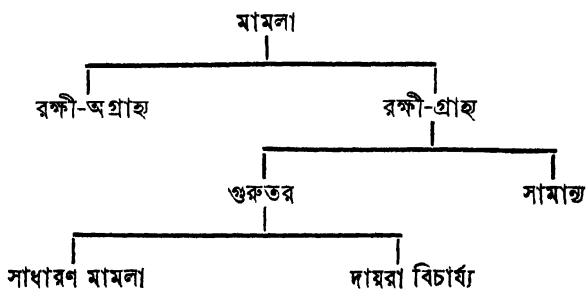
কেহ কেহ পুলিশ-অগ্রাহ্য মামলাকে অধর্ত্তব্য এবং পুলিশ-গ্রাহ্য মামলাকে ধর্ত্তব্য অপরাধ রূপেও অভিহিত করে থাকেন। কতকগুলি

মামলা আছে—যেমন সামান্য আঘাত, কাহাকেও গালিগালাজ করা, মানহানি, ব্যভিচার ইত্যাদি ; এই সকল মামলায় রক্ষিগণ আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে তদন্ত করতে আইনতঃ অপারক। কিন্তু চুরি, ডাকাতি, খুন, গুরুতর আঘাত প্রভৃতি বহু অপরাধ আছে যাহা রক্ষিগণ আদালতের আদেশ বা নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে তদন্ত করতে বাধ্য। পূর্ব্বোক্ত অপরাধ সমূহের অপরাধীদের আদালতের নির্দ্দেশনামা বা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেপ্তার করতে রক্ষিগণ অপারক, এইজন্য এই সকল অপরাধকে বলা হয় রক্ষী-অগ্রাহ্য বা অধর্ত্তব্য অপরাধ। কিন্তু শেষোক্ত অপরাধ সমূহে তদন্তকারী অফিসার বিনা গ্রেপ্তারী বা তল্লাসী পরোয়ানায় অপরাধী ব্যক্তিদের যে কোনও স্থানে গ্রেপ্তার করতে এবং অপহৃতা দ্রব্যাদির উদ্ধারের জন্য যে কোনও ব্যক্তির গৃহ তল্লাস করতে সক্ষম। এই কারণে এই সকল অপরাধকে বলা হয়ে থাকে ধর্ত্তব্য বা রক্ষীগ্রাহ্য অপরাধ। সাধারণ ব্যক্তি এই সকল ধর্ত্তব্য এবং অধর্ত্তব্য অপরাধের আইনগত প্রভেদ বুঝে না, এই কারণে অধর্ত্তব্য অভিযোগের পর পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখে বহুস্থলে তাঁরা ক্ষুব্ধ ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে থাকেন। এই কারণে রক্ষীদের উচিত হবে অভিযোগকারীর ভুলধারণা ভেঙে দেওয়া এবং এই ব্যাপারে আইনগত বাধা কি? তা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হতে তাদের উপদেশ দেওয়া।

পুলিশ-গ্রাহ্য বা ধর্ত্তব্য অপরাধও আবার দুই ভাগে বিভক্ত ; যথা—সামান্য বা 'পেটী কেস' এবং গুরুতর বা 'সিরিয়াস কেস'। খুন, জখম, ডাকাতি, বলাৎকার, চুরি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি মামলাকে বলা হয় গুরুতর মামলা। এই সকল মামলার তদন্ত-রীতি সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিশদভাবে বলা হয়েছে। রাজপথ অপবিত্রকরণ, রাজপথে মারামারি,

রাস্তা-বন্দী প্রভৃতি বহু অপরাধ আছে যাহা রক্ষীদের সমক্ষে ঘটলে রক্ষী-গ্রাহ্য বা ধর্ত্তব্য মামলা, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহাকে সামান্য মামলা রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সামান্য মামলা সমূহে সবিশেষ তদন্তের কোনও প্রয়োজন হয় না। এমন কি, এই মামলার স্মারক-লিপি বা ডায়েরী লেখারও রীতি নেই। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী এই সম্পর্কে পাওয়া গেলে, তাদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ না করে সরাসরি তাদের আদালতে পেশ করা চলে। গুরুতর অপরাধ সমূহ কিন্তু রক্ষিগণ সাবধানতার সহিত তদন্ত করতে বাধ্য। তদন্ত সম্পর্কীয় তাদের প্রতিটি দিনের প্রতিটি কার্য্য ও তদন্তলব্ধ তথ্য সমূহ তাঁরা স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ করতেও বাধ্য। এই গুরুতর মামলা সমূহও দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—সাধারণ এবং দায়রা-গ্রাহ্য। চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, অসামান্য আঘাত প্রভৃতিকে বলা হয়ে থাকে সাধারণ অপরাধ। সাধারণ অপরাধ সমূহের শেষ বিচারের ভার থাকে নিম্ন আদালতের উপর। খুন, ডাকাতি, বলাৎকার প্রভৃতি অতিগুরুতর অপরাধকে বলা হয় দায়রা-গ্রাহ্য অপরাধ, কারণ উহাদের শেষ বিচারের ভার থাকে দায়রা আদালত বা সেসন কোর্টের উপর। এই দায়রা-গ্রাহ্য মামলা সমূহ বিশেষ সাবধানতার সহিত তদন্ত করার প্রয়োজন এবং উহার স্মারকলিপি লিপিবদ্ধ সবিশেষ বিবেচনার সহিত করা হয়ে থাকে।

দায়রা-গ্রাহ্য মামলার তদন্ত-রীতি সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করবো। এক্ষণে অপরাধ সমূহের তদন্তের মূল বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। তদন্ত দ্বারা রক্ষীদের প্রথমে অবগত হতে হবে কোনও এক অপরাধ আদপেই সংঘটিত হয়েছে কিনা? সাধারণতঃ মামলা সমূহের শেষ সিদ্ধান্ত তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) সত্য,

(২) মিথ্যা ও (৩) ভুল। শেষোক্ত ভুল সিদ্ধান্ত আবার দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(ক) বিষয় বস্তুর, (খ) আইনগত। মামলা সত্যরূপে বিবেচিত হলে এবং তৎসহ আসামীর বিরুদ্ধে সমধিক সাক্ষ্য প্রমাণ থাকলে তাহাকে আদালতে সোপর্দ্দ করা হয়ে থাকে। মামলা মিথ্যা রূপে প্রমাণিত হলে ফরিয়াদী বা অভিযোগকারীকে উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ মিথ্যা মামলা দায়ের করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। অন্যথায় কোনও মামলা মিথ্যা বা সত্য রূপে বিবেচিত হলেও আসামী বা অপরাধীকে অভিযুক্ত করার মত সমধিক প্রমাণের অভাব ঘটলে, আখেরে তাদের মুক্তি দেওয়াই হয়ে থাকে। অপর দিকে কোনও এক মামলা ভুল রূপে প্রমাণিত হলে তৎক্ষণাৎ আসামীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা উচিত। তবে আসামী বা অপরাধী ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, কাহাকেও অভিযুক্ত করা যাক বা না যাক, কোনও একটী মামলা সত্য, মিথ্যা কিংবা উহা ভুল তাহা শেষ-সিদ্ধান্ত রূপে রক্ষিগণ লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য। ভুল সিদ্ধান্ত দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—বিষয়বস্তুর এবং আইনগত, ইহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। নিম্নে বিষয়-বস্তু সম্পর্কীয় ভুলের একটী চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

"হ্যারিসন রোডের মোড়ে কোনও এক ট্যাক্সী চালক তার ট্যাক্সীর উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম হতে উঠে সে দেখল তার পাগড়িটী গাড়ীর সিটের উপর হতে অদৃশ্য হয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ গাড়ী হতে নেমে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখলো একজন পান বিক্রেতা তার পাগড়িটী হাতে করে এগিয়ে চলেছে। ট্যাক্সী চালক তৎক্ষণাৎ তাকে পাগড়ী সহ গ্রেপ্তার করে থানায় এনে তার বিরুদ্ধে পাগড়ী চুরীর অভিযোগ দায়ের করলো। চুরীর অব্যবহিত পরে ঘটনাস্থলের নিকট বামাল সহ ধরা পড়ায় আমরা নিশ্চিত রূপে বুঝি যে ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত চোর।

কিন্তু তদন্তের সময় কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট অবগত হই যে একটী ষাঁড় ঐ পাগড়ীটার সবুজ রঙে আকৃষ্ট হয়ে উহা মুখে করে গাড়ী হতে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহা দেখে ঐ গরুর পিছু পিছু ধাওয়া করে পাগড়িটী উদ্ধার করে।"

এই ক্ষেত্রে এই মামলাটীকে রক্ষিগণ বিষয়-বস্তু সম্পর্কীয় ভুল। বা মিসটেক অফ্ ফ্যাক্ট বলে অভিহিত করে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছিল। এইরূপ ধরণের মামলার অপর একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। ঘটনাটী হতে বক্তব্য বিষয় সম্যক রূপে বুঝা যাবে।

"এই দিন সকলে সংবাদ পেয়ে আমরা অমুক পুকুরের পাড়ে এসে সমবেত হই। পুকুরের পাড়ের নিকট চারিটী বস্তা ডুবানো ছিল এবং বস্তা কয়টী হতে ভীষণ দুর্গন্ধ আসছিল। এই বস্তা কয়টী তুলে উহার ভিতর হতে আমরা ছোট বড় স্ত্রী-পুরুষের দশটী গলিত-প্রায় শবদেহ উদ্ধার করি। এই ঘটনায় সারা পল্লীতে বিভীষিকার উদ্রেক হয় এবং সকলেই বিশ্বাস করে যে একটা পুরা পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। এর পর দেহগুলি আমরা শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করি। ডাক্তারী পরীক্ষার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে ঐ সকল ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। পরে তদন্ত দ্বারা আমরা অবগত হই যে ঐ শবদেহ সকল দুর্বৃত্তগণ নিকটস্থ কবরস্থান খুঁড়ে চুরি করে এনে ঐ ভাবে জলে তাদের পচিয়ে নিচ্ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ সকল দেহ হতে অস্থি সংগ্রহ করে তাহা মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্টদের নিকট বিক্রয় করা।"

এইক্ষেত্রে তদন্তের পর এই মামলার অভিযোগ-পত্র ও অন্যান্য নথীপত্রে রক্ষীদের লিখে রাখতে হয়েছিল, 'মামলা 'ভুল' ধার্য্য হইল'। অনুরূপ ভাবে এমন বহু মামলা আপতঃদৃষ্টে হত্যা রূপে বিবেচিত হয়েছে,

কিন্তু পুলিশ তদন্তের পর দেখা গিয়েছে যে উহা দুর্ঘটনাপ্রসূত বা আত্মহত্যাজনিত। এইরূপ একটী পশু-হত্যা সম্বন্ধে চিত্তকর্ষক বিবৃতি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

"একদিন শ্যামবাজার অঞ্চলে (১৯৩৪) একটী সবলকায় গরুকে রাত্রে নিহত অবস্থায় রাজপথে শায়িত দেখা গেল। এই জীবটির পার্শ্বদেশে ছুরিকাঘাতের ন্যায় একটী গভীর ক্ষত ছিল। ঘটনাস্থলের নিকট মুসলমান অধ্যুষিত রাস্তা থাকায় স্থানীয় হিন্দুদের ধারণা হলো যে জনৈক মোসলেম উহাকে ছুরিকাঘাত করেছে। এই সময় এইখানে কিছুটা সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য অপর আর একটী ব্যাপারে প্রকট হয়ে উঠে, কিন্তু উভয় পক্ষের সুধী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই তাহা সুমীমাংসিত হয়েছে। এক্ষণে এই ঘটনা ঐ স্থানে নূতন করিয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং বহু স্থানীয় হিন্দু মুসলমান ঐ স্থানে অবিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে সমবেত হয়। স্থানীয় পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অবস্থা আয়ত্তে এনে ঐ নিহত গরুটীকে বেলগাছিয়া ভেটারনরি কলেজে স্থানান্তরিত করে। ঐ কলেজের চেরাই-কক্ষে নিহত পশুর দেহ ব্যবচ্ছেদের পর ব্যবচ্ছেদক ডাক্তার উহার দেহ হতে মোটর লরীর দরজার অর্দ্ধভগ্ন ছুচলো পিতল নির্ম্মিত একটি হ্যাণ্ডেলের অংশ আবিষ্কার করেন। ইহা হতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে একটি চলন্ত লরী ঐ গরুটির গা ঘেঁসে চলবার সময় উহার দরজার হ্যাণ্ডেলের এই অংশ তার দেহে প্রবিষ্ট হয়ে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। চলন্ত লরীটি স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেও ঐ হ্যাণ্ডেলের ভগ্নাংশটি গরুটির দেহের মধ্যে থেকে গিয়েছে। এই ভাবে প্রথমে এই ঘটনা একটি ক্ষতিকৃত্য অপরাধ রূপে বিবেচিত হলেও পরে ইহা একটি দুর্ঘটনাসম্ভূত বা দুর্ঘটনাপ্রসূত ঘটনারূপে প্রমাণিত হয়।"

বহুস্থলে রক্ষী-অগ্রাহ্য (বা নন্-কগ্-অফেন্স) অপরাধ সমূহকে রক্ষী-গ্রাহ্য বা কগ্-অফেন্স মনে করে রক্ষিগণ তদন্তে নিযুক্ত হয়েছেন, কিন্তু পরে তাহারা অবগত হয়েছেন যে উহা আদপেই রক্ষী-গ্রাহ্য মামলা নয়। এতদ্ব্যতীত কোনও এক মামলার তদন্তের পর দেখা গিয়েছে যে আইনতঃ উহা অপরাধই হয় না। এই সকল স্থলে রক্ষিগণ মামলা 'আইনগত ভুল' (মিসটেক্ অব্ ল) বা উহা রক্ষী-অগ্রাহ্য এইরূপ অভিমত প্রকাশ বরে ঐ মামলার তদন্ত হতে বিরত থেকেছেন।

রক্ষিগণ যখন কোনও একটি মামলার কিনারা (ডিটেক্ট) করতে পারেন তখন তাহাকে বলা হয় মীমাংসিত মামলা। যে সকল মামলার কিনারা করতে রক্ষিগণ সক্ষম হন না তাহাকে বলা হয় অমীমাংসিত মামলা। কোনও মামলা (কেস্) অমীমাংসিত (আনডিটেক্‌টেড্) থেকে গেলেও রক্ষীদের উচিত হবে স্মারকলিপিতে (ডায়েরী) লিখে রাখা কোন অপরাধী বা কোন দলের দ্বারা ইহা সমাধা হয়েছে বলে বুঝা গেল। পরবর্ত্তীকালে কোনও শাসন তান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হলে ঐ সকল নথিপত্রের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। অমীমাংসিত মামলা সমূহের তদন্ত কিছুকাল পরে বন্ধ করে দেওয়া হলেও প্রয়োজন মত যে কোনও সময় উহা পুনরায় আরম্ভ করা যেতে পারে। বহুস্থলে দুই তিন বা সাত বৎসর পরেও কোনও এক সংবাদে বা ঘটনায় উহার তদন্ত পুনর্জ্জীবিত (রিভাইভড্) করা হয়েছে এবং পরবর্ত্তী তদন্ত দ্বারা ঐ পুনঃগৃহীত মামলার কিনারা বা মীমাংসা করাও সম্ভব হয়েছে।

সাধারণ মামলার তদন্তে ফটো গ্রহণ বা প্ল্যান তৈরী না করাও চলে, কিন্তু দায়রা-গ্রাহ্য মামলা মাত্রেরই ঘটনাস্থলের ফটো গ্রহণ এবং প্ল্যান তৈরী অপরিহার্য্য। মামলা হত্যা-সম্ভূত হলে ক্ষত সহ মৃতদেহ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার আলোকচিত্র গ্রহণ করে তবে

মৃতদেহ ঘটনাস্থল হতে স্থানান্তরিত করা উচিত। আলোকচিত্র গ্রহণ করার পূর্ব্বে একটিমাত্র দ্রব্যও অপসারণ বা নাড়াচাড়া করা উচিত হবে না। তবে ঘটনাস্থল রাজপথ হলে এমনও হয়েছে যে আলোকচিত্র-গ্রাহক উপস্থিত হবার পূর্ব্বে বৃষ্টি এসে গিয়েছে। এমত অবস্থায় অকুস্থলে পতিত রুধিরাক্ত ছুরিকার রক্ত ধৌত হয়ে যাওয়া সম্ভব। এইরূপ অবস্থায় রক্ত পরীক্ষকের নিকট ঐ ছুরিকা প্রেরণ করলে কোনও সুফল হবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষীদের উচিত হবে ঐ ছুরিকা নিরাপদ স্থানে রক্ষা করে, যে স্থলে উহা পাওয়া গিয়েছে, সেইস্থানে একটি '×' চিহ্ন অঙ্কিত করা, যাতে ঐ বিশেষ চিহ্ন আলোকচিত্রে প্রদর্শিত হতে পারবে। এই রক্তরঞ্জিত ছুরিকার জন্য তদন্তকারী রক্ষীকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে। প্রথমে অপরাপর দ্রব্যসহ ইহার আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যা দেখে জজ্ এবং জুরী বুঝতে পারবে, মৃতদেহ হতে কত দূরে কিরূপ অবস্থায় এই ছুরিকা পাওয়া গিয়েছে। ইহার পর টিপ বিশেষজ্ঞ দ্বারা এই ছুরিকা পরীক্ষা করাতে হবে, কারণ উহার হাতলে আততায়ীর টিপ চিহ্ন পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এই দুই কার্য্য সমাধার পর শব-ব্যবচ্ছেদক ডাক্তারের নিকট এই ছুরিকা পাঠাতে হবে। যাতে তিনি অভিমত প্রকাশ করবেন মৃতদেহে পরিদৃষ্ট ক্ষত ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত ছুরিকা দ্বারা কৃত হয়েছে কি'না। এবং সর্ব্বশেষে এই ছুরিকা প্রেরণ করতে হবে রক্ত পরীক্ষকের নিকট, যাতে তিনি বলতে পারবেন যে উহা মনুষ্য রক্ত কি'না? এবং উহা মনুষ্য রক্ত হলে ঐ ছুরিকা সংলগ্ন রক্ত এবং মৃতদেহে ও ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত রক্ত একই গ্রুপের কি না? এই সকল পরীক্ষার এবং শব ব্যবচ্ছেদের রিপোর্ট হতে রক্ষিগণ অবগত হতে পারবেন যে হত্যাকাণ্ড সত্য, এবং উহা আত্মহত্যা নয়। তবে যদি এই ঘটনার পর দেখা যায়

যে অর্থ ও অলঙ্কারও ঐ স্থল হতে বা ঐ মৃতের দেহ হতে অপহৃত হয়েছে তা'হলে উহা যে "সত্য" তা প্রারম্ভেই বিশ্বাস করা যেতে পারে। ছুরিকা মৃতদেহের হাতের নাগালের মধ্যে দেখা গেলে উহা আত্মহত্যা নির্দ্দেশক এবং উহা দূরে পতিত থাকলে উহা পর-হত্যা নির্দ্দেশক; কিন্তু সব কিছু নির্ভর করে ঘটনার পরিবেশ ও আঘাতজনিত ক্ষতের স্বরূপ ও সংখ্যার উপর। এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বতন প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ এক মামলা সত্য, মিথ্যা, আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা-প্রসূত তা অবগত হতে হলে ফটো-গ্রাহক, প্ল্যান-মেকার, টিপ্ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ স্থলে কয়েকজন শান্ত্রী মোতায়েন করে রাখা উচিত যাতে কেহ ঘটনাস্থলে দ্রব্যাদি কোনওরূপে বিধ্বস্ত বা বিপর্য্যস্ত করতে না পারে।

এমন বহু মামলা আছে যাদের স্বরূপ এমনি যে ঐ অপরাধের তদন্তে রক্ষীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে পারলে তাঁদের একাধারে অপরাধ-প্রতিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয়ের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা অপরাধের কথা বলা যেতে পারে। বক্তব্য বিষয় বুঝতে হলে এই সকল অপরাধ কিরূপ অপরাধ তা অবগত হওয়া প্রয়োজন।

যদি কোনও দুই তিন বা চার ব্যক্তি কোনও এক স্থানে সমবেত হয়ে মারামারি বা হানাহানি সুরু করে তো তাকে বলা হয় হাঙ্গাম বা এফ্রে। কিন্তু যদি পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যদি কোথায় অপকার্য্যের উদ্দেশ্যে একত্রে সমবেত হয় এবং উহাদের যে কোনও একজন যদি ঐ সম্পর্কে বলপ্রয়োগ বা হিংসাত্মক কার্য্য করে বসে, তাহলে উহাদের সকলকেই আমরা আইন অনুযায়ী দাঙ্গাকারী বলবো।

হাঙ্গামাকে ইংরাজীতে "এফ্রে" এবং দাঙ্গাকে ইংরাজীতে বলা হয় "রায়ট"। এই বিশেষ অপকার্য্যের তদন্তে যথা-সত্বর অকুস্থলে উপস্থিত না হলে তদন্তকার্য্যে বহু অসুবিধা ঘটে এবং বহু প্রামাণ্য দ্রব্য ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল হতে অন্তর্হিত হয়ে যায়। এই সকল প্রামাণ্য দ্রব্যের অভাবে সত্যই যে সেখানে এক সাংঘাতিক দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে তা বলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। কারণ বহুস্থলে হতাহতদের অন্যত্র অপসারণ করে নিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। দেশের সীমান্ত এবং পল্লী অঞ্চলে এইরূপ প্রায়ই ঘটে থাকে।

এদেশে সাধারণতঃ প্রতিশোধ চরিতার্থে, সম্পত্তি দখলের জন্য এবং ধর্ম্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে থাকে। বহু ক্ষেত্রে দাঙ্গার সম্ভাবনার সংবাদে রক্ষিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে; এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁদের সম্মুখেই দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। কখনও কখনও রক্ষিগণ সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেয়েছেন দাঙ্গা সুরু হয়ে গিয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষিগণের উপর দুইটি কর্ত্তব্য একত্রে বর্ত্তিয়ে থাকে, যথা—অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয়। খুন-জখম নিবারণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য রক্ষিগণকে এতো দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় যে প্রকৃত পক্ষে দাঙ্গায় কোন্ ব্যক্তি কিরূপ অংশ গ্রহণ করেছিল তা পরিলক্ষ্য করার সুযোগ তাদের থাকে না। এমন কি নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীরাও এমন হতবিহ্বল হয়ে উঠেন যে তাঁহারাও ঘটনা যথাযথ বিবৃত করতে সক্ষম হন না। এইরূপ অবস্থায় রক্ষিদের কয়েকজনের উচিত হবে দাঙ্গা প্রতিরোধ করা এবং অপর কয়েকজনের উচিত হবে মাত্র পরিলক্ষ্য করা, এই দাঙ্গায় কে কোন্ বা কিরূপ অংশ গ্রহণ করছে। সঙ্গে চলন্ত বা স্থির ফটোযন্ত্র থাকলে এই

কার্য্য সুন্দর ও সুষ্ঠু রূপে করা যেতে পারে। এই ফটো-চিত্র হতে এই দাঙ্গায় কে কোন্ বা কিরূপ অংশ গ্রহণ করেছিল তা নির্ভুল রূপে বলা যেতে পারবে। এইরূপ দাঙ্গা নিরোধের জন্য বহুস্থলে প্রতিবল প্রয়োগও করতে হয়েছে। রক্ষিগণ কর্ত্তৃক দাঙ্গা নিবারণের সময় বহু ব্যক্তি আহত অবস্থাতে ঘটনাস্থল হতে পলায়নে সক্ষম হয়ে থাকে। হাসপাতাল হতে এবং স্থানীয় ডাক্তারদের নিকট খোঁজখবর করে এই সকল আহত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা উচিত। তাদের দেহের আঘাত তারা যে দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করেছিল তা সপ্রমাণ করে। এই জন্য হাসপাতাল হতে জখমী রিপোর্ট আসামাত্র ঐ সকল রোগীদের খুঁজে বার করার প্রয়োজন আছে। দাঙ্গাকারীরা যেমন সহ-অপরাধীদের দ্বারা আহত হয়, তেমনি দাঙ্গা-নিরোধকারী রক্ষিদের দ্বারাও আহত তাহারা হয়। এই কারণে আহত ব্যক্তির আঘাতের স্বরূপ পর্য্যালোচনার বিশেষ প্রয়োজন। আঘাতের স্বরূপ হতে উহা দাঙ্গাকারী ব্যক্তিদের কিংবা রক্ষিদের ব্যবহৃত অস্ত্র দ্বারা সমাধা হয়েছে তা বুঝা যাবে।

দাঙ্গার পর অকুস্থলে পরিত্যক্ত ইট-পাটকেল, লাঠি-শোঁটা ও অন্যান্য অস্ত্রাদির প্রত্যেকটি স্থানীয় নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সম্মুখে তালিকাভুক্ত করে গ্রহণ করা উচিত। ধৃতিকৃত অপরাধীদের দেহ তল্লাসী করে যদি দাঙ্গায় ব্যবহৃত কোনও অস্ত্রশস্ত্র কিংবা ঐ দাঙ্গার পর বা সময়ে লুণ্ঠিত কোনও দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, তাহলে ঐ সকল দ্রব্যও অনুরূপ ভাবে তালিকাভুক্ত করে গ্রহণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতিও এইরূপ মামলায় বিশেষ প্রয়োজন। দাঙ্গার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও রক্ষিদের বিশেষ রূপে তদন্ত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে খুঁজে বার করতে হবে ঐ দাঙ্গার

প্ররোচকদের। সাধারণত দাঙ্গা সমূহ কোনও ব্যক্তি বা দলের স্বার্থে ও আনুকূল্যে সমাধা হয়ে থাকে। এই সকল ব্যক্তি কাহারা তা রক্ষিদের অবগত হওয়ার প্রয়োজন আছে। দাঙ্গাকারী ও দাঙ্গার প্ররোচকদের গৃহ তল্লাস করলে বহু অস্ত্রশস্ত্র সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও অন্যান্য প্রামাণ্য দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে।

তদন্তরীতি—প্রকারভেদ

অপরাধ-তদন্ত মূলতঃ একই প্রকারে সাধিত হলেও প্রকারভেদে উহাদের তদন্ত কয়েকটী বিষয়ে ভিন্ন রূপও ধারণ করে থাকে। পুস্তকের ষষ্ঠখণ্ডে অপরাধ-তদন্তের মূল রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এক্ষণে আমরা বিবিধ অপরাধ তদন্তের উপধারা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। পরিদর্শন, অপরাধী গ্রেপ্তার, দেহ তল্লাস, অনুসন্ধান, অনুসরণ, ওয়াচ বা নজর রাখা, সাক্ষী সংগ্রহ, বিবৃতি গ্রহণ, অনুধাবন ও গবেষণ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি করণীয় কার্য্য সকল অপরাধের তদন্তে সমান ভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু কয়েকটী বিষয়ে অপরাধের তদন্ত এক এক রূপে সমাধা হতে বাধ্য। এতদ্ব্যতীত এক একটী অপরাধ রাষ্ট্রীয় আইনের এক একটী ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই কারণে আইনের ধারায় বিবৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী বিবিধ মামলার তদন্ত বিবিধ রূপ ধারণ করে। অপরাধ-তদন্তকে একটী বৃক্ষের সহিত তুলনা করা চলে, উহার কাণ্ড থাকে মাত্র একটী, কিন্তু শাখা প্রশাখা থাকে বিবিধ। অপরাধ-তদন্ত বৃক্ষের কাণ্ড বয়ে প্রবাহিত হয়ে এক একটী শাখা অনুসরণ করে থাকে। বলাৎকার, অপহরণ, অগ্নিপ্রদান, পশুহত্যা, দাঙ্গাহাঙ্গামা তদন্ত সমূহের নীতি সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে বিবৃতি করা হয়েছে। এক্ষণে

পকেটমার, সিঁদেল চুরী, সাধারণ চুরী, রাহাজানি, ডাকাতি, বিষপ্রয়োগ, সাধারণ হত্যা, ভৃত্যচৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধের পৃথক তদন্তরীতি সম্পর্কে আলোচনা করবো। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মামলার প্রকার ভেদে কয়েকটী অতিরিক্ত করণীয় কার্য্য মাত্র বিবৃতি করা হবে, মূল তদন্ত রীতি সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এই সকল প্রবন্ধে করা হবে না।

অপরাধ-তদন্ত—পকেটমার

পকেটমারী অপরাধ সাধারণতঃ একক অপরাধ হয় না। এই অপরাধ এরা দলবদ্ধ ভাবে করে থাকে। এক এক দল পকেটমার এক প্রকার অপরাধ পদ্ধতি প্রয়োগে অপরাধ করে। উহাদের অপরাধ পদ্ধতি অনুধাবন করে রক্ষিগণ বলে দিতে পারেন তদন্তাধীন অপরাধটী কোন অপরাধী দল কর্ত্তৃক সমাধা হয়েছে। রক্ষিদিগের নিকট পকেট-মারদের অপরাধ পদ্ধতির বিবরণসহ উহাদের নাম ধামও লিপিবদ্ধ করা আছে। এইরূপ অপপদ্ধতির কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো—

(১) ধরুন, কোনও এক ব্যক্তি রাজপথ অতিক্রম করছে, এমন সময় তার মস্তকে গোবর নিক্ষিপ্ত হলো। এরপর তাঁকে সাহায্য করবার অছিলায় কয়েক ব্যক্তি এক বালতি জল এনে তাঁর মাথাটা ধুয়ে দিতে থাকলো। এই সময়ে দলের একজন ত্বরিত গতিতে তার পকেট কেটে নোটের বাণ্ডিল বার করে নিলে এবং পরক্ষণে দলের প্রত্যেকে ঘটনাস্থল হতে একে একে সরে পড়লো।

(২) ধরুন, এক ভদ্রলোক আপন মনে পথ চলছেন, এমন সময় একজন বালক তাঁকে ধাক্কা দিয়ে নিজেই পড়ে গেল। পরিকল্পনা-অনুযায়ী দলের লোকেরা এসে বালকটীকে ফেলে দেওয়ার জন্য ভদ্রলোকের

সঙ্গে কলহ সুরু করে দিলে। তাঁর অন্যমনস্কতার সুযোগে এদের একজন এগিয়ে এসে তাঁর পকেট খালি করে নিলে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে বালকটীকে হাতে ধরে তুলবার জন্য হেঁট হওয়া মাত্র এরা তাঁর পকেটটা সাফ করে দিয়ে গিয়েছে। পিকপকেটদের কোন কোন দল অপকার্য্যের জন্ম বালক পুষে থাকে তা রক্ষিদের জানা থাকায় তাঁরা তাদের আড্ডা-স্থানে হানা দিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে থাকেন। কোনও কোনও অপরাধ পদ্ধতি অনুযায়ী দলের একজন ফরিয়াদীকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাওয়ার পর তাদের অপর এক ব্যক্তি পিছন হতে এসে তাঁর পকেট কেটে দ্রব্য অপহরণ করে। রক্ষিগণকে অপরাধের কর্ম্মপদ্ধতি অনুধাবন করে বুঝে নিতে হবে যে, কোন দল দ্বারা এই পকেটমারের কার্য্য সমাধা হয়েছে। এদের এক এক দলের এক একটী এলাকা ভাগ করা আছে। যারা যানবাহনে উঠে পকেট মারে তাদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। স্থান, কাল ও পদ্ধতি হতে কোন দল এই কায্য করেছে তা বুঝে, রক্ষিগণ সম্ভাব্য স্থানে হানা দিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে থাকেন।

[এই সকল পিকপকেটরা নিরীহ ব্যক্তির ন্যায় অভিপ্সিত মানুষের নিকট আগমন করে। সাধারণতঃ এরা দোকানে ও ব্যাঙ্কে গমন করে দেখে কেউ টাকার লেনদেন করলো কি'না, এবং এর পর তারা তাকে অনুসরণ করে সুবিধাজনক স্থানে ও মুহূর্ত্তে তার পকেট খালি করে দিয়ে সরে পড়ে। এদের কেহ কেহ দুইটী আঙুলকে কর্ত্তনক্ষম কাঁচির ন্যায় করে লোকের পকেট হতে দ্রব্যাদি তুলে নেয়। এদের কেহ কেহ হাতের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলী একদিকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলী অপর দিকে রেখে এইরূপ কাঁচি তৈরী করেছে। কখনও কখনও এরা প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুলের দ্বারা কাঁচি

তৈরী করে তাদের বাকি অঙ্গুলীগুলি মুঠির আকারে বুড়া আঙুলসহ হাতের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে। এদের কেহ কেহ আঙুল বা ব্রেসলেটের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার ছুরিকা লুকায়িত রেখে পথে চলে থাকে। অর্দ্ধ-অঙ্গুরীর ন্যায় বাঁকানো ক্ষুদ্র ছুরিকা এদের কেহ কেহ জিহ্বার তলদেশে রেখে থাকে। এইরূপ বিবিধ পন্থায় তারা এমন ভাবে লোকের পকেট ও বাণ্ডিল আদি কাটে যে ঘটনা কালে তাহা কেহ পরিলক্ষ্য করতে পারে না।]

পূর্ব্বকালে এদের কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে বোতলের ভাঙা কাঁচ ঘ'ষে এমন খুরধার খুর তৈরী করতে সমর্থ হতো যাতে দাড়ী পর্য্যন্ত অনায়াসে কামাতে পারা গিয়েছে। কিন্তু অধুনাকালে রেজার ব্লেড্ তাদের সকল অসুবিধা দূর করেছে, তারা এখন সাধারণতঃ রেজার ব্লেডের সাহায্যে পকেট কেটে থাকে। অপরাধের সময় এরা বিবিধ উপায়ে মানুষের মন অন্যত্র নিবদ্ধ করে। এই জন্য ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে ঐ সময় কেহ নিকটে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে কিংবা সিগারেট ধরানোর জন্যে দেশলাই চেয়েছে কি'না? রাজপথে এরা এমন ভাবে ফরিয়াদীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আনে, যাতে মনে হবে যে এইরূপ না করলে তাকে গাড়ীচাপা পড়া থেকে রক্ষা করা যেতো না। এই অপরাধের তদন্তে ফরিয়াদীকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, সে কোন্ ব্যাঙ্ক হতে টাকা তুলেছে বা সে কোন্ দোকানে দ্রব্য কিনতে গিয়েছিল। কারণ এই সকল স্থানে পিকপকেটগণ অপকার্য্যের উদ্দেশ্যে মোতায়েন থাকে। মণিব্যাগ হতে কাউকে টাকা বার করতে দেখলে এরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তার ব্যাগে যথেষ্ট অর্থ আছে কি'না। এবং তার পর তারা সেই ভদ্রলোকের পিছু পিছু কিছুদূর গমন করে তার পকেট কেটে ব্যাগটী বার করে নেয়। কোনও

ফরিয়াদী যদি বলেন যে দোকানীকে দেবার জন্তে টাকা বার করবার সময় এইরূপ আকৃতির এক বা তুই ব্যক্তি তার নিকট দাঁড়িয়েছিল, কিংবা তিনি স্থান ত্যাগ করা মাত্র তারাও ঐ স্থান ত্যাগ করেছিল, তা'হলে রক্ষিদের উচিত হবে পর পর কয়দিন ঐ একই সময়ে ফরিয়াদীসহ ঐ দোকানের বা ব্যাঙ্কের নিকট দাঁড়িয়ে থাকা; কারণ প্রতিদিনই এই সকল অপরাধীরা শিকার অন্বেষণে ঐ একই স্থানে এসে থাকে। ফরিয়াদী তাকে সনাক্ত করা মাত্র তাকে গ্রেপ্তার করে তার বাটী তল্লাসী করা উচিত। অন্ততঃ অপহৃত ব্যাগটীও উদ্ধার করতে পারলে অপরাধীর জেলের পথ সুগম করে দেওয়া সম্ভব। এই সম্পর্কে নিম্নে একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি এইদিন সকাল আটটায় মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে দ্রব্য কিনছিলাম। দোকানীকে তার প্রাপ্য অর্থ চুকিয়ে দিয়ে পিছন ফিরতেই লক্ষ্য করলাম এক ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে আমাকে লক্ষ্য করছে। মার্কেটের গেটের বাইরে আসা মাত্র অপর এক ব্যক্তি যেন অসাবধানতা বশতঃ আমার গা' ঘেঁসে চলে গেল। আমি এগিয়ে এসে চৌরঙ্গীর একখানা ট্রামে উঠতে যাচ্ছি এই সময় পরিলক্ষ্য করলাম আমার বুক পকেট কাটা এবং ব্যাগসহ ২০০৲ টাকা অপহৃত। যে লোকটী প্রথমে আমাকে লক্ষ্য করছিল সে বুঝতে পারেনি কোন পকেটে আমি ব্যাগ রাখলাম, তাই এদের দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার গা ঘেঁসে এসে স্পর্শ দ্বারা বুঝে নিলে যে উহা আমার বুক-পকেটে আছে। এর পর তারা আমাকে অনুসরণ করে চৌরঙ্গীর মোড়ে আমার অসতর্ক মুহূর্ত্তে বুক-পকেট হতে ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়েছিল—আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করে আমি ঘটনার চারি ঘণ্টা পরে স্থানীয় থানায় পকেটমারীর অভিযোগ দায়ের

করলাম। শুনে থানার জনৈক দারোগা পরদিন ছদ্মবেশে সকাল আটটার সময়েই আমাকে সঙ্গে করে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে এসে উপস্থিত হলেন; কিছুক্ষণ এধার-ওধার ঘোরাঘুরি করার পর আমি লক্ষ্য করলাম রাস্তার অপর ফুটপাতে পূর্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয় একত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি তাদের দেখিয়ে দেওয়া মাত্র দারোগাবাবু তৎক্ষণাৎ তাদের গ্রেপ্তার করলেন। আসামীদের একজনের বিবৃতি অনুযায়ী পুলিশ এক চোরাই মালের গ্রাহকের নিকট হতে ১০০৲ টাকার দুইখানি অপহৃত কারেন্সি নোট উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।"

ট্রামে ও বাসে ভীড় হলে পিকপকেটদের স্বর্ণ সুযোগ ঘটে থাকে; কিন্তু যদি সেখানে ভীড় না'ও হয় তাহলেও তাতে তাদের ক্ষতি নেই। এইরূপ ক্ষেত্রে এরা ধনী ব্যক্তির বেশে নির্দ্ধারিত ব্যক্তির গা ঘেঁসে বসে থাকে, এবং সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্র ভদ্রলোকের পকেট খালি করে সদাই গম্ভীর চালে ঐ পরিবহন হতে নেমে আসে। এই সম্পর্কে নিম্নে অপর একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"একটী রাষ্ট্রীয় পরিবহনের পিছু পিছু এইদিন আমি একটী জিপে করে গৃহে ফিরছিলাম, এমন সময় লক্ষ্য করলাম আমার সুপরিচিত এক দাগী মাড়োয়ারী পিকপকেট দামী কোর্ত্তা ও শাল গায়ে ঐ বাসে উঠে আসন গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন। ঐ ভদ্রবেশী পিকপকেটকে দেখে বাসের পশ্চাদভাগে উপবিষ্ট দুইজন প্রকৃত ভদ্রলোক সসম্মানে দুই ধারে সরে বসে তাঁর বসবার জন্যে স্থান সঙ্কুলান করে দিলেন। এই সুযোগে ইনি শালের আড়ালে হস্ত সংপ্রসারণ করে একজনের পকেট সাফ করে পরবর্ত্তী ষ্টপেজে নেমে পড়ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে আমরাও জিপ হতে নেমে পড়ে তাকে গ্রেপ্তার করে ফেললাম। হৃত-ব্যাগ ভদ্রলোক

পুলিশের হাতে তাঁর সহযাত্রীকে হায়রানি হতে দেখে প্রথমে প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন।"

কোনও কোনও পিকপকেট দলের একজন সর্দ্দার থাকে। যে যা কিছু চুরি করে তা তারা এই সর্দ্দারদের নিকট জমা দেয়। সর্দ্দার-বাহাদুরদের সহিত এমন সব অসাধু ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক আছে, যাদের সাহায্যে তারা অধিক মূল্যের নম্বরীনোটসমূহ পাচার করতে সক্ষম। প্রতি রাত্রে হৃত-অর্থসহ গোপন আড্ডায় এরা সমবেত হলে সর্দ্দারজী সমানভাবে উহা তাদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিয়ে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থায় কেহ যদি কোনও দিন এক কপর্দ্দকও উপার্জ্জন করতে সক্ষম না হয় তা'হলেও সে সেই দিন অন্ততঃ কিছু অর্থ লাভ করতে পারবে। এই সকল গোপন ডেরা বহুদিন একই স্থানে এরা কখনও রাখে না। মুভিঙ আফিসের ন্যায় ইহা একস্থান হ'তে অপর একস্থানে মুহুমুহুঃ স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষ একটী এলাকা বা গণ্ডীর বাহিরে উহা কদাচ স্থানান্তরিত হয়েছে। গোপন অনুসন্ধান দ্বারা বা বিশ্বাসী ইনফরমার মারফৎ এই সকল ডেরা কোথা হতে কোথায় স্থানান্তরিত হলো রক্ষিগণ তা অবগত হয়ে থাকেন। এইজন্যে কোন দল এই অপকার্য্য করেছে তা বুঝা মাত্র রক্ষিদের উচিত হবে তাদের তৎকালীন গোপন ডেরা খুঁজে বার করে সেইখানে তৎক্ষণাৎ হানা দেওয়া।

এদের দলগুলির মধ্যে নানা কারণে কলহ বিবাদও হয়ে থাকে। এইজন্য এরা পরস্পরের সহিত পরস্পরে শত্রুতা করতেও পিছপাও হয় নি। এদের কার্য্যপদ্ধতি হতে যদি বুঝা যায় যে উহা অমুক দলের কার্য্য তা'হলে উচিত হবে তাদের গ্রেপ্তারের জন্য ও অপহৃত দ্রব্য উদ্ধারার্থে বিরোধী দলের লোকের সাহায্য গ্রহণ করা। রক্ষিদের

প্রথমে ইনফরমারদের সাহায্যে এই বিরোধী দলের সংবাদ সংগ্রহ করে তাদের কাউকে না কাউকে গ্রেপ্তার করতে হবে; এবং তার পর তাকে সকল কথা খুলে বলে মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে সে সানন্দে তাদের বিরোধী পক্ষীয় ব্যক্তিদের সন্ধান বলে দিতে পারবে। এক দিন একদল বহু অর্থ উপার্জ্জন করতে সক্ষম হলে অন্যান্য দলের লোকেদের মধ্যেও উহা অচিরে চালু হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে বিরোধী দলের লোকেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে ঐ দলের কে কত টাকা ভাগ পেলো এবং তা কোথায় রাখলে বা পাচার করলে তা অবগত হতে সচেষ্ট হয়। প্রচুর অর্থ পেলে এরা বেশ্যালয়ে বা চণ্ডুখানাতে একত্রে সমবেত হয়ে বহু অর্থ ব্যয়ে স্ফূর্ত্তির ব্যবস্থাও করেছে। এইরূপ হুল্লোড় সম্পর্কে সকল সংবাদ বিরোধী দলের লোকেরা এবং পুলিসের নিযুক্ত চরেরা সকল সময় পেয়ে গিয়ে থাকে। এই সকল বিরোধী দলের ও বেতনভোগী চরদের সাহায্য গ্রহণ করা এই অপরাধের তদন্তে একান্তরূপে অপরিহার্য্য।

পিকপকেট দ্বারা যদি বহুমূল্যের নম্বরীনোট বা গিনি আদি অপহৃত হয়ে থাকে তো রক্ষিদের উচিত হবে এই সম্পর্কে অবিলম্বে নিকটস্থ কারেন্সী আফিস ও ব্যাঙ্ক সমূহকে অবহিত করে দেওয়া। এই সব স্থানে ছদ্মবেশী রক্ষি মোতায়েন করলে এই নম্বরীনোট সেইখানে ভাঙাতে আসামাত্র তারা তাদের সহজে বামালসহ গ্রেপ্তার করতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত রক্ষিদের আফিসে বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত বহু পিকপকেটের ফটো-চিত্র রক্ষিত আছে। এই সকল ফটো দেখে ফরিয়াদিগণ বলে দিতে পারবেন যে তারা এদের কাউকে অপরাধের সময় বরাবর তাদের আশে পাশে ঘুরাঘুরি করতে দেখেছিল কি'না! যদি তাঁরা ফটো হাতে এদের কাউকে সনাক্ত করতে সক্ষম হন, তা'হলে নথীভুক্ত ঠিকানায় হানা দিয়ে বা ইনফরমারদের সাহায্যে

তাদের অচিরে গ্রেপ্তার করতে হবে। যত্রতত্র হতে পকেটমারদের পাকড়াও করে এনে তাদের ফরিয়াদীদের দেখবার সুযোগ করে দিয়েও বহুক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গিয়েছে। তবে এই কার্য্য আইনের খুঁটীনাটী বিষয় অনুধাবন করে করা উচিত। অপরাধীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অপরাধ সম্পর্কীয় স্বীকৃতি আদায় করাও সম্ভব। কিরূপ উপায়ে এইরূপ বিবৃতি আদায় করা যায় তাহা পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে। অপরাধীদের স্বীকৃতি অনুযায়ী কোনও অপহৃত দ্রব্য বা মুদ্রা উদ্ধার করা গেলে উহা তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অকাট্য প্রমাণরূপে প্রযুক্ত হবে।

অপরাধের সময় এদের দলের দুই এক ব্যক্তি পাহারা কার্য্যেও ব্যাপৃত থেকেছে। এরা ছুতায়-নাতায় ধৃতিকৃত অপরাধীকে মুক্তও করে দিয়ে থাকে। এদের কেহ কেহ নিরীহ পথচারীর ছদ্মবেশে পুলিস কর্ম্মচারী এবং ফরিয়াদীকে নানা রূপ মিথ্যা ব'লে ভুল পথেও পরিচালিত করেছে। এই কারণে অপরাধের পর কেহ অযাচিত ভাবে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলে তাকে সন্দেহের চক্ষে দেখা উচিত হবে।

বহুক্ষেত্রে মিথ্যা করে থানায় পিকপকেটের অভিযোগ দায়ের করা হয়ে থাকে। মনিবের অর্থ ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করে ভৃত্যগণ মিথ্যা চুরির এজাহার দিয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের পকেটের কর্ত্তিত অংশ বিশেষরূপে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কাটার ধাঁচ ধরণ ও পরিধি হতে ব'লে দেওয়া সম্ভব যে উহা এক্সপার্ট পকেটমারদের দ্বারা সাধিত, না উহা ঐ সকল ফরিয়াদি ব্যক্তির স্বকৃতকার্য্য। এই সম্পর্কে অবগত হতে হবে অপহৃত অর্থের সে স্বয়ং মালিক না সে উহার বাহক বা ধারক মাত্র। এতদ্ব্যতীত এতো অর্থ সে কোথা হতে সংগ্রহ

করতে পেরেছে তা'ও অনুসন্ধানের দ্বারা অবগত হওয়ার প্রয়োজন আছে। যদি সেই ব্যক্তি বলে যে সে ঐ দিন উহা অমুক ব্যাঙ্ক হতে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে তা'হলে রক্ষিদের উচিত ঐ ব্যাঙ্কে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। কোথা হতে অর্থ এনে কোথায় সে তা নিয়ে যাচ্ছিল তাহা সাক্ষ্যপ্রমাণ রূপে আদালতে পেশ করারও প্রয়োজন আছে।

অপরাধ-তদন্ত—সাধারণ চুরি

সাধারণ এবং সিঁদেল চৌর্য্যকার্য্যের তদন্তে রক্ষিদের অপরাধ সমূহের 'প্রস্তুতি' সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। শহরের বা পল্লীর বহু গৃহের মধ্যে এই একটী গৃহ অপকার্য্যের জন্য বেছে নেওয়া হলো কেন, তাহার কারণও রক্ষিদের অনুসন্ধান দ্বারা জেনে নিতে হবে। কোনও এক স্থানে চুরি করতে মনস্থ করলে চোরগণ কয়েকদিন পূর্ব্ব হতে এই অপকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। পল্লী অঞ্চলে কোনও এক গৃহস্থের বাটীতে এরা অতিথি হয়ে এসেছে, কেবলমাত্র স্থানীয় বাটী সমূহ। সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খুঁটুক সন্ধান সংগ্রহ করবার জন্যে। এদের কেহ কেহ ভিখারী, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি, মিস্ত্রি প্রভৃতির ছদ্মবেশে নির্দ্ধারিত গৃহে এই একই উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। এরা সাধারণতঃ এধার ওধার ঘোরাঘুরি করে কিংবা বাটীর ঝি-চাকর ও বাসিন্দাদের সহিত আলাপ করে সংবাদ সংগ্রহ করে। কিন্তু এদের একজনের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিটী সংবাদ সংগ্রহ করে আনা অসম্ভব। এইজন্যে এদের দলের বহুলোক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশে ও আছিলায় বাড়ীর বিভিন্ন ব্যক্তিদের সহিত

কথাবার্ত্তা ক'য়ে থাকে। সাধারণ এবং সিঁদেল চোরগণ দল বেঁধেও অপরাধ করে এবং তাদের এই দলে চার থেকে দশ বা ততোধিক ব্যক্তি যুক্ত থাকে। এদের কেহ কেহ পূর্ব্ব রাত্রে নির্দ্ধারিত বাটীর অভ্যন্তরে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ে ঐ বাটীর লোকদের মেজাজ ও সংখ্যা জেনে নিয়েছে। এদের কেহ কেহ নিরালা দুপুরে বিশ্রামের সময় বাটীসমূহের ঝি বা চাকরের সঙ্গে আলাপ করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে থাকে। এমন বহু ঝি আছে যারা পুরানো চোরদের রক্ষিতা। এরা গৃহস্থ বাটীতে আহার না করে, ছুতায় নাতায় উভয়ের জন্য বেশী করে অন্ন-ব্যঞ্জন তাদের বস্তি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে থাকে। কোনও কোনও অপরাধী ঝি-চাকরদের নিকট হতে কথায় কথায় কেবলমাত্র সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে, এদের কেহ কেহ চৌর্য্য কার্য্যে এই সকল ভৃত্যদের সাক্ষাৎভাবে সাহায্যও গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই সকল নির্ব্বোধ, লোভী ভৃত্যদের এরা কখনও নিজেদের আবাস সমূহ দেখিয়ে রাখেনি।

এই সকল কারণে ফরিয়াদীসহ বাটীর সকল ব্যক্তিকেই এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। তারা মনে করে বলতে পারবে চুরির পূর্ব্বে কদিন ঐরূপ এক ব্যক্তি তাদের কার কার সহিত ছুতায় নাতায় আলাপ করে গিয়েছে। এবং এই ভাবে তারা তাদের কারও নিকট হতে কিরূপ সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে। বহুস্থলে অপরাধীদের একজন এদের নিকট পূর্ব্বাহ্ণে খোঁজ করে গিয়েছে, বড় বা ছোটবাবু কখন বাড়ি থাকবে বা থাকবে না। এই সকল সাক্ষাৎ-অভিলাষী ব্যক্তিদের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বাড়ির লোকেরা বহু সংবাদ রক্ষিদের দিতে পারে। বাড়ির কেহ যদি দুপুরবেলা বাহিরের রোয়াকে বা পথে তাদের কোনও এক

ভৃত্যের সহিত কাউকেও পূর্ব্বদিনে আলাপ করতে দেখে থাকে তা'হলে আরও উত্তম। সাধারণতঃ তদন্ত সম্পর্কে অতি অজ্ঞ জন-সাধারণ এই সকল সমাচার অপ্রয়োজনীয় মনে করে। এইজন্ত জিজ্ঞাসিত না হলে আপনা হতে তারা এইরূপ কোনও সংবাদ রক্ষিদের কখনও প্রদান করেনি। তদন্তকালে খুঁটীয়ে খুঁটীয়ে জিজ্ঞাসা করে এদের নিকট হতে প্রথমে জেনে নিতে হবে এইরূপ সাক্ষাৎ অভিলাষী ব্যক্তি সংখ্যায় কয়জন ছিল; এবং তারপর বাছাই করে তাদের মধ্য হতে একে একে বাজে লোক বাদ দিয়ে প্রকৃত মানুষটী কে, তা তদন্তকারী রক্ষিকে নির্ভুলরূপে অবগত হতে হবে। বহুক্ষেত্রে একজন পুরোনো চোরই ঐ গৃহস্থ বাটীতে কয়েকদিনের জন্ত ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হয়েছে; এইজন্য এই সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় তদন্ত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বোধে ভৃত্যদের হাতের অঙ্গুলী টীপও গ্রহণ করা যেতে পারে। এই সকল টীপপত্র' টীপঘরে পাঠিয়ে সেখান হতে অবগত হওয়া যাবে ঐ ভৃত্য নিজেই একজন দাগী চোর কি'না? যদি জানা যায় যে ঐ বাটীতে বা পাশের বাটীতে কোনও মিস্ত্রি কয়দিন খেটেছে, কিংবা নিকটে কোনও একস্থানে একটা বাটী তৈরী হচ্ছে, তাহলে এই সকল মিস্ত্রি, রাজ-মিস্ত্রি, যোগাড়ে প্রভৃতির বাসস্থান এবং স্বভাব চরিত্র সম্পর্কেও খোঁজখবর করা উচিত। কেবলমাত্র বহিরাগত ব্যক্তিদের মধ্যে তদন্ত সীমাবদ্ধ না রেখে রক্ষিদের উচিত হবে বরখাস্ত ভৃত্য ও প্রতিবেশী এমন কি ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও অপরাধীদের অনুসন্ধান করা। প্রথমে রক্ষিদের দেখতে হবে রাস্তার কোনও পাহারাদার এর মধ্যে আছে কি'না? দ্বিতীয়তঃ তাদের দেখতে হবে ফরিয়াদীর নিজেরই কোনও বখাটে আত্মীয় এতে সংশ্লিষ্ট কি'না; এর পর তাঁদের অনুধাবন করতে

হবে বাটীর কোনও ঝি বা চাকর এই চুরীর জন্য দায়ী কি'না? এবং সর্ব্বশেষে রক্ষিদের উচিত হবে বাহিরের ব্যক্তিদের মধ্যে খোঁজ খবর করা।

চৌরকার্য্যের এই পূর্ব্ব-প্রস্তুতি সম্পর্কে যাবতীয় তদন্ত সমাধা করার পর রক্ষিদের উচিত হবে স্কাউটিঙ বা চোর-চরদের জন্যে খোঁজ খবর করা। সাধারণতঃ অপদলের মূল দলটী কার্য্যব্যপদেশে বাটীর মধ্যে ঢুকলে তাদের বাকি কয়জন চোর-চররূপে বাটীর বাহিরে ও রাজপথে স্থানে স্থানে পাহারা দেবার কারণে এবং বিবিধ আগন্তুকদের উপর নজর রাখবার জন্যে মোতায়েন থাকে। এই সকল ব্যক্তি বিপদের সন্ধান পেলে সঙ্কেত ধ্বনি দ্বারা বাটীতে প্রবিষ্ট সাথীদের সাবধান করে দেয়, যাতে ত্বরিত গতিতে তারা ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে পারে। কখনও কখনও এরা ঐ বাটীতে আগমনেচ্ছু ব্যক্তি ও পথচারীদের বিভ্রান্ত করে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে কিংবা কথাবার্ত্তার দ্বারা তাদের সেইখানে আটকে রেখেছে। পলায়মান সাথীদের পিছনে ধাবিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে এরা ভুল পথ দেখিয়েও দিয়ে থাকে। অল্পবয়স্ক বালক এবং স্ত্রীলোকগণও এইরূপ চোর-চরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। এই অপরাধের তদন্তে এই সকল চোর-চরদের খুঁজে বার করবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা উচিত। যদি কোনও পথচারী এইরূপ এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলের নিকটে ঘুরাঘুরি করতে দেখে থাকে তো তাহ'লে তার নিকট হতে ঐ ব্যক্তির আকৃতি সম্পর্কীয় সকল সমাচার অবগত হতে হবে। কিন্তু এই সম্পর্কে যাকে তাকে নির্ব্বিচারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ফল বিপরীত হতে পারে, কারণ এতে তারা তাদেরও এই ব্যাপারে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এইরূপ ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে পুলিশমহলকে এড়িয়ে চলবে।

[কোনও এক গৃহস্থের বাটীতে রাত্রে কুকুর পাহারারত থাকলে

খাদ্য দ্বারা তাকে বশীভূত করা হয়, এদের কেহ কেহ এই সকল কুকুরকে বিষ প্রয়োগে নিহতও করেছে। কখনও কখনও অপরাধিগণ কুকুরী নিয়োগ করে কুকুরদের বহুদূরে অপসৃত করে থাকে। বিনাবাধায় গৃহস্থবাটীতে প্রবেশ করবার জন্যে স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় ব্যক্তিরা এই উদ্দেশ্যে কুকুরী প্রতিপালন করে। এইরূপ কোনও সংবাদ পেলে রক্ষিদের উচিত হবে নিকটে এইরূপ কোনও দল তাদের ডেরা ফেলেছে কি'না তা অবগত হওয়া।]

চৌর্য্য অপরাধের তদন্তে বহু ক্ষেত্রে ভৃত্যদের সন্দেহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই সম্পর্কে অধিকদূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বে রক্ষিগণকে প্রথমে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে যে বাহিরের কাহারও দ্বারা এই অপরাধ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষিদের উচিত হবে যে বাটীর অভ্যন্তরের গোপন স্থান সমূহেও অপহৃত দ্রব্যের জন্য অনুসন্ধান করা। বহুক্ষেত্রে এই সকল অসাধু ভৃত্য চুরি করে অপহৃত দ্রব্য বাহিরে না নিয়ে ইলেকট্রিক বাক্সে, ঘুলঘুলি, নর্দ্দামা, টাঙ্কি, কয়লার গাদা প্রভৃতি স্থানে উহাদের লুক্কায়িত করে রেখেছে; এই উদ্দেশ্যে যে যদি এই অপরাধে তাদের সন্দেহ না করা হয় তাহ'লে পরবর্ত্তী সময়ে গোপন স্থান হতে ঐগুলি বার করে অন্যত্র পাচার করে দেওয়া যাবে। ঘটনার পর এই সকল ভৃত্য গৃহ-ত্যাগ করে পলায়ন না করায় এই সম্পর্কে তাদের কদাচিৎ সন্দেহ করা হয়েছে।

কোনও এক চুরির পর ভৃত্যদের সন্দেহ করা হলেও বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে গৃহস্বামীর স্ত্রী বা পুত্রেরা এই অপরাধে অপরাধী। স্বামী কর্ত্তৃক ঘুমন্ত স্ত্রীর গলা হতে হার খুলে নিয়ে উহা চুরি হয়েছে চুরি হয়েছে ব'লে প্রচার করার কাহিনীও বিরল নয়। তবে যদি

দেখা যায় যে ভৃত্য নবনিযুক্ত এবং সে চাকরী ছেড়ে সরে পড়বার তালে ছিল, তা'হলে অবশ্য তার উপর প্রারম্ভেই সন্দেহ করা যেতে পারে। ভৃত্যদের বাক্স তল্লাসী করে দুই একটী অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গেলেও ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে সে-ই এই চৌর্য্য-কার্য্য সমাধা করেছে, কারণ বাটীর অপরাপর ভৃত্য বা ঐ গৃহের কোনও এক বাসিন্দার পক্ষে প্রতিশোধ চরিতার্থে কিংবা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে এইরূপে বিপদে ফেলার জন্যে চক্রান্ত করা অসম্ভব নয়। তবে চুরির অব্যবহিত পরে যদি দেখা যায় যে কোনও এক ভৃত্য বাটী হতে পলায়ন করেছে তা' হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঐ ভৃত্যের দ্বারাই এই চৌর্য্য-কার্য্য সমাধা হয়েছে। ভৃত্যগণ দ্রব্যসহ পলায়ন করে সকল ক্ষেত্রে তার স্বগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়নি। এদের কেহ কেহ বেশ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে আনন্দ করে কিংবা কোনও এক প্রণয়িনীকে অপহৃত গহনা উপহার দেয়। * সাধারণতঃ এরা কোনও এক বামাল গ্রাহকের নিকট দ্রব্যাদি বিক্রয় করে নগদ টাকা সংগ্রহ করেছে। যে সকল ভৃত্য গ্রাম হতে এসে সহরে চাকুরী গ্রহণ করে, সাধারণতঃ তারাই অপহৃত দ্রব্য-সহ স্বপল্লীতে প্রস্থান করে। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষিগণ অপরাধীর দেশস্থ পুলিসকে পত্র বা টেলিগ্রাফ দ্বারা সকল সমাচার জানিযে দিয়েছেন, তাকে গ্রেপ্তার করে বা তার গৃহ তল্লাস করে অপহৃত দ্রব্য সমূহ উদ্ধার করবার জন্যে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এইরূপও ঘটেছে যে স্থানীয় পুলিস অপরাধী তার স্বগ্রামে পৌছবার পূর্ব্বেই তার গৃহে তল্লাস কার্য্য করেছেন এবং

* এদের কেহ কেহ ষ্টেশনে না গিয়ে দুই এক রাত্রি মাঠে-ঘাটে বা ধর্ম্মশালায় অতিবাহিত করেছে। এইজন্য এই সকল স্থানে খোঁজা-খুঁজি করলেও সুফল ফলে।

এর ফলে অপরাধী গ্রামে এসে সকল সমাচার অবগত হয়ে দ্রব্যাদি সহ পুনরায় ফেরার হয়ে গিয়েছে। এইরূপ প্রতিটী বিষয় অনুধাবন করে রক্ষীদের উচিত হবে তাদের কার্য্য সমূহ সমাধা করা। এই সম্পর্কে অপরাধীর স্বদেশের লাইনের 'রেল-পুলিস'কে অচিরে সংবাদ দেওয়া ভাল। দূরের কোনও ষ্টেশনে মোতায়েন পুলিসকে অপরাধীর আকৃতি সহ তারবার্ত্তা প্রেরণ করলে বহুক্ষেত্রে মধ্যপথে তারা অপরাধীকে পাকড়াও করতে সমর্থ হয়েছে।

সাধারণ চুরির তদন্ত সম্পর্কে বলা হলো, এইবার সিঁদেল চুরি সম্বন্ধে বলবো। সিঁদেল চুরিকে ইংরাজীতে বলা হয় 'বারগলারী'। এই চুরির কার্য্যকরণ সম্বন্ধে নাগরিকদের অবহিত করে রাখলে তদন্ত কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হয়ে থাকে। তা'না হলে অজ্ঞতা বশতঃ নাগরিকগণ রক্ষীদের ঘটনা স্থলে উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই টীপ ও পদচিহ্ন, বহিরাগত দ্রব্য প্রভৃতি বহু প্রামাণ্য চিহ্ন ও দ্রব্য বিনষ্ট করে ফেলে থাকে। এইরূপ অপরাধের পর কিরূপ ব্যক্তিদের উপর সন্দেহ করা যেতে পারে তাহা নাগরিকদের জানা থাকলে তারা পুলিস আসা পর্য্যন্ত তাদের পাকড়াও করে রাখতে পারবে।

এইরূপ অপরাধের তদন্তে রক্ষীদের প্রথমে খুঁজে বার করতে হবে অপরাধীদের প্রবেশ এবং নির্গমন পথ। এই প্রবেশ এবং নির্গমন পথ নির্দ্ধারণ প্রণালী সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। মূল ঘটনাস্থল, নির্গমন পথ এবং প্রবেশ পথ পরিদর্শন প্রণালীও পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিশেষরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই সকল স্থানে রক্ষীদের খুঁজে বার করতে হবে কোনও মনুষ্য বা কুকুরের পদচিহ্ন সন্নিবেশিত আছে কি'না? বিশেষ করে কোনও বালকের পায়ের ছাপ এ সকল স্থানে আছে কি'না তাহাও দেখা দরকার। বাউরিয়া প্রভৃতি এমন

কয়েকটী স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতি আছে যারা অপকার্য্যে বালক এবং কুকুর নিয়োগ করে থাকে। পদচিহ্ন সমূহ অনুধাবন করে রক্ষিগণ অবগত হতে পারবেন, কোন দিক হতে অপরাধীরা এসেছিল এবং কোন দিক দিয়ে তারা পলায়ন করেছে। এই পলায়নের পথ অনুধাবন করে রক্ষিগণ অপরাধীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে সমর্থ হবেন। অপরাধীদের অনুসরণ এবং উহাদের পশ্চাৎধাবন প্রণালী সম্পর্কে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিশদভাবে বলা হয়েছে। এই পদচিহ্ন হতে অপরাধীদের সংখ্যা সম্বন্ধেও রক্ষিগণ একটা ধারণা করে নিতে পারবেন। অপরাধ নির্ণয়ার্থে বাক্স প্যাটরার ভাঙন রীতি পর্য্যালোচনা করেও অপরাধ নির্ণয় করা সম্ভব। পদ ও টিপচিহ্ন এবং সিঁদকাঠি প্রভৃতি ভাঙন যন্ত্র, যষ্ঠি, এমনকি কাপড় বা কাগজের টুকরাও সযত্নে রক্ষা করতে হবে। কিরূপে এই সকল চিহ্ন, ছাপ এবং দ্রব্যাদি রক্ষা করা হয়ে থাকে তাহা পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। রক্ষীদের বিবেচনা করতে হবে প্রবেশ পথ অপরাধীরা বুঝে-সুঝে বেছে নিয়েছে, না উহার স্বরূপ না জেনে তারা তা বেছে নিয়েছে। অপরাধীরা গৃহবাসীদের অবস্থান ও চলাফেরা সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্লে অবগত হয়ে এই প্রবেশ পথ নির্দ্ধারণ করে থাকে। রক্ষিগণকে অবগত হতে হবে যে বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশের সহজ উপায় তারা আয়ত্ত করলো কি করে? ফরিয়াদীর নিজ বাটী কিংবা প্রতিবেশীর বাটী হতে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করে ভাঙন কার্য্য সমাধা হলে রক্ষিগণ ধরে নিয়ে থাকেন যে অপকার্য্যটী এই বাটীরই কোনও ব্যক্তি কিংবা কোনও প্রতিবেশী :দ্বারা সমাধা হয়েছে, কিন্তু প্রারম্ভেই এইরূপ কোনও ধারণা করে নেওয়া কখনও উচিত হবে না; এর কারণ এমনও দেখা গিয়েছে যে বহু পুরানো চোর ভাঙন-যন্ত্র বহনের ঝুঁকি না নিয়ে অকুস্থল হতেই প্রয়োজনীয়

দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে নিয়েছে। এইজন্য রক্ষিগণকে অবগত হতে হবে যে কোন্ কোন্ স্থানে উহারা সাধারণতঃ ন্যস্ত থাকে এবং ঐসকল স্থান হতে একজন বাহিরের লোকের পক্ষে ঐ যন্ত্রাদি খুঁজে বার করা সম্ভব কি'না। কখনও কখনও পূর্ব্ব রাত্রে ঘটনা-স্থলের নিকট যন্ত্রাদি পুঁতে রেখে ঘটনার দিনের রাত্রে তা তারা পুনরায় উঠিয়ে নিয়েছে। পুরানো চোরেরা বহুক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে পোড়া বিড়ি এবং বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে পলায়ন করে। তাদের এইরূপ অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ কি এবং এই সব দ্রব্য হতে কিরূপে অপরাধ নির্ণয় করা হয়, তাহা পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে। রক্ষীদের এও বুঝে নিতে হবে যে ভাঙন কার্য্য ছুতার ও কামারের কার্য্যে অভ্যস্ত অভিজ্ঞ হস্ত দ্বারা সমাধা হয়েছে কি'না? এতদ্ব্যতীত অপরাধিগণ আত্মরক্ষার্থে পলায়নের পথ পূর্ব্বাহ্লেই উন্মুক্ত করে রাখে। এইরূপ পন্থা অবলম্বিত হলে বুঝে নিতে হবে যে এই অপকার্য্য অভিজ্ঞ অপরাধীর দ্বারা সমাধিত হয়েছে। যে পথে অপরাধীরা এসেছে সে'ই পথে তারা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে পলায়ন করেনি। প্রবেশ-রীতি হতে অপকার্য্য অপরাধীদের কোন্ দল দ্বারা সমাধা হলো তা বুঝা যায়। পল্লী অঞ্চলে বগলী-সিঁদ কেটে অপরাধীরা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে থাকে। দুয়ারের পাশে দেওয়ালে ফুটা করে ঐ ফুটায় হাত প্রবেশ করিয়ে এরা দুয়ারের খিল খুলে ফেলেছে। হাঁড়ী, বাক্স প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা অবরুদ্ধ নেই, এমন স্থান সিঁদের জন্য এরা বেছে 'নিলে বুঝা যাবে যে যাবতীয় সুড়ক সন্ধান অপরাধীদের জানা ছিল। এই সিঁদের পথে হাত পা বা কাঠ প্রবেশ করিয়ে ভিতরের অবস্থা অবগত হয়ে এরা নির্দ্ধারিত গৃহে প্রবেশ করে থাকে। বাটীর দেওয়াল বাখারী, দর্ম্মা বা পাতার হলে এরা মেঝের নিম্নের মৃত্তিকা অপসারিত করে ঘরে প্রবেশ করতে পেরেছে।

সাধারণতঃ মঘোয়া ডোম, বাউরী, মিনা, ভদক প্রভৃতি স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতীয় লোকেরা বগলী সিঁদ কেটে চুরী করে। কিন্তু বেড়া বা ঝাঁপ কেটে গৃহে প্রবেশ করা হলে বুঝতে হবে যে অপকার্য্যটী গোণ্ডা বা মীনা জাতীয় ব্যক্তিদের দ্বারা সমাধা হয়েছে। সিঁদের পরিধি অপাতঃ দৃষ্টিতে স্বল্পায়তন বুঝে অনেকে মনে করেছেন যে কাহারও পক্ষে ঐ সিঁদের পথে গৃহে প্রবেশ করা অসম্ভব। কিন্তু এইরূপ ধারণা প্রারম্ভেই না করে কোনও বালকের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা উচিত উহার মধ্যে অল্প বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব কি'না। সিঁদের পরিধি মেপে এবং উহার কর্ত্তন রীতি পরীক্ষা করে জানা যায় কিরূপ অস্ত্র দ্বারা এইরূপ গর্ত্ত করা সম্ভব। যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎকীর্ণ চিহ্নাদি সযত্নে সংরক্ষণ করলে কোনও অপরাধীর গৃহে ঐরূপ এক যন্ত্র পেলে, রক্ষিগণ বলে দিতে পারবেন যে ঐ যন্ত্র দ্বারা ঐ সকল চিহ্ন উৎকীর্ণ হয়েছিল। কিরূপ প্রণালীতে ইহা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে তাহা পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হয়েছে।

জানালা সমূহ সাধারণতঃ দুয়ার অপেক্ষা কমজোর এইজন্য অপরাধীরা জানালা ভাঙতে প্রথমে সচেষ্ট হয়। প্রথমে তারা জানালার দুইটী গরাদের মধ্যবর্ত্তী ফাঁক দিয়ে গলে ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। কোনও এক ব্যক্তির মস্তক যদি ফাঁকে প্রবেশ করে তা'হলে তার সারা দেহও উহার ভিতর প্রবেশ করবে; কিন্তু সব ক্ষেত্রে ইহা সত্য নাও হতে পারে। তবে উত্তোলিত হস্তদ্বয় সহ মস্তক কোনও ফোঁকরে প্রবেশ করলে সমগ্র দেহটীও তাহার ভিতর নিশ্চয় প্রবেশ করবে, অবশ্য যদি দেহ ঐ মানুষের অস্বাভাবিক রূপ বৃহদাকার না হয়। কিন্তু এমন বহু মানুষ আছে যাদের মস্তকের পরিধি ৫½ ইঞ্চির অধিক নয়, আবার এমন মানুষও আছে যাদের মস্তকের পরিধি

আরও কম। বালকদের মস্তকের পরিধি সাধারণতঃ ৫½ ইঞ্চির কম থাকায় অপরাধীরা বহুক্ষেত্রে বহু বালক প্রতিপালন করে থাকে। এরা অনায়াসে জানালা, ঘুলাঘুলি, নর্দ্দমা, খাটাপাইখানা প্রভৃতির ফাঁক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে বড়দের জন্মে সদর দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। জানালার লৌহদণ্ড সমূহের ফাঁক সকল ৪¾ ইঞ্চির কম থাকলে উহার ভিতর দিয়ে মাথা গলানো যায় না। জানালার গরাদের ফাঁকে প্রবেশ করতে না পারলে অপরাধীরা সমগ্র জানালাটাই দেওয়াল হতে উঠিয়ে ফেলে; দুইটী রড বাঁকিয়ে উহার ফাঁক বড় করাও সম্ভব। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে গরাদ বাঁকানোর রীতিনীতি এবং যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বিশদরূপে বলা হয়েছে। পাকাবাড়ী হতে অবশ্য সমগ্র জানালা উঠিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে জানালার গরাদ সমূহ বাঁকানো বা কর্ত্তিত করা হয়। লৌহ গরাদ জানালার ফ্রেমের কাঠ ফুঁড়ে দেওয়ালে প্রবেশ করানো থাকলে উহাদের উঠিয়ে ফেলা শক্ত। গরাদ স্থূল হলে উহা সহজে কর্ত্তন করা সম্ভব হয় নি। সাধারণতঃ জানালার কাঠ কেটে বা তুরগুণ দ্বারা ফুটা করে গরাদ উঠিয়ে ফেলা হয়ে থাকে। কপাটের পাখী-কক্ষের ভিতরমুখী হলে উহার ফাঁকে হাত গলাতে অপরাধীদের বেগ পেতে হয়। অপরাধীদের তৃতীয় বাধা হয় জানালার সার্সির কাঁচ সমূহ। এই বাধা এরা এক অদ্ভুত উপায়ে দূরীভূত করে। এরা সার্সির কাঁচের উপর আটা দিয়ে একটী করে ন্যাকড়া মেরে দেয়। তার পর তারা একটী ন্যাকড়া কুণ্ডলী পাকিয়ে তা' দিয়ে ঘা'দিয়ে গ্লাসপেন ভেঙে ফেলে। বলাবাহুল্য যে শব্দ নিবারণের জন্য ইহারা এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। হীরক-কলম দ্বারা সার্সির কাঁচ কর্ত্তনের কাহিনীও শোনা গিয়েছে, কিন্তু ইহার ব্যাপক

ব্যবহার এখনও এদেশে বিরল। এদের কেহ কেহ দুয়ার ভেঙে বা খুলে কিংবা পাঁচিল টপ্‌কে বা দেওয়ালের খড়া ব'য়েও গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পল্লী অঞ্চলে দুয়ার সংলগ্ন হাঁসকল কপাটসহ উঠিয়ে বা উঁচু করে খুলে ফেলা হয়। কিন্তু দুয়ারের উপর যা কিছু আঘাত তাহা উহার বহির্দ্দেশেই প্রকাশ পায়। আঘাত যদি কপাটের ভিতরাংশে দেখা যায় তাহলে বুঝা যাবে যে উহা গৃহবাসী কোনও চোরের অপকার্য্য এই যুগে সর্ব্বত্রই লৌহ কব্জার দ্বারা কপাট দুয়ারের ফ্রেমে সংলগ্ন থাকে। এই ক্ষেত্রে কপাটের এক স্থানে ফুটা করে উহার ভিতর বাঁকা শিক গলিয়ে কিংবা উভয় কপাটের ফাঁকে শলাকা বা খুন্তি ঢুকিয়ে ভিতরের খিল বা ছিট্‌কিনী খোলে ফেলা হয়। এই সম্পর্কে দেখা গিয়েছে যে খিল অপেক্ষা ডবল ছিট্‌কিনী খোলা অপরাধীদের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য। উভয় কপাট কাপে কাপে বসানো থাকলে উহার ফাঁকে লৌহ শলাকা প্রবেশ করানো সহজ নয়, এইরূপ উপায়ে দরজা উন্মুক্ত করলে কপাটের উভয় কিনারায় আঘাতের চিহ্ন প্রকাশ পেতে বাধ্য। এই সব চিহ্ন হতে চুরি ভেতরের বা বাহিরের কার্য্য তা সহজে অনুমান করা যায়। বগলী সিঁদ দ্বারা কিরূপে দুয়ারের খিল খুলা হয়ে থাকে তা ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এই সব ভাঙন রীতি হতে রক্ষীরা এ'ও বুঝে নিতে পারে যে অপরাধী দুয়ারের গঠন ও খিলের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত ছিল কি'না। দুয়ার ও জানালা না ভেঙে অপরাধীরা তালা ভেঙে বা উপড়েও গৃহে প্রবেশ করে। তালা নকল চাবী দ্বারা উন্মুক্ত হলে বুঝতে হবে যে অপরাধিগণ পূর্ব্ব হতে উহার স্বরূপ জানতো। কখনও কখনও তালা মুচড়ে বা আঘাত করে ভেঙে ফেলা হয়েছে, কখনও কখনও উহা আঙটা বা লোহার কড়া সমেতও উপড়ে নেওয়া হয়েছে। তালার ভাঙন রীতি হতে অপরাধ নির্ণয় করতে হলে রক্ষিগণের উচিত হবে বিবিধ

তালার স্বরূপ ও নির্ম্মাণ কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করা। এই চাবি-তত্ত্ব এবং তালা বিজ্ঞান সম্পর্কে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

জানালা বা দরজা ব্যতীত অন্যান্য পথেও অপরাধীরা দোকান এবং গৃহাদিতেও প্রবেশ করে থাকে। চিমনি, ঘুলঘুলী বা নর্দ্দমা, স্কাইলাইট ও পায়খানার ছিদ্রপথেও এরা গৃহে প্রবেশ করে। কেহ কেহ ছাদ ফুটা করে, মেথর সিঁড়ির সাহায্যে বা দেওয়াল বা জল-পাইপ ব'য়ে গৃহের ভিতর এসেছে। এই সব অস্বাভাবিক পথ আবিষ্কার করতে না পেরে রক্ষিগণ বাটীর ভৃত্যাদিকে অকারণে সন্দেহ করেছেন। এই প্রবেশ ও নির্গমন রীতির প্রকার ভেদে এক একটী চোরদলকে সন্দেহ করা যায়। এই সম্বন্ধে অপরাধ কার্য্যপদ্ধতি অফিসের কর্ম্মচারীদের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য। এই সকল কর্ম্মচারি অপরাধীদের কার্য্যপদ্ধতি হতে অপরাধীরা কারা হতে পারে যে তাহা তদন্তকারী রক্ষীদের বলে দিতে সক্ষম। এই কার্য্যপদ্ধতি সমূহ এবং উহার কার্য্যকরণ সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিশদরূপে বলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এই সকল অপরাধ সম্পর্কে কোন অপরাধীকে কোন স্থানে কেমন করে খুঁজে বার করতে হবে তাহাও পুস্তকের পূর্ব্বতন খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে।

অপতদন্ত—ডাকাতি ও রাহাজানি

এদেশের আইনে ডাকাতি কার্য্য করার ন্যায় ডাকাতির জন্য প্রস্তুতি এবং দলবদ্ধ হওয়াও একটী বিশেষ অপরাধ। ডাকাতি অপরাধ সর্ব্বদাই দলবদ্ধ ভাবে করা হয়ে থাকে। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি এই দলে থাকলে উহাকে বলা হয় ডাকাতি এবং চারি বা তন্ন্যূন সংখ্যা হলে উহাকে বলা হয় রাহাজানি বা রবারী। রবারী শহরে এবং পল্লী অঞ্চলে সমভাবে সঙ্ঘটিত হলেও ডাকাতি সাধারণতঃ অধিক সংখ্যায় পল্লী অঞ্চলেই ঘটে থাকে। এই ডাকাতি তদন্তে সুবিধার ন্যায় অসুবিধাও আছে। ডাকাতগণ প্রকাশ্যে ডাকাতি করে, এই জন্যে এরা মুখোস পরে ঘটনা-স্থলে আসে; কিন্তু তা সত্বেও এদের কেহ পরিচিত হলে তার গলার স্বর শুনে গৃহস্থ বুঝে নিয়েছে সেই ব্যক্তি কে? কেহ কেহ ডাকাতের মুখ না দেখেও গলার স্বর শুনে তাকে চিনতে পেরেছে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটী চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"জনৈক ইংরেজকে দুইজন এংলো লেকের ধারে আক্রমণ করে তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। আমরা গুপ্তচরের সংবাদানুযায়ী একজনকে পাকড়াও করে একটী মিছিল সনাক্তিকরণের বন্দোবস্ত করি। অনুরূপ আকৃতির ও বেশভূষাসহ দশ জন বাহিরের ব্যক্তির সহিত অপরাধীকেও সারিবদ্ধ রূপে দাঁড় করিয়ে ফরিয়াদীকে অতোগুলি ব্যক্তির মধ্য হতে তাকে বেছে নিতে বলা হয়। ফরিয়াদী রাত্রের অন্ধকারে তাকে ভালো করে না দেখলেও তার গলার স্বর মনে রেখেছিল। তিনি সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের পিছন হতে একে একে প্রত্যেকের পৃষ্ঠে হাত রেখে তাদের নাম বলতে বলছিলেন; প্রকৃত অপরাধী তার নাম বলা মাত্র তিনি বললেন যে ঐ ব্যক্তিই অপরাধী!"

ডাকাতদল অপরিচিত হলে গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থগণ তাদের শত্রুপক্ষীয়দের নাম মিথ্যা বা ভুল করে বলে দিয়েছে। কিন্তু তদন্তকারী অফিসারগণের উচিত হবে না তাদের এই বিবৃতি ধ্রুব সত্য রূপে মেনে নেওয়া। এই সম্পর্কে গ্রামের নিরপেক্ষ ব্যক্তিগদের বিবৃতি এবং তাদের নিকট ঘটনার অব্যবহিত পর ফরিয়াদীর বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। এই সকল তদন্তের প্রধান অন্তরায় গ্রামবাসী এবং ফরিয়াদীদের ভীতিসূচক নিস্তব্ধতা। বহুক্ষেত্রে এই সকল ডাকাতদের সহিত জমিদার গ্রাম্য মণ্ডল প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপ যোগসাজস থাকে। এই জন্যে উৎপীড়নের ভয়ে এই সম্পর্কে সহজে কেউ মুখ খুলতে চায়নি। পূর্ব্ব কালে বহু জমিদার ও গ্রাম্য মোড়ল নিজেরাই ডাকাতি কার্য্য করেছে। এমন কি কোতোয়ালীর নিম্নতম কর্ম্মচারিগণও এদের পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছে। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটী চিত্তাকর্ষক কাহিনীর উল্লেখ করা গেল।

"আমার অমুক ধনী মোড়ল পরিবারের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। শ্বশুর মশাই যে একজন ডাকাত তা আমার জানা ছিল না। সহসা নদীতে ভাঁটা পড়ে যাওয়ায় রাত্রে আমাকে শ্বশুর বাড়ীর পথে পাড়ী দিতে হয়। কিছুটা দূর অগ্রসর হওয়া মাত্র হৈ হৈ করে একদল দস্যু পথ অবরোধ করে আমার পরিধেয় বস্ত্রটী পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে নিলে। একটী খেজুর পাতার দ্বারা লজ্জা নিবারণ করে অতি কষ্টে ভোর চারটায় শ্বশুর বাড়ী পৌছিলে, ঝি দরজা খুলে আমাকে দেখে চুপি চুপি আমার স্ত্রীকে খবর দেয়। আমার স্ত্রী বার হয়ে এসে আমাকে তার ঘরে নিয়ে একটী কাপড় ও একটী জামা আমাকে পরতে বলে। অবাক হয়ে দেখি যে আমারই অপহৃত সোনার বোতাম সহ পাঞ্জাবী এনে স্ত্রী আমাকে পরতে দিলে।

স্ত্রীকে সকল কথা খুলে বলবার পর সে সভয়ে আমাকে বললে, বাবা যদি জানতে পারেন যে তুমি তাঁর কীর্ত্তিকথা জানতে পেরেছো তা'হলে এখুনি তোমায় তিনি কেটে ফেলবেন। এর পর আমি ও স্ত্রী খিড়কী দুয়ার দিয়ে বার হয়ে এসে প্রাণ ভয়ে দৌড়ে এক কোতোয়ালীতে এসে আশ্রয় নিই। একজন মুন্সীবাবুকে ঘটনাটা জানাতে গিয়ে দেখি আমারই ঘড়িটী তার হাতে ফিতা সহ বাঁধা আছে। আমরা শহরে এসে বড় ফৌজদারকে সকল সমাচার অবগত করালে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেন।" *

গ্রামবাসিগণের প্রতিরোধের ফলে দুই একজন ডাকাত ঘায়েল হয়েও পলায়ন করেছে। এই সকল আঘাতপ্রাপ্ত ডাকাতকে তাদের আঘাত হতে সহজেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব। কোনও ব্যক্তি আঘাতসহ স্বগ্রামে ফিরলে, তার সেই আঘাতের প্রকৃত কারণ কি তা জানতে হবে। এই সম্পর্কে গ্রাম্য চিকিৎসক এবং পড়শীদের মধ্যেও অনুসন্ধান করা উচিত। যদি শুনা যায় যে অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তি ঘটনার পর বহু সম্পত্তি খরিদ করেছে কিংবা অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সমুদয় দেনা সে পরিশোধ করতে পেরেছে তা'হলে সে এতো অর্থ সহসা পেলো কি করে তা অনুসন্ধান করা রক্ষীদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কয়েকজন সন্দেহমান বা ডাকাত-মগ্ন ব্যক্তি যদি একত্রে একই রাত্রে স্বগৃহে হাজির না থেকে থাকে তা'হলে তদন্ত সম্পর্কে এইরূপ সংবাদ একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র রূপে গ্রহণ করা উচিত। এই সকল ব্যক্তি ঐ রাত্রে কোথায় গমন করেছিল তার কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারলে তদন্তসাপেক্ষে তাদের গ্রেপ্তার করা অন্যায় হবে না। এই সকল সন্দেহমান

---

* পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটনা এই যুগে অবশ্য গল্পের কথা।

ব্যক্তিদের বাসগৃহ খানাতল্লাসী করেও বহুক্ষেত্রে সুফল ফলেছে। সাধারণতঃ এরা বনে বাদাড়ে প্রাঙ্গণে বা শয়ন কক্ষ বা গোয়াল ঘরের মাটীর তলায় মাটীর পাত্রে লুণ্ঠিত দ্রব্য পুঁতে রেখে থাকে। এই কারণে রক্ষীদের উচিত মেঝে বা দেওয়ালের স্থানে স্থানে টোকা দিয়ে বুঝে নেওয়া সেখানে কোনও লুক্কায়িত গহ্বর আছে কি'না। মেঝে মৃত্তিকার হলে উহার উপর জল ছড়িয়ে দিলে গহ্বরের উপরকার মাটীর মধ্যে জল দ্রুত প্রবেশ করে থাকে। প্রয়োজন হলে এই সকল মেঝে খুঁড়ে দেখাও উচিত হবে। কোনও এক ডাকাতের স্ত্রী তল্লাসীর সময় মেঝের মধ্য স্থলে কাঁথা পেতে তার শিশু পুত্রকে শুইয়ে রাখতো, কারণ উহার তলদেশে তাদের লুণ্ঠিত ধন ভাণ্ডার পুঁতা ছিল। রক্ষিগণ এই কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে খোঁড়াখুড়ি করলেও এই শিশুটীকে কখনও সরিয়ে দেয় নি। এই কারণে কক্ষের মেঝের প্রতিটী স্থান এমন কি দেওয়াল ও ঘরের চালও সাবধানে পরীক্ষা করা রক্ষীদের উচিত।

ডাকাতগণ সাধারণতঃ দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অধীন। বাহিরে এরা অপরাধ করলেও গৃহে এরা আদর্শ স্বামী বা পিতার ন্যায় ব্যবহার করে। এই জন্য এদের সন্দেহ করে বেছে নেওয়াও রক্ষীদের পক্ষে দুষ্কর। ডাকাত বলে কাউকে জানতে পারলে উহাদের একটী তালিকা প্রস্তুত করে রাখা উচিত। বহু ক্ষেত্রে দস্যুগণের কোনও কোনও দল ডাকাতির সময় এক একপ্রকার চীৎকার করে থাকে। স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে এইরূপ হাঁক দেওয়ার রীতি বিশেষ রূপে প্রচলিত। এই হাঁক বা চীৎকার হতে বুঝা যাবে ডাকাতদের কোন দল বা জাতি কর্ত্তৃক এই অপকার্য্য সমাধা হলো। ইহাদের এক এক দলের দুয়ার ভাঙার রীতি, শস্ত্র ব্যবহার, কার্য্যকরণ এবং অপপদ্ধতি এক এক

প্রকারের হয়ে থাকে। এই সকল অপপদ্ধতি অনুধাবন করে রক্ষিগণ বুঝে নেন যে উহাদের কোন দল কর্তৃক এই অপরাধ সঙ্ঘটিত হয়েছে। অন্যথায় প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি এবং সংবাদদাতা বা গুপ্তচরদের সংবাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া রক্ষীদের উপায় নেই। তবে যদি অকুস্থলে প্রাপ্ত কোনও দ্রব্য বা পদ বা টীপচিহ্ন রক্ষীদের সহায়ক হয় তা'হলে সে কথা স্বতন্ত্র। এতদ্ব্যতীত বামাল গ্রাহকের বাড়ী তল্লাসী করে অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করে তাহাদের নিকট হতেও সম্ভাব্য অপরাধীদের সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। অপহৃত দ্রব্যের বামাল গ্রাহকগণ প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে থাকে এবং এরা নানা অছিলায় রক্ষীদের অযাচিত ভাবে সাহায্য দানে উন্মুখ। এই সকল বর্ণচোরা সম্মানী ব্যক্তিদের স্বরূপ বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা রক্ষীদের অপর এক প্রধান কর্ত্তব্য। কোনও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষীদের এক দলের উচিত হবে ঘটনাস্থলে রওনা হওয়া, এবং তাহাদের অপর দলের উচিত হবে ডাকাতদের সম্ভাব্য নিষ্ক্রমণ পথে তাদের পিছনে ধাওয়া করা। এ সম্পর্কে রেলষ্টেশন, ফেরীঘাট, বাসষ্ট্যাণ্ড সমূহে এবং সন্নিকটস্থ হোটেল চা'খানা প্রভৃতিতে অনুসন্ধান করা উচিত। বহুক্ষেত্রে এই সকল স্থান হতে সন্দেহমান ব্যক্তিদের আটক করে তাদের নিকট হতে লুণ্ঠিত দ্রব্য সমূহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যদি এমন দেখা যায় যে ইহারা একত্রে কোনও এক দোকানে চা পান করেছে, তা'হলেও ইহা তাদের পরস্পরের সহযোগিতা প্রমাণের জন্য প্রমাণ রূপে বিবেচিত হয়। যদি এদের একজনের নিকট হতে স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি আদায় করা যায় তা' হলে সর্ব্বোত্তম। বহু অপরাধী মূল ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ না করে মাত্র অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করে তদন্তকারী

স্বীকৃতিমূলক বিবৃতির মূল্য নির্ভরযোগ্য হয়নি, এই কারণে একবার জেল হাজতে পাঠিয়ে তার পর তাকে হাকিম বাহাদুরের নিকটে এই উদ্দেশ্যে পেশ করা সমীচীন। ইহার পর কোনও হাকিমকে অপরাধীকে সঙ্গে নিয়ে বার হতে অনুরোধ করা যেতে পারে, যাতে সে তার বিবৃতিতে উল্লেখিত প্রতিটী ঘটনাস্থান এবং সাক্ষীসাবুতকে তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারে। অসুবিধা বুঝলে অপরাধীকে পুনরায় পুলিশ হেপাজতিতে গ্রহণ করে তদন্তকারী রক্ষীর উচিত,তাকে নিয়ে এই উদ্দেশ্যে স্বয়ং বার হওয়া। কোনও কোনও রক্ষীর মতে এতোটা ঝুঁকি না নিয়ে আসামী 'একরার' করা মাত্র তার সাহায্যে ঘটনাস্থল এবং সাক্ষ্যসাবুতদের সত্বর খুঁজে বার করা উচিত, কারণ এই দিনের অতিবাধ্য অপরাধীটী যে পর দিন কি মূর্ত্তি ধরবে তা বলা দুষ্কর।

অধিক সংখ্যক অপরাধী গ্রেপ্তার হলে এইরূপ এক ব্যক্তিকে তার সহ-অপরাধীদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী বা এপ্রুভার রূপে ব্যবহার করা চলে। যদি একই দল অনেকগুলি ডাকাতি অপরাধের জন্য দায়ী থাকে তা'হলে এইরূপ একটী বা ততোধিক রাজসাক্ষী বিশেষ রূপে প্রয়োজন। প্রত্যেক অপরাধী প্রত্যেকটী ডাকাতির সময় প্রায়ই উপস্থিত থাকে নি, এই জন্য যারা প্রায় প্রত্যেকটী অপরাধে যোগ দিয়েছে তাদেরই রাজসাক্ষী করা সর্ব্বোত্তম। এইরূপ ব্যবস্থায় এক বা দুই জনের নিকট হতে প্রত্যেকটী ডাকাতির বিবরণ আদালত অবগত হতে পারবে।

ঘটনারাজীর পরিপ্রেক্ষিতে কথিত অপরাধীর প্রতিটী কাহিনী সত্য রূপে বিবেচিত হলে তাকে রাজসাক্ষী করে তার সকল অপরাধ ক্ষমা করে বিচারের পরিশেষে তাকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা বিচারকের থাকে। তবে সকল ক্ষেত্রে যে রাজসাক্ষী স্বকীয় অপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তার

সকল অপরাধ স্বীকার করেছে তা'ও নহে। বরং নিজেকে অবশ্যম্ভাবী কারাবরণ বা মৃত্যুদণ্ড হতে মুক্ত করবার জন্যে তারা নিজেকে এবং অপরকে জড়িয়ে স্বীকারোক্তি করেছে, কিন্তু ইহা তারা যে-কোনও কারণেই করুক না কেন মামলা সম্পর্কে উহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

এই সকল স্বীকারোক্তি হাকিমের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা যে সর্ব্বোত্তম, এই কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ হেপাজতীতে অবস্থিত আসামীর স্বীকারোক্তির মূল্য থাকে কম, এই জন্য কয়েকদিন উহাদের জেল হাজতের এক পৃথক কক্ষে রেখে তার পর তাদের এই জন্যে হাকিমের নিকট পেশ করা হয়ে থাকে। বড় বড দলীয় মামলায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন আসামীর মধ্যে অন্ততঃ সাত আট জনের স্বীকৃতি হাকিমের দ্বারা লিপিবদ্ধ করানো সম্ভব হয়েছে; এবং পরে এই সাত আট জনের মধ্যে একজন বা দুইজনকে রাজসাক্ষী রূপে মনোনীত করে উহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দলীয় ম'মলায় রাজসাক্ষিগণের বিবৃতি যাচাই করে নিয়েরক্ষিগণ হাকিমের দ্বারা কয়েকটী মিছিল সনাক্তিকরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। ধরা যাক, এই অপদলের বিশ জন ব্যক্তি একত্রে বারোটী বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি কার্য্য সমাধা করেছে এবং রাজসাক্ষী হাকিমকে বা পুলিশকে এই বারোটী স্থানই দেখিয়ে দিলে। এইরূপ ক্ষেত্রে মিছিল সনাক্তকরণের দ্বারা প্রত্যেকটী ডাকাতি সম্পর্কীয় সাক্ষিগণ কয়েকজন করে অপরাধীদের সনাক্ত করতে সক্ষম হলো। ধরুন, এদের দুই জন ডাকাত প্রথম ডাকাতিতে, এদের সাত জন হয়তো দ্বিতীয় ডাকাতিতে, মাত্র এক জন চতুর্থ ডাকাতিতে, নয় জন পঞ্চম ডাকাতিতে এবং বাকি কয়জন ষষ্ঠ ডাকাতিতে কোনও না কোনও এক প্রত্যক্ষদর্শী কর্ত্তৃক সনাক্তকৃত হলো। এদের যে ব্যক্তি একটীতে সনাক্তকৃত হলো না সে হয়তো ভাগ্যদোষে অপরটীতে

সনাক্তকৃত হয়ে গেল। ইহার ফলে একক একটী ডাকাতির মামলায় এদের একজন অব্যাহতি পেলেও যুক্ত বিচারে তার আর অব্যাহতি নেই। এই জন্য প্রতিটী মামলা একত্রে বিচার করানোর জন্যে রক্ষিগণ সকলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি আদি অপরাধের জন্য কোনও স্থানে ষড়যন্ত্র করার জন্যে এদের সকলের বিরুদ্ধে একটী পৃথক ষড়যন্ত্রের ধারায়েও মামলা দায়ের করে থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে রাজসাক্ষীদের সকলকে তাদের সাক্ষ্যে বলতে হয়েছে যে কোনও এক দিন কোনও এক স্থানে তাদের কয়েক জন একত্রে সমবেত হলে তাদের দলের একজন প্রস্তাব করে যে বিভিন্ন স্থানে তারা এই এই অপরাধ একত্রে সমাধা করবে এবং তদলব্ধ অর্থাদি তারা নিজেদের মধ্যে এই এই হারে বা হারাহারি রূপে বণ্টন করে নেবে; এবং দলের প্রতিটী ব্যক্তি এই সাধু প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করতে সানন্দে এইদিন স্বীকৃত হয়েছিল এবং পরে অপরাপর বহু ব্যক্তি তাদের দলের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে ঐ একই উদ্দেশ্যে এ:ক একে তাদের দলে যোগদান করতে থাকে, ইত্যাদি।

মূল ষড়যন্ত্রের মামলা এইভাবে স্থাপিত হলে শাখা মামলাগুলির জন্য সাক্ষ্য একে একে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই সকল মামলার দুই একটী প্রমাণের দিক হতে দুর্ব্বল হলেও ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অপর মামলাগুলির সহিত পরিবেশিত হয়ে উহারাও সবলাকার ধারণ করে। এই সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধান যোগ্য।

"কলিকাতার বিখ্যাত 'এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান গ্যাঙ্গ মামলা' আমি পরিচালনা করেছিলাম। এই মামলায় বহু সংখ্যক অপরাধী আসামীর পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। এরা প্রায় একশটী ডাকাতি, রাহাজানি, সবলচৌর্য্য, বলাৎকার প্রভৃতি অপরাধ বহু কাল যাবৎ কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, চন্দননগর, বর্দ্ধমান, উড়িষ্যা,

বিহার, বোম্বাই, গোয়া প্রভৃতি স্থানে সমাধা করে। এই সকল অপরাধের মধ্যে ২৪ পরগণা জিলার কয়েকটী ডাকাতি, রাহাজানি এবং বলাৎকার অপরাধ তাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে সুপ্রমাণিত হয়। অপকার্য্যের জন্য মূল ষড়যন্ত্রটী কিন্তু রাজসাক্ষীত্রয়ের বিবৃতি অনুযায়ী কলিকাতার শহরতলাতে ঢাকুরিয়া লেকের ধারে সর্ব্বপ্রথম দানা বাঁধে। কলিকাতার ঐ শহরতলিটীও ২৪ পরগণা জিলা হাকিমের এলাকাধীন থাকায় আমরা সমগ্র মামলাটীর বিচারের জন্য এই জিলার অতিরিক্ত জিলা হাকিমের নিকট তাদের সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করি। অন্যান্য জিলায় সংঘটিত অপরাধ সমূহের সাক্ষ্য-সাবুত এই আদালতে মাত্র লেকের ধারে উদ্ভূত মূল ষড়যন্ত্র মামলার সমর্থক রূপে আমরা ব্যবহার করি। আদালতে আমাদের বক্তব্য হয় যে লেকের ধারে এরা সর্ব্বপ্রথম বিবিধ অপরাধ সংগঠনের জন্য ষড়যন্ত্র করে এবং ঐ ষড়যন্ত্র অনুযায়ী তারা বিবিধ জিলা ও প্রদেশে অপরাধ সমূহ একত্রে বা পৃথক ভাবে সমাধা করে। বিভিন্ন জিলায় পৃথক পৃথক বিচার ব্যবস্থা করার অসুবিধা দূরীকরণার্থে মাত্র ২৪ পরগণা জিলায় সংঘটিত কয়েকটী মামলা এই মূল ষড়যন্ত্রের মামলার সহিত একত্রে বিচারের জন্য এই আদালতে দায়ের করা হয়েছে; এবং এই একই কারণে অন্যান্য জিলায় সংঘটিত অপরাধ সমূহের জন্য পৃথক কোনও অভিযোগ ঐ সকল জিলার আদালতে দায়ের না করে উহাদের যা কিছু প্রমাণ ও সাক্ষ্য-সাবুত তা এই আদালতে দায়ের করা হয়, কেবলমাত্র এই জিলায় সংঘটিত মূল ষড়যন্ত্র মামলাটী প্রমাণের জন্যে।"

এই সকল ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তে তথ্য তালিকা সম্বলিত 'তালিকা' প্রণয়নের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। নিম্নে প্রদর্শিত চার্ট বা তালিকা অনুধাবন করলে বক্তব্য বিষয় সম্যক রূপে বুঝা যাবে।

আসামীর নাম	আরাতুন	স্বামীনাথম্	বন্দিমিয়া বাড়ি	নুরল হক চৌধুরী	সুবোধ বোস	এন্টনি মেক্কক	হরিরাম
হুগলি ডাকাতি		×			×		
চিৎপুর রাহাজানি	×		×	×	×		
ব্যাটরা ডাকাতি		×	×	×			
কাশীপুর রাহাজানি	×				×	×	×
রাধিকা হরণ মামলা		×			×		×
সবোরাণী বলাৎকার			×	×		×	
ভবানীপুর সিঁদেল চুরি	×	×			×		×

উপরোক্ত তালিকার উপরিভাগে আড়াআড়ী ভাবে আসামীদের নাম লেখা হয়েছে। এবং ইহার বাম পার্শ্বে পর পর অপরাধসমূহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যে সকল আসামী কোনও না কোনও মামলায় কাহারও না কাহারও দ্বারা সনাক্তিকৃত হয়েছে তাহাদের নামের নিম্নে এবং সেই সকল অপরাধের পার্শ্বে একটী করে + চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। এই চার্ট বা তালিকা হতে বুঝা যাবে যে আরাটুন তিনটী মামলায়, স্বামীনাথম্ চারটী মামলায়, বন্দিমিয়া তিনটী মামলায়, নুরুল হক তিনটী মামলায়, সুবোধ বোস পাঁচটী মামলায়, এণ্টনি মোজেক দুইটী মামলায়, হরিরাম তিনটী মামলায় কোনও না কোনও প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা সনাক্তকৃত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এই প্রকার মামলায়আসামীদের কাহারও কাহারও গৃহ হতে অপহৃত দ্রব্য প্রভৃতিও উদ্ধার করা হয়ে থাকে। এই সকল অপহৃত দ্রব্যাদি পরিপ্রেক্ষিতে আসামীদের নাম সহ অনুরূপ অপর আর এক প্রকার চার্ট বা তালিকা প্রণয়নও করা যেতে পারে। এই সকল গ্যাঙ্গ বা দলীয় এবং ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তে এইরূপ তালিকা সমূহের প্রয়োজন অপরিসীম।

ষড়যন্ত্রের মামলার তদন্তরীতি সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার গ্যাংকেস বা দলীয় মামলার তদন্ত প্রথা সম্বন্ধে বলবো। বিবিধ অপরাধে অবিরত লিপ্ত একই দলের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০০ এবং ৪০১ ধারা মতে এই দলীয় মামলা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ষড়যন্ত্রের ন্যায় এই মামলা প্রমাণের জন্তও একজন বা দুইজন রাজসাক্ষীর প্রয়োজন হয়। এই বিশেষ প্রকার মামলায় রক্ষিগণ নিম্নোক্ত রূপ প্রমাণ সমূহ অপরাধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করবেন।

(১) কোনও একটী অন্তর্বর্ত্তী কালের মধ্যে সাধিত ডাকাতি,

রাহাজানি, চুরি প্রভৃতি অপরাধ করার জন্যে একটী দলের সৃষ্টি হয়েছিল এবং উহা তখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

(২) বিবিধ অপরাধের জন্যে দলের ব্যক্তিগণ যে বিবিধ সময়ে সমবেত হয়েছিল তাহার প্রমাণ।

(৩) দলের বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহের বা জন্মগত কারণে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব এবং পরিচিতি প্রভৃতির প্রমাণ।

(৪) রাজসাক্ষীর বিবৃতি অনুযায়ী যে বহু ঘটনাস্থল আবিষ্কার করা হয়েছে এবং সাক্ষী সমূহ সংগৃহীত হয়েছে তা প্রমাণ করা, এবং তৎসহ আরও প্রমাণ করা যে তার বিবৃতিতে উল্লেখিত বিবিধ ঘটনা সত্য।

(৪) বিবিধ স্থানের হাকিমগণ কর্ত্তৃক গৃহীত সহ-অপরাধীদের 'বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে সাধিত' বিচার বিভাগীয় স্বীকৃতির মূল অনুলিপি।

(৫) যে সকল ডাকাতি বা চুরি প্রভৃতি দলের লোকেরা সমাধা করেছে, সেই সকল অপরাধের প্রত্যেকটীর জন্য পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষ্য-সাবুদ প্রমাণ রূপে দায়ের করা।

(৬) খানাতল্লাসী দ্বারা অপরাধীদের বাটী হতে কিংবা তাদের বিবৃতি অনুযায়ী অন্যত্র হতে উদ্ধার করে আনা অপহৃত দ্রব্য সমূহও এই সকল মামলায় প্রমাণ রূপে দায়ের করা উচিত হবে।

(৭) একক বা দলগত ভাবে কোনও এক অপরাধের সময় যদি এই দলের সদস্যগণ তাদের স্ব স্ব বাটিতে গর-হাজির থাকে তা হলে ইহাও প্রমাণরূপে আদালতে দায়ের করা যেতে পারে।

(৮) আসামীদের অনুপস্থিতে যদি কোনও এলাকায় চুরি ডাকাতি কমে গিয়ে থাকে এবং তাদের উপস্থিতে যদি উহাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে

থাকে, তা' হলে এইরূপ তথ্য তালিকাও তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে প্রযুক্ত করা যাবে। বহুক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে এই সব দলের সদস্যরা গ্রেপ্তার হওয়া মাত্র নির্দ্ধারিত এলাকায় আর একটীও চুরি ডাকাতি সংঘটিত হয়নি। এইরূপ কোনও প্রমাণ সংগৃহীত হলে তাহা এই মামলায় প্রমাণরূপে আদালতের গ্রাহ্য হবে। এতদ্ব্যতীত অনেক ডাকাতাদি অপরাধে একই ব্যক্তি যে সংশ্লিষ্ট থেকেছে বা তাতে তাকে সন্দেহ করা হয়েছে, তা নথীপত্র দ্বারা প্রমাণ করলে উহাও প্রমাণরূপে বিবেচিত হবে।

(৯) অপরাধের পূর্ব্বে বা পরে এদের কেহ কেহ গ্রেপ্তার বা সন্দেহ এড়ানোর জন্ত বাসস্থান মুহুর্মুহুঃ পরিত্যাগ করে থাকে। তাদের এইরূপ কার্য্যও এই মামলা সম্পর্কে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হবে। এতদ্ব্যতীত ডাকাতি অপরাধে তাদের পূর্ব্বতন মেয়াদ থাকলে তাও নথিপত্রের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে আদালতে দায়ের করা চলে। এমন কি এদের কারও কোনও অপরাধের জন্যে, বিশেষ করে ১১০ ধারা প্রভৃতি মতে যদি আদালত কর্ত্তৃক মুচলেখা প্রভৃতি গৃহীত হয়ে থাকে তা' হলে এই সকল কাগজপত্রও এই মামলা সম্পর্কে আদালতে দাখিল করা চলবে।

(১০) কোনও থানায় এদের নাম চোর বা ডাকাত রূপে নথীভুক্ত করা থাকলে ঐ সকল নথীপত্র, কিংবা কোনও এনকোয়ারী-শ্লিপ পাঠিয়ে উত্তর স্বরূপ তাহাদের সম্পর্কে বিরোধী মতামত প্রাপ্ত হলে ঐ সকল কাগজপত্র এই সকল মামলায় প্রমাণরূপে দাখিল করা আইন-সম্মতরূপে বিবেচিত হয়েছে।

পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে ডাকাতি এবং রাহাজানি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ডাকাতি ও রাহাজানি সম্পর্কিত বহু

চিত্তাকর্ষক ঘটনাও উহাতে উল্লেখিত হয়েছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপর কয়েকটী অনুরূপ ঘটনা লিপিবদ্ধ করবো।

"মানুষ মরে কেন, মানুষ পাগল হয় কেন, মানুষ অপরাধী হয় কেন, অনাদিকাল হতে এই প্রশ্ন বারে বারে মানুষের মনে উদয় হয়েছে, কিন্তু এর কোনও সদুত্তর আজও পর্য্যন্ত কেহই দিতে পারেনি। কি করে তা তারা হয়, হয়তো তা তারা বলে দিতে পেরেছে, কিন্তু কেন তারা তা হয়, তা কেউ আজও বলে দিতে পারেনি। একে একে মিলে দুই হয়, দুই ভলুম হাইড্রোজেন এবং এক ভলুম অক্সিজেন একত্রে জল হয়, তা মানুষ বলে দিতে পেরেছে, অর্থাৎ কি করে তা হয় তা তারা বলেছে, কিন্তু কেন তা তারা হয়, তা আজও পয্যন্ত কেউ বলে দিতে পারেনি; কারণ অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা জীবনের পরিমাপ করা কখনও সম্ভব হয়নি। জীবনের এই নিদারুণ সত্য বিশেষ করে আমার মনে হয় যখন আমার দুইটী অখ্যাত অপরাধীর কথা মনে পড়ে। তাদের মসীময় অন্ধকার জীবন-আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা উত্তাপহীন আলোকের ন্যায় যে জ্যোতির রেশ বিবিধসূত্রে আমি জেনেছি তা আজও পয্যন্ত তাজা ফুলের মত আমার মনে আছে। এই সম্পর্কে নিম্নে দুইটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি আমি উদ্ধৃত করলাম।

"সেইদিন সদর দপ্তরে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। প্রখ্যাত ডাকাত সন্ত্রাস দলুইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জীবন বিপন্ন করে আমিই তাকে গ্রেপ্তার করি। উর্দ্ধতন অফিসারদের করমর্দ্দন, সহকর্ম্মীদের ঈর্ষাপূর্ণ অভিনন্দন এবং বন্ধুগণের শুভেচ্ছা আমার উপর অবিরত বর্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু এজন্য বাইরে আনন্দ প্রকাশ করলেও অন্তরে আমার অপরিসীম লজ্জা। সন্ত্রাসের শ্যালক প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী গভীর রাত্রে তার শ্বশুর বাড়ীতে অতর্কিতে হানা দিয়ে নিদ্রিত অবস্থায় তাকে আমি গ্রেপ্তার

করেছি। জাগ্রত অবস্থায় তার আপন কর্ম্মক্ষেত্রে তাকে গ্রেপ্তার করতে কোনদিনই আমি হয়তো সক্ষম হতাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার এই ভীরুতা 'টাক্ট' আখ্যায় ভূষিত হয়ে আমাকে শ্রেয় প্রতিপন্ন করছে। উপন্নওয়ালাদের মতে হতাহত ব্যতীরেকে যে যুদ্ধ জয় করতে সক্ষম সেই ব্যক্তি ভালো জেনারেল। সন্ত্রাস-ডাকাতের শ্যালক বাবাজীর হাতে ২০০৲ রৌপ্য মুদ্রা তার পরিশ্রমিক রূপে সংগোপনে তুলে দিয়ে ঘৃণায় আমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলাম, এমন সময় চাপরাশী এসে খবর দিলে খোদ বড়ো সাহেব আমাকে তলব করেছেন। ব্যস্ত ভাবে তাঁর ঘরে ঢুকতেই সাহেব বললেন, তুমিই যখন সন্ত্রাস ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছো, তখন তার সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত যা কিছু করবার তোমাকেই করতে হবে। শুধু তাকে গ্রেপ্তার করে হাজতে ধরে রাখলেই তো হলো না। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা কিংবা তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো আমাদের অপর এক কর্ত্তব্য। সহসা এই সময় আমার কানে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, সন্ত্রাস দলুই-এর বালিকা বধূর সেই কাতর প্রার্থনা। সেইদিন শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে তার কালো কালো চোখ তুলে সে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, ওকে তোমরা কোথা নিয়ে যাচ্ছো, ও ডাকাত কেন হবে, ও যে আমার সোয়ামী। আমি সেদিন তাকে কোনও সান্ত্বনা তো দিতে পারিই নি, বরং তার গায়ে 'ডাকাতি করে আনা' দুইটী স্বর্ণালঙ্কার থাকায়, তাকে পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরে দিয়েছি। অচিরে আপন সম্বিত ফিরিয়ে এনে সাহেবকে আমি বললাম, নিশ্চয়ই স্যার, কি করতে হবে বলুন। সাহেব আমার দক্ষতার উপর সম্পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে বললেন, অমুক গণ্ডগ্রামে অমুক জমিদারণীর বাটী তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। সেখানকার জমিদারণীর বজরা নদী বক্ষে আক্রমণ করে এই

ডাকাত সর্দ্দার তাদের অলঙ্কার লুণ্ঠন করেছিল। জমিদারণী মহাশয়া ও তাঁর দুইজন বয়স্থা কন্যা ঐ সময় একে ভালো করে দেখে রেখেছে। আদালতে তাদের সাক্ষ্য অন্ততঃ দীর্ঘকালের মত এর জেলের পথ সুগম করে দেবে।

'জো হুকুম' বলে সদর ত্যাগ করে সেই গ্রামে যখন আমি পৌঁছলাম, সন্ধ্যা তখন হয়ে এসেছে। সন্তুষ্ট চিত্তে জমিদারণীর আতিথ্য গ্রহণ করে পরদিন প্রভাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যা শুনলাম তাতে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার নিকট হতে সকল সমাচার অবগত হয়ে প্রৌঢ়া জমিদারণী বললেন, 'দেখুন, ঘটনা যে মিথ্যা তা নয়, কিন্তু অলঙ্কার তাকে আমি যেচে দিয়েছি। গহনাগুলির একটীও আমাদের কাছ হতে সে কেড়ে নেয় নি। তাকে আমি পেটের ছেলের মতই মনে করি, তার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ বা মামলা নেই।'

'সে কি!' আশ্চর্য্য হয়ে আমি বললাম, 'ডাকাতি করে আপনাদের অলঙ্কার সে লুঠ করলে অথচ আপনি বলছেন, সে আপনার ছেলে। এতো এক তাজ্জব ব্যাপার! কতদিন ধরে আপনি তাকে চেনেন বলুন তো?' শান্ত স্বরে জমিদারণী উত্তর দিলেন, 'ঐ একদিনই তাকে আমি দেখেছি এবং ছেলের মতন ভালোবেসে ফেলেছি। সে আমার ছেলের মতোই কাজ করেছে। বড্ড উপকার সেদিন সে আমার করেছিল। তা ছাড়া সেদিন সে আমাকে মা'ও বলেছে, তাকে কোনও দিন না দেখলেও সে আমার ধর্ম্মছেলে।'

হতবাক্ হয়ে আমি কিছুক্ষণ মহিলাটীর প্রতি চেয়ে রইলাম। তাঁর চোখ দিয়ে এই সময় দর দর করে জল ঝরে পড়ছিল। কিন্তু তিনি কিছু বলতে না চাইলে কি হয়, আমি নাছোড়বান্দা,

কথা আমি তাঁকে বলাবোই ; কারণ এই ফরিয়াদিনীর বিবৃতি ব্যতীত মামলার সুরাহা হওয়া অসম্ভব ছিল। অতিকষ্টে আমি তাঁর নিকট হতে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নদ্বারা এই সম্পর্কে একটী সম্পূর্ণরূপ বিবৃতি আদায় করলাম। তাঁর সেইদিনকার সেই বিবৃতিটীর উল্লেখযোগ্য অংশ আপনাদের অবগতির জন্ম নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"এইদিন বজরা করে পাইক বরকন্দাজ ও আমার দুইটী বয়স্থা কুমারী কন্যাসহ পিত্রালয় যাচ্ছিলাম। মাঝ গাংয়ে স্রোতের মুখে পাল তোলা বজরা ভেসে চলেছে এমন সময় সহসা দশ বারোখানি লম্বা লম্বা ছিপ্-নৌকা কোথা হতে ছুটে এসে চতুর্দ্দিক হতে আমাদের বজরাটা ঘিরে ফেললে। হারে রে রে শব্দে প্রায় চল্লিশজন ষণ্ডামার্কা জোয়ান ডাকাত আমাদের বজরা আক্রমণ করে বসলো। কম্পিত কলেবরে বজরার ভিতর হতে আমরা শুনতে পেলাম উভয় পক্ষের গুলিবর্ষণের গুম গুম্ আওয়াজ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আমাদের লোকেদের পর্য্যুদস্ত করে তারা আমাদের বজরার পাটাতনের উপর উঠে পড়লো। আমি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য তত চিন্তিত ছিলাম না, যত চিন্তিত ছিলাম আমার বয়স্থা কন্যা দুইটীর সম্মান রক্ষার জন্যে। এমন সময়ে সহসা এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ আমার সম্মুখে এসে বলে উঠলো, 'মা, ছেলেকে যে কিছু ভিক্ষে দিতে হবে।' আমি দ্বিরুক্তি না করে আমার গায়ের ভারি গহনাগুলি একে একে খুলে তার হাতে তুলে দিলাম। এর পর আমার গায়ের শেষ গহনা চুড়ী কয়টীও খুলে ফেলছিলাম, এমন সময় সে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'না মা, একেবারে নিরাভরণ হতে আপনাকে দেবো না।' এরপর আমি আমার কন্যাদ্বয়কে তাদের গায়ের গহনা খুলে ফেলতে বলা মাত্র, সে হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এসে বললো, 'সে কি কথা মা, তা কখনো হতে পারে, বোনেদের গায়ের গহনা

এর মুক্তির দিন পর্যন্ত ঐ খেয়ালী জমিদারগৃহিণী জীবিত ছিলেন কি'না।"

যাক, এবার এরূপ অপর একটী দস্যু সর্দারের কাহিনী আপনাদের নিকট বিবৃত করবো।

যতদূর মনে পড়ে তার নাম ছিল, গৌরমোহন, তবে সে কোনও এক উচ্চ শ্রেণীর ডাকাত সর্দার ছিল না, সাধারণতঃ ডাকাতি করলেও তার লোকেরা তালা ভাঙার কাজও করে এসেছে। বহু চেষ্টায় গুপ্তচরের সাহায্যে তার স্বগৃহেই তাকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হই। বৃদ্ধ পিতার পীড়ার সংবাদ পেয়ে ফেরারী গৌরমোহন আপন বিপদ তুচ্ছ করে স্বগ্রামে ফিরে এসেছিল। এই সুযোগে গভীর রাত্রে তার বাড়ীতে হানা দিয়ে আমি তাকে গ্রেপ্তার করে আনি।

লৌহ-হাতকড়া দ্বারা হস্তবদ্ধ গৌরমোহনকে সশস্ত্র শাস্ত্রীর পাহারায় আমি ষ্টিমার যোগে পদ্মা নদীর পরপারে নিয়ে যাচ্ছিলাম। বর্ষাস্ফীত নদীর উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে ষ্টিমার পদ্মার মধ্যস্থলে এসে পৌছেছে, এমন সময় গৌরমোহন অনুরোধ করলো তাকে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করবার জন্তে। তাকে ষ্টিমারের হোলের ভিতর স্নানাগারে নিয়ে যাওয়া মাত্র ষ্টীমারের অপরিসর গোলাকার গবাক্ষ পথে মাথা ঢুকিয়ে মাছের মত পিছলে হড়াৎ করে সে নদীবক্ষে নিমজ্জিত হয়ে গেল। পাহারাদার শাস্ত্রীদ্বয় এই দুঃসংবাদ দ্রুতগতিতে উপরে এসে আমাকে জানানো মাত্র আমি ষ্টিমার থামিয়ে চতুর্দ্দিকে খোঁজাখুঁজি করেছিলাম, কিন্তু গৌরমোহনকে কোথায়ও ভাসমান বা নিমজ্জমান দেখা গেল না। এরপর আমার বুঝতে বাকি থাকলো না যে গৌরমোহনের জীবন্ত সলিল সমাধি ঘটলো। হেডকোয়াটারে ফিরে রিপোর্ট করায় পাহারাদার শাস্ত্রীদ্বয়কে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়, সরকারী কার্য্যে গাফিলতির

জন্ম। পাহারাদার সিপাহীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে আমরা 'গৌরমোহন এখন মৃত' এইরূপ এক মন্তব্য লিখে তার সম্পর্কে সমুদয় অভিযোগ আদালত হতে তুলে নি। কিন্তু পক্ষাধিক কালও অতিবাহিত না হতেই দেখা গেল গৌরমোহন যে ধরণের অপরাধ সমাধা করতো, সেই ধরণ ও ধাঁচের অপরাধ পুনরায় পুনঃ পুনঃ যত্র তত্র সংঘটিত হয়ে চলেছে। প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম ইহা গৌরমোহনের দলের অপরাপর ব্যক্তির কার্য্য, কিন্তু অচীরেই আমরা সংবাদ পেলাম গৌর-মোহন স্বয়ং তার দলের নেতৃত্ব করছে। এদিকে পূর্ব্বোক্ত পাহারাদার সিপাহীদের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যদি গৌরমোহনকে পাকড়াও করে আনতে পারে তা' হলে তাদের চাকরী থাকবে, অন্যথায় তাদের চাকুরী হ'তে বরখাস্ত হওয়া অনিবার্য্য। এই সংবাদ গৌরমোহনের কানে গিয়েছিল, কারণ পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে তারও বহু চর আছে। সিপাহীদের এই বিপদে বিচলিত হয়ে সে নিজেই তাদের খবর পাঠালো যে সে অমুক বেশ্যালয়ে এইদিন রাত্রি কাটাবে। সিপাহীদের নিকট এই বার্ত্তা পাওয়া মাত্র আমি সদল বলে অমুক গ্রামের এক কুলটার বাড়ী হতে তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। এইদিন বিনা বাধায় ও আপত্তিতে সে নিজে ধরা দিয়ে সিপাহীদের উদ্দেশ করে বললে, 'ভাই সেইদিন বিশ্বাস করে তোমরা আমাকে সুবিধে দিয়েছিলে আমিও তার মর্য্যাদা রাখলুম।' এরপর তাকে কিছুদূর পাকড়াও করে আনার পর সে সহসা নিজেকে মুক্ত করে একটা পুকুরের মধ্যে নেমে পড়লো। কোনও ক্রমে তাকে উপরে তুলতে না পেরে আমি হুকুম দিলাম, সটগানের সাহায্যে তাকে লক্ষ্য করে পুনঃ পুনঃ গুলি করতে। এর পর যতোবার সে দম নেবার জন্যে উপরে মাথা তুলে ততোবারই তাকে লক্ষ্য করে আমরা গুলি করি। বারে বারে

সে আহত হওয়ায় পুকুরের মধ্যকার জল রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠলো। এর পর সে নিস্তেজ হয়ে পড়া মাত্র, দুইজন সিপাহী পুকুরে নেমে তাকে উপরে তুলে নিয়ে এলো। গুলির ছড়রা তার দেহের এখানে ওখানে প্রবেশ করে বহু ছিদ্র পথ তৈরী করেছিল। এই অবস্থায় তাকে আমরা স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু তার আঘাত দেখে সেইখানকার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার জানিয়ে দিল যে তার চিকিৎসা সেখানে হবে না; কারণ বহু ছড়রা তার দেহের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। এতোগুলি অপারেশন করতে হোলে তাকে কলিকাতার হাসপাতালে অচিরে নিয়ে যেতে হবে। এর পর অতিকষ্টে আমরা তাকে কলিকাতার এক হাসপাতালে এনে ভর্ত্তি করিয়ে দিই। কিন্তু কিছুতেই তাকে এইজন্য ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করতে দিতে সে রাজী হলো না। সে আমাকে অনুযোগ করে বললো এ'সবের বাবু কিছু দরকার নেই। আপনারা আমাকে কড়া তামাক ও একটা হুঁকো এনে দিন। আমি উপু হয়ে বসে তামাকে টান দেবো, আর ডাক্তারবাবু সেই মুখে আমার দেহে ছুরী বসাতে থাকুন।

তদন্তকারী অফিসার ছিলাম আমি নিজেই, তাই গরজও যা কিছু ছিল তা আমারই। অগত্যা আমি তাড়াতাড়ি হুকা কলকে ও কড়া তামাক কিনে এনে তার হাতে তা তুলে দিলাম।

আমি শুনেছিলাম যে প্রকৃত অপরাধীদের দেহে কষ্টবোধ কম থাকে, এইজন্য তাদের অসুখ করলেও তা তারা মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত জানতে পারে না। তাই একদিন এদের সহসা আমরা পড়তে ও মরতে দেখে থাকি। প্রহার এদের নিকট আরামদায়ক, কারণ এদের দেহে কষ্ট-বোধ কম। জন্তু জানোয়ারদের ন্যায় এদের ক্ষত এইজন্য সত্বর নিরাময়ও হয়ে যায়। গৌরমোহনের ব্যবহারে

এই সত্য এইদিন আমি সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারলাম। ডাক্তারবাবু অপারেশন ঘরে টেবিলের নিকট একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে বহুবার তার উপর অস্ত্রোপচার করলেন, কিন্তু এতে সে একটু মাত্র বিচলিত না হয়ে প্রতিটিবার ছুরী বসানো মাত্র হেঁট হয়ে ভুড়ুক—হু হু'স, করে জোরে তামাক টেনে ধোঁয়া ছেড়ে দিতে থাকে। ব্যবচ্ছেদক ডাক্তার এইরূপে এক একটী করে তার দেহ হতে ছড়রা সমূহ বার করে আনলেন এবং ততক্ষণে সে নির্ব্বিকার চিত্তে তামাক টেনে চললো।

এর পর প্রায় চল্লিশটী অভিযোগে পৃথক পৃথক যা কারাদণ্ড তাকে আদালত হতে দেওয়া হলো, হিসাবমত তা একত্রে ত্রিশ বৎসরেরও বেশী হবে। জানি না জেলে সে আজও পর্য্যন্ত বেঁচে আছে কিনা, কারণ জেলে পাঠিয়ে তার প্রতি আমার সকল কর্ত্তব্য আমি শেষ করেছিলাম। এতোদিন পরেও তাদের বিষয় যখন আমি চিন্তা করি তখন আমার এই কথাই মনে হয়, হয়তো বিপরীত পরিবেশের মধ্যে তাদের সেই ক্ষীণতম সৎগুণকে সম্প্রসারিত করে উহাদের পুনর্জীবিত করা সম্ভব ছিল; কিন্তু এইরূপ প্রচেষ্টা কোনও দিনই আমরা করি নি। তাদের প্রতি কর্ত্তব্য যথাযথ রূপে পালন না করায় প্রকৃত পক্ষে তাদের ন্যায় আমরাও কম অপরাধী নই।

এই দস্যুটীকে পরে আমি, সে কি করে হাতকড়া শুদ্ধ পলায়ন করতে পেরেছিল সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। প্রত্যুত্তরে সে নিম্নোক্তরূপ একটী বিবৃতি দিয়েছিল।

'আমি জলে পড়ে ডুব সাঁতারে বহুদূর একদমে চলে যাই। তার পর নদীর ওপারে উঠে একটী গর্ত্তে বসে দিনটা কাটিয়ে দিই। রাত্রের নিস্তব্ধতায় কান খাড়া করে আমি শুনতে চেষ্টা করি, দূরে কোথা

হতে কোনও শব্দ আসছে কি না। এমন সময় কামারশালার হাতুড়ীর ঠক ঠক শব্দ আমার কানে এলো। আমি তখুনি সেইখানে উপস্থিত হয়ে আচম্বিতে হাতকড়া শুদ্ধ হাত দু'টো কামারের হাতুড়ীর নিচে এগিয়ে দিলাম। প্রথমে ভড়কে গেলেও পরে কি ভেবে সে ছেনি দিয়ে হাতকড়ার লোহা কেটে আমাকে মুক্ত করে দিলে। আমি আর একটুমাত্রও সেইখানে অপেক্ষা না করে রাত্রের অন্ধকারে গা ঢাকা দিই। এদিকে হাতে আমার একটীও পয়সা নেই। এইজন্যে সেই রাত্রেই আমি এক বাড়ীতে হানা দিয়ে চার শত টাকা সংগ্রহ করি। কৃতজ্ঞতা দেখানোর জন্যে তা থেকে তিনশো টাকা ঐ কামারকে দান করে বাকি টাকা নিয়ে আমি দলের লোকদের সহিত মিলিত হয়ে পুনরায় জাত ব্যবসা আরম্ভ করি। অর্থাৎ কিনা নির্ব্বিচারে পূর্ব্বের মত চুরী ডাকাতি সুরু করে দিই।

দলীয় ডাকাতির উদাহরণ স্বরূপ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গ্যাঙ্গ এবং উহাদের ষড়যন্ত্রের মামলার কথা বলা যেতে পারে। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এইরূপ চাঞ্চল্যকর দলীয় ডাকাতির কথা এই শহরে শুনা যায় নি। ১৯৪৭ এবং ১৯৪৫ সালে এই সহরে একটী বিরাট এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অপরাধী দল বিশেষ প্রবল হয়ে উঠে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ভয়াবহ অপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। এরা প্রতি রাত্রে বিভিন্ন দলে তাদের ঘাটী হতে বহির্গত হয়ে প্রথমে নাগরিকদের গ্যারেজ ভেঙ্গে বা রাজপথ হতে কয়েকটী মোটরকার চুরি করতো। এর পর এই সকল মোটরকার সহ তারা সুবিধা ও সুযোগ মত শহর কিংবা শহরতলীর পেট্রোল পাম্প ভেঙ্গে উহা হতে প্রচুর পেট্রোল তাদের প্রতিটী গাড়ীতে ভরে নিতো। ত্বরিতগতিতে পেট্রোল পাম্প ভাঙ্গার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তাদের কাছে সর্ব্বদাই মজুত থাকতো।

সুবিধা পেলে পাম্প সমূহের আফিসসমূহ অনুরূপ যন্ত্রাদি সাহায্যে ভেঙ্গে সেখানকার বিক্রয়লব্ধ অর্থাদিও এরা অপহরণ করে নিয়েছে। এইরূপ প্রাথমিক ব্যবস্থার পর তাদের সুরু হতো ভয়াবহ নৈশ অভিযান। এক এক রাত্রে একটী প্রধান রাজপথ তারা বেছে নিতো। সাধারণভাবে তারা তাদের কর্ম্মক্ষেত্র করেছিল ব্যারাকপুব ট্রাঙ্ক রোড, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, যশোহর রোড, ডায়মণ্ড হারবার রোড এবং উহাদের মোটরগামী উপপথ সমূহ। যে সকল অপরাধ তারা এই সময় সমাধা করে তার সংখ্যা হয়ে উঠে দুই শতেরও অধিক। সাধারণতঃ তাবা নিম্নোক্তরূপ সাংঘাতিক অপরাধ সমূহ নির্ব্বিবাদে করে যেতো।

(১) পথিমধ্যে কোনও সাইকেল আরোহী বা পথচারী পেলে তারা প্রথমে পিছন হতে মোটরের দ্বারা সজোরে ধাক্কা মেরে তাকে সাইকেল সহ রাজপথে ফেলে দিত। প্রবলতব ধাকায় এরা বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পড়তো। অন্যথায় এরা দলবদ্ধ ভাবে ছুরি ও পিস্তল হাতে নেমে তাকে ঘেরাও করে দাঁড়াতো এবং এদের একজন ‘জিপ্প’ নামক লৌহ নির্ম্মিত স্প্রিঙাগ্র চাবুক দিয়ে তার মাথার উপর উপর্য্যুপরি আঘাত হেনে তাকে নিস্তেজ করে তার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে নিতো।

জিপ্প ছিল তাদের নিজস্ব তৈরী একটী অদ্ভুত যন্ত্র। টেলিস্কপিক কায়দার তিনটী স্প্রীঙএর নল (একটীর ভিতর অপরটী) সন্নিবেশ করে উহাদের একটী লৌহ নির্ম্মিত পাইপ বা চোঙ্গেব ভিতর রক্ষা করা হতো। এই লৌহ পাইপ বা হ্যাণ্ডেলের উপরকার একটী স্প্রিঙএর ঘোড়া টিপে দেওয়া মাত্র টেলিস্কপিক কায়দায় সন্নিবেশিত স্প্রিঙএর নলীত্রয় একটী লম্বা চাবুকের আকার ধারণ করে বেরিয়ে এসেছে। এই চাবুকের শেষ নলীতে একটী স্থূল লৌহপিণ্ড লাগানো থাকতো। এই লৌহপিণ্ড দিয়ে

আঘাত করলে মানুষের মস্তক বিদীর্ণ হতো, কিন্তু স্প্রিঙের মধ্যাংশ দ্বারা আঘাত করলে মানুষ সাময়িকভাবে সম্বিতহারা হয়ে যেতো, এইরূপ লিকলিকে চাবুকাকার জিপ্প ব্যতীত অপর আর এক প্রকার অনুরূপ যন্ত্রও তারা ব্যবহার করেছে। এই প্রকার জিপ্পর হ্যাণ্ডেল বা পাইপের ঘোড়া টেপা মাত্র স্প্রিঙ-যুক্ত লৌহপিণ্ড সংলগ্ন নলীসহ ছাড়া পেয়ে অতি দ্রুত বেরিয়ে এসে মানুষের দেহ বিদীর্ণ করে দিয়েছে। অতি নিকট হতে ব্যবহার করলে ইহা পিস্তলের গুলির ন্যায় কার্য্যকরী হয়ে থাকে।

এই জিপ্প দ্বারা পথচারীদের আঘাত করেই এরা ক্ষান্ত হয়নি। ঐ রূপে আঘাত করার পর তারা তাকে পথিপার্শ্বে খানাতে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে পুনরায় মোটরে উঠে অনুরূপ অপর এক অপরাধ করবার জন্যে মোটরে করে দ্রুতগতিতে স্থানান্তরে চলে যেতো।

(২) পথিমধ্যে কোনও দোকানের দুয়ার বন্ধ দেখলে মোটরের পিছন উহার দুয়ারে রেখে উহা সজোরে ব্যাক করে ঐ দরজা তারা ভেঙ্গে ফেলতো। তার পর তারা দল বেঁধে ঐ দোকানে ঢুকে বাক্স ভেঙ্গে অর্থাদি অপহরণ করে মোটরে উঠে দ্রুত অন্যত্র প্রস্থান করতো। কোনও দোকানী সেই দোকানে উপস্থিত থাকলে তারা ছুরী বা পিস্তল দেখিয়ে তাদের স্তব্ধ করে দিয়েছে। কখনও কখনও এরা একটী বেঞ্চি যোগাড় করে উহার একটী মুখ দোকানের দুয়ারে রেখে উহার অপর মুখ ঐ মোটরের পিছনে রেখে আরও সহজে উহা তারা ভেঙ্গে ফেলেছে। দুয়ারে লৌহ নির্ম্মিত কলাপসিবল গেট থাকলে উহার সহিত একটী লৌহ শিকল বেঁধে ঐ শিকলের অপর মুখ এরা মোটরের পিছনে বেঁধে দিতো। এর পর ঐ মোটর গাড়ী সজোরে সম্মুখের দিকে চালিয়ে এরা উহা ভেঙ্গে বা খুলে ফেলেছে। কখনও কখনও এই পন্থায় এরা সমুদয় দুয়ারটী উপড়ে বার করে এনেছে।

(৩) শহরাঞ্চলে কোনও জহরত দোকান শেষরাত্রে লুঠ করতে হলে এরা এক অদ্ভুত উপায়ে তাহা সমাধা করেছে। এদের একজন একটী সিডেন বডি গাড়ীর ছাদে উঠে গ্যাসের আলোক নিবিয়ে রাজপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে, এবং এর পর সহসা ছোরা ও পিস্তল হাতে ঐ দোকানে প্রবেশ করে দোকানীদের নিস্তব্ধ করে বা তাদের বেঁধে রেখে দোকানের সমুদয় অর্থ ও অলঙ্কার লুট করে নিয়েছে। সন্ধ্যার রাত্রে দোকান বন্ধ করার সময় এই অপরাধ তারা অন্য আর এক উপায়ে সমাধা করতো। প্রথমে এদের একজন একটী পাঁচ টাকার নোট নির্দ্ধারিত দোকানে ভাঙ্গাতে যেতো। স্বভাবতঃই দোকানী তার সম্মুখেই বাক্স খুলে তাকে তার দেয় ভাঙ্গানী প্রদান করতো। এই সুযোগে সে দেখে নিতো বাক্সে প্রচুর নগদ অর্থ মজুত আছে কি না। প্রচুর অর্থ ঐ বাক্সে আছে বুঝে সে তাদের দলে লোকদের খবর দিলে তারা তৎক্ষণাৎ গাড়ী হতে নেমে সেই দোকানে ঢুকে ছুরী দেখিয়ে বাক্সটী লুটে নিয়ে মোটরে উঠে চম্পট দিতো। এদের দলের ড্রাইভার এই সময় মোটরে ষ্টার্ট দিয়েই বসে থাকতো যাতে পলায়নে তাদের একটুমাত্রও বিলম্ব বা অসুবিধে না ঘটে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐ ড্রাইভার মোটর চালিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং সাথী অপরাধীরা ছুটে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে চলন্ত গাড়ীতে উঠে পড়েছে। দ্রুত গাড়ী চালিয়ে পলায়নের সময় তারা নির্ব্বিচারে ছাগল, গরু, মানুষ, নারী, শিশুদের চাপা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নি।

(৪) উপরোক্ত অপরাধ সমূহ ব্যতীত উহারা অপর আর এক জঘন্য অপরাধও বারে বারে সমাধা করেছে। পথিমধ্যে ভ্রমণরত কোনও দম্পতীর সমীপবর্ত্তী হয়ে এরা স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে দ্রুতগতিতে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। কিংবা

পল্লী অঞ্চলে হয়তো কোনও ভদ্র নারী পুকুরের পৈঠায় বসে বাসন মাজছে। এমন সময় এদের দুইজন তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে গাড়ীর ভিতর ছুঁড়ে দিয়েছে এবং গাড়ীর ভিতরে উপবিষ্ট সাথীরা তাকে লুফে ভিতরে নিয়ে নিয়েছে। এইভাবে তারা যে শুধু ভদ্র নারীদেরই অপহরণ করেছে তা নয়, মিলের ছুটীর পর গৃহপ্রত্যাগতা শ্রমিক যুবতীদেরও সুবিধামত এরা পথ হতে বলপূর্ব্বক গাড়ীর ভিতর তুলে নিতো। একটী বিশেষ ক্ষেত্রে একজন গর্ভিনী নারীকে সর্ব্বসমক্ষে গাড়ীতে তুলে একটী নিরালা স্থানে এনে এরা তার উপর অকথ্য অত্যাচার করায় আখেরে তার মৃত্যু ঘটে। এরা পিছন হতে এসে এই সকল নারীর মুখ সহসা তোয়ালে দিয়ে বেঁধে ফেলায় এরা একটু মাত্রও শব্দ করতে পারে নি। এর পর মোটরে তুলে দশ বা বিশ মাইল দূরে কোনও এক নির্জ্জন স্থানে তাকে এনে এক গাড়ী হতে অপর গাড়ীতে তুলে এরা প্রত্যেকে পর পর তার উপর বলাৎকার অপরাধ সমাধা করেছে। কয়েকটী ক্ষেত্রে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এদের কেউ কেউ জ্ঞান হারা হয়ে মোটরের নিম্নদেশে লুটিয়েও পড়েছে। কিন্তু এইখানেই এই দস্যুদের সকল অপকর্ম্ম শেষ হয় নি। এরা হতভাগ্যা ধর্ষিতা নারীদের চলন্ত গাড়ী হতে ছুঁড়ে বা ঠেলে বাইরে ফেলে দিতো। প্রত্যুষে পথচারী কৃষকরা এই সকল আহত নারীকে উঠিয়ে তাদের আশ্রয় দিয়েছে কিংবা কোলকাতায় পৌছিয়ে দিয়ে এসেছে। এদের কেউ কেউ দূর বনানী বা নিরালা প্রান্তর হতে দশ মাইলেরও অধিক পথ হেঁটে কোনও এক রেল ষ্টেশনে এসে পৌছতে পেরেছে।

এইরূপে যে তারা কেবল মাত্র নারীকেই অপহরণ করতো তা নয়। অন্ততঃ কয়েকটী ক্ষেত্রে গড়ের মাঠ হতে পুরুষদেরও গাড়ীতে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে তার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে তাকে চলন্ত গাড়ী

হতে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। অন্ততঃ একজন মাড়োয়ারী এইরূপ ভাবে নিগৃহীত হয়ে চিরজীবনের মত বিকলাঙ্গ হয়ে পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুই একটী ক্ষেত্রে এরা য়ুরোপীয় পথচারীকে, লিফ্‌ট দিবার অজুহাতে গাড়ীতে তুলে পিস্তল দেখিয়ে তাদের অর্থাপহরণ করে নিরালা পথে নামিয়ে দিয়ে দ্রুতগতিতে সরে পড়েছে।

এই সকল নিষ্ঠুর যুবক অধিক অর্থের লোভে যে চুরি ডাকাতি করতো তা নয়; কেবল মাত্র ডাকাতি আদি কার্য্যদ্বারা আনন্দ উপভোগ করবার জন্যেও তারা ঐ সব অপকার্য্য করে এসেছে। এমন বহু অপরাধও প্রকাশ্য রাজপথে তারা করেছে যাতে তাদের লাভের মাত্রা থাকতো যৎসামান্য। মাত্র ব্যাগ সহ আট আনা পয়সা, কিংবা পথচারী কোনও তরকারী বিক্রেতার নিকট হতে মাত্র দুইটা ডাব (নারিকেল), কিংবা কারও নগ্ন গাত্র হতে একটী গামছা অপহরণ করবার জন্যেও এরা ক্ষিপ্র অস্ত্র দ্বারা তাদের অকারণে মারধর করতো।

এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের কর্ম্মক্ষেত্র ধীরে ধীরে কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, চন্দননগর, আসানসোল, বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি জিলা, উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই এবং পরে উহা গোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। উপরন্তু রেলওয়ের চলন্ত বাষ্পযানে উঠেও উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর আরোহীদের পর্য্যুদস্ত ও প্রহৃত করে এরা তাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করেছে। এদের কেউ কেউ চলন্ত ট্রেনের কামরায় উহার অন্য এক কামরা হতে পাদানা বয়ে এসে অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়তো। এদের কেউ কেউ পায়খানার নিম্নে ঝুলে ঝুলে এসে পরে চলন্ত ট্রেনের এক কামরায় উঠে এসেছে। সাধারণতঃ অপকর্ম্মের পর এরা চলন্ত ট্রেন মন্থর গতি হওয়া মাত্র লাফিয়ে নেমে পড়ে পলায়ন করতো। এই সকল ট্রেনযাত্রী উৎপীড়িতদের

মধ্যে কলিকাতার এক সুবিখ্যাত কাগজ বিক্রয় ফার্ম্মের একজন মালিকও ছিলেন।

এই সকল অপকার্য্যে এদের বুক এতোই ব'লে গিয়েছিল যে একদিন এরা আসানসোলের সাহেব সিভিলিয়ন মহকুমা হাকিমেরও গাড়ীতে ধাক্কা লাগিয়ে তাঁর দ্রব্যাদি অপহরণে সচেষ্ট হয়েছিল। এ'ছাড়া তারা কেবলমাত্র বাহাদুরী দেখানোর জন্যে যুক্ত বাংলার তদনীন্তন প্রধান মন্ত্রীর মোটরকার অপহরণ করতেও ইতস্ততঃ করে নি। এই দস্যুদল কৃত অপরাধের বিশেষত্ব ছিল অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত উহা সমাধা করা। সমগ্র প্রদেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিকগণ এই সময় এইরূপ অপরাধ সংঘটনের ভয়ে সন্ত্রস্ত ও তটস্থ হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের কারণে তখনও পর্য্যন্ত বহু য়ুরোপীয় ও আমেরিকান সিপাহী শাস্ত্রী এইদেশে মোতায়েন থাকায় জনসাধারণের একাংশের ধারণা হয় যে উহাদের দ্বারাই এই সকল অপরাধ দিনে রাত্রে সংঘটিত হচ্ছে। বস্তুতঃ পক্ষে এদের কেউ কেউ মিলিটারীদের খাঁকি পোষাক ব্যবহারেও অভ্যস্ত ছিল। এমন কি এদের দলে কয়েকজন যুদ্ধ প্রত্যাগত যুবক যোগ দিয়ে এদের ছোটো খাটো লড়াইয়ের কায়দা কানুন শিখিয়ে দেয়। এ'ছাড়া নগর পুলিশের কর্ম্মরত চারিজন এ্যাংলো সার্জ্জেণ্টকেও এরা নিজেদের দলে ভর্ত্তি করতে পেরেছিল। অন্ততঃ কয়েকটী ক্ষেত্রে অপ-রাধের পর এরা পদাধিকার ও য়ুনিফর্ম্মের বলে তাদের নিরাপদে শহরের বহির্দেশ পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছিল; শুধু তাই নয় দস্যুদল ঐ অপরাধে সরকারী পিস্তলও তাদের নিকট হতে কয়েক ক্ষণের জন্য ধার নিয়ে ঐ অপকর্ম্মে ব্যবহার করেছে। এ'ছাড়া একজন খ্যাতনামা অবসরপ্রাপ্ত মোসলেম পুলিশ কর্ম্মচারীর পুত্রকেও এরা এদের দলে ভর্ত্তি করে নিতে পেরেছিল। ভদ্রলোকের ঐ পুত্রটী ভারতীয় হ'লেও

সাহেবী স্কুলে পাঠরত থাকায় একান্ত রূপে সাহেব ঘেঁসা হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ এই কারণে তাকেও এই দলে ভর্ত্তি করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়। এই ভারতীয় যুবকটী পিতার সহিত আশৈশব থানার কোয়াটারে বসবাস করায় পৌররক্ষীদের সম্ভাব্য গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। এই কারণে পুলিশের নজর এড়নোর কলাকৌশল সম্পর্কে দলের লোকেরা তার উপদেশ মত চলতো।

এই দস্যুদলে দুই জন এংলোইণ্ডিয়ান তালাতোড়ও পরে যোগদান করে। একজন অপরের কাঁধে চড়ে স্কাইলাইট বা ঘুলঘুলিব ফাঁক দিযে কক্ষে প্রবেশ করতেও এরা অভ্যস্ত। বিভিন্ন প্রকৃতির লোক এই দলে থাকায় এদের দ্বারা পাঁচমেশালী অপরাধ সমাধা হতো। এই কারণে এই দলটীকে সহজে আবিষ্কার করা যায় নি।

এই শক্তিশালী দস্যুদলের উৎপাত দমনের জন্য প্রথমে মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত হতে বলা হয়; কিন্তু তদন্ত দ্বারা দেখা যায় তাদের কোনও সদস্য এই অপরাধে আদপেই দায়ী নয়। তাদের কারো কারো খাঁকি পোষাকের জন্য কেউ কেউ তাদের সমর বিভাগের লোক বলে ভুল করেছে। এ'ছাড়া আরও জানা যায় মিলিটারীর লোকেদেরই এরা ভুলিয়ে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে তাদের গাড়ী নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ইতিমধ্যে শহরের সংবাদপত্র সকলও এই অপরাধের বাহুল্যে সন্ত্রস্ত হয়ে লেখালেখি সুরু করে দিয়েছে। এই সময় এই দস্যু-সম্বন্ধে গোয়েন্দা বিভাগে একটী খবর এসে পৌছিল। আমরা খবর পেলাম যে এই দলের একজন অন্যতম নেতা তার সাথীদের নিয়ে মধ্য কলকাতার একটী হোটেলে প্রতি সন্ধ্যায় চা পান করতে আসে। সংবাদটী তদানিন্তন উপনগর পাল শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয় সংগ্রহ করে আমাকে উহা অনুসরণ করতে বলেন। এই সংবাদ অনুযায়ী আমি ৮।১।৪৬ তারিখে

শান্ত্রীদল সহ এই হোটেলটী ঘেরোয়া করে ফেলি। এই সময় দস্যুদলের দুইজন উপনেতাসহ মাত্র জনকয়েককে আমরা পাকড়াও করতে পেরেছিলাম। ঐখানে তাদের দেহ তল্লাসী করে আমরা একটী জিপ্প, দুইটী ছুরী (ফোল্ডিঙ নাইফ) একটী কর্ত্তনযন্ত্র এবং একটী লৌহ নাকেল ডাসটার তাদের নিকট হতে উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এই লৌহ নাকেল ডাসটার ছিল একপ্রকার ইস্পাত নির্ম্মিত দস্তানা। ইহা পরে কাউকে মাথায় ঘুঁসি মারলে তাহা ফেটে চৌচির হতে বাধ্য। মিঃ 'এ' ও মি-প্ল্যা নামক উপনেতাদ্বয় সহ এদের পাকড়াও করে আমরা থানায় আনি বটে, কিন্তু এদের নিকট হতে কোনও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারি না। উপরন্তু দেখা যায় যে এদের মধ্যে কয়েকজন ভদ্র এ্যাংলো পরিবারের সন্তান এবং তারা সবে মাত্র যুদ্ধশেষে মিলিটারী হতে ডিসচার্জ্জ হয়ে এসেছে। অগত্যা তাদের আমরা কয়েকদিন পুলিশ হেপাজতীতে নিতে বাধ্য হই, কিন্তু পুনঃপুনঃ চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনও সুফল ফলে না। অথচ আমাদের গুপ্তচরের মতে এরাই ছিল দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তি। প্রকৃত পক্ষে কোন কোন অপরাধ এরা সমাধা করেছে তা না জানা থাকায় আমরা এদের জন্য মিছিল সনাক্তিকরণেরও ব্যবস্থা করতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যে নিরুপায় হয়ে আমরা তাদের সকলকেই জেল হাজতে পাঠিয়ে দিই। স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে আখেরে প্রমাণের অভাবে এদের মুক্তি দিতেই হবে। আমার অন্তরাত্মা বা ইনিসট্রাক্ট কিন্তু বারে বারে বলেছিল যে অপরাধী ওরা ছাড়া আর কেহই নয়।

আমি একটুও হতাশ না হয়ে জেল হাজতে থাকাকালীন এদের উপনেতা মিঃ 'আ'র সঙ্গে বারে বারে দেখা করছিলাম। এবং নানা রূপে নানা ভঙ্গিতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে

চলছিলাম। পরিশেষে ২৮।১।৪৬ তারিখে আমি তার নিকট হতে একটী স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি গ্রহণ করতে সমর্থ হই। এই দিন জেল হাজতে তার সঙ্গে দেখা করে একথা ওকথার পর তাকে আমি বললাম 'দাই সিন্ উইল ফাইণ্ড দাই আউট' অর্থাৎ তোমার পাপই তোমাকে খুঁজে বার করবে। এই পারমার্থিক বচনটি বাইবেলের একটী উল্লেখযোগ্য বাণী। কিন্তু এই নির্দ্দয় দস্যুর হৃদয় যে এই বাণী এমন ভাবে বিগলিত করবে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। আমি সুস্পষ্ট রূপে দেখতে পেলাম মিঃ 'আ'র চোখের পাতা জলে ভিজে আসছে। প্রবাদ আছে যে লৌহ তপ্ত থাকতে থাকতে তাতে হাতুড়ীর ঘা বসানো উচিত। আমি একটু মাত্রও দেরী না করে সাথীদের নিকট হতে তাকে সরিয়ে এনে অন্য এক হাজতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। এই নূতন হাজতে এনে আমি প্রায় তিন ঘণ্টা পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করে তার মনটা ভিজিয়ে নিয়ে পরে অপরাধ সম্পর্কীয় বিষয়ের অবতারণা করে তাকে আমি অনুতপ্ত করে তুলতে সচেষ্ট হই। সৌভাগ্যক্রমে আমার অধ্যবসায় অভাবনীয় ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ততক্ষণে মিঃ আলেক আমাকে তার একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী মনে করতে সুরু করেছে। আরও একটু চেষ্টা করা মাত্র আলেক আমাকে বলে বসলো যদি এতে আমার উন্নতি হয় তাহলে সে সকল কথা অকপটে খুলে বলবে। এ ছাড়া সে এ'ও স্বীকার করলো যে তাদের দলের পরিসমাপ্তির সময় এসেছে; কারণ তারা আযৌনজ অপরাধের সহিত যৌনজ অপরাধেও লিপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে এ কথাও বললো যে দলের লোকের সঙ্গেই বা সে বিশ্বাসঘাতকতা করে কি করে? প্রকৃতপক্ষে তার প্ররোচনাতেই বহু সগোষ্ঠির যুবক এই দলে একে একে ভর্ত্তি হয়েছে। এইরূপ এক পরিস্থিতির জন্য আমি প্রস্তুত

হয়েই এসেছিলাম। আমি ইতিমধ্যে তার বৃদ্ধা রুগ্না মাতার সহিত দেখা করে আলেকের নামে একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলাম। সেই চিঠিখানিতে মাত্র দুইটী ছত্রে লেখা ছিল, 'তুমি এক ধার্ম্মিক পরিবারের ধর্ম্মপ্রাণা মাতা পিতার পুত্র। যদি সত্যই পাপ করে থাকো, তাহলে তা অকপটে স্বীকার করে শাস্তি নিও। রোগশয্যা হতে এ ছাড়া তোমাকে আর কিছুই আমার বলবার নেই।' পত্রখানি পাঠ করা মাত্র আলেক নতজানু হ'য়ে বসে পড়ে আমাকে বললো, 'ফ্রেণ্ড, আমরা বহু ডাকাতির সহিত নারী ধর্ষণের অপরাধও করেছি। আমি কতবার দলের লোকেদের বলেছি এই পাপ যেন দলে না ঢুকে, কিন্তু দুইটী ক্ষেত্রে আমি নিজেই এই অপরাধে অপরাধী। আমি আমার পিতামাতার একটী মাত্র পুত্র। কলকাতায়ও দমদমে আমাদের দশ বারোটি অট্টালিকা আছে। এক্ষণে এর দুইটী বিক্রয় করেও আমি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু যে সকল ভারতীয় নারীদের আমরা ধর্ষণ করেছি তাদের কি ভাষায় সান্ত্বনা দেবো। অবশ্য এদের কেউ রাজী হলে তাকে বিবাহ করতে আমি সম্মত আছি।'

ষ্টিফেন হাউসের একটী সুদৃশ্য ফ্ল্যাটে গিয়ে যেদিন আমি আলেকের মায়ের সঙ্গে দেখা করি সেইদিনই আমি বুঝেছিলাম যে সত্যই যদি সে তার পুত্র হয় তাহলে একদিন তার মতিগতি ফিরবে। এছাড়া এইখানে তার বাক্স তল্লাসীর সময় একটা খাতায় দেখি যে আলেকের হাতে বহু বাইবেলের ভালো ভালো কথা লেখা আছে। এই সব কারণে আমি স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বিশেষ করে আলেককেই বেছে নিয়েছিলাম। আলেক ধীরে ধীরে এই দিন আমার নিকট নিম্নোক্ত রূপ একটী স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। সুদীর্ঘ স্বীকৃতির কতকাংশ আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমরা বাল্যকাল হতেই সিনেমায় আমেরিকান দস্যুদল সমূহের বহু কীর্ত্তিকলাপ বারে বারে দেখতে গিয়েছি। প্রতিটী ফিলিমের পরিশেষে

লেখা থাকতো বটে 'ক্রাইম্ ডাস্ নট পে', কিন্তু কোনও দিনই এই ছত্রটি দেখবার জন্য আমরা অপেক্ষা করি নি। এই ছত্রটি পর্দ্দার গায়ে ফুটে উঠবার পূর্ব্বেই আমরা স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ করে উঠে পড়তাম। এর পর আমরা কেউ কেউ যুদ্ধ সংক্রান্ত চাকুরী নিয়ে বিদেশে যাই, লেখাপড়া সমাপ্ত না করেই। কিন্তু মাঝপথে যুদ্ধ ঢিলে পড়ে যাওয়ায় আমাদের অনেককেই কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। কিন্তু দেশে ফিরে এসে অতটাকার চাকুরী যোগাড় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এদিকে আমরা চাল চলন অতিমাত্রায় বাড়িয়ে ফেলেছি এবং সঙ্গে নিয়ে এসেছি ফৌজি শিক্ষা দীক্ষা ও মনোবৃত্তি। যুদ্ধ প্রত্যাগত বন্ধু-বান্ধবদের টাকা ধার দিয়ে তাদের অভাব মোচনের চেষ্টা প্রথম প্রথম যে আমি না করেছি তা নয়। কিন্তু পরে নাচার হয়ে আমিই তাদের এইরূপ একটী দস্যুদলের স্বৃষ্টি করতে পরামর্শ দিলাম, আমাদের ছোট বেলাকার সিনেমায় দেখা আমেরিকান দস্যুদলের অনুকরণে। আমরা এই উদ্দেশ্যে ঢাকুরিয়া লেকের ধারে এসে প্রায়ই সলা পরামর্শ করেছি। ধীরে ধীরে বহু এ্যাংলো যুবককে আমরা দলে ভর্ত্তি করে নিই। আমাদের দলটিকে তিনটী ভাগে বিভক্ত করে উহার একটী দলের নেতৃত্ব আমি নিজেই গ্রহণ করি। এবং সারা বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও রেলওয়ে সমূহকে আমাদের কাজের সুবিধের জন্য তিনটী ভাগে বিভক্ত করে ফেলি। আমাদের অন্যতম অপর দলটীর নেতা ছিল আমার অকৃত্রিম বন্ধু মিঃ প্ল্যা। এর পর প্রতি রাত্রে সুরু হয় আমাদের দিকে দিকে নৈশ অভিযান। প্রথম দিকে এই সকল অভিযানে আমি স্বয়ং বার না হয়ে ঘাঁটী হতে আমি উহাদের পরিচালনা করতাম, কিন্তু পরে আমি নিজেও কয়েকদিন উহাদের নেতৃত্ব করেছি। যতদূর পারি স্মরণ করে করে ঐ সকল মর্ম্মান্তিক ঘটনা আমি এখন বিবৃত করে যাবো।"

এর পর আমি আর দ্বিরুক্তি না করে খাতা পেন্সিল নিয়ে মাটীর উপরই থেবড়ে বসে পড়লাম। পরক্ষণেই যে আলেক তার মত ও পথ বদলে ফেলবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি। তার শিশুসুলভ ভাবপ্রবণতা যে কোনও মুহূর্ত্তে তাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করলেও করতে পারে। আমি দ্রুতগতিতে নিম্নোক্ত রূপ অপরাধ সম্পর্কীয় তার একটী বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে ফেললাম।

(১) "৮।১২।৪৫ তারিখে রাত্রি সাড়ে দশটায় পুরা দল নিয়ে আমি বাড়ী হতে বেরিয়ে পড়ি। মিশন রোড ও ধর্ম্মতলা প্রভৃতি স্থান হতে এই রাত্রে আমরা তিনখানি গাড়ী চুরি করি। এই সকল গাড়ীর মালিকরা রাস্তায় গাড়ী রেখে হোটেলে বা সিনেমায় কালক্ষেপ করছিল। এই সুযোগে গাড়ী ক'খানি চালিয়ে নিয়ে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত এধার ওধার ঘুরে পরে শ্যামবাজার ও পার্কসার্কাশ অঞ্চলে এসে তিনটী পেট্রোল পাম্প ভেঙ্গে গাড়ী তিনটী তৈলপূর্ণ করে নিয়ে ভোর রাত্রে যশোর রোড ধরে অগ্রসর হতে থাকি। রাত্রি প্রায় সাড়ে চারটায় আমরা লক্ষ্য করলাম পথিপার্শ্বে একটী পুষ্করিণীর সানের পৈঠায় একজন বাঙালী বিধবা যুবতী নারী আপন মনে বাসন মাজছে। আমরা তার সন্নিকটে গাড়ী থামিয়ে চুপে চুপে তার পিছনে এসে দাঁড়াই। এবং তারপর আচম্বিতে তোয়ালে দিয়ে তার মুখ বেঁধে পাঁজাকোলা করে তুলে গাড়ীর মধ্যে ছুঁড়ে দিই। গাড়ীর মধ্যে যে সব সাথী আমাদের ছিল তারা তাকে লুফে ধরে নেওয়া মাত্র আমরা গাড়ীতে উঠে উগ্র জোরে চালিয়ে বেরিয়ে যাই। স্ত্রীলোকটী চেঁচিয়ে উঠতে চেষ্টা করা মাত্র আমাদের একজন তার মুখের মধ্যে তোয়ালেটী পুরে দিয়ে তাকে নিস্তব্ধ করে। এর পর প্রায় দশ মাইল দূরে একটা নিরালা স্থানে এনে সকলে মিলে তাকে ধর্ষণ করি। এই সময় কাতর হয়ে সে আমাদের নিকট জল ভিক্ষে করলে আমাদের

একজন জলের নামে তার মুখে মদ ঢেলে দেয়। কিন্তু অনভ্যাসের কারণে সে তৎক্ষণাৎ তা কাঁদতে কাঁদতে উগরে ফেলেছিল। এর পর আমরা স্ত্রীলোকটীকে একটা নিরালা মাঠের ধারে নামিয়ে দিতে চাইলে সে আমাদের তাকে কোনও এক ষ্টেশনে নামিয়ে দিতে বলে। কিন্তু আমরা তার কথায় কর্ণপাত না করে মধ্যমগ্রামের নিকট তাকে নামিয়ে দিয়ে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হই। শহরে ফিরে এসে রয়েড ষ্ট্রীটে গাড়ী কয়টী ফেলে রেখে আমরা পদব্রজে স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরে এসেছিলাম।

(২) ১১।১২।৪৫ তারিখে হুমায়ুন কোর্ট থেকে দুইখানি মোটর-কার চুরি করে আনি। এবং তার পর উহাতে করে আমরা হাওড়াতে এসে একটি পেট্রোল পাম্প ভেঙ্গে পেট্রোল সংগ্রহ করি। এবং এর পর যখন ফিরে এসে আমরা বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম সেই সময় চিড়িয়ার মোড়ে একটি সোনার দোকান আমাদের চোখে পড়ে। আমাদের দলের মিঃ ×× একাকী নেমে দোকান হতে একটি পাঁচ টাকার নোট ভাঙাতে যায়। সাহেব দেখে দোকানী সসম্মানে বাক্স খুলে তাকে ঐ নোটের চেঞ্জ দিয়েছিল। কিন্তু এই সুযোগে মিঃ ×× বুঝে নিলো যে ঐ বাক্সে বহু নগদ টাকা মজুত আছে। মিঃ অমুকের নিকট এই কথা অবগত হয়ে আমরা ছুরী ও পিস্তল হাতে নেমে এসে ঐ দোকানে ঢুকে পড়ি। দোকানী প্রথমে চালাকী করে অন্য একটি বাক্স আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছিল। মিঃ অমুক প্রকৃত বাক্সটি চিনে নিয়ে তা উঠিয়ে নেওয়া মাত্র আমি জিপের লেজ দিয়ে দোকানের প্রজ্বলিত বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব কয়টী ভেঙ্গে দিয়ে কক্ষটী অন্ধকার করে দিই। এবং তার পর সকলে মিলে ত্বরিত গতিতে গাড়ীতে উঠে ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যাই। কিন্তু তখুনি আমরা শহরে ফিরে আসি নি।

আমরা বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ইছাপুর অঞ্চলে এসে কয়েকটী বন্ধ দোকান দেখতে পাই। উহাদের মধ্যে একটি ছিল সরকারী রেশনের দোকান। আমরা নিকটের চায়ের দোকান হতে একটি বেঞ্চি সংগ্রহ করে উহা আমাদের মোটরকারের পশ্চাদ্দেশ ও ঐ দোকানের দুয়ারের মধ্যে ন্যস্ত করে উহার উপর সজোরে মোটরটী ব্যাক্ করতে থাকি। এর ফলে ঐ দোকানের দুয়ার স্বল্পায়াসে ভেঙে পড়লে আমরা ঐ স্থান হতে অর্থাদি অপহরণ করে নিই। কিন্তু এই উপায়ে অন্য একটী দোকান ভাঙবার সময় ভিতর হতে একজন চেঁচামেচি সুরু করে দেয়। পূর্ব্ব পরিকল্পনা মত আমাদের তিনখানি মোটরকার হতে এমন সশব্দে গ্যাস ছাড়তে সুরু করে দিই যে তার চীৎকার এমনিই চাপা পড়ে যায়। এই সুযোগে আমরা ঐ দোকানে ঢুকে ছুরির সাহায্যে তাকে স্তব্ধ করে দিই। এর পর আমরা ওয়েলিংটন্ ব্রিজ পার হয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে উপস্থিত হই। উহার জন্য দেয় 'টোল' ঐখানে বহাল সরকারী কর্ম্মচারীদের না দিয়েই আমরা জোরে গাড়ী চালিয়ে আসি। ভোরের আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। পথে বহু শ্রমিক নরনারী কাজের জন্য মিলে যাচ্ছিল। আমরা সহসা গাড়ী থামিয়ে একজন দেশবালী শ্রমিক নারীকে তাতে উঠিয়ে নিয়ে জোরে চালিয়ে বেরিয়ে যাই। একটি নিরালা স্থানে তাকে এনে গাড়ীর মধ্যে তাকে ধর্ষণ করবার উপক্রম করলে সে কাতরভাবে জানায় যে সে সন্তান সম্ভবা। এই কথা শুনে মিঃ অমুক উত্তর দেয় যে তাকে আরও একটী পুত্রের জননী করে দেওয়া হবে। আমাদের একজন তার নাকের উপর ছুরী ধরে থাকায় সে আর চেঁচাতে পারে নি। তাকে গাড়ীর মধ্যেই আমরা ধর্ষণ করে বাইরে ফেলে দিয়ে অগ্রসর হবার সময় একটী বৃক্ষে গাড়ীটীর সংঘাত ঘটে।

(৩) ১২।১২।৪৫ তারিখের রাত্রে আমরা যথারীতি বার হয়ে রাসেল ষ্ট্রীট ও হুমায়ুন কোর্ট হতে দুইখানি গাড়ী অপহরণ করি। এর পর হাওড়ায় গিয়ে পেট্রোল পাম্প ভেঙে পেট্রোল সংগ্রহ করে ফিরে এসে আমরা দমদম গোরাবাজার ষ্টেশনে উপস্থিত হই। মিঃ অমুক যথারীতি ষ্টেশনের টিকিট ঘরে পাঁচ টাকার নোট ভাঙাতে এসে বুঝতে পারে যে তাদের নিকট বেশী টাকা মজুত নেই। অগত্যা সেইখানে ডাকাতি না করে কিছু দূরে এসে একটী মদের দোকান ভেঙে অর্থ সংগ্রহ করি। ইতিমধ্যে একজন টহলদারী য়ুরোপীয়ান পুলিশ সার্জেণ্ট সেখানে এসে উপস্থিত হওয়ায় আমি ছুটে বেরিয়ে এসে ষ্টার্ট দিয়ে রাখা গাড়ীতে উঠে পড়ি। পুলিশ কর্ম্মচারী প্রকৃত বিষয় অনুধাবন করবার পূর্ব্বেই আমরা তার নাগালের বাইরে চলে যেতে পেরেছিলাম। এইখানে পলায়নের সময় আমরা একজন লোককে ও একটী ছাগল চাপা দিতে বাধ্য হই। এর পর আমরা ঐ গাড়ীতে খড়্গপুর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকি। কিন্তু টাঙ্গাইলের নিকট একটী গ্রাম্য রাস্তায় আমাদের এই চোরাই গাড়ী-খানি বিকল হয়ে যায়। আমরা তখন গাড়ীখানি ঐখানকার গ্রাম-বাসীদের জিম্মা করে নিকটের এক ষ্টেশনে এসে ট্রেনযোগে কোলকাতায় ফিরে আসি। এই ষ্টেশনে আমরা পর পর আনুক্রমিক নম্বর অনুযায়ী আটখানি কলিকাতার টিকিট এইদিন ক্রয় করেছিলাম।

(৪) ১৪।১২।৪৫ তারিখের রাত্রে আমরা যথারীতি বার হয়ে শহরের বিভিন্ন স্থান হতে দুইখানি গাড়ী চুরি করে আনি। এবং তার পর উহাতে করে চন্দননগরে এসে দুইটী মদের দোকান লুঠ করি। দ্বিতীয়খানি লুঠ করবার সময় স্থানীয় ব্যক্তিরা বাধা দেওয়ায় আমরা কোলকাতায় পালিয়ে আসি।

(৫) ১৫।১২।৪৫ তারিখের রাত্রে আমরা কয়েকখানি গাড়ী চুরি করে যথারীতি পেট্রোল পাম্প ভেঙে ড্রাম ভর্ত্তি পেট্রোল চুরি করি। এর পর আমরা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে আসানসোল অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকি। পথিমধ্যে আমরা একজন সাইকেল আরোহীকে মারধর করে তার গায়ের আলোয়ানটা কেড়ে নিই। এ ছাড়া আরও কয়েকটা অপকর্ম্ম পথে সেরে আমরা বর্দ্ধমান হয়ে আসানসোলে এসে উপস্থিত হই। আসানসোলে পেট্রোল কমে আসায় আমরা ঐখানকার একটা পেট্রোল পাম্প লুঠ করি। আসানসোলে আমাদের কয়েকজনের প্রণয়িণীরা বাস করতো। এর মধ্যে মিস অমূক আমাদের বিশেষ রূপে সাহায্য করেছিল। অবশ্য আমাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে তারা কেউই অবহিত ছিল না। এই সকল এ্যাংলো মেয়েরা আমাদের ধনী যুবক মনে করে একটা টী'পার্টির ব্যবস্থা করে এখানে আমাদের আপ্যায়িত করে। আসানসোলে এসে আমরা অর্থাপহরণের উদ্দেশ্যে একজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক চালিত গাড়ীর সহিত আমাদের গাড়ীটা ধাক্কা লাগাতে উদ্যত হই। কিন্তু পরে তাঁকে ঐ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান হাকিম বুঝে চট্‌পট্ ঐ স্থান ত্যাগ করে সরে পড়ি।

এই আসানসোলে আসার আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বন্ধু জেঃ'এর সঙ্গে দেখা করা। মিঃ জেঃ এই সময় আসানসোলে এসে আড্ডা গেড়েছিল। এই জেঃ ছিল আমাদের তৃতীয় দলের নেতা। এদের উপর উড়িষ্যা ও বেহারের রেলপথ ও জনপদ সমূহে ডাকাতি আদি অপকার্য্য করার ভার ছিল। এইদিন মিঃ জেঃ'র সঙ্গে এইখানে দেখা করে আমরা জানতে পারি যে, সম্প্রতি সে কটকগামী একটি ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে কলিকাতার এক বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ীকে আহত করেছে; কিন্তু তার কাছ হতে আশানুরূপ কোনও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করতে না পারায় তার

মন খারাপ হয়ে আছে। তার কাছ হতে আমরা এ'ও জানতে পারি যে আহত ভারতীয় ভদ্রলোকের কাছে বিশেষ কিছু না থাকায় পলায়নের পূর্ব্বে তাকেই না'কি তার মস্তকের ক্ষত রুমাল দিয়ে বেঁধে ফার্ষ্ট এইড্ দিতে হয়েছিল।

(৬) ১৯।১২।৪৫ তারিখের রাত্রে যথারীতি আমরা সদলে বার হয়ে চৌরঙ্গী হতে একখানি গাড়ী চুরি করে নিই। এর পর আমরা লালবাজারে গিয়ে আমাদের দলের চারিজন সার্জ্জেণ্টকে উঠিয়ে নিয়ে ময়দানে এসে উপস্থিত হই। এই সময় পথে একজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোককে দেখে তাকে তার বাড়ীতে লিফ্‌ট দিতে আগ্রহ দেখাই। য়ুরোপীয় ভদ্রলোক আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আমাদের গাড়ীতে উঠে বসে। এর পর মিঃ ফ্রা একজন সার্জ্জেণ্টের নিকট হতে রিভলবার চেয়ে নিয়ে উহা উঁচিয়ে ধরে ভদ্রলোককে চুপ করে বসে থাকতে বলে। এই সুযোগে আমাদের একজন ঐ য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের পকেট তল্লাসী করে একটি সিগারেট কেস ও একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক বই কেড়ে নেয়। এর পর আমরা তাকে একটি নির্জ্জন স্থানে এনে গাড়ী হতে নামিয়ে দিয়ে ষ্ট্রাণ্ড রোড ধরে অগ্রসর হতে থাকি।

(৭) ২২।১২।৪৫ তারিখের রাত্রে আমরা সকলে যথারীতি বার হয়ে এসপ্ল্যানেড ম্যানসন হতে দুইখানি গাড়ী চুরি করে আমাদের অন্যতম অপর আড্ডা ডেণ্ট মিসন রোডে এসে উপস্থিত হই। এইখানে গাড়ীর মূল্যবান অংশগুলি খুলে লুকিয়ে রেখে গাড়ীখানা দূরের রাস্তায় ফেলে রেখে যে যার বাড়ী ফিরে আসি।

পরদিন প্রত্যূষে ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে দেখি একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে কেহ যদি BLB 5517 গাড়ীখানি যাহা লাইবেলিটী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার স্মিথ

সাহেবের বাড়ী হতে চুরী হয়েছে তার সন্ধান দিতে পারে তাহলে তাকে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই বিজ্ঞাপনটী পাঠ করা মাত্র আমি ও মিঃ 'ওঃ' ঐ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলি যে ঐ গাড়ী-খানি টাঙ্গাইলের পথে আমরা কয়দিন আগে পড়ে আছে দেখে এসেছি। বলা বাহুল্য যে আমরাই ঐ গাড়ীখানি টাঙ্গাইলের নিকট এক গ্রামে ফেলে রেখে এসেছিলাম। এর পর আমি ঐ সাহেবের ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে ঐ গ্রামে গিয়ে গাড়ীখানি দেখিযে দিই। এবং এই সুযোগে ঘোষণা-পত্র অনুযায়ী ২৫০৲ টাকা পুরস্কার ঐ সাহেবের নিকট হতে আমরা আদায় করে নিই। ঐ ড্রাইভারকে সঙ্গে করে টাঙ্গাইলে এসে আমরা এমন ভাব দেখিয়েছিলাম যে ঐ স্থানটী আমরা চিনতে পারছি না। পরে অকারণে একজন কৃষকের সাহায্যে আমরা ঐ স্থানটী খুঁজে বার করি।

(৮) ২৭।১২।৪৫ তারিখের রাত্রে আমরা যথারীতি তিনখানি গাড়ী শহরের বিভিন্ন স্থান হতে চুরী করে আসানসোলে এসে উপস্থিত হই। এইখানে আমাদের কয়েকজন প্রণয়িনীকে তুলে নিয়ে ঐখানকার নাচ ঘরে এসে নৃত্যরত হই। পরে ভোরের দিকে ফিবে এসে গাড়ী কয়খানির মূল্যবান অংশ সকল খুলে নিয়ে গাড়ী ক'খানি একবালপুরের রাস্তায় ফেলে রেখে আমরা গা' ঢাকা দিই। এই একবালপুর অঞ্চলে আমাদের কয়েকজনের প্রণয়িনীরা বসবাস করতো। এইজন্য আমরা বারে বারে এইখানে এসে আমাদের নৈশ অভিযান শেষ করতাম।

(৯) ২৮।১২।৪৫ তারিখের রাত্রে আমরা যথারীতি বার হয়ে দুইখানি গাড়ী এখান ওখান হতে চুরি করি। এ ছাড়া আমরা একটী মিলিটারী কম্যাণ্ড কারও চুরি করে হস্তগত করি। এই দিন আমাদের পুরা দলটিই অভিযানে বার হয়ে পড়েছিল।

এই সকল গাড়ীতে আমরা প্রথমে সারকুলার রোডে দুইটী অপকর্ম্ম করি এবং তারপর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে একটী মদের দোকান লুঠ করি। সেইখানে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা একটী খণ্ডযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হই। এর পর আমরা ভদ্রেশ্বরের পথে এসে একটী পেট্রোল পাম্প ভাঙ্গি এবং একটী ঘড়ীর দোকান লুঠ করি। দোকানের দরজা আমরা যথারীতি গাড়ীর পশ্চাদ্দেশের দ্বারা ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। এর পর আমরা শ্রীরামপুরের পথে এসে তথাকার একটী মুদির দোকান লুঠ করি। এই সময় দোকানের একজন লোক চেঁচিয়ে উঠেছিল। আমরা মোটরের শব্দে তার চীৎকার ডুবিয়ে দিয়ে তাকে মারধরও করি। এর পর পথে আমরা কয়েকজন সাইক্লিষ্টকে ধাক্কা দিয়ে ভূপতিত করে তাদের অর্থাদি অপহরণ করে নিই। এদের কাউকে কাউকে 'কোলকাতা কতদূর' জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অপহরণের স্থবিধের জন্য তাদের অন্যমনস্ক করে দেওয়া। এই সাইক্লিষ্টদের মারধর করে কয়েকটী চাবী, দুপাটী জুতা ও সামান্য কিছু অর্থ আমরা পেয়েছিলাম। একজনের কাছ হতে আমরা একটী নারিকেল ও একটী গামছাও অকারণে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। এর পর উত্তরপাড়ার রাস্তায় এসে একটী দেশী মদের দোকান, একটী মুদীর দোকান ও একটী কাপড়ের রেশনের দোকান আমরা লুঠ করে বহু কাপড় ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে নিই।

এ সময় একদল স্থানীয় যুবক আমাদের বাধা দানে অগ্রসর হয়, কিন্তু অকারণে তাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে আমরা কোলকাতায় ফিরে চোরাই গাড়ী কখানি আমরা একটী আস্তাবলের পিছনে লুকিয়ে রাখি যাতে পর রাত্রে গাড়ীর অভাবে আমাদের অস্থবিধায় পড়তে না হয়।

(১০) ৩০।১২।৪৫ তারিখের রাত্রে আমরা পুনরায় ঐ সকল চোরাই গাড়ীতে নৈশ অভিযানে বার হই। পথিমধ্যে আমরা গাড়ীতে বসেই একজন সিগারেটের দোকানীকে কয়েক প্যাকেট সিগারেট আনতে বলি। পরে দাম দিবার ভান করে ব্যাগ খুলে তাকে একটী দিশালাই আনতে বলি। কিন্তু সে দেশালাই আনতে দোকানে ফিরে যাবা মাত্র আমরা দাম না দিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে সরে পড়ি। পরে আমরা মহেশতলার পথে এসে একজন সাইক্লিষ্টকে গাড়ীর ধাক্কায় খানায় ফেলে দিয়ে তার নিকট হতে একটী আঙটী, একটী হাত ঘড়ী ও টর্চ্চ লাইট কেড়ে নিই। এ ছাড়া ঐখানকার দুইটী মনিহারী দোকানও আমরা সর্ব্বসমক্ষে লুঠ করে নিই।

এর পর আমরা কাশীপুরের রাস্তায় এসে উপস্থিত হই। আমাদের দলে একজন এ্যাংলো পুরাণো চোরও এইদিন এসেছিল। সে সিডেন-বডি কারের ছাদে উঠে সারা রাস্তার গ্যাসের আলো নিবিয়ে দেয়। এই সুযোগে আমরা একটী জুয়েলারী দোকান লুঠ করে নিই। দোকানের লোকেদের আমরা নিস্তব্ধ করলেও সেইখানকার একটী শিশুকে আমরা কিছুতেই চুপ করাতে পারি নি। নিতান্ত শিশু বলে আমাদের মায়া হয়, তা না হলে তাকে আমরা হত্যাই করতাম। এই শিশুর চীৎকারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আমরা দ্রব্যাদি না নিয়েই অকুস্থল পরিত্যাগ করে চলে আসি। এর পর আমরা হাওড়ায় এসে ঐ রাত্রেই একটী মুদীর দোকান, একটী তামাকের দোকান এবং একটী ঘড়ীর দোকান হতে বহু দ্রব্য সহ খাতাপত্রও আমাদের ওয়েপন ক্যারিয়ার গাড়ীতে তুলে উহা ভর্ত্তি করে নিই। এর পর আমরা একটী জুয়েলারী দোকানে ঢুকে ঐখানকার প্রজ্বলিত ইলেকট্রিক বাল্ব কয়টী জিপ্পর লেজের আঘাতে ভেঙে ফেলি। তার পর সেইখানকার লোক-জনদের পর্য্যুদস্ত করে কিছু সোনার বাট্ হস্তগত করি।

এর পর আমরা কোলকাতায় ফিরে ভোর রাত্রে ক্যাথিড্রেল রোড ধরে অগ্রসর হতে থাকি। এই সময় একটী রিকসাতে দুইজন ভারতীয় জাহাজী ব্যক্তিকে আমরা দেখতে পাই। আমরা তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে তাদের বিছানা পত্র লুণ্ঠন করে নিই। একজনকে মারধর করে তার নিকট হতে আমরা ১৮০০৲ টাকা পেয়ে গিয়েছিলাম। এই সব কাজ করে ফিরে আসবার সময় আমাদের দলের একমাত্র ভারতীয় সদস্যের সহিত দুইজন মুসলমানের দেখা হয়ে যায়। তারা তাঁর পরিচিত বিধায় তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে এতো ভোরে কোথায় চলেছে। এই লোক দুইটীও জাহাজী লোক ছিল এবং তারা নলী নেবার জন্য এতো ভোরে জাহাজ অফিসে আসছিল। আমাদের এই সদস্যটি ছিল একজন রিটায়ার্ড মোসলেম পুলিশ অফিসারের কনিষ্ঠ পুত্র।

এর পর ময়দানের পথে এলে আমাদের মিলিটারী ওয়েপন কেরিয়ার গাড়ীটী বিকল হয়ে যায়। অগত্যা সমুদয় চোরাই দ্রব্যাদি সহ উহা সেইখানেই ফেলে রেখে আমরা যে যার বাড়ী ফিরে আসি। প্রকৃতপক্ষে একই রাত্রে তিনটী জেলায় ও কলিকাতা শহরের বহু স্থানে কাজকর্ম্ম করায় আমরা এমনিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

পরদিন রাত্রে ডেণ্ট মিশন রোডে আমরা ভাগ বাটোয়ারা করতে করতে কলহে প্রবৃত্ত হই। কারণ একটী হিস্যা মামলা মকর্দ্দমার কিংবা দুর্দ্দিনের সময় খরচের জন্য পৃথক করে রাখার যে প্রস্তাব আমি করেছিলাম তাতে কয়েকজন আপত্তি জানাচ্ছিল। ইহাই ছিল আমাদের কলহের মূল কারণ। আমাদের হুল্লোড়ের মাত্রা এতো বেশী হয়ে উঠে যে পড়শীদের নিকট হতে খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ হতে একজন জমাদার এসে আমাদের ধমকে দিয়েও যায়।

পরদিন আমরা চারখানি গাড়ী শহর হতে অপহরণ করে কয়েকটী

পেট্রোল পাম্প ভেঙ্গে প্রচুর পেট্রোল সংগ্রহ করে নিই। এই গাড়ীতে করে আসানসোল, বর্দ্ধমান, ধানবাদ, আদ্রা, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে রাহাজানি ডাকাতি কার্য্য করতে করতে অগ্রসর হতে থাকি। আদ্রা শহরের নিকট এসে আমাদের পেট্রোলের অভাব ঘটে। সৌভাগ্য ক্রমে একখানি গাড়ীতে কয়েকটী পেট্রোলের কুপন ছিল। এই কুপন দিয়ে স্থানীয় দোকান হতে একটি একশ টাকার নোট ভাঙিয়ে আমরা পেট্রোল ক্রয় করি। ফিরবার সময় দামোদর ব্রিজের দারোয়ানদের সহিত গেট্ পাশ চাওয়ার জন্য আমাদের বিরোধ ঘটে। আদ্রা শহরে একটা দোকান হতে আমরা সকলে একই রকমের এক জোড়া করে জুতা ক্রয় করেছিলাম। আসানসোলে এসে আমরা গাড়ীতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। প্রত্যূষে একজন স্থানীয় ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করে এই গাড়ীটী আমরা কিনেছি কি না। সে আরও বলে এক বছর পূর্ব্বে সে'ই ঐ গাড়ীর চালক ছিল।

(১১) ৬।১।৪৬ তারিখের রাত্রে আমরা যথারীতি শহরের বিভিন্ন স্থান হতে কয়েকখানি গাড়ী চুরী করি। এই গাড়ীতে করে ময়দানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হই। এর পর এখানে ওখানে বহু স্থানে অনুরূপ অপরাধ করে ভোর রাত্রে কোলকাতায় ফিরে আসি। এই সময় ময়দানের পথে একজন মাড়োয়ারী গঙ্গাস্নানে চলেছিল। আমরা তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে আহত করি। এর পর তাকে হাসপাতালে দেবো ব'লে গাড়ীতে উঠিয়ে নিই। গাড়ীর ভিতর তাকে পর্য্যুদস্ত করে তার কয়েক আনা পয়সা আমরা কেড়ে নিই। তখন আমাদের একজন জোরে গাড়ীটী চালিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের অপর একজন গাড়ীর দুয়ারটা খুলে দিলে মিঃ অমুক চলন্ত গাড়ী হতে ঐ মাড়োয়ারীকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দেয়। মাড়োয়ারী আর্ত্তনাদ করে পথের উপর

গড়িয়ে পড়ে—আমরা তার অবস্থা দেখবার জন্য একটু মাত্রও সেখানে অপেক্ষা করি না।

পরের দিন অনুরূপ ভাবে আমরা নৈশ অভিসারে বার হয়ে সারকুলার রোডের ফুটপাত্ হতে মাত্র কয়েকটী আচারের জার চুরী করি। এই রাত্রে এধার ওধার ঘুরাঘুরি করে চোরাই গাড়ীগুলি রাস্তাতে ফেলেই চলে আসি।

উপরোক্ত অপরাধ সমূহ আমার সম্মুখে ও নির্দ্দেশে সংঘটিত হয়। কিন্তু এছাড়া এইরূপ বহু অপরাধ দলের লোক আমার অবর্ত্তমানেও করেছে। প্রতিদিনকার অভিযানে আমি অংশ নিতে পারি নি। কারণ এই সময় আমার মাতা ও পিতা উভয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমার অবর্ত্তমানে মিঃ প্যাঃ তাদের নেতৃত্ব করতো। এ'ছাড়া আমাদের একটী দল গোয়া ও বোম্বাইতেও কার্য্যরত আছে। আমরা এতোগুলি অপরাধ করেছি যে মনে করে করে সবগুলি এখুনিই বলা অসম্ভব। বহুসংখ্যক গাড়ী আমরা বিভিন্ন স্থান হতে প্রতিদিন চুরি করতাম। এই সকল গাড়ীর কয়েকটী নম্বর আমার এখনও মনে আছে, যেমন হিলম্যান, B L A. 492, ক্রিসট্লার B L B. 1779, সিডন ইংলিশ 8054, B L B. 5517, B L B. 4882, B L B. 1776, B L A. 2000, V S J. 312।

(১২) ৮।১।৪৬ তারিখে আমরা কয়েকজন নেতা অভিযানের উদ্দেশ্যে ঐ হোটেলে এসে জমা হই। এই দিন লালবাজারের কম্পাউণ্ড হতে দুইখানি গাড়ী চুরি করার তালে ছিলাম। ইতিপূর্ব্বে বাংলার প্রধান মন্ত্রীর গাড়ী চুরি করে আমরা বাহাদুরী নিয়েছি, কিন্তু ভাগ্যদোষে ঐ দিন আমরা ধরা পড়ে গেলাম।

এবার আমাদের দলের সংঘটন সম্বন্ধে বলবো। আমাদের দলের

প্রায় ৯০ জন সদস্যদের আমরা তিন জন নেতার অধীনে তিনটী দলে বিভক্ত করেছি। আমি উহার একটী দলের মাত্র নেতৃত্ব করতাম; বাকি দুইটীর নেতৃত্বের ভার ছিল মিঃ গ্রন্থা ও ডির উপর। কলিকাতায় ডেণ্ট মিশন রোডে ও মারকুইস লেনে আমাদের দুইটি অভিযাত্রী ঘাঁটী আছে। এই দুইটী স্থানে সমবেত হয়ে আমরা রাত্রিকালীন অভিযানে বার হতাম। এ'ছাড়া আমাদের কয়েকজন সদস্যের বাটীতে কেবলমাত্র চোরাই মাল রাখা হতো। এইজন্য কোনও অভিযানে এদের আমরা সঙ্গে রাখি নি। চোরাই মাল পাচারের জন্য আমরা বিভিন্ন স্থানে এজেণ্টও মোতায়েন রেখেছিলাম, আমাদের দলে দুই প্রকার সদস্য ছিল, যথা—স্থায়ী ও অস্থায়ী। অস্থায়ী সদস্যদের প্রয়োজন মত সংগ্রহ করে নিতাম, কিন্তু দলের গুপ্ত তথ্য তাদের কখনও জানানো হতো না। এ'ছাড়া আমাদের প্রত্যেকেরই একজন করে প্রণয়িনী ছিল, এদের গৃহে প্রয়োজন মত আমরা লুকিয়ে থেকেছি, তাদের নিকট মূল্যবান অপহৃত দ্রব্যও আমরা গচ্ছিত রাখতাম।

আমাদের এই দলের আমরা একটী নামও রেখেছি, যথা—রেড্ হট্ স্করফিয়ন গ্যাঙ্গ। পূর্ব্বে হতে কয়েকজন এ্যাংলো যুবক স্করফিয়ন গ্যাঙ্গ নামে একটী দল করে। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল মাত্র চিটিঙ ও ব্ল্যাক্ মেইলিঙ করা। আমরা এই দলকে পুনর্গঠন করে উহাতে 'রেড্ হট্' শব্দ দু'টী যোগ করে উহাকে একটী দস্যুদলে পরিণত করি। এইবার আমি নিজের সম্বন্ধেও কিছু বলবো। আমি ১৮।৭।২৬এ জন্মগ্রহণ করি; এবং সেণ্ট জিভিয়ার কলেজে শিক্ষা লাভ করি। পূর্ব্বসীমান্তে মার্কিন ফৌজের সহিত আমি গরিলা যুদ্ধ শিক্ষা করেছি। ঐখানে এক অপরাধ করায় আমার সামরিক আদালত হতে ছয় মাস জেলও হয়। বর্ত্তমানে পিতামাতার সহিত ষ্টিফেন ম্যানসনের ফ্ল্যাটে বাস করছি।"

উপরোক্ত বিবৃতিটী কম্পিত কলেবরে প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আমি লিখে ফেলি। সময় ও দিনপঞ্জি ও গাড়ীর নম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে উহা লিপিবদ্ধ করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এই জন্য আমি পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত ছিলাম। দুই বৎসরে যতগুলি গাড়ী চুরী গিয়েছিল তাহাদের নম্বর, স্থান, সময় ও তারিখের একটী তালিকা আমার নিকট মজুত থাকতো। এই তালিকা দেখে 'আলেক' সহজে ঘটনাগুলি মনে করতে পেরেছিল। আমার এও বিশ্বাস হয়েছিল যে পথে বার হ'লে সে আরও বহু ঘটনা মনে করে বলতে পারবে। এ'ছাড়া আলেক আমাকে এ'ও আশ্বাস দেয় যে, জেলে তাদের অন্য সাথীদেরও স্বীকৃতি দিতে সে প্ররোচিত করবে।

পাছে কথা উঠে যে পুলিশের প্ররোচনায় 'আলেক' হাকিমের কাছে স্বীকৃতি দিয়েছে, এই জন্যে তাকে আমরা জেলে সিগ্রিগেটেড অবস্থায় রেখে দিই। জেল থেকে চিফ্ প্রেসিডেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সে দরখাস্ত করে যে, স্বেচ্ছায় সে একটী স্বীকৃতি হাকিমের নিকট দিতে চায়। কয়দিন পর তাকে সোজা জেল থেকে এনে হাকিমের নিকট পেশ করলে সে উপরোক্ত রূপ স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। এর পর তার এই স্বীকৃতি যাতে একজন হাকিমই যাচাই করতে পারেন—তার জন্যে আমি কলিকাতার প্রধান হাকিমের নিকট দরখাস্ত করি। এইরূপে নিযুক্ত এক হাকিমকে সে ঘটনার কয়েকটী স্থান দেখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দুই এক দিনে তার পক্ষে সকল স্থান দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না এবং একজন হাকিমের পক্ষে বাকি ফেরারী আসামীদেরও গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়। এই অজুহাতে তাকে আমরা পুনরায় পুলিশ হেপাজতিতে নিয়ে তদন্ত সুরু করে দিই। বারে বারে এই সকল আসামীদের পুলিশ হেপাজতিতে নেওয়ার সুবিধেও ছিল—

কারণ, একাধিক্রমে এরা প্রায় দুইশত মামলার আসামী। এক একটী মামলার দরুণ পনেরো দিন করে তাদের পুলিশ হেপাজতির আইনগত বাধা ছিল না। এ' ছাড়া দূরত্বের হেতু সকল স্থানে হাকিমের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। 'আলেক'কে পুনরায় পুলিশ হেপাজতিতে নিয়ে একে একে আমরা বহু এ্যাংলো যুবককে মূল ষড়যন্ত্র ও তৎসহ বিবিধ মামলার ব্যাপারে প্রতিদিনই গ্রেপ্তার করতে থাকি। কয়েকটী ক্ষেত্রে জীবন বিপন্ন করে এদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধও করতে হয়েছে। কেউ কেউ ভোর রাত্রে বাটী ঘেরাও করা মাত্র ত্রিতল হতে জল-পাইপ বেয়ে নেমে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা তাদের প্রত্যেককেই পাকড়াও করে ফেলি। এই সকল বাহিরের এ্যাংলো যুবকের ন্যায় আমরা আলেকের বিবৃতি অনুযায়ী কর্ম্মরত চারিজন এ্যাংলো সার্জ্জেণ্টকেও গ্রেপ্তার করি। অবশ্য গ্রেপ্তারের পূর্ব্বেই তাদের বরখাস্ত করা হয়েছিল, যাতে তাদের আর রক্ষীর পর্য্যায় না ফেলা যায়। এ' ছাড়া বহু বাটী ও দোকান তল্লাস করে আমরা বহু অস্ত্রশস্ত্র ও চোরাই দ্রব্য উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এই সকল দ্রব্য বিবিধ মামলার ফরিয়াদীরা সহজেই সনাক্ত করে। তদন্তের শেষের দিকে আসামীর পর্য্যায়ে প্রায় সত্তর জন এ্যাংলো যুবক এসে পড়ে। এই মামলার তদন্তে আমাদের প্রতিদিন প্রায় দেড়শত মাইল ওয়েপন কেরিয়ারে ভ্রমণ করতে হয়েছে। মোটরযানে বিহার, মানভূম, পুরুলিয়া, আদ্রা প্রভৃতি স্থানেও আসামী সহ আমাদের বারে বারে যেতে হয়। কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত আসামীদের নিয়ে যত্র তত্র ভ্রমণ করা সহজ কার্য্য ছিল না। এই জন্যে পিছনে অপর একটী ট্রাকে সশস্ত্র শাস্ত্রীদেরও আমাদের অনুসরণ করতে হতো।

'আলেক' আমাদের প্রতিটী স্থান দেখিয়ে দিতে পারলেও ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে যে মেয়েটীকে তারা অপহরণ করে ধর্ষণ করেছিল তাকে

দেখিয়ে দিতে পারে নি। কিন্তু আমরা তাকে প্রতিটী সম্ভাব্য স্থানে খুঁজে বেড়িয়ে বার করে ফেলি। লোকলজ্জাবশতঃ ঘটনাটী চেপে ফেলা হয়েছিল। কিরূপ অবস্থায় ঘটনাটী সংঘটিত হয় তাহা ঐ বিধবা স্ত্রীলোকের দেবরের নিম্নোক্ত বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"যে পুকুরটী হতে তারা বৌদিকে তুলে নিয়ে যায় তা আমাদের বসত বাটীর পাশেই ছিল। আমি শয়ন ঘরে সজাগ হয়ে শুয়ে বাইরের কাপড় কাচার শব্দ শুনছিলাম। সহসা আমার কানে এলো বু বু বু একটা শব্দ এবং সেই সঙ্গে কাপড় কাচার শব্দও বন্ধ হয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে বার হয়ে এসে দেখি বৌদি সেখানে নেই ; শুধু ময়লা বাসন কোশন ও এক বালতি কাপড় চোপড় গড়িয়ে পড়ছে। পরদিন বেলা দুইটার সময় দুইজন তরকারীওয়ালী গ্রাম্য স্ত্রীলোক বৌদিকে সঙ্গে করে বাড়ী ফিরে। এরা গ্রামাঞ্চলের রাস্তায় বৌদিকে বসে বসে কাঁদতে দেখে ও তার সকল কথা শুনে শহরে আসবার সময় তাকেও সঙ্গে করে এনেছে। কিন্তু সব চেয়ে বিপদ হয়েছে এই যে ধর্ষণের ফলে আজ বৌদি বিধবা হয়েও সন্তান সম্ভবা। জানি না কতদিন এই ঘটনা লোকসমাজে আমি চেপে রাখতে পারবো। লোক-লজ্জাবশতঃ আমরা পুলিশে এযাবৎকাল কোনও এজাহারই দিই নি।"

এই ধর্ষিতা নারীটীকে খুঁজে বার করবার পর আমরা হাওড়ার শ্রমিক নারীটীকেও খুঁজে বার করি। এই নারী স্থানীয় থানায় মাত্র অপহরণের এজাহার দেয় ; সেখানে সে ধর্ষণ সম্বন্ধে কোনও কথা লজ্জা-বশতঃ জানায় নি। কিন্তু আমার নিকট সে কাঁদতে কাঁদতে প্রকৃত সত্য স্বীকার করে।

এরপর আমরা 'আলেকের' সাহায্যে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান, আসানসোল, চন্দননগর, বিহার ও উড়িষ্যার বিবিধ স্থানের

ডাকাতি রাহাজানি প্রভৃতি বিবিধ মামলার বহু ফরিয়াদী ও সাক্ষী সাবুতদের খুঁজে বার করি। তল্লাসী সাক্ষীসহ এদের সংখ্যা প্রায় ছয় শতাধিক ছিল। এ ছাড়া বিভিন্ন কোতোয়ালীর পুলিশ অফিসারদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের মামলার ডাইরী ও নথীপত্রও হস্তগত করতে হয়েছে। মূল ডাইরীটী সহ উহা চারিখণ্ডে বিভক্ত করতে হয়। এক একটী খণ্ডে ২০০ শতাধিক পাতা যুক্ত করতে হয়েছিল। এ ছাড়া অস্ত্রশস্ত্র চোরাই মাল ও অন্যান্য বহু প্রামাণ্য দ্রব্যও আমাদের গ্রহণ করতে হয়। এই সকল সাক্ষীদের মধ্যে কলিকাতার একজন ধনী কাগজ ব্যবসায়ী ছিল অন্যতম। ভদ্রলোকের চিত্তাকর্ষক বিবৃতির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমার বয়স প্রায় সত্তর হবে। এইদিন পুরীগামী ট্রেণের একটী প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমি একমাত্র আরোহী ছিলাম। সহসা জানলা গলে চলন্ত গাড়ীতে একটী এ্যাংলো যুবক জিপ্প হাতে উঠে এলো। কোন কথাবার্ত্তা না বলেই সে আমাকে প্রহার করতে সুরু করে। আমি সাংঘাতিক আহত হয়েও তাকে প্রতি আক্রমণ করি। এই সময় পিছিয়ে এসে বললে, 'বৃদ্ধ! তোমার মস্তকে দারুণ আঘাত। আমার সঙ্গে কতক্ষণ লড়বে। বরং যা কাছে আছে চটপট বার করে দাও।' প্রত্যুত্তরে তাকে আমি বললাম, 'বৃদ্ধ হলেও আমি উনবিংশ শতাব্দীর লোক। তোমার মত হালের যুবককে রুখতে আমি এ বয়সেও সক্ষম। কিন্তু তুমি আমাকে মিছামিছি মারধর করলে। নেবার মতন আমার কাছে কিছুই নেই, এই দেখ আমার সুটকেস্। এই সময় আমার মাথা ফেটে রক্ত বার হচ্ছিল। যুবকটী তা দেখে তার রুমালটা দিয়ে আমার মাথা বেঁধে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলে; কিন্তু আমি তার সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃত হই। তখন সে রুমালটা আমার

দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জানলা গলে উধাও হয়। এরপর আমি কটকে নেমে শহরের এক হাসপাতালে ভর্ত্তি হই।"

সমুদয় সাক্ষীসাবুত সংগ্রহ করার পর আমরা দেখতে পাই যে বহু মামলায় তাদের কোর্টে পাঠাবার মতন সাক্ষ্যসাবুত পাওয়া গিয়েছে। এই সকল মামলার মধ্যে নিম্নোক্ত তালিকায় প্রদর্শিত মামলাগুলিতে সাক্ষ্যসাবুত অধিক ছিল। এই জন্য এই মামলা কয়টীতে আমরা অধিক মনোযোগ দিই।

আদালতের এলাকা	সিঁদেল চুরী ইত্যাদি	রবারী	ডাকাতি	রেপ্	পলায়ন ও হত্যার চেষ্টা
কলিকাতা	২৫	২	—	—	৩
আলিপুর	৪	—	—	—	—
বারাকপুর	৩	—	—	—	—
বারাসাত	—	—	—	১	—
হাওড়া	৮	—	—	—	—
শ্রীরামপুর	৬	১	৪	১	—
চুঁচড়া	—	—	১	—	—
আসানসোল	১	—	—	—	—
পুরুলিয়া	১	—	—	—	—
চন্দননগর	৩	—	—	—	—
শিয়ালদহ	৩	—	২	—	—
	আর্মস অ্যাক্ট				
আলিপুর সদর	১	—	২	—	—
	৫৬	৩	৯	২	৩

এই সকল অপরাধ তারা ডিসেম্বর ১৯৪৫ সাল হতে জানুয়ারী ১৯৪৬ সালের মধ্যে সমাধা করে। অপরাধিগণের বিভিন্ন দল চোরাই গাড়ী করে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, বজবজ রোড, ডায়মণ্ড হারবার রোড, জেসোর রোড প্রভৃতি ধরে যাবার সময় পথিমধ্যে এই সকল অপরাধ করেছিল। বিবিধ অপরাধের জন্য এই দলের ৩৭ জন এ্যাংলো এবং ২ জন ভারতীয় যুবকের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছিল অকাট্য। এরা সাধারণতঃ অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে কলিকাতার ডেণ্ট মিশন রোড ও রিপন ষ্ট্রীটের দুইটী বাড়ীতে এবং আসানসোলের কয়েকটী স্থানে পূর্ব্ব হতে জমায়েত হতো। বহুক্ষেত্রে এরা গাড়ী সমূহ কলিকাতা হতে চুরী করে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ফেলে এসেছে। কখনও কখনও বিভিন্ন জেলার বহু স্থান হতে চুরী করে আনা মালপত্র বোঝাই গাড়ীটী এরা কলিকাতা শহরে ফেলে গিয়েছে। এই সকল চোরাই মালপত্রের কয়েকটী কলিকাতা ও আসানসোলে এদের প্রণয়িনীদের নিকট হতেও উদ্ধার করা হয়েছে। এদের বিবৃতি অনুযায়ী কলিকাতা হতে চুরী করা গাড়ীগুলি বাংলার বিভিন্ন জিলার দূর পল্লী অঞ্চল হতেও উদ্ধার করে আনা হয়। বিভিন্ন কোর্টের এলাকায় সংঘটিত মামলা সমূহ কিরূপ বিমিশ্র আকার ধারণ করেছিল তা নিম্নের কাহিনী হ'তে বুঝা যাবে।

"তদন্ত দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে ৩১।১২।৪৫ তারিখে হেষ্টিংস পুলিশ একখানি অ্যামেরিকান ওয়েপন ক্যারিয়ার U. S. J. 312 পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এই গাড়ীখানিতে বহু কাপড় চোপড় ঘড়ী ও অন্যান্য দ্রব্য ও দোকানের খাতাপত্র পাওয়া যায়। এই চুরি করে আনা গাড়ীখানি মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দিয়ে দ্রব্যগুলি স্থানীয় থানায় জমা রাখা হয়েছিল। তদন্তদ্বারা জানা যায় যে এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বরাত্রে হাওড়ার তিনটী স্থান ও কলিকাতার একটী স্থান হতে

ডাকাতি করে আনা হয়েছে। ঐ সকল মামলার ফরিয়াদিগণ এসে সহজে ঐগুলি তাদেরই লুণ্ঠিত সম্পত্তিরূপে সনাক্ত করল।

আমাদের মনে পড়লো যে আলেকের স্বীকৃতিতে এই ঘটনার কথাটীর উল্লেখ আছে। এবং এ'ও আমাদের মনে পড়লো যে এই গাড়ীটী পরিত্যাগ করবার সময় দুইজন মোসলেম জাহাজী তাদের দলের মোসলেম সদস্য অমুকের সঙ্গে ঐ সময় কথাবার্ত্তা কয়েছিল। বলাবাহুল্য যে ঐ দুইজন মোসলেম জাহাজী সাক্ষীকে খুঁজে বার করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ সে এদের দলের কয়েকজনকে সনাক্ত করতে পারলে আমরা সহজেই প্রমাণ করতে পারবো যে ঐ সকল ব্যক্তিই ঐ রাত্রে U. S. J. 312 গাড়ীটী চুরী করে হাওড়ায় তিনটী ও কলিকাতায় একটী ডাকাতি কার্য্য সমাধা করেছে, তা না হলে ঐ সকল স্থান হতে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি তাদের ঐ একই গাড়ীতে পাওয়া যাবে কি করে? আমাদের সৌভাগ্য এমনিই যে এদের একজন সাক্ষী নাগরিক কর্ত্তব্যের প্রেরণায় এমনিই আমাদের নিকট হাজির হয়েছিল। এই সময় এই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গ্যাঙ্গ কেসের লোমহর্ষণ কাহিনী সম্পর্কে দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে হুলুস্থুল পড়ে যায়। এইরূপ একটী দৈনিক সংবাদপত্র পড়তে পড়তে সে বুঝতে পারে যে ঐ রাত্রে তাহলে ঐ সকল এ্যাংলোই বহু ডাকাতি করে এসেছিল। এই ভেবে সে নিজেই পুলিশে এসে এজাহার দেয় এবং তার অপর সাথীটিকেও খুঁজে বার করতে পুলিশকে সাহায্য করে। তার নিকট হতে আরও জানা যায় যে সংবাদপত্রটী এক চায়ের দোকানে তার এক বন্ধু পড়ছিল এবং সে উহাতে বর্ণিত লোমহর্ষণ কাহিনী শুনে যাচ্ছিল। ঐ দিনের কথা তার মনে পড়ে যাওয়া মাত্র সে তার বন্ধুকে সকল কথা খুলে বলে; এবং পরে তার ঐ বন্ধুর উপদেশ মত সে পুলিশে এই সকল কথা

বলতে এসেছে। এই সুযোগে আমরা তার ঐ দুইজন বন্ধুকেই আদালতে সাক্ষী মানি। এমন কি ঐ সংবাদপত্রটীও এই সম্পর্কে প্রামাণ্য দ্রব্য রূপে আদালতে দাখিল করি।

এই সময় সম্ভবতঃ আলেকের উপদেশে আরও পাঁচজন আসামী হাকিমের নিকট স্বীকারোক্তি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এদের অনুরূপ ভাবে জেল হাজতে পাঠিয়ে পরে সেইখান হতে হাকিমের নিকট পেশ করা হয়। সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচজন এ্যাংলো যুবক এবং একজন মোসলেম সদস্য পর পর হাকিমের নিকট স্বীকারোক্তি করে। কিন্তু তা সত্বেও আমরা কেবলমাত্র আলেক ও অপর একজনকে রাজসাক্ষী রূপে মনোনীত করি। এর পর অন্যান্য মামলা সম্পর্কে তাদের স্বীকারোক্তি যাচাই করার জন্যে পুনরায় তাদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে আমরা তদন্ত সুরু করে দিই।

উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া এই সকল মামলা প্রমাণের জন্য আমরা ধীরে ধীরে নিম্নোক্ত সাক্ষ্যসাবুতও সংগ্রহ করেছিলাম।

(১) দস্যুদের এবং তাদের প্রণয়িনীদের বাটী ও অঙ্গ হতে সংগৃহীত বিবিধ মামলায় অপহৃত দ্রব্য। এবং ঐ সকল গৃহ হতে অপকার্য্যে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, মিলিটারী পোষাক, ভ্যান ও যন্ত্রপাতি এবং তৎসহ বিবিধ বামাল গ্রাহকদের নিকট বিক্রীত অপহৃত দ্রব্যাদি যাহা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম; এই সকল দ্রব্যাদি কোনও না কোনও এক অপরাধীর বিবৃতি অনুযায়ী উদ্ধার করা হয়েছিল। এই কারণে সেই সেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে এই সকল 'দ্রব্যের উদ্ধার' প্রমাণ রূপে প্রযুক্ত করা গিয়েছিল।

(২) বিবিধ মামলার প্রত্যক্ষদর্শিগণ, ফরিয়াদিগণ ও তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারী এবং আহত ব্যক্তিগণের ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি, এবং যে সকল পথচারী তাদের মধ্যে মধ্যে তাড়া করেছিল বা বাধা দিয়েছিল

তাদের ভাষণ ; এবং যে সকল ডাক্তার আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করেছিল তাদের ঐ সম্পর্কীয় বিবৃতি।

(৩) বিবিধ মামলার প্রাথমিক সংবাদ বহির রিপোর্ট যাহা বিভিন্ন থানা হতে সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানের আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সম্পর্কীয় ডাক্তারি রিপোর্ট। চোরাই দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সময় অপরাধীরা যে সকল রসিদ সই করেছিল সেই সকল রসিদপত্র। চোরাই গাড়ীর সন্ধান বলে দিয়ে নাগরিকদের নিকট হতে পুরস্কার স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করবার সময় সই করা রসিদ সমূহ। নিজেদের মধ্যে হিস্যা ভাগাভাগী করার সময় যে সকল হিসাব বই ও চিরকুট আদি তারা তৈরী করেছিল। যে সকল চুরি করা পেট্রোল কুপনের সাহায্যে আগ্রা সহরে তারা পেট্রোল ক্রয় করে, সেই সকল কুপন ও বিবিধ ক্রয় বিক্রয়ের রসিদ ও চিঠিপত্র। অপরাধ সম্পর্কে যে সকল চিঠিপত্র সঙ্কেতলিপি ও আদেশ-নামা তারা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করেছিল সেই সকল মূল্যবান দলিলপত্রাদি।

(৪) যে সকল চায়ের দোকানে আড্ডাস্থানে ও বাড়ীতে তারা মধ্যে মধ্যে বা প্রতিদিন একত্রে জমায়েত হতো সেই সকল স্থানের স্থানীয় ব্যক্তিদের বিবৃতি। যে সকল রেলওয়ে ষ্টেশনে তারা অনুক্রমিক নম্বরের দশ বারোটী একই ষ্টেশনে যাবার টিকিট ক্রয় করেছিল, সেই সকল টিকিট ক্রয় করার প্রমাণ স্বরূপ তারিখ সহ হিসাববহি ও খাতাপত্র। যে সকল সহরে ও গ্রামে তারা গাড়ীসমূহ পরিত্যাগ করে এসেছে সেই সকল স্থানের স্থানীয় সাক্ষীদের বিবৃতি। যে সকল ভাড়া করা যানবাহন ও ফেরী তারা ব্যবহার করেছিল তাদের চালকদের সাক্ষ্য এবং বিভিন্ন স্থানের নাচের মজলিস ও ক্লাব বাড়ীর মেম্বার ও সেক্রেটারীদের বিবৃতি এবং তৎসহ অপরাধীদের প্রণয়িনী ও বান্ধবীদের ও তাদের মাতাপিতা, আত্মীয়দের সাক্ষ্য প্রভৃতি।

(৫) আলেকসহ দুইজন এপ্রুভারের বা রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য। এবং তৎসহ অপর চারিজন অপরাধীর হাকিমের নিকট প্রদত্ত স্বীকৃতি। বিভিন্ন বাটী বিপনী প্রভৃতিতে তল্লাসীর 'তল্লাসী-পত্র' ও তল্লাসী-সাক্ষীদের বিবৃতি। মূল তদন্তকারী অফিসার ও উপতদন্তকারীদের তদন্ত সম্পর্কীয় সাক্ষ্য এবং তারিখ সহ অপরাধীদের গ্রেপ্তার প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র।

(৬) একজন অপরাধীর সহিত অপরজনের পূর্ব্ব পরিচিতি, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষী সাবুত। ষড়যন্ত্র ও দলীয় প্রমাণের জন্য এইরূপ প্রমাণেরও প্রয়োজন আছে।

এই সম্পর্কীয় তদন্তে জানা যায় যে সাধারণ আত্মীয়তা ছাড়া অসাধারণ আত্মীয়তাও এদের মধ্যে ছিল। যেমন জনৈক আসামীর সমবয়স্ক যুবক বন্ধু তার প্রৌঢ়া বিধবা মাতাকে বিবাহ করে। এই বিবাহটী ঐ নারীর পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাধা হওয়ায় তারা একই দলের লোক হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে উভয়ের গুপ্তকথা ফাঁস করে দেয়। কিন্তু একটী ক্ষেত্রে এ'ও দেখা যায় যে পুত্র হয়েও এক যুবক নিজে অগ্রণী হয়ে তার মাতার বিবাহ দিয়েছে। এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে সে নিম্নোক্তরূপ এক ব্যাখ্যা করেছিল।

"পিতার মৃত্যুর পর বেচারা মা আমার মন-মরা হয়ে থাকতো। আমি এই করুণ দৃশ্য দেখতে পারি নি। মা'র এই একাকিনী জীবন আমাকে ব্যথিত করে তুলে। তাই আমি নিজেই অগ্রণী হয়ে তার অমুক বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে বিবাহ দিই। এইদিন তাদের অজ্ঞাতে অমুক চোরাই দ্রব্য এই গৃহে আমি রক্ষা করি। এ'জন্য যা কিছু দোষ তা আমারই, আমার বৈর-পিতা বা মাতার নয়।"

এই সময় প্রশ্ন উঠে যে কোন্ আদালতে এতগুলি দুর্দ্দান্ত অপরাধীকে

বিচারের জন্য প্রেরণ করা হবে। আইনের দিক হতে বিচার করলে আদালতের এলাকানুযায়ী বহু আদালতে একই আসামীদল ও সাক্ষী-সাবুতকে বিচারের জন্য হাজির করতে হয়। ইহাদের প্রধান মামলা সকল যথাক্রমে এই প্রদেশের শিবপুর, হাওড়া, গোলাবাড়ী, বালি, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, ফরাসী, চন্দননগর, চুঁচুড়া, দমদম, মহেশতলা, নপাড়া, বেহালা, ভদ্রেশ্বর, বর্দ্ধমান, আদ্রা, আসানসোল, পুরুলিয়া থানা এবং কলিকাতা এবং বোম্বাই ও গোয়ার বিভিন্ন থানার এলাকায় সংঘটিত হয়। এই সকল এলাকার জন্য নির্দ্ধারিত হাকিমদের নিকট পৃথক পৃথক ভাবে এদের বিচার হলে সাক্ষীদের হায়রাণি ও অন্যান্য বহু অসুবিধা হতে বাধ্য। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে আমরা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হতে মনস্থ করলাম, যাতে কলিকাতার বা আলিপুরের কোনও এক আদালত এই সব কয়টি মামলার বিচারের অধিকার পেতে পারে। কিন্তু পরে আমরা স্থির করি যে, আলেকের বিবৃতি অনুযায়ী যখন মূল ষড়যন্ত্র কলিকাতার লেকের ধারে সুরু হয়ে ঐ ষড়যন্ত্র অনুযায়ী বিবিধ অপরাধ বিবিধ স্থানে সমাধা হয়েছে তখন আলিপুর কোর্টে উহাদের সকলের বিচারের ব্যবস্থা করার বাধা কি আছে? কিন্তু এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার পূর্ব্বেই আমাদের এক মারাত্মক ভুলের কারণে সমগ্র মামলাটী ফেঁসে যাবার উপক্রম হলো। আমরা এই সময় লালবাজারের হাজত ঘরে অন্যান্য দুর্দ্দান্ত অপরাধীদের সহিত আলেককেও রেখে দিয়েছিলাম। কারণ আমরা আশা করেছিলাম যে, সে আরও কয়েকজন আসামীর মনে অনুতাপের উদ্রেক করে স্বীকৃতি প্রদানে রাজী করাতে পারবে। কিন্তু আখেরে দেখা গেল যে ঐ দলের অপর এক অন্যতম নেতা মিঃ 'প্ল্যা' আলেককেই বাগিয়ে ফেলেছে। ঘটনাটি লক-আপ্ সার্জ্জেণ্টের বিবৃতি হতে নিম্নের উদ্ধৃত করলাম।

"আমি আসামীদের উপরের ইউরোপীয়ন হাজত ঘরে আবদ্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও মধ্যরাত্রে একবার করে আমি স্বচক্ষে দেখে যেতাম। এই দিন শেষ রাত্রে রাউণ্ডে এসে শুনি তারস্বরে এঁরা সকলে ঐক্যতানে গান ধরেছে। এবং সেই সঙ্গে হাততালি দিয়ে ক্রমাগত শব্দও করে চলেছে। এদিকে এই ঐক্যতান গীতের শব্দের আওতায় এদের একজন ঠুক্ ঠুক্ করে ছেনির সাহায্যে হাজত ঘরের বহির্দেওয়ালে একটী গর্ত্ত তৈরী করতে সুরু করে দিয়েছে। গীতের আওয়াজে এই ছেনিব শব্দ চাপা পড়ে যাওয়ায় বাহির হতে উক্ত পাহারাদার সিপাহীরা একটুও শুনতে পায় নি। সন্দেহ হওয়ায় আমি ভিতরে এসে দেখি যে তারা কয়েকখানি ইষ্টক বেমালুম অপসরণ করতে উদ্যত হয়েছে। পরে জানা গেল যে, একটী দেওয়ালের হুক উঠিয়ে নিয়ে তা দিয়ে ছেনি তৈরী করে জুতার লোহা বাঁধানো হিলের সাহায্যে উক্ত ঠুকে এরা এই গর্ত্ত তৈরী করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে।

উপরোক্তরূপে পুলিশ হেপাজতি হতে পলায়নের চেষ্টা করার অভিযোগে আমরা তাদের বিচারার্থে চালান দিই। আমাদের আশা ছিল যে, এই মামলায় এদের ছয়মাস জেল হলে আমরা মূল ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তে প্রচুর সময় পাবো। কারণ সহরের প্রধান হাকিম এদের আর বেশীদিন হাজতে রাখতে চাইছিলেন না এবং এদের বিরুদ্ধে একটী অভিযোগ পাঠানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। এমন কি আমাদের এও আশঙ্কা হয়েছিল যে হয়তো হাকিম বাহাদুর এঁদের কাউকে কাউকে জামীনে ছেড়ে দেবেন। একবার জামীন মুক্ত হলে এঁদের যে আর পাওয়া যাবে না; সেই সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। এই জন্যই প্রারম্ভে এই একটী অভিযোগে তাদের আমরা চালান দিই, যাতে জেল হওয়ার দরুণ তারা জেলে আটকা থেকে যেতে পারে। কিন্তু

দুর্ভাগ্যক্রমে ১-৪-৪৬ তারিখে এই মামলার বিচারের দিনেই এঁরা সকলেই আমাদের হতভম্ব করে দিয়ে ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট কোর্টের লক্-আপ-এর ব্রিজের নিকটের একটী বন্ধ দরজা ভেঙে বেমালুম পালিয়ে গেলো।

এই নিদারুণ দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্র আমরা সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। আটক অবস্থায় উহারা প্রতি মুহূর্ত্তেই জাহির করতো যে একবার মুক্ত হতে পারলে প্রথমে আমাকেই তারা গুলি করে হত্যা করে ফেলবে। এদের নেতারা হাজত ঘর হতে চেঁচিয়ে প্রায় আমাকে বলতো, চেয়ে দেখ আমার চোখ ও মুখের দিকে; জেল হতে বিশ বছর পরে ফিরেও তোমাকে সাবড়ে দেবো। এই কারণে আমারই ভয়ের কারণ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; কিন্তু চাকরী, সুনাম ও কর্ত্তব্য বজায় রাখতে হলে ভয়কে বিদূরিত করতেই হবে। এ ছাড়া আমি জানতাম যে বিশ বছরের মধ্যে আমার যা কিছু সুখ সম্ভোগ শেষ হয়ে যাবে। ঐ সময়ের পর মৃত্যু ঘটলেও ক্ষতি ছিল না। আমরা তৎক্ষণাৎ দিকে দিকে সশস্ত্র শাস্ত্রী বোঝাই দ্রুতগতি মোটর যানে বার হয়ে পড়লাম। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাদের কারো কোনও সন্ধানই পেলাম না। পরদিন প্রত্যুষে ফিরে এসে শুনলাম সহরে বিভিন্ন স্থানে গেরাজ ভেঙে কয়েকখানি মোটর গাড়ী চুরি হয়েছে। কিছু পরে মফঃস্বল হতেও খবর এল যে সেখানে পুনরায় পেট্রোল পাম্প ভাঙা ও অনুরূপ রাহাজানি ও ডাকাতি অপকর্ম্ম সুরু হয়ে গিয়েছে।

এই সময় বুদ্ধি করে পরদিন রাত্রে কলিকাতা শহরের প্রতিটী বহির্গমণের পথ, যথা—হাওড়া ও বালি ব্রীজ, চিৎপুর ব্রীজ, ডকের ব্রীজ, বেহালার ব্রীজ প্রভৃতি অবরোধ করে সিপাহী মোতায়েন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে চারিখানি গাড়ী করে এরা বালি ব্রীজের অবরোধ ভেদ করে পালাতে সক্ষম হয়। ব্যাপার বেগতিক বুঝে আমি এ্যাংলো সমাজে

রটিয়ে দিই যে আলোকের মাতা মৃত্যুশয্যায়। এবং সেই সঙ্গে ষ্টিফেন ম্যানসনে ছদ্মবেশী সিপাহী মোতায়েন করি। আমার স্থির ধারণা ছিল যে মাতৃভক্ত আলেক এই খবর পেয়ে কখনই স্থির থাকতে পারবে না। সৌভাগ্যক্রমে তার মায়ের নির্দ্দেশে সে নিজেই আমাদের নিকট এসে পুনরায় ধরা দিলে। এবং পূর্ব্বের মতই সে আমাকে এই দস্যুদলকে উৎপাটনে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিও দিলে। পুনরায় ধরা পড়ার পর আলেক যে বিবৃতি দিয়েছিল তা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

'আমরা জেলের ভিতর হতে লৌহ সংগ্রহ করে উহা মুখের মধ্যে ও জুতার মধ্যে করে কোর্টের হাজত ঘরে আসি। এবং উহার সাহায্যে উপরের অব্যবহৃত দরজা ভেঙে আমরা একে একে দ্বিতলে এসে জনতার সঙ্গে মিশে যাই। এর পর আমরা পূর্ব্বের মত গাড়ী চুরি করে বিবিধ অপকর্ম্ম করতে সুরু করি। আমার পুনরায় ইচ্ছে হলো দেখি না আমাদের শেষ কোথায়। এই দিন কলিকাতার একজন য়ুরোপীয় পুলিশ অফিসারের বাড়ী ভেঙে আমরা তার রিভলবার ও টোটা সমূহ সংগ্রহ করি। এই পুলিশ অফিসারের স্ত্রীর সহিত অমোদের একজন পলাতক সহকর্ম্মীর বন্ধুত্ব ছিল, তার সেই বন্ধুত্বের আমরা পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম। এইরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আমরা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো খৃষ্টানদের তীর্থক্ষেত্র ব্যাণ্ডেলের পুরানো গির্জ্জার প্রতি। জানিনা কেন আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হলো। আমরা সকলে এই প্রখ্যাত গির্জ্জায় এসে তাদের ভিজিটার বইয়ে প্রত্যেকেই নিজেদের নাম পর পর সই করে উপাসনারত হই। ফিরবার পথে চন্দননগরের জনতা ও পুলিশের সহিত আমাদের এক সংঘর্ষ ঘটে। এরপর একখানি গাড়ী চন্দননগরে রেখে বাকি গাড়ীতে কলিকাতা হয়ে আমরা রানাঘাটের

পথে অগ্রসর হই। কলিকাতা হতে পঞ্চাশ মাইল দূরে এক জঙ্গলের নিকট ঐ গাড়ী ও তৎসহ টোটা সহ পিস্তল বিসর্জ্জন দিয়ে পায়ে হেঁটে একটী ছোট ষ্টেশনে এসে রেলপথে কলিকাতায় ফিরে আসি।”

আলেককে গ্রেপ্তার করে, আমরা অন্যান্য পলাতকদের খোঁজাখুঁজি করতে থাকি। ইতিমধ্যে এদের সন্ধানে নিযুক্ত রক্ষিগণ শ্যামবাজারের মোড়ে একটা গাড়ীতে এদের কয়েকজনকে দেখে এদের অনুসরণ করে। এদের চালিত চোরাই গাড়ীটার নম্বর পথচারী সাক্ষী সমক্ষে টুকে নিতে পারলেও রক্ষিগণ এদের এইদিন গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় নি। তবে নিরপেক্ষ সাক্ষী সমক্ষে এদের চোরাই গাড়ীতে দেখতে পাওয়া, ঐ গাড়ী সকল যে তারা চুরি করেছে তা প্রমাণিত হয়। পরদিন প্রভাতে এদের এক অন্যতম নেতাকে আমরা একবালপুর গির্জ্জায় প্রার্থনারত কালে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হই। এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে নিম্নোক্তরূপ এক বিবৃতি প্রদান করেছিল।

“আমি এই কথাই ঈশ্বরকে আমার প্রার্থনায় জানাচ্ছিলাম যে, হে প্রভু, তুমি যদি মানুষের মঙ্গলই চাও তাহলে আমাদের দিয়ে বারে বারে এতো অপকর্ম্মই বা কেন করাচ্ছো। সর্ব্বশক্তিমান হয়েও কেন তুমি আমাদের নিরস্ত্র করে সত্যের সন্ধান দিতে পারলে না। আমার একান্ত অনুগতা প্রণয়িনীকে আমি কথা দিয়েছি যে আমি তাকে নিয়ে শান্তিতে বাস করবো, কিন্তু তা সত্বেও এমন বিপাকে তুমি আমাকে কেন ফেলে দিলে। প্রভু! এবারকার মত পুলিশ যেন রেহাই দিয়ে আমাকে মানুষের মত বাঁচতে দেয়।”

বলাবাহুল্য যে এই সকল পাগলের প্রলাপ শুনবার মত আমাদের ধৈর্য্য বা সময় ছিল না। আরও খোঁজাখুঁজি করে বাকি পলাতকদেরও আমরা একে একে গ্রেপ্তার করি। এবং আলেকের সাহায্যে অপহৃত গাড়ীগুলি

ও সরকারী আগ্নেয়াস্ত্রটী বহু দূর দূর স্থান হতে উদ্ধার করে আনি। এ'ছাড়া ব্যাণ্ডেল চার্চ্চের ভিজিটার বইতে অপরাধীদের দস্তখত সমূহের ফটো চিত্রও ষড়যন্ত্রের 'প্রামাণ্য দ্রব্য' রূপে উঠিয়ে নিয়ে আসি।

আমাদের করণীয় যাবতীয় তদন্ত সাধিত হলেও উহাদের একটী মূল বিষয় তখনও পর্য্যন্ত বাকি ছিল। এইটী হচ্ছে মিছিল সনাক্তিকরণের দ্বারা অপরাধীদের বিভিন্ন মামলার সাক্ষীদের দ্বারা সনাক্ত করানো। শহরের প্রধান হাকিমের নির্দ্দেশে একজন উপহাকিম প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতর এই মিছিল সনাক্তিকরণের ব্যবস্থা করলেন। মিছিল সনাক্তি-করণের আইন অনুযায়ী তাদের অনুরূপ বেশভূষা সম্বলিত বহু ব্যক্তির সহিত মিশিয়ে দেবার কথা। কিন্তু এইজন্য বহু সংখ্যক বাহিরের এ্যাংলো যুবককে আমরা পাবো কোথায়! সৌভাগ্যক্রমে সাধু ভদ্র বহু এ্যাংলো যুবক তাদের সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ এই সব অপরাধীদের কীর্ত্তিকলাপ কাগজে পড়ে এদের উপর এমনিই বিরূপ হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রায় সত্তর জন যুবক আমাদের তদন্ত কার্য্যের সাহায্য করতে অগ্রণী হয়ে এলো। দিনের পর দিন তাদের সরকারী গাড়ীতে তুলে নিয়ে আমরা জেলে এনেছি, কারণ একদিনে সবকয়টী মামলায় মিছিল সনাক্তিকরণ সম্ভব হয়ে উঠেনি; কিন্তু এইজন্য বহু ক্ষতি স্বীকার করলেও তারা কেউই ক্ষণিকের জন্যও বিরক্তি প্রকাশ করে নি। এ ছাড়া এই তদন্তে পুলিশ বিভাগের এ্যাংলো ও য়ুরোপীয় অফিসারগণও আমাদের যেরূপ আগ্রহের সহিত সাহায্য করেছিল তাহা স্মরণ করে আজও পর্য্যন্ত আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। এই সকল মিছিল সনাক্তিকরণে বিবিধ মামলার সাক্ষী এদের অধিকাংশেরই কাউকে না কাউকে সনাক্ত করে মূল মামলাটী আরও শক্তিশালী করে তুলে।

এই মিছিল সনাক্তিকরণ একই দিনে সমাধা করা যায় নি।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাহিরের এ্যাংলো যুবক একই দিনে উপস্থিত করতে না পারায় ক্ষেপে ক্ষেপে উহা আমরা সমাধা করি। প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে প্রথম তিন দিনের মিছিল সনাক্তিকরণের পর চতুর্থ দিনের সনাক্তিকরণের জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছিলাম, এমন সময় আমরা এক বিরাট বাধার সম্মুখীন হলাম। এইদিন ভোর হতেই কলিকাতা নিধন যজ্ঞ সুরু হয়ে গেল। সমাজ বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারীরা এ্যাংলো দস্যু কৃত অপরাধ সমূহকে যেন ম্লান করে দিলে; নিষ্ঠুরতার দিক হতেও এদের অপরাধ যেন ওদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এতো অসুবিধাতেও আমরা নিবৃত্ত হই নি। আমাদের একখানি ট্রাক সশস্ত্র শান্ত্রী সহ মহেশতলা,হাওড়া, দমদম প্রভৃতি স্থান হতে সাক্ষীদের জেলে উপস্থিত করতো। সশস্ত্র শান্ত্রীসহ আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ট্রাক হাকিম এবং বাহিরের এ্যাংলো যুবকদের উঠিয়ে জেলে আনতো। এই সময় পথে ঘাটে মৃত ও আহত মানুষ পড়ে থাকায়, মধ্যে মধ্যে আহতদের উঠিয়ে হাসপাতালেও দিয়ে এসেছি। মধ্যে মধ্যে ট্রাক হতে নেমে আমাদের পশ্চাদ্ধাবিত আততায়ীদের বিতাড়িত করে নিরীহ পথিকদেরও রক্ষা করতে হয়েছে। মধ্যে মধ্যে এমনও ঘটেছে যে ভীত ত্রস্ত নরনারী ছুটে এসে আমাদের গাড়ীতে উঠেছে। এর ফলে পথিমধ্যে অগ্রগতি ব্যাহত করে আমাদের উদ্ধার কার্য্যও করতে হয়েছে। নিরাপদ স্থানে এই সকল বিপদগ্রস্ত নাগরিকদের পৌছিয়ে দিয়ে তবে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছতে পেরেছি। কিন্তু বাধাবিঘ্ন সত্বেও কয়েক দিনের চেষ্টায় আমরা সনাক্তিকরণের কার্য্যে আশাতীত সফলতা লাভ করি।

এই মিছিল সনাক্তিকরণ আমরা দুই প্রকারে সমাধা করি। সাক্ষিগণ সম্মুখের দিক হতে মাত্র মুখ দেখে অপরাধীদের বাহিরের

লোকেদের মধ্য হতে বেছে চিনে নেয়। কিন্তু উহাদের দুইজন মুখ দেখে তাদের চিনতে পারে নি। তারা তাদের গলার স্বর শুনে তাদের চিনতে পারে। এই সাক্ষীদ্বয় সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের পিছনে এসে প্রত্যেকের কাঁধে হাত রাখলে আসামীকে তার নাম বলতে বলা হয়। এইভাবে মিছিল সারির পশ্চাতে হেঁটে সাক্ষীদ্বয় প্রকৃত অপরাধীদের তাদের গলার স্বর শুনে অতগুলি বাহিরের লোকেদের মধ্য হতে চিনে নেয়।

এই মামলার সনাক্তিকরণের পর আমরা পরিসংখ্যার নিয়মানুযায়ী বহু তালিকা তৈরি করি। মাত্র এই সকল তালিকার বিষয়বস্তু অনুধাবন করে মামলার প্রকৃত স্বরূপ বুঝা সম্ভব ছিল। কিরূপ ভাবে এই তালিকা তৈরী করা হয় তার নমুনা স্বরূপ নিম্নে মাত্র দুইটী তালিকা উদ্ধৃত করা হলো। প্রথম তালিকাটী হইতে দ্বিতীয় তালিকাটী তৈরী করা হয়। এই সকল তালিকার সাহায্য ব্যতিরেকে অতগুলি আসামীর অপকার্য্যের হিসাব রাখা অসম্ভব হতো। মামলার বিষয়বস্তু অনুধাবনে ইহা সরকারী উকীল এবং আদালতের বিচারক—এই উভয় সুধীরই বিশেষ সুবিধা হয়।

তালিকা—নং ১

সাক্ষী	সনাক্তিকৃত আসামী	অপরাধ
১ মালতি দেবী	১ রিক্সন	বলাৎকার (চিৎপুর)
	২ আলেক	
	৩ প্ল্যাট	
২ অজিত মুখার্জ্জি	১ আলেক	ডাকাতি (মহেশতলার পথে)
	২ প্ল্যাট	

সাক্ষী	সনাক্তিকৃত আসামী	অপরাধ
	৩ এলোয়	
	৪ এল্ক	
	৫ আরাটুন	
৩ রসিক সিং	১ আলেক	ডাকাতি (মহেশতলার
	২ এল্ক	দোকানে)
৪ শচীন দত্ত	১ আলেক	”
৫ বিনয় ঘোষ	১ এলোয়	দমদম ডাকাতি
	২ আনোয়ার	(দোকানে)
	৩ হ্যারিশ	
	৪ আরাটুন	
	৫ রিক্সন	
৬ অজিত মুখার্জ্জি	১ ম্যাকসেনেল	মহেশতলা রাহাজানি
	২ আনোয়া	
	৩ ফ্রাঙ্কলিন	
৭ যতীন দাস	১ প্ল্যাট	ডাকাতি বঁড়িশা
	২ এল্ক	
	৩ এলোয়	
	৪ আলেক	
৮ মহম্মদ ইয়াকুব	১ আলেক	ডাকাতি (চিৎপুর)
	২ এলোয়	
	৩ প্ল্যাট	
৯ জাফার মিস্ত্রি	১ এলোয়	ডাকাতি (চিড়িয়া মোড়)
	২ আলেক	

সাক্ষী	সনাক্তিকৃত আসামী	অপরাধ
১০ বিভূতি সাহা	১ ডিক্স	ডাকাতি দলের সদস্যরূপে
	২ এলোয়	
	৩ ডিক্স	
	৪ আলেক	
	৫ আরা	
	৬ ডিক্রজ	
	৭ রিক্স	
	৮ ভিক্টর	
	৯ প্ল্যাট	
১১ রঘুনাথ দত্ত	১ ফেড্রিক	কটক ডাকাতি (বেলওয়ে)
১২ আব্দুল	১ আলেক	ডাকাতি (কলিকাতা ময়দান)
	২ আনো	
	৩ প্ল্যাট	

এইরূপ ভাবে বহু তালিকা আমাদের তৈরী করতে হয়েছিল। স্থানাভাবে দ্বিতীয় তালিকার অর্দ্ধাংশ প্রদর্শন করা সম্ভব হলো না। '×' অর্থে কাহারও না কাহারও দ্বারা সনাক্তিকৃত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এই 'ব্যক্তি মিছিল' ব্যতীত সনাক্তিকরণের জন্য আমরা দ্রব্য মিছিলেরও ব্যবস্থা করেছিলাম। এই মামলায় আমরা বহু দ্রব্য নানাস্থান হতে উদ্ধার করে আনি। কিন্তু মালিকদের দ্বারা উহাদের সনাক্তিকরণ সহজসাধ্য ছিল না। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কয়েকটীর সনাক্ত-যোগ্য মার্কা ছিল যাহা দ্বারা মালিকরা বলতে পেরেছিল যে ঐ সকল দ্রব্য তাহাদেরই। কিন্তু উহাদের কয়েকটী হতে খোদিত নম্বর, নাম,

তালিকা—নং ২

আসামী	চিৎপুর বলাৎকার	মহেশতলা ১নং ডাকাতি	মহেশতলা ২নং ডাকাতি	দমদম ডাকাতি	চিৎপুর ডাকাতি	দলের সদস্য রূপে
১ রিক্সন	×		×			×
২ আলেক	×	×	×	×	×	×
৩ প্ল্যাট	×	×		×		×
৪ ফেড্রিক	?					
৫ এঙ্ক		×	×			
৬ আরাটুন		×	×			×
৭ এলোয়		×		×	×	×
৮ হ্যারীশ			×			
৯ ম্যাক সেনেল		×				
১০ ফ্রাঙ্কলিন		×				
১১ ডিক্রজ						×
১২ ফেড্রিক						
১৩ ভিক্টর						×
১৪ আনোয়ার		×	×			
১৫ ডিক্স.						×

চিহ্ন প্রভৃতি উগা দিয়ে ঘসে দস্যুরা তা উঠিয়ে ফেলেছিল। এই সকল 'ঘসা স্থানে' কেমিক্যাল লেপন করে আমরা ঐ মার্কা পুনরায় বার করে আনি। কোনও ধাতু দ্রব্যে ঘা মারলে উহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে উহার শেষ স্তর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এজন্য উহাদের স্থূল অংশ উহা হতে ঘসে উঠিয়ে ফেললেও উহার নিম্নস্তরে অলক্ষ্যে সূক্ষ্মাংশ থেকে যায়। এজন্য আমরা ঐ সকল দ্রব্যের নিম্নস্তর হতে মার্কার সূক্ষ্মাংশ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনরায় বার করে আনি। কিন্তু এই সকল দ্রব্য ব্যতীত এমন আরও কয়েকটী অপহৃত দ্রব্য ছিল যাহাদের কোনও মার্কা ছিল না, কিন্তু তাহাদের মেকারের নাম ছিল। ঐ সকল দ্রব্য বিদেশ হতে আমদানী হওয়ায় আমরা সংশ্লিষ্ট ফার্ম্ম ও ইমপোর্টারদের নিকট তদন্ত করে জানতে পারি যে ঐরূপ দ্রব্য মাত্র বিশটী (মেসিন) ভারতের বিভিন্ন ফার্ম্মে অদ্যাবধি বিক্রয় করা হয়েছে। এর পর আমরা এই বিশটী ফার্ম্মে তদন্ত করে অবগত হই যে উহাদের উনিশটী ফার্ম্মে প্রদত্ত মেসিন এখনও মজুত আছে, মাত্র একটী ফার্ম্ম হতে সংবাদ আসে যে কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ ফার্ম্ম হতে ঐ মেসিন চুরি গিয়েছে। এইরূপে বহু কাগজপত্রের সাহায্যে আমরা প্রমাণ করি—যে এই অপহৃত মেসিনটী ঐ ফার্ম্ম হতেই চুরি করে আনা হয়েছিল। কিন্তু ছোট খাটো দ্রব্য যেমন সিগারেট কেস্, ফাউণ্টেন পেন ইত্যাদির জন্যে আমরা মিছিল সনাক্তকরণের বন্দোবস্ত করি। মার্কা বা নম্বর না থাকলেও কোনও ব্যক্তি যদি ঐ দ্রব্য পুনঃ পুনঃ বা বহুদিন ব্যবহার করে তাহলে সে অনুরূপ বহু দ্রব্য হতে ঐ দ্রব্যটী বেছে নিতে পারে। এইজন্য আমরা এই দ্রব্য মিছিল সনাক্তিকরণের ব্যবস্থা করেছিলাম।

এই সম্পর্কে মহেশতলার সাক্ষী অজিতবাবুর সাক্ষ্য চিত্তাকর্ষক বিধায় নিম্নে তা উদ্ধৃত করলাম।

"আমাকে তারা ধাক্কা দিয়ে থানায় ফেলে দিয়ে গাড়ীসহ পুব মুখে চলে যায়। আমি বুঝেছিলাম ঐ দিকে রাস্তা না থাকায় তাদের এই পথেই ফিরতে হবে। আমি টর্চ্চ হাতে ঐখানেই শুয়ে থাকি। একটু পরে গাড়ীটা ফিরে আসামাত্র সহসা টর্চ্চ ফেলে অলক্ষ্যে গাড়ীর নম্বর দেখে নিই। ইতিপূর্ব্বে আমার দ্রব্যাদি কেড়ে নেবার সময় তাদের কয়জনের মুখ হেড্ লাইটের আলোয় চিনে রেখেছি। আহত অবস্থায় আমি নিজে থানায় যেতে পারি নি। তাই ঐ গাড়ীর নম্বর লেখানো হয়নি। যে আঙটী আপনারা উদ্ধার করেছেন উহা আমার। গ্রামের স্যাকরা উহা একবার মেরামত করে। ঐ মেরামতি দাগ ও ওর ওজন হতে সে প্রমাণ করবে যে উহার মালিক আমি। এ সম্পর্কে খাতা-পত্রও তার কাছে আছে।

এইবার আমরা মামলা কোর্টে পাঠাবার জন্য প্রস্তুত হই। এবং প্রেসিডেন্সি কোর্ট হতে মামলা আলিপুরে এ, ডি, এম-এর কোর্টে আনবার জন্য দরখাস্ত করি। আমরা স্থির করি যে আলেককে এপ্রুভার বা রাজসাক্ষী করা হবে। আলেক সত্য সত্য অনুতপ্ত হয়েছিল। সে ছাড়া পেতে তো চায়নি, বরং বারে বারে সে শাস্তিই চাইছিল। সে যে সত্যই অনুতপ্ত হয়েছিল তা নিম্নোক্ত ঘটনা হতে আমরা বুঝতে পারি।

"এই দিন বাঙ্গালা পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার সহ আমরা, যে তরকারী বিক্রেতা স্ত্রীলোকদ্বয় দমদমের অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারীটীকে কলিকাতায় পৌছিয়ে দিয়েছিল, তাদের খুঁজে বার করবার জন্য আলেককে নিয়ে মধ্যমগ্রামে আসি। ফিরবার পথে একজন স্থানীয় অফিসার কিছু তাজা তরকারী কিনে আমাদের গাড়ীতে তুলে দেয়। বলাবাহুল্য যে, এজন্য আমরা ন্যায্য মূল্য প্রদান করেছিলাম। কিন্তু

আলেক আমাদের ভুল বুঝে কিছুতেই গাড়ীতে উঠতে চাইলো না। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলো যে এর জন্য আমরা ন্যায্য দাম দিয়েছি, তখনই সে খুশী হয়ে গাড়ীতে উঠে এলো। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম অপরাধ মাত্রকেই আলেক ঘৃণা করতে শিখেছে।”

এই আলেক ব্যতীত মিঃ উড্ x নামক এক এ্যাংলো যুবকেও এপ্রুভার করা হবে বলে আমরা কথা দিয়েছিলাম। প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও কেবল কথার মূল্য রাখবার জন্মে তাকেও আমরা রাজসাক্ষী করি। কিন্তু এদের বিচার আরম্ভ হবার কয়েকদিন পরে অপর আর এক আপদের সংবাদ এলো। জেল থেকে আদালতকে জানানো হয়েছে যে আলেক উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ জেলে এসে দেখি যে আলেক উন্মাদ। কিন্তু আলেককে আমি ভালো করেই চিনেছিলাম। তাকে নিরালায় এনে জিজ্ঞাসা করলাম, “বন্ধু, একি তুমি করলে? মামলা তুমি খাড়া করেছো। এখন ঘাটে এনে ভরা ডুবাবে?” প্রত্যুত্তরে কিছুক্ষণ চোখ পিট্‌পিট্ করে উন্মাদের ন্যায় সে অট্টহাসি হেসে উঠলো। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমি পুনরায় বললাম, “বন্ধু, তোমার মা পথ চেয়ে রয়েছে? তুমি তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস কর, এখন তোমার কর্ত্তব্য কি।” এমনি বহুক্ষণ ধরে বোঝাবার পর আলেক মৃদু হেসে বললো, “বন্ধু, ডাক্তারকে ধাপ্পা দেবার জন্ম সাত রাত্রি ঘুমাই নি। আজ আমি বড়ই ক্লান্ত, তবু কথা দিচ্ছি আর গণ্ডগোল করবো না। তুমি আমার সঙ্গে আর একটী দিনও দেখা ক’র না। তাই আমিও আমার পথ ও মত বদলে ফেলেছি। আমার এবংবিধ ব্যবহারের অপর কারণ এই যে, তুমি এই গ্যাঙের নাম ‘আলেক গ্যাং’ না রেখে ‘প্ল্যাট গ্যাং’ রেখেছো। কাগজে আমার বদলে প্ল্যাটকে তুমি প্রখ্যাত কেন করলে? আমি বংশের সুনাম

যখন নষ্টই করলাম তখন প্ল্যাটের অধীনস্থ দস্যু হওয়া আরও লজ্জাকর।” আলেককে আশ্বস্ত করে আমি জেলা হাকিমকে জানালাম যে আলেকের মস্তিষ্ক বিকার ঘটে নি; এখন মামলা যে কোনও দিন আরম্ভ করা যেতে পারে।

[এই মামলার তদন্তের ভার আমার উপর ন্যস্ত থাকলেও আরও কয়েকজন অফিসার আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। এদের মধ্যে বাঙ্গলা পুলিশে কয়েকজন অফিসার এবং কলিকাতা পুলিশের য়ুরোপীয়ন ইন্সপেক্টার ফোড্ এবং এ্যাংলো সার্জেণ্ট ওয়াট অন্যতম। মিঃ এইচ্ কে বোস অবৈতনিক হাকিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও দিনের পর দিন জেলে এসে সনাক্তিকরণে যোগ দান করেন। বস্তুতপক্ষে বাংলা ও কলিকাতার রক্ষীদের, হাকিমদের এবং নাগরিকদের সমবেত চেষ্টায় এই মামলায় আমরা সাফল্য লাভ করি।]

মূল ষড়যন্ত্র মামলাটীর সহিত বিবিধ স্থানের মামলা সমূহ সংযুক্ত হওয়ায় সুবিধা হয়েছিল এই যে উহাদের কোন কোনটী সাক্ষ্য প্রমাণের দিক হতে দুর্ব্বল হলেও উহা অপর সকল মামলার সহিত বিবেচিত হয়ে প্রত্যেকটিই সমভাবে সবল হয়ে উঠে। এজন্য আখেরে আমরা চব্বিশ পরগণা জেলা হাকিমের আদালতে মূল ষড়যন্ত্রের মামলার বিচারের ব্যবস্থা করে শহরের প্রধান আদালত হতে মূল মামলাটী সেইখানে আবেদন করে উঠিয়ে আনি। এই সম্পর্কে সুবিধা ছিল যে কলিকাতার শহরতলীও এই ২৪ পরগণা জেলার জেলা-হাকিমের এলাকাধীন হওয়ায় কলিকাতা সহরতলীতে এবং ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সব কয়টী মামলাই ইনি একত্রে বিচার করতে সক্ষম। অন্যান্য প্রদেশ এবং এই প্রদেশের অন্যান্য জেলায় সংঘটিত মামলা সমূহের সাক্ষ্যসাবুতদের কলিকাতা সহরতলীতে উদ্ভূত মূল ষড়যন্ত্র অনুযায়ী সাধিত কার্য্যাবলীর প্রমাণ রূপে

এই আদালতে আমরা পেশ করি। সুতরাং এদের বিচারের জন্ম হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে কোনও এক পৃথক আদালতের ব্যবস্থা করার কোনও প্রয়োজন আর আমাদের হয় নি।

১১-১-৪৭ তারিখে সশস্ত্র শাস্ত্রী দলের পাহারায় ২৪ পরগণা জেলার অতিরিক্ত জেলা-হাকিমের আদালতে এই সকল আসামীর বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই বিচার চলার সময়ও এদের একজন সশস্ত্র শাস্ত্রীকে অতর্কিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আদালতের বাহির হতে পলায়নে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু আমরা দ্রুতগতিতে পরদিনই তাকে গ্রেপ্তার করে পুনরায় এই আদালতে হাজির করিয়ে দিই। এই আসামীগণ এমনই দুর্দ্দান্ত ছিল যে অতিরিক্ত জিলা হাকিম মিঃ আচার্য্যি সাহেব সোপার্দ্দিকরণের হুকুম আদালতে প্রদান না করে জেলের ভিতর গিয়ে তা তাদের শুনিয়ে আসেন। এমন কি এরা একদিন জেলারের কোয়াটারের ভিতর দিয়ে জেল হতে পলায়নেরও এক ষড়যন্ত্র করেছিল। এর পর এই সকল অপরাধীদের বহু ব্যক্তিকে এই জেলার দায়রা কোর্টে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বিশেষ কোর্টের জজ ও জুরীর বিচারে এই সকল অপরাধীদের পর্য্যায়ক্রমে পাঁচ হইতে নয় বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

দায়রা কোর্টের বিচারের সময় আমরা এক অদ্ভুত পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে পড়ি। কারণ যে বিধবা নারীটীকে বারাসাতে তারা ধর্ষণ করেছিল সে ইতিমধ্যে সন্তানবতী হয়ে পড়ে। এই শিশু সন্তান সহ-ই সে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসে। এই সময় প্রশ্ন উঠে যে ধর্ষণ জনিত কোনও নারীর পক্ষে পুত্রবতী হওয়া সম্ভব কি'না। কিন্তু এই সম্পর্কে আদালত আসামীদের উকীলের এই বক্তব্য মেনে নিতে রাজী হয় নি। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ও সেই সঙ্গে ক্রন্দনরত

শিশুপুত্রটীকে শান্ত করতে করতে ঐ ধর্ষিতা নারীর সাক্ষ্য প্রদান আদালত শুদ্ধ লোককে বিচলিত করে তুলে। এ'ছাড়া আসামীদের পক্ষ হতে এ কথাও উঠানো হয় যে পুলিশ নাকি পূর্ব্ব হতে সাক্ষীদের কোনও কোনও আসামীকে চিনিয়ে দেওয়ায় তারা মিছিল সনাক্তি-করণে তাদের সনাক্ত করতে পেরেছে। এ' ছাড়া এ কথাও বলা হয় যে 'খবরের কাগজ পড়ে আপনি আসা'—সাক্ষী কয়জনও না'কি আমাদের তৈরী সাক্ষী। কিন্তু এইরূপ কোনও অভিযোগ আদালতে তারা আদপেই প্রমাণ করতে পারে নি।

এই ষড়যন্ত্র মামলাটীকে আমরা দুইটী ভাগে বিভক্ত করতে বাধ্য হই, যথা—প্রথম ষড়যন্ত্র ও তদনুযায়ী কৃত অপরাধ এবং দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র ও তদনুযায়ী কৃত অপরাধ। আইনজ্ঞদের মতে প্রথমবার ধরা পড়ার সহিত প্রথম ষড়যন্ত্রের কার্য্যাবলী শেষ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য আইনানুযায়ী জেল হাজত হতে পলায়ন করে পরে যে সকল অপরাধ এদের কয়েকজন করে তাহা প্রথম ষড়যন্ত্রের বিষয়ভুক্ত হতে পারে না। এই কারণে জেল হাজত হতে পলায়নের পর কৃত অপরাধের জন্য এদের বিরুদ্ধে পৃথক অপর একটী ষড়যন্ত্রের মামলা আদালতে আমাদের দায়ের করতে হয়। এই দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রের মামলাতেও তাদের পৃথক পৃথক ভাবে বিবিধ-রূপ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

এই এ্যাংলো দলীয় মামলা হতে আমরা কয়েকটী বিশেষ শিক্ষা পাই। এই শিক্ষাগুলি হইতেছে এইরূপ ;—অপস্পৃহা একবার বহির্গত হলে উহার আর শেষ নেই। প্রারম্ভে প্রদমিত না হলে দস্যুদল ভীষণতর হয়। তরুণমতি বালকদের সিনেমা দেখার পরিণাম ভয়াবহ। পর্দ্দায় দস্যুদের কীর্ত্তি ফলাও করে দেখানো অনুচিত। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা না থাকলে যুদ্ধ প্রত্যাগত যুবকদের পক্ষে অপরাধী হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রয়োজনের সময় সাহসী ভাবপ্রবণ যুবকদের মাথায় তুলে পরে অসহায় অবস্থায় দূরে নিক্ষেপ করলে তারা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অপরাধীর সংখ্যা বাড়িয়েছে। মহাযুদ্ধের পরও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিশেষে এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। প্রতিভা উপযুক্ত সু-পরিবেশ না পেলে বিপথে গিয়ে থাকে। অনুকূল অবস্থায় যে ব্যক্তি সাধু হতে পারতো প্রতিকূল অবস্থায় সে'ই হয় অপরাধী। বিধবা মাতার পুনর্বিবাহ সন্তানদের মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া আনে এবং তাদের মধ্যে নৈতিক অসাধুতা এনে তাদের বিপথগামী করে। পারিবারিক ও সামাজিক আওতা ও পিতা-মাতার স্নেহ হতে দূরে থাকা যুবকদের পক্ষে ক্ষতিকর। পুণ্যের সংসারে পাপ ঢুকলে আর রক্ষা নেই; তুলনায় পাপের সংসারে পাপ ততো ক্ষতি করে নি। পুলিশ অফিসার ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা অসাধ্য সাধন কবতে পারে। ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও সাহস সর্ব্বদাই সাফল্য আনে।

অপতদন্ত—বিষপ্রয়োগ

এদেশে সাধারণতঃ আক্রোশ চরিতার্থের জন্য এবং সম্পত্তির লোভে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার রীতি আছে। যৌন কারণে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করার কথাও শুনা গিয়াছে। পল্লী অঞ্চলে ধুতরা মিশ্রিত খাদ্য বা পানীয় খাইয়ে মানুষকে অসুস্থ করে দেওয়া হয়ে থাকে। শহর অঞ্চলে সাধারণতঃ নবাগতদের আতিথ্য দেখানোর আছিলায় পান, মিষ্টি ও সরবতের সহিত বিষ পান করিয়ে অসুস্থ,অচৈতন্য বা হত্যা করে তাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে নেওয়া হয়েছে। শহরের যাদুঘর, পশুশালা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানে বা গঙ্গার ঘাট প্রভৃতি

স্থানে অপরাধীগণ প্রথমে এই সকল নবাগতদের সহিত যেচে আলাপ করে থাকে। তার পর তাহাদের আপ্যায়িত করে নানারূপ খাদ্য বা পানীয়, অর্থাদি অপহরণের উদ্দেশ্যে তাদের প্রদান করা হয়। এই সব কারণে পল্লী অঞ্চলের লোকদের শহরে এসে কারও অযাচিত আদর আপ্যায়নে সাড়া দেওয়া অনুচিত।

উপরোক্ত অপরাধ ছাড়া শহরাঞ্চলে অপর এক প্রকার বিষ-প্রয়োগ রীতির প্রচলন আছে। এই অপরাধের অপরাধীরা অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে সাধুর, ভিখারীর বা অন্য কারো বেশে প্রকৃত ভিখারীদের সহিত সংলাপ সুরু করে দেয়। এমন বহু ভিখারী আছে যারা ভিক্ষা দ্বারা বহু অর্থ উপায় করে। অপরাধিগণ ইহাদের খাদ্য প্রদানের আছিলায় বিষ প্রয়োগ করে তাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে পালাতে পেরেছে। ভিখারীরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এক স্থান হতে অপর এক স্থানে মুহুর্মুহুঃ গমনাগমন করে। এইজন্য এই সকল অপরাধের তদন্তে সাক্ষীসাবুত পাওয়া দুষ্কর। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা দল বেঁধে ভিক্ষা করলেও তদন্তের কালে এদের সকলকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই অপরাধ তদন্তে শহরে যে কয়টী স্থানে এবা ভিক্ষা করে, সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করা উচিত। এমনও হতে পারে যে ভিখারী ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে ভিক্ষার্থে উপস্থিত ছিল। সে হয়তো পরদিন ভিক্ষার্থে শহরের প্রান্তে পৌছিয়ে গিয়েছে। এই সকল অপরাধের তদন্তে ভিখারী সমাজ ও তাহাদের বাসস্থান সম্বন্ধেও তদন্তকারী অফিসারদের জ্ঞান থাকা উচিত। ভিখারী, হিজড়া, বেশ্যা এবং পুরানো চোর নিহত হলে উহার তদন্তে তৎ তৎ সমাজ ও আচার ব্যবহার সম্পর্কীয় জ্ঞান না থাকলে উহাদের হত্যার তদন্ত করা নিরর্থক। এই ভিখারী নপুংসক, বেশ্যা এবং অপরাধ-সমাজ সম্বন্ধে পুস্তকের

প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত রূপে বলা হয়েছে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকেরই একজন করে প্রেমের মানুষ আছে। তাদের লজ্জাকর সম্পর্কের কারণে এই সকল ঘটনার পর তারা প্রায়ই গা-ঢাকা দিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এদের খুঁজে বার করতে পারলে এরা নিহত ব্যক্তির জীবন যাত্রা সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য তদন্তকারীদের অবগত করাতে পারবে।

শহরে সাধারণতঃ অর্থাদি ও অলঙ্কার অপহরণের উদ্দেশ্যে বেশ্যা নারীদের অধিক সংখ্যায় বিষপ্রয়োগে অচৈতন্য বা হত্যা করা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ পক্ষে এই সকল অসহায়া হতভাগিনীদের বিষপ্রয়োগে নিহত করা অতীব সহজ কার্য্য। ইহার কারণ উপকারী বন্ধুর বেশে একমাত্র এদের গৃহেই বিনা বাধায় প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়া গিয়েছে; উপরন্তু এদের "একটীমাত্র বাস কক্ষে প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কার পাওয়ার সম্ভাবনা, এমন কি এ জন্যে কক্ষান্তরে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। অপরিচিত অপরাধিগণ এদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেই বুঝে নিতে পারে যে ঐ স্থানে পর্য্যাপ্ত অর্থ বা অলঙ্কার মজুত আছে কি'না। এইরূপ অপরাধ এরা প্রায়ই দল বেঁধে করে থাকে, অন্ততঃ দুই বা চারিজন একত্রে এই কাজে লিপ্ত হবেই। পরস্পর পরস্পরের ইয়ার বন্ধুর ছদ্মবেশে মদের বোতল হাতে একত্রে স্ফূর্ত্তি করার ছুতায় এরা নির্দ্ধারিত রূপজীবিনীর কক্ষে এসে আশ্রয় নেয়। এবং তার পর দুয়ার বন্ধ করে পানাহারের অজুহাতে হতভাগিনীর মদের গেলাসে অলক্ষ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। এই বিষপান করে এই নারী অচৈতন্য বা নিহত হওয়া মাত্র এরা তার বাক্স বা আলমারী ভেঙে এবং তার দেহ হতেও অলঙ্কারাদি অপহরণ করে একে একে ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করে চলে যায়। যাবার সময়

তারা ঐ নারীর কক্ষের দরজাটী ভালো ভাবে ভেজিয়ে রাখায় ঐ গৃহের সহ ভাড়াটিয়ানীরা মনে করে ঐ কক্ষে এদের একজন না একজন তখনও পর্য্যন্ত উপস্থিত আছে। এই কারণে মনে কোনও সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ায় তারা বহুক্ষণ যাবৎ ঐ নারীর কোনও খোঁজ খবর করে নি। কিন্তু পর দিন বহু বেলা পর্য্যন্ত ঐ ঘর হতে নারীটীকে বার হতে না আসতে দেখে তারা তার ঘরে এসে তাকে মৃতা অবস্থায় দেখতে পেয়েছে।

এই অপরাধের তদন্তে বাটীর অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের নিকট হতে কম ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য খবরাখবর পাওয়া গিয়েছে। কারণ ছটা নারীরা যখন তখন যাকে তাকে তার গৃহে অর্থের বিনিময়ে আশ্রয় দিতে থাকে; এবং বেশ্যা পল্লীর নিয়ম অনুসারে একজনের পক্ষে অপর জনের বাবু সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করা রীতি বিরুদ্ধ। এই কারণে সহভাড়াটিয়ানীরা আততায়ীদের আকৃতি সম্বন্ধে কম ক্ষেত্রেই বিবৃতি দিতে পেরেছে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা বলতে পেরেছে যে "এই রকম আকৃতির কয়েকজনকে নিহত নারীর কক্ষে এই সময় ঢুকতে কিংবা এই সময় তাদের বার হতে তারা দেখেছে। এই সকল খুনেদের কারো কারো পক্ষে মধ্যে মধ্যে রাস্তায় এসে পান সিগারেট বা সোডাওয়াটার কিনে আনাও সম্ভব। এই জন্য নিকটস্থ পান-বিড়ী বা চাটের দোকানেও এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা উচিত। এই অপরাধের তদন্তে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘরের ভাড়াটীয়ানী, তাদের নিযুক্ত চাকর বাকর ও তাদের পেয়ারের বাবু এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসা করার কার্য্যে একজন অফিসারকে নিযুক্ত রেখে অপর একজন অফিসারের উচিত হবে চক্রাকারে নিহতা নারীর

কক্ষটী তার মৃতদেহ সহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করা। এই সকল করণীয় কার্য্য শীঘ্র সমাধা করার উপর তদন্তের সাফল্য নির্ভর করে।

বহুক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেছেন যে তখনও পর্য্যন্ত ঐ রোগী বা রোগিণী বেঁচে আছে। এই ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারের উচিত হবে প্রাণপণ চেষ্টা করে তার জীবন রক্ষা করা; কারণ এইমাত্র ইহাদের নিকট হতে অপরাধ সম্পর্কীয় ঘটনা সম্বন্ধে প্রত্যেকটি সমাচার অবগত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব। এদের কথা বলার ক্ষমতা থাকলে রক্ষীদের উচিত হবে তৎক্ষণাৎ তার একটী বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নেওয়া এবং তার পর সম্ভব মত তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাকে যথা শীঘ্র হাসপাতালে প্রেরণ করা। যদি ইতি মধ্যেই অন্য কেউ রোগীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে থাকে তাহলে তদন্ত-কারীদের একজনের উচিত হবে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের সম্মুখে তার বিবৃতি গ্রহণ করা; কিন্তু রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হলে একজন হাকিম কর্ত্তৃক তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ করানো আরও উত্তম। ঘটনাস্থল মফঃস্বলে হলে তদন্তের কারণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অকুস্থল হতে সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠে। এইজন্য বিষপ্রয়োগের সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষীদের উচিত কয়েকটি পরিষ্কার বোতল, সামান্য পরিমাণ চূর্ণীকৃত সরিষা, কুড়ি গ্রেনের পুরিয়ায় বিভক্ত জিঙ্ক সালফেট, ব্র্যাণ্ডি প্রভৃতি উগ্র আরক, গামছা টায়েল বা বস্ত্রখণ্ড এবং বিষপ্রয়োগকারীদের ফটোর এ্যালবাম সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া। রক্ষীগণ ঘটনাস্থলে এসে এই সকল দ্রব্যাদি দ্বারা প্রাথমিক চিকিৎসা ও তদন্ত কার্য্য, এই উভয়বিধ কর্ত্তব্যই সমাধা করতে পারবেন।

বিষপ্রয়োগ তদন্তে রক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা নিম্নোক্ত তথ্য সমূহ

অবগত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত করণীয় কার্য্যও তাদের সুষ্ঠুভাবে করতে হবে। এই সকল কার্য্য কখন কিরূপে করা হলো সেই সম্বন্ধে স্মারকলিপিতে যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করতেও রক্ষীরা বাধ্য।

(১) যদি হত্যার বা উহার চেষ্টার পর অপরাধীরা বাক্স প্যাটরা বা আলমারী ভেঙে বা খুলে অর্থাদি বা অলঙ্কারও অপহরণ করে থাকে, তাহলে দেখতে হবে আলমারী প্রভৃতির মসৃণ গাত্রে কোনও অঙ্গুলীতে টিপ অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে কি'না। উহাতে অঙ্গুলীর টিপ চিহ্ন বর্ত্তমান থাকলে উহা বৈজ্ঞানিক পন্থায় সংগ্রহ করে নিতে হবে। এই সম্পর্কে নিহত নারীরও টিপ চিহ্ন গ্রহণ করে দেখতে হবে যে ঐ টিপ চিহ্ন নিহত বা আহত ব্যক্তির অঙ্গুলীর টিপ না উহা অপরাধীদের কাহারও অঙ্গুলীর টিপ চিহ্ন।

(২) বেশ্যা নারীদের কক্ষের মেঝের উপর পুরু গদি পাতা থাকে। এই গদির উপর সাধারণতঃ আগন্তুকদের বসতে দেওয়া হয়। সোল্লাস চীৎকারে মদ্যপায়ীরা এই গদির উপর হেঁটেও বেড়িয়ে থাকে। এই জন্যে গদির উপর সমতল-পদচিহ্ন প্রায়শঃ ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে এই পদচিহ্নও বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষা করা উচিত। কিন্তু তৎসহ নিহতা নারীর পদচিহ্নও রক্ষীদের রক্ষা করতে হবে। কারণ ঐ পদচিহ্ন ঐ নিহতা নারীর, না তাহার হত্যাকারীর তাহাও দেখা দরকার।

(৩) যদি মদের সহিত বিষপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তা'হলে ঐ কক্ষে দৃষ্ট মদের বোতল ও মদের গেলাসে টিপ-চিহ্নের জন্য অনুসন্ধান করা উচিত। উহাদের গাত্র মসৃণ বিধায় সহজেই ঐ চিহ্ন উহাতে সন্নিবেশিত হয়। এই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পন্থায় ঐ সকল দ্রব্য টিপচিহ্ন সহ প্যাক করে টিপ ঘরে পাঠানোর নিয়ম। এতদ্ব্যতীত গেলাসে

পরিদৃষ্ট ভুক্তবিশিষ্ট মদ্যও ঐ গেলাস সহ গ্রহণ করে বিষের স্বরূপ নিরূপনার্থে রসায়ন পরীক্ষকের নিকট পাঠাতে হবে।

(৪) সাধারণ গৃহস্থাদির বাটীতে খাদ্যের সহিত বিষ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে আটা, মিষ্টি প্রভৃতি খাদ্য, পানীয়, তামাক ঔষধ প্রভৃতি ঐ বাড়ীতে কোথায়ও কিংবা মৃতদেহের নিকট পাওয়া গেলে উহা পৃথক পৃথক পাত্রে রক্ষা করে নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সম্মুখে উহাদের সিল করে গ্রহণ করতে হবে।

(৫) যদি দেখা যায় মৃত বা আহত ব্যক্তি ঘটনাস্থলে বমন করেছে তাহলে ঐ বমন পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছুবিয়ে তুলে উপরোক্ত উপায়ে রক্ষা করে তাহা সযত্নে গ্রহণ করতে হবে। এই সকল বমন সাধারণতঃ রোগীর দেহে, শয্যায় ও ভূমিতে পাওয়া গিয়ে থাকে।

(৬) বমন-সিক্ত মৃত্তিকা বস্ত্রাদি, মাদুর ও অন্যান্য দ্রব্য ঘটনাস্থলে দেখা গেলে, ঐ সকল দ্রব্যও সাবধানে গ্রহণ করে অনুরূপ ভাবে সাক্ষীদের সামনে উহাদের সিল করে প্রামাণ্য দ্রব্য রূপে গ্রহণ করারও নিয়ম আছে। যদি কোনও পাত্র বা গেলাসে বমন গ্রহণ করা সম্ভব হয় তাহলে উহাদেরও অনুরূপ ভাবে সিল করে গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৭) কোন সময় খাদ্য, ঔষধ বা পানীয় গৃহীত হয়েছে এবং উহার কতোক্ষণ পরে রোগীর দেহে তৎজনিত উপসর্গ দেখা গিয়েছে। এবং এই সকল উপসর্গ দেখা যাওয়ার কতোক্ষণ পর রোগীর মৃত্যু ঘটে তাহা অবগত হওয়ারও প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত প্রথম উপসর্গের স্বরূপ ছিল কি? রোগীর বমন ও বাহ্যে হয়েছে কি'না? রোগীর মধ্যে ঢুলানি ও নিঝুমতা এসেছিল, বা তা আসে নি। সে শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়েছিল কি'না? ইত্যাদি বহু সংবাদ ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের নিকট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেওয়াও দরকার।

উপরোক্ত দ্রব্যাদি নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সম্মুখে গ্রহণ করে উহাদের পৃথক পৃথক পাত্রে রক্ষা করে পৃথক পৃথক ভাবে প্যাক করে সিল করতে হবে। ইহাদের প্রত্যেকটী প্যাকেটের উপর সাক্ষীদের দস্তখত নেওয়ারও প্রয়োজন আছে। তদন্তকারী অফিসারকেও সাক্ষীদের সহিত এই সকল প্যাকেটের উপর দস্তখত দিতে হবে। এতদ্ব্যতীত তালিকানুযায়ী প্রতিটী প্যাকেটে একটী করে আনুক্রমিক নম্বরও লিখে রাখতে হবে, কারণ একমাত্র এই নম্বর হতে কোন প্যাকেটে কোন দ্রব্য আছে তাহা পরবর্ত্তী কালে জানা যাবে। এর পর এই সকল নম্বর অনুযায়ী প্রতিটী প্যাকেটে কোন দ্রব্য আছে এবং উহাদের কোথায় পাওয়া গিয়েছে, ইত্যাদি বিবরণ সহ একটী পত্র রচনা করে ঐ পত্র সহ ঐ সকল দ্রব্যাদি রসায়ন পরীক্ষকের নিকট নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা প্রেরণ করতে হবে। যে ব্যক্তির মারফৎ ঐ সকল দ্রব্য রসায়ন অফিসে পাঠানো হবে সেই ব্যক্তিদের দ্বারাই পরীক্ষার পর উহাদের আনিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ যে সকল দ্রব্য আনা হয়েছে সেই সকল দ্রব্যই যে পাঠানো হয়েছিল তাহা এই এক ব্যক্তিই আদালতে প্রমাণ করতে পারবে। রসায়ন পরীক্ষকের রিপোর্টে যদি দেখা যায় যে ঐ সকল খাদ্য বা পানীয়তে এই এই বিষ ছিল তা'হলে উহা অপরাধীর বিরুদ্ধে একটী অকাট্য প্রমাণ রূপে প্রযুক্ত হবে। এই সম্পর্কে রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরিত একটী প্রেরণ পত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'ক (১) চিহ্নিত প্যাকেটের বোতলে মৃত ব্যক্তির ভুক্তমন্য মন্য আছে। এই মন্য নিহত ব্যক্তির দেহের নিকট পাওয়া যায়। ক (২) প্যাকেটের পাত্রে রোগীর বমন আছে। উহা মৃতদেহের পার্শ্বের ভূমি হতে সংগৃহীত হয়েছে। এই উভয় দ্রব্যাদি 'ক' চিহ্নিত সিল

করা বাক্সে আপনার সকাশে প্রেরণ করা হলো। অনুগ্রহ করে উহাদের মধ্যে কোনও বিষ আছে কি'না তাহা পরীক্ষা করে মৎসকাশে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রেরণ করবেন। এই সিল করা বাক্সটী অমুক ব্যক্তির মারফৎ রসিদ বহিসহ আপনার আফিসে পাঠানো হলো।'

উপরোক্ত পত্রের সহিত সময় ও উপসর্গের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণও রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট তদন্তকারী রক্ষী পাঠাতে বাধ্য। কারণ রাসায়নিক পরীক্ষক সম্যক রূপে তাঁর অভিমত প্রকাশের জন্য এই সকল তথ্য প্রয়োজন মনে করলেও করতে পারেন।

সাধারণতঃ এদেশে আরসিনিক, আফিম, মরফিয়া, ক্লোরোফর্ম, কোকেন, বিষ মিশ্রিত মদ্য, ধুতরা, বেলেডোনা, অতিমাত্রায় ভাঙ, সিদ্ধি, চরস, গাঁজা প্রভৃতি বিষ দ্বারা নির্দ্ধারিত ব্যক্তিকে নিহত আহত অচৈতন্য ও অসুস্থ করা হয়ে থাকে। এই সকল বিবিধ বিষ ও তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বতন পরিচ্ছেদে বিস্তারিত রূপে বলা হয়েছে। এদের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ হতে রক্ষীদের প্রারম্ভেই বুঝে নিতে হবে এই অপকার্য্যে প্রকৃত পক্ষে কোন কোন বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। এইরূপ ভাবে বিষের স্বরূপ অবগত হওয়া মাত্র রক্ষীদের উচিত হবে ঐ নিহত বা আহত ব্যক্তির বাড়ীতে কিংবা আততায়ী রূপে সন্দেহমান ব্যক্তির গৃহে সেই সকল বিষের জন্য অনুসন্ধান করা। এ ছাড়া তাঁরা নিকটের ঔষধের দোকানে বা ডিসপেনসারীতে খোঁজ খবর করে জেনে নিতে পারেন কেহ ঔষধের অজুহাতে ঐ সকল স্থান হতে ঐ বিশেষ বিষ ইতিমধ্যে সংগ্রহ বা ক্রয় করে এনেছে কি'না।

এই সকল কার্য্য সমাধা করার পর রক্ষীদের উচিত নামকরা বিষ-প্রয়োগকারীদের ফটো-চিত্র সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেখানো। এতদ্বারা

তারা এদের কাউকে না কাউকে সনাক্ত করলেও করতে পারে। এই সম্পর্কে যদি জানা যায় যে ঘটনার দিন ও সময়ে কোনও নামকরা বিষপ্রয়োগকারী তাদের বাটীতে অনুপস্থিত ছিল তা হলে তাকে মিছিল সনাক্তিকরণের ব্যবস্থা করে সাক্ষীদের দেখালে সুফল ফললেও ফলতে পারে।

বিষপ্রয়োগকারীরা মধ্যে মধ্যে অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে নিজের ভাড়া বাটী থাকা সত্বেও অন্যত্র সাময়িক ভাবে বাটী ভাড়া করে থাকে। এই সম্পর্কে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে বাড়ীওয়ালা বা সহভাড়াটীয়াদের বিষ প্রয়োগ করে তাদের অর্থাপহরণ করা। এইক্ষেত্রে অপরাধীর পূর্ব্বতন বাটী খুঁজে বার করতে পারলে আদালতে প্রমাণ করা যাবে যে, তারা একই সময় দুইটি বাড়ী ভাড়া বা অধিকার করে রেখেছে, যদিও তাদের মতন অবস্থার ব্যক্তিদের পক্ষে একই সময় দুইটি বাড়ীর ভাড়া যোগানো অসম্ভব। এই বিশেষ তথ্যটি তাহাদের বিরুদ্ধে পরিবৈশিক প্রমাণরূপে অন্যান্য প্রমাণ সহ প্রযুক্ত করা যেতে পারবে। এই সম্পর্কে নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি খবর পেলাম যে অমূক বাড়ীওয়ালা স্বগৃহে বহু অর্থ অলঙ্কার প্রভৃতি মজুত রেখেছে। এবং ঐ বাটীতে ঐ বৃদ্ধ বাড়ীওয়ালা ব্যতীত তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী, একটী পুত্র, পুত্রবধূ এবং তাহার একটী শিশু নাতি মাত্র বাস করে। ঐ বৃদ্ধ কৃপণ স্বভাব বশতঃ বাটীর জন্য একজনও ঝি বা চাকর বাহাল রাখে নি। এ ছাড়া তারা তাদের বাটীর পিছনের একটি অংশ ভাড়া দিতেও রাজী আছে। এইরূপ একটি সুবর্ণ সুযোগ আমরা হেলায় হারাতে পারি নি। আমি ও আমার তিনজন সহকর্ম্মী তৎক্ষণাৎ নিজেদের সহোদর ভ্রাতা রূপে পরিচয় দিয়ে ঐ বৃদ্ধের নিকট হতে আশাতীত অধিক ভাড়ায় তাদের বাড়ীর একাংশ ভাড়া

নিলাম। ঐ বাটী ভাড়া নেওয়ার সময় বৃদ্ধ বাড়ীওয়ালাকে আমি এ কথাও বলে রাখি যে আমার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী প্রসবের পর দেশ থেকে এসে আমাদেরই সহিত এই বাড়ীতে বসবাস করবে। এর পনেরো দিন পর আমি একটি ডাকের পত্র ঐ বৃদ্ধকে দিয়ে পড়িয়ে নিই। এই পত্রে লিখা ছিল যে আমার স্ত্রী দেশে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। বলা বাহুল্য যে ঐ পত্র অপরের সহিত যোগ সাজসে ঐ বৃদ্ধের ঠিকানায় পাঠানোর ব্যবস্থা আমিই করে রেখেছিলাম। এই সুসংবাদ পাওয়া মাত্র আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমি ঐ বাড়ীতে একটি সত্যনারায়ণ পূজার অভিনয় স্বরু করে দিই। যথা নিয়মে আমারই দলের লোকেরা পুরোহিত পাচক প্রভৃতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। গভীর রাত্রে পূজা সমাপনের পর কয়েকটি সন্দেশ ও ফলমূল এবং এক হাঁড়ী বিষ মিশ্রিত রাবড়ী প্রসাদ রূপে বাড়ীওয়ালীর বৃদ্ধা স্ত্রীর হাতে আমরা তুলে দিই। আমাদের আশা ছিল যে বাড়ীর সকল ব্যক্তিই এই রাবড়ী পানে নিহত বা অচৈতন্য হবে। কিন্তু ঐ বাড়ীওয়ালার বৃদ্ধা স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পৌত্রকে ঐ রাবড়ী খাইয়ে নিজেও গোপনে উহা ভক্ষণ করলেও প্রাণ ধরে পরের মেয়ে পুত্রবধূকে উহা খাওয়াতে রাজী হয় নি। তার এই বিসদৃশ ব্যবহারের ফলে ঐ বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, এবং তাদের পুত্র ও পৌত্র নিহত হলেও হতভাগিনী পুত্রবধূ বেঁচে থেকে চেঁচামেচি স্বরু করে দিলে। এইরূপ অভাবনীয় এক ঘটনা ঘটবে তা আমরা কল্পনাও করি নি। অগত্যা আমরা ঐ রাত্রেই আমাদের আসবাবপত্র ফেলে পলায়ন করতে বাধ্য হই। কিন্তু আমাদের কপাল ছিল নিতান্তই মন্দ। কিছু দূর অগ্রসর হওয়া মাত্র একজন পাহারাদার সিপাহী আমাদের তস্কর সন্দেহে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে ঐ পুত্রবধূও থানায় এজাহার দিতে এসে আমাকে সেখানে দেখে অবাক হয়ে যায়। আমরা

ঐ পাড়ায় বিবিধ দোকানে সওদা করতাম। তারাও থানায় এসে আমাদের সনাক্ত করে সাক্ষ্য দিলে। এ ছাড়া থানাদার বাবু আমার পকেট হতে আমার পূর্ব্বতন বাড়ীরও ঠিকানা বার করতে পারে। তখনও পর্য্যন্ত আমরা আমাদের পূর্ব্বের বাড়ীটার ভাড়া জুগিয়ে আসছিলাম এবং সেখানে আমাদের যাবতীয় প্রধান আসবাবপত্রও মজুত ছিল। এই সকল সাক্ষ্য প্রমাণ একত্রে প্রযুক্ত হয়ে আমাদের সকলেরই জেলের পথ সুগম করে দেয়।"

তদন্তকারী অফিসাররা উপরোক্ত রূপ কায্য পদ্ধতি হতে কেন্দ্রীয় পদ্ধতি অফিস মারফৎ অবগত হন যে ঐরূপ পদ্ধতিতে হাওড়ার দুই স্থানেও অনুরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু অপরাধীরা পলায়ন করায় তাদের কোনও হদিস পাওয়া যায় নি। এই সম্পর্কে হাওড়া হতে ঐ সকল অপরাধের সাক্ষীদের আনানো হলে তারাও এই সকল অপরাধীদের সেইখানকার অপরাধ দুইটির জন্যও দায়ী করে সনাক্ত করে। এইভাবে তদন্ত দ্বারা একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত তিন তিনটি অপরাধের কিনারা হয়েছিল। এই কারণে ইহাদের অপরাধ-পদ্ধতি অনুসরণ করেও এই সকল অপরাধের কিনারা করা সম্ভব। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় পদ্ধতি অফিসের সাহায্য গ্রহণ করলে প্রায়ই সুফল ফলে থাকে।

এই তদন্তে মৃতদেহের কাঠিন্য পরীক্ষা করে কিংবা চেরাই রিপোর্ট হতে অবগত হতে হবে কতোক্ষণ পূর্ব্বে উহার মৃত্যু ঘটেছে। যদি বুঝা যায় যে আট ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু ঘটেছে তাহলে ঐ সময় যাহাদের ঐ বাড়ীতে বা উহার সন্নিকটে থাকা সম্ভব তাদের খুঁজে বার করে ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এই তদন্তে চেরাই রিপোর্টের প্রমাণ সবিশেষ প্রয়োজনীয়। চেরাই ডাক্তার ও রসায়ন-পরীক্ষক তাহার পাকস্থলীতে কোন্ বিষ পাওয়া গিয়েছে তাহাও বলে দিতে পারে।

রক্ষীদের উচিত প্রাথমিক তদন্তের পর যথাসম্ভব সত্বর মৃতদেহ চেরাই-ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া।

এই বিশেষ তদন্তে ঘটনাস্থলের প্রবেশ ও নির্গমন পথও অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে, কারণ এই প্রবেশ ও নির্গমন পথে সম্ভাব্য সাক্ষীর জন্য তদন্ত করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত উহা একটি সাংঘাতিক মামলা বিধায় আদালতে পেশ করার জন্য ঘটনাস্থলের একটী নক্সা তৈরী করাও উচিত।

অপতদন্ত—সাধারণ হত্যা

হত্যা মূলতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে ; যথা—বিষ প্রয়োগে এবং অস্ত্র প্রয়োগে। বিষ প্রয়োগে হত্যার তদন্ত সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে বলা হলো। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে অস্ত্র প্রয়োগে হত্যার তদন্ত সম্বন্ধে বলা হবে। অস্ত্র প্রয়োগও দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগে হত্যা এবং ছুরী লাঠি প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র প্রয়োগে হত্যা। বিবিধরূপ আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র এবং তৎকর্ত্তৃক বিবিধ আঘাতের স্বরূপের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল তদন্ত কার্য্য সমাধা করা হয়ে থাকে। এই সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং আঘাত প্রভৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে এই পুস্তকের পূর্ব্বতন পরিচ্ছেদ-গুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

হত্যা অপরাধের তদন্তে একদল অফিসারের উচিত ঘটনাস্থলে কার্য্যরত থাকা এবং অপর দলের উচিত পলাতক অপরাধীর সন্ধানে সম্ভাব্য স্থানে ধাওয়া করা। এই অপরাধের তদন্তে কৃতিত্বের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা উচিত হবে। এর পর কোনও দ্রব্য স্পর্শ

না করে একজন অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের দ্বারা মৃতদেহ ও অন্যান্য দ্রব্যসহ ঘটনাস্থলের একটী নির্ভরযোগ্য ফটো-চিত্র গ্রহণ করতে হবে। কোনও অস্ত্র মৃতদেহের নিকট পড়ে থাকলে এই উভয় বস্তুর পারস্পরিক ব্যবধান বা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই ফটো চিত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যদি কোনও তদন্তকারী ঐ কক্ষে দৃষ্ট বিবিধ প্রামাণ্য দ্রব্য একস্থানে জড়ো করে উহাদের ফটো গ্রহণ করেন তা হলে তিনি একটী ক্ষমার অযোগ্য মারাত্মক ভুল করবেন। এতদ্বারা বুঝতে হবে যে তিনি আদালতের জন্য একটী মিথ্যা ও ভুল প্রমাণের সৃষ্টি করলেন মাত্র। যদি প্রয়োজন হয় তা হলে বিভিন্ন দ্রব্য ও স্থান প্রদর্শনের জন্য একাধিক ফটো-চিত্র গ্রহণ করা উচিত কিন্তু উপরোক্ত রূপ ত্রুটীকর কার্য্য কখনও করা উচিত নয়।

এই ফটো গ্রহণ কার্য্য সমাধা করার পর ঐ কক্ষের প্রতিটী দ্রব্যে কোথাও টিপ চিহ্ন বা রক্তকণা সন্নিবেশিত হয়েছে কি না তাহা দেখা দরকার। এরপর রক্ষীদের বিবেচনা করতে হবে এই সকল টিপ চিহ্ন ও রক্তকণার সব কয়টীই হত্যাকারীর না নিহত ব্যক্তির। বৈজ্ঞানিক পন্থায় এই টিপ চিহ্ন ও রক্তকণা সমূহ সংরক্ষণ করার পর কক্ষে দৃষ্ট প্রত্যেকটী প্রামাণ্য দ্রব্য নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সম্মুখে তালিকাভুক্ত করে সংগ্রহ করে নিতে হবে। যদি অকুস্থলে পরিত্যক্ত রক্ত মাখা অস্ত্রে কোনও টিপ চিহ্ন পাওয়া যায় তা হলে তাহা বিশেষরূপে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। এই সকল দ্রব্যাদির মধ্যে কোনটী বহিরাগত এবং কোনটী বা ভিতরের দ্রব্য তাহাও ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের সাহায্যে নির্দ্ধারণ করা উচিত। এতদ্ব্যতীত ঐ বাটীর বা স্থানের সন্নিকটে যদি কোনও পদচিহ্ন পাওয়া যায় তা হলে উহাদের প্রত্যেকটীও বৈজ্ঞানিক পন্থায় রক্ষা করতে হবে।

উপরোক্তরূপ বিবিধ করণীয় কার্য্য সমাধা করার পর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা খুন সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ অবগত হতে হবে। হত্যা তদন্তে কিরূপ পন্থায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং সাক্ষীদের সংগ্রহ করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাহা পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিতরূপে বলা হয়েছে।

(১) এই খুন আক্রোশজনিত সমাধা হয়েছে, না উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অর্থাপহরণ। যদি হত্যার সহিত দেখা যায় যে বাক্স বা আলমারী খুলে বা ভেঙে দ্রব্যাদিও অপহৃত হয়েছে, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে খুনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অপহরণ। যদি কোনও অর্থাদি লুণ্ঠিত না হয়ে থাকে তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে উহা এক আক্রোশজনিত হত্যা। যদি বুঝা যায় যে উহা আক্রোশ-জনিত খুন তা' হলে অনুসন্ধান করতে হবে কাহার সহিত কি কারণে তাহার শত্রুতা ছিল।

(২) হত্যার সময়ে নিহত ব্যক্তি তার আততায়ীকে বাধা দিতে পেরেছিল কি'না। যদি নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে বাধা দিয়ে থাকে তা হলে ঘটনাস্থলে একটী বিপর্য্যস্ত ভাব ও ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখা যাবে। বহু ক্ষেত্রে হত্যাকারীর মস্তকের বিচ্ছিন্ন কেশও নিহত ব্যক্তির মুষ্টির মধ্যে থেকে গিয়েছে। এই কেশ গুচ্ছ হতে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করাও সম্ভব। এ'ছাড়া হত্যাকারীকে বাধা দেওয়ার সময় নিহত ব্যক্তি তাহার হাতেও কয়েকটী আঘাত পেতে পারে। যদি নিহত ব্যক্তিও হত্যাকারীকে মৃত্যুর পূর্ব্বে আঘাত হানতে সক্ষম হয় তা হলে ঘটনা-স্থলে দুই গ্রুপের রক্ত পাওয়া যাবে; অর্থাৎ সেইখানে নিহত ব্যক্তির গ্রুপের রক্তের সহিত আহত হত্যাকারীর গ্রুপের রক্তও পড়ে থাকবে। অকুস্থল হতে রক্তসংগ্রহ করে উহার ব্লাড্ গ্রুপিং-এর ব্যবস্থা করলে উহা অবগত হওয়া যায়।

(৩) নিহত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলে হত্যা করা হয়েছে, না অন্য কোথাও তাকে হত্যা করে তার দেহ সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে। যদি দেখা যায় রক্ত ফিনকী দিয়ে উঠে দেওয়ালের ও ভূমির উপর অধিক দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তা হলে বুঝতে হবে সেই স্থানেই তাহাকে হত্যা করা হয়েছে। আঘাত অসামান্য হলে ঘটনাস্থলে প্রচুর রক্তপাত হতে বাধ্য, অন্যথায় বুঝতে হবে অন্যত্র কোথাও মূল হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছে।

(৪) কিরূপ অস্ত্রদ্বারা নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে কোনও অস্ত্র পড়ে থাকে তাহলে এই সম্পর্কে একটী সিদ্ধান্তে আসা খুবই সহজ। সাধারণতঃ রক্তমাখা ছুরি ইত্যাদি মৃত-দেহের নিকট পাওয়া গেলে এই প্রশ্ন আর উঠে না। যদিও আঘাতের স্বরূপ দেখে বিবেচনা করতে হয় যে ঐ অস্ত্রের দ্বারাই ঐ আঘাত উৎকীর্ণ হয়েছে কি না। কিন্তু মৃতদেহের সন্নিকটে যদি কোনও অস্ত্র না পাওয়া গিয়ে থাকে তা হলে আঘাতের স্বরূপ হতে বুঝে নিতে হবে কিরূপ অস্ত্র—আগ্নেয়াস্ত্র বা সাধারণ কোনও অস্ত্র দ্বারা ঐ সকল আঘাত সমাধা হয়েছে। আঘাত আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা সংঘটিত হলে ইহাও বলা যায় যে কতো দূর বা কোন দিক হতে কিরূপ আগ্নেয়াস্ত্র হতে ঐগুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ময়না তদন্ত দ্বারা মৃতদেহে নিবদ্ধ গুলি বাহির করে এনে তাহা পরীক্ষা করেও এই সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা গিয়েছে। হত্যাকার্য্যে ব্যবহৃত অস্ত্রটী উদ্ধার করার পর উহার সহিত একত্রে ঐ গুলি পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যায় যে ঐ গুলিটী ঐ আগ্নেয়াস্ত্র হতেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কি না।

(৫) কতক্ষণ পূর্ব্বে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। মৃতদেহের মৃত্যুর পর দেহের কাঠিন্য পরীক্ষা করে ইহা বলা সম্ভব। শব ব্যবচ্ছেদের

পর ভুক্ত দ্রব্যের পচন হতেও ইহা বলা গিয়েছে। এইরূপে নির্দ্ধারিত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করে সুফল পাওয়া যায়।

(৬) মৃত ব্যক্তির নাম ধাম ইত্যাদি জানা আছে কি না। এই সম্পর্কে মৃতদেহের ফটোগ্রাফ, তার অঙ্গুলীর টিপ, পদচিহ্ন এবং ওজন গ্রহণ অপরিহার্য্য। অসনাক্ত মৃতদেহে সনাক্তিকরণ যোগ্য কোনও চিহ্ন থাকলে তাহা লিপিবদ্ধ করে রাখা সবিশেষ প্রয়োজন।

উপরোক্ত তথ্য সকল যথাসম্ভব অবগত হওয়ার পর মৃতদেহটী চেরাই-এর জন্য চেরাই ঘরে পাঠিয়ে ঘটনাস্থলের একটি নক্সা তৈরী করার বিশেষ প্রয়োজন। চেরাই রিপোর্ট, রাসায়নিক রিপোর্ট এবং রক্ত-পরীক্ষকের রিপোর্ট পাওয়ার পর ঐ সকল রিপোর্টে বর্ণিত তথ্যের সহিত ঘটনাস্থলে সংগৃহীত তথ্যসমূহ গবেষণা দ্বারা বিবেচনা করে রক্ষীদের উচিত এই খুন সম্পর্কীয় কয়েকটী সম্ভাব্য থিওরী মনে মনে এঁটে নিয়ে উহাদের একটীর পর একটী অনুসরণ করে তদন্ত সুরু করা। একটী থিওরী অনুসরণ করে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে সম্মুখের পথ বন্ধ তা হলে সেই স্থান হতে ফিরে এসে অন্য এক থিওরী অনুসরণ করে তদন্তকারী রক্ষীকে অনুরূপ ভাবে অগ্রসর হতে হবে। কিরূপে এই সকল সম্ভাব্য থিওরী অনুযায়ী তদন্ত করে মামলার কিনারা করা সম্ভব তাহা সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।

অপরাধী যদি ঘটনাস্থলে ধরা পড়ে তা হলে প্রথমে দুই জন সাক্ষীর সম্মুখে তাহার দেহতল্লাস করা প্রয়োজন। এইরূপ তল্লাসী দ্বারা হত্যাকার্য্যে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য প্রামাণ্য দ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব। এ'ছাড়া দেখা প্রয়োজন ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে অপরাধীর নিজের দেহেতেও আঘাতের চিহ্ন আছে কি না। এইরূপ অবস্থায়

আসামীর দেহে তাহার নিজের ও নিহত ব্যক্তির গাত্র নির্গত এই উভয়-বিধ রক্ত পাওয়া যাবে। ব্লাডগ্রুপিং দ্বারা কতটুকু তার নিজের দেহের রক্ত এবং কতটুকু বা নিহত ব্যক্তির রক্ত তা তাদের উভয়ের রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেওয়া সম্ভব। এই কারণে আসামীর দেহের ও কাপড়ের রক্তের সহিত নিহত ব্যক্তির রক্তও রক্ত-পরীক্ষকের নিকট পাঠাতে হবে। কিরূপ উপায়ে এই উভয় রক্ত সংগ্রহ ও রক্ষিত করে উহাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। এই জন্য অপরাধীর দেহ হতে রক্ত সহ বস্ত্র ইত্যাদি এবং ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি আইনানুযায়ী নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সম্মুখে তালিকাভুক্ত করে উহাদের পৃথক প্যাকেটে রক্ষা করে ঐ সকল প্যাকেটের উপর সাক্ষীদের দস্তখত গ্রহণ করতে হবে।

কেবল মাত্র ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত ছুরিকা সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে। প্রথমে টিপ-বিশারদ দ্বারা উহাতে অঙ্গুলীর টিপ সন্নিবেশিত আছে কি না তাহা পরীক্ষা করাতে হবে। তার পর ঐ ছুরিকা ময়না তদন্তকারী ডাক্তারের নিকট পাঠাতে হবে যাতে তিনি বলে দিতে পারবেন যে মৃতদেহে দৃষ্ট আঘাত ঐ ছুরিকা দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। সর্ব্বশেষে রক্তসহ ঐ ছুরিকা রক্ত পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে রক্ত পরীক্ষকের নিকট।

অপরাধী ঘটনাস্থল হতে পলায়ন করার অব্যবহিত পরে ধরা পড়লেও দেখা গিয়াছে যে ইতিমধ্যেই সে তার গাত্র ও বস্ত্র ধৌত করে রক্ত চিহ্নাদি অপসারিত করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তদন্তকারী অফিসারদের হতাশ হয়ে পড়বার কোনও কারণ নেই। অপরাধী তার রক্তরঞ্জিত হাত পা যতই ধুয়ে ফেলুক না

কেন তার নখের তলদেশে শুষ্ক রক্তের কিছু গুঁড়া থেকে যায়। এই জন্য তদন্তকারী অফিসারদের উচিত হবে তৎক্ষণাৎ তার নখের ভিতর হতে চেঁচে ঐ রক্ত উদ্ধার করে তা রক্ত পরীক্ষকের নিকট পাঠানো। বহুক্ষেত্রে বিধৌত বস্ত্রাদি উদ্ধার করে এনেও তার মধ্যে সামান্য সামান্য রক্তের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। কয়েকটী ক্ষেত্রে অপরাধী বস্ত্রাদি জলকাচা করার পর উহাদের তৎক্ষণাৎ ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তদন্তকারী রক্ষিগণ ধোপার বাড়ী হতে ঐ সকল বস্ত্র উদ্ধার করে এনে দেখেছেন যে তখনও পর্য্যন্ত উহাতে মনুষ্য রক্তের চিহ্ন বর্ত্তমান।

অপরাধীর বস্ত্রাদির ন্যায় রক্তের সন্ধানে তার জুতাটীও পরীক্ষা করা দরকার। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপরাধী তার রক্তরঞ্জিত জুতা ঘটনাস্থলে ফেলে পলায়ন করেছে। এই ক্ষেত্রে জুতার সুকতলা হতে তার পদচিহ্নও উদ্ধার করা যেতে পারে।

গ্রেপ্তারের পর অপরাধীর পদচিহ্ন গ্রহণ করে উহার সহিত এই জুতায় পরিদৃষ্ট পদচিহ্নের তুলনা করে বলে দেওয়া যেতে পারে যে ঐ অপরাধীই এই জুতাটীর অধিকারী ছিল। তবে যদি সাক্ষীসাবুত দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে ঐ অপরাধী এই পরিত্যক্ত জুতার অধিকারী তাহা হলে জুতাটী বিনষ্ট করে উহার সুকতলা পরীক্ষা করার ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। বরং প্রকাশ্য আদালতে অপরাধীকে ঐ জুতাটী সুষ্ঠুভাবে পরিয়ে দিয়ে জুরীদের বুঝানো যাবে যে উহা ঐ অপরাধীরই পরিত্যক্ত জুতা।

হত্যা তদন্তে ঘটনাস্থলে অপরাধীদের প্রবেশ ও নির্গমন পথ দুইটী আবিষ্কার করে উহা পর্য্যালোচনা করা বিশেষরূপে প্রয়োজন। কারণ সাক্ষীসাবুদ বহুক্ষেত্রে এই দুইটী স্থানে তদন্ত করে পাওয়া গিয়েছে। এই

প্রবেশ ও নির্গমন পথ বাহির করার প্রণালী সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে।

হত্যা অপরাধের তদন্তে মৃতদেহ পাচার পদ্ধতি অনুধাবন বিশেষ রূপে প্রয়োজন। হত্যাকারীর নিজ বাটী বা এলাকায় কাউকে হত্যা করা হলে তবে মৃতদেহ পাচারের প্রয়োজন হয়। এই মৃতদেহ পাচার পদ্ধতি হতে হত্যাকারী বা তার সহকর্ম্মীর সংখ্যা, সুবিধা ও অসুবিধা, পেশা, জাতি প্রভৃতি নিণয় করা সম্ভব। ইতিপূর্ব্বে বিবিধ রূপ মৃতদেহ পাচার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই সম্পর্কে নিম্নে অপর একটী বিবৃতি দেওয়া হলে।

"আমি একজন য়ুরোপীয় পলাতক সৈনিক। আমরা কয়জন অমুক ম্যানসনের ত্রিতল ফ্ল্যাট ভাড়া নিই। নিহত ব্যক্তি ছিল আমাদেরই বিশ্বাসঘাতক সাথী। এইদিন কক্ষের দুইটী রেডিও যন্ত্র উচ্চ শব্দে খুলে দিয়ে তাকে নিকট হতে গুলি করে হত্যা করি। কিন্তু মৃতদেহ লিফ্‌ট্-ম্যানের সম্মুখে লিফ্‌টে নামানো সম্ভব নয়। আমরা মৃতদেহ পুরু বিছানায় জড়িযে বেঁধে গভীর রাত্রে ত্রিতলের কক্ষ হতে নীচের রাস্তার ফুটপাতে ফেলে দিই। এতে শব্দ কম হয়েছিল। সেখানে অপেক্ষমান সাথীরা ঐ বিছানা ট্যাক্সিতে তুলে বহুদূরে এসে নেমে যায়।"

অপরাধ—সিনেমা সংক্রান্ত

বর্ত্তমান কালে সিনেমা মানব সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। আজিকার দিনে সিনেমার তুলনায় রঙ্গমঞ্চ পর্য্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহার জনপ্রিয়তার বহুবিধ কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে যে, ইহা স্বল্প ব্যয়ে মাত্র দুইঘণ্টার মধ্যে মানুষের চিত্তবিনোদ করতে সক্ষম। মানুষের চিত্তবিনোদের প্রয়োজন আছে কিন্তু ইহার

জন্যে কর্ম্মবহুল সমাজের মানুষ অধিক সময় অতিবাহিত করতে আজ অক্ষম। একমাত্র সিনেমা স্বল্প ব্যয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের চিত্ত-বিনোদ করে থাকে। সিনেমার এই জনপ্রিয়তার কারণে ব্যবসায়ী মহল প্রতিদিন অধিক সংখ্যায় ইহাতে আকৃষ্ট হচ্ছে। সিনেমা এমনই এক লাভজনক ব্যবসায় যে জমীদারের স্ত্রী ঘর হতে বেরিয়ে এসে সিনেমায় নেমে স্বামীর জমীদারী নিলামে ক্রয় করতেও সক্ষম। এইরূপ অবস্থায় সিনেমাকে উপলক্ষ্য করে নূতন নূতন অপরাধের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

সিনেমা বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করেছে। যে স্ত্রীর সারাজীবন স্বামী পুত্র পরিজনের সেবায় আত্মনিয়োগ করার কথা, সে আজ স্বাবলম্বী হয়ে সিনেমায় নেমে লক্ষ টাকা উপার্জ্জনের স্বপ্ন দেখে। এই একই কারণে বহু সাহিত্যিক ও শিল্পীও তাদের সাহিত্য সাধনা ও শিল্পচর্চ্চা ছেড়ে আজ সিনেমার দুয়ারে নিজেদের বিকিয়ে দিতে উন্মুখ। এই দিক হতে বিচার করলে সিনেমা সমাজকে যেটুকু দিয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী নিয়েছে। সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বার্থের এতো বেশী ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত থাকে যে একটি উদ্দেশ্য না নিয়ে কেউ কাজে নামে না। এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সংশ্লিষ্ট পক্ষীয় ব্যক্তিরা প্রত্যেকে প্রত্যেকেই ঠকাতে বা মারতে চেষ্টা করে। সিনেমা জগতে চালাক ব্যক্তিকে অতি চালাক ব্যক্তি ঠকিয়ে থাকে, এইখানে বোকা ও অসতর্ক ব্যক্তির স্থান নেই। এইখানে মানুষ রাতারাতি যেমন বড় হতে পারে তেমনি একদিনেই সে সর্ব্বস্বান্তও হয়ে যায়।

সিনেমার ব্যবসায়ে তিনটি পক্ষ থাকে। যথা—প্রযোজক বা প্রোডিউসার, ডিসট্রিবিউটার বা পরিবেশক, ডাইরেক্টর বা পরিচালক,

এ্যাকটর এ্যাকট্রেস বা অভিনেতা অভিনেত্রী, ষ্টুডিওর কর্ত্তৃপক্ষ এবং প্রেক্ষাগৃহের মালিক। সাধারণতঃ উপরোক্ত এক পক্ষ অপর পক্ষকে কারে ফেলে বিবিধ উপায়ে ঠকাবার বা ফাঁসাবার চেষ্টা করে থাকে। কিরূপ ভাবে এই সকল অপরাধ সমূহ সংঘটিত করা হয় তাহা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমি একজন ডিসট্রিবিউটার বা পরিবেশক। অমুক জায়গায় মাত্র ৭৫৲ টাকা ভাড়ায় একটি ঘর নিয়ে আমি অফিস ফেঁদে বসি। একমাত্র কয়েকটী চকচকে ঝকঝকে চেয়ার টেবিল ছাড়া অফিসে কোনও মূল্যবান দ্রব্য আমার নেই। কিন্তু তা সত্বেও সাধারণকে আমি বুঝিয়ে এসেছি যে আমি বহু অর্থের মালিক।

একদিন আমি খবর পেলাম অমুক ধনী যুবক অতি লম্পট হয়ে উঠেছে। একদিন কোনও এক আছিলায় তাকে ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রণ করলাম। ইতিমধ্যে আমি ভিন্ প্রদেশ হতে কয়েকটি মহিলা আর্টিষ্টকেও ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলাম। এই স্বযোগে আমি তাদেরও সেইখানে নিয়ে আসি। তাদের চাকচিক্য দেখে ঐ ধনী যুবক স্বভাবতঃই মুগ্ধ হয়ে উঠলো। একথা ওকথার পর তাকে আড়ালে এনে বললাম, 'এক কাজ করুন না, মশাই। আপনি এই লাইনে নেমে পড়ুন। প্রোডিউসার হিসাবে অর্থ উপার্জ্জন তো করবেন, এ ছাড়া এদেরও ইচ্ছামত কাছে পেতে পারবেন।' ধনী ভদ্রলোক ভাবলো এমনিই তো এতে বহু অর্থ নষ্ট করি, রথ দেখা ও কলা বেচা যদি এক সাথে হয় তো মন্দ কি? ধনী যুবক তৎক্ষণাৎ এই ব্যবসায় অর্থ ঢালতে স্বরু করে দিলে। দেখা শুনার যা কিছু ভার অবশ্য আমার উপরই রইল। মধ্যে মধ্যে দুই একটি নটীর সহিত তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই এবং তারা আমার শিক্ষামত দোঁড়ে মুষে টাকা আদায়

করতে থাকে। এদিকে আমিও সিনেমার স্থটিঙএর অজুহাতে তার নিকট হতে হাজার হাজার টাকা বার করে নিতে স্থরু করি, তাকে এই ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভের লোভ দেখিয়ে। বলা বাহুল্য, যেখানে দশ হাজার টাকায় চলে, সেখানে আমি চল্লিশ হাজার খরচ দেখিয়েছি। ঐ মোহমুগ্ধ ধনী যুবকের টনক নড়ার পর সে দেখতে পেলো যে সিনেমার ফিল্ম সমাপ্তির পথে পৌছুতে তখনও অনেক দেরী।”

এইরূপ সিনেমা সম্পর্কীয় অপরাধ বহু প্রকারের হয়ে থাকে। এই সম্পর্কে নিয়ে অপর একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো।

“আমি একজন সিনেমা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। বহু ভদ্রনারী নটী হবার ইচ্ছায় আমার নিকট ধন্না দেয়। আমি তাদের নিরালা কক্ষে এনে ফিতা দিয়ে তাদের দেহের পরিমাপ নেবার আছিলায় তাদের মধ্যে যৌনবোধের উন্মেষ ঘটাতাম। এই ভাবে বহু নারীকে আমি লোভ দেখিয়ে বশে এনে তাদের সর্ব্বনাশ সাধন করেছি। কিন্তু এমন কয়েকজন নির্ব্বোধ বালিকা আমার নিকটে এসেছে যারা সত্য সত্যই ভালো। তারা কলাবিদ্যার চর্চ্চা করবার জন্য কিংবা স্বাবলম্বিনী হবার জন্য এই লাইনে নামতে চেয়েছে। এদের প্রত্যেককেই আমি বুঝিয়ে এই লাইনে না নামতে উপদেশ দিতাম, এই সকল আগ্রহী নারীগণ আমার কথায় কান দেবে না বুঝেই আমি তাদের এইরূপ উপদেশ দিয়েছি। পৃথক পৃথক ভাবে কাছে এনে তাদের আমি বুঝাতাম যে এই লাইনে কোনও মেয়ে ভালো থাকতে পারে না, অতএব তাদের এইরূপ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু এত কথার পরও তারা নাছোড়বন্দা ভাব দেখালে আমি তাদের বলতাম তা হলে তাদের পক্ষে একজনের সহিতই বসবাস করা ভালো। এইরূপে আমি বহু অসহায়া নারীকে আপন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছি।”

সিনেমা সংক্রান্ত অপরাধ যৌনজ ও অযৌনজ উভয়বিধ উপায়েই সংঘটিত হয়। এমন বহু পরিচালক বা ডাইরেক্টার আছেন যাঁরা যে সকল নটী তাদের আমল দেন না তাঁরা তাঁদেরও কখনও আমল দেন নি। সিনেমা সম্বন্ধীয় যৌনজ অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপরে দুইটী বিবৃতি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এইবার নিম্নে এই সিনেমা সম্পর্কীয় অযৌনজ অপরাধের একটী বিবৃতি মূলক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি একজন সিনেমা সংক্রান্ত ব্যবসায়ের দালাল। নামকরা পরিবেশক ও প্রয়োজকদের সহিত আমার মেলামেশা আছে। আমি সাধারণতঃ ধনী মক্কেলদের ভজিয়ে তাদের খপ্পরে এনে দিয়ে থাকি। আমি খবর পেলাম 'ক' বাবু নামে এক ভদ্রলোকের পিতৃবিয়োগের পর কিছু পৈতৃক অর্থ হাতে এসেছে। একদিন এই 'ক' বাবুর সহিত দেখা করে তাকে বুঝালাম যে তিনি যদি এই লাইনে মাত্র দশহাজার টাকা ফেলে একটী ফিলিমের মাত্র এক তৃতীয়াংশ সমাধা করতে পারেন তা হলে বাকি তিন অংশ ফিলিম তৈরী করার জন্যে প্রয়োজনীয় বক্রি অর্থ আমি আমার এক জানাশুনা পরিবেশকের নিকট হতে অগ্রীম নিতে পারবো। আমি তাকে এ'ও বুঝালাম যে তাকে আমি অন্ততঃ এই থেকে দেড় লাখ টাকা লাভ করিয়ে দেবো। ভদ্রলোক লোভে পড়ে ক্ষেপে ক্ষেপে আমাকে দশ হাজার টাকা প্রদান করার পর আমি তাকে জানালাম যে কোনও কারণে দশ হাজার টাকায় কুলিয়ে উঠা গেলো না, এখুনি আরও দশ হাজার টাকা না দিলে সব মাটী! এইরূপ এক কারে পড়ে গিয়ে ভদ্রলোক স্ত্রীর গহনা বেচে ও বাড়ী বন্ধক দিয়ে আরও দশ হাজার টাকা আমায় এনে দিলে। কিন্তু যখন তাতেও কুলিয়ে উঠলো না, তখন তাকে একজন পরিবেশকের নিকট নিয়ে গিয়ে এই অর্দ্ধ সমাপ্ত ফিলিমটী বাঁধা রেখে তার নিকট হতে বাকী

অর্থ ধার করিয়ে নিই। এই সুযোগে কমিশন স্বরূপ ঐ পরিবেশকের নিকট হতেও আমি কিছু অর্থ আদায় করি। বলা বাহুল্য যে ঐ ভদ্রলোক পরিবেশকের প্রাপ্য টাকা সুদ সহ কোনও দিনই পরিশোধ করতে পারে নি।"

'কারে' ফেলে টাকা আদায় করা সিনেমা লাইনে একটী প্রধান অপরাধ। এমনও দেখা গিয়েছে যে কার্য্য আরম্ভের সময় মাত্র একটী তেলাপোকার প্রয়োজন হওয়ায় উহা আনিয়ে নিতে কুড়িটী টাকা অকারণে খরচ করানো হয়েছে। একটী মাত্র তেলাপোকা অতিশীঘ্র আনাবার জন্যে ট্যাক্সি করে লোক পাঠাতে হয়েছে, অথচ সংশ্লিষ্ট পক্ষীয় কেহ উহা ইতিপূর্ব্বেই আনিয়ে রাখার চিন্তা মাত্রও করেন নি। এইখানে অর্থদাতা তথা অন্নদাতার স্বার্থের কথা চিন্তা না করেই কাজ করা হয়ে থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ অর্থদাতারাও পাকে প্রকারে সাহায্যকারীদের বঞ্চিত করতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। এমন বহু ষ্টুডিওর মালিক আছেন যারা কিছুই নেবেন না, এইরূপ ভাব দেখিয়ে টোপ ফেলে প্রডিউসারদের তাদের ষ্টুডিওটী ব্যবহার করতে দিয়ে থাকে, কিন্তু পরে নির্লজ্জের মত বিরাট বিল পাঠিয়ে উহা অনাদায়ের দায়ে ফিলিমটী শেষ হওয়া মাত্র তাহা আদালতের সাহায্যে আটকে ফেলে। কিন্তু এই ফিলিম গ্রহণের কার্য্যে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও প্রকার উচ্চবাচ্য তারা কম ক্ষেত্রেই করেছেন।

'ব্লাক মানি' আদায় সিনেমা সম্পর্কীয় অপর আর এক উল্লেখযোগ্য অপরাধ। সম্ভবতঃ আয়কর প্রভৃতি ফাঁকি দেওয়ার জন্যই ইহার প্রচলন হয়েছে। কোনও কোনও আর্টিষ্ট যদি দুই হাজার টাকার কন্‌ট্রাক্ট সই করেন, তাহলে তাকে গোপনে সাক্ষ্য না রেখে আরও এক হাজার টাকা দিতে হয়। প্রেক্ষাগৃহের কোনও কোনও মালিকও

ডিসট্রিবিউটারদের নিকটে অনুরূপ ভাবে ব্ল্যাক মানি আদায় করে এসেছেন।

এমন বহু আর্টিষ্টও আছেন যাঁরা কয়েকদিন ছবি তোলার পর হঠাৎ একদিন পারিশ্রমিকরূপে আরও অর্থ দাবী করে বসেন। এবং এই অর্থ তাকে না দেওয়া হলে তিনি গরহাজির হতে স্বরু করে দেন। এদিকে কয়েকটী ছবি উঠানোর পর তাঁর ভূমিকায় অপর এক ব্যক্তিকে নামানোও সম্ভব নয়। অগত্যা বাধ্য হয়ে প্রোডিউসারকে তার দাবী অনুযায়ী অর্থ প্রদান করতে হয়েছে।

[এই সম্পর্কে কেবলমাত্র মন্দলোকের কথাই বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে সিনেমা লাইনে অধিকাংশ ব্যক্তিই সৎ সাধু; এবং তাদের উদ্দেশ্য মহৎ।]

অপতদন্ত—আইনানুসরণ

কয়েকটী অপরাধের তদন্তে আইনানুসরণ বিশেষ রূপে প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আইনের ধারার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধের কথা বলা যেতে পারে। এই অপরাধের ধারার মূল কথা হচ্ছে 'গচ্ছিত দ্রব্যের আত্মসাৎ' এইখানে প্রমাণ করতে হবে, যথা, (১) ঐ দ্রব্য গচ্ছিত রাখা হয়েছিল এবং (২) উহার উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

প্রথম বিষয়টী প্রমাণ করবার জন্যে এমন সকল ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণ করতে হবে যাদের সম্মুখে অপরাধী ফরিয়াদীর নিকট হতে ঐ দ্রব্য গ্রহণ করেছিল। এই সময় উহাদের মধ্যে কি কি কথাবার্ত্তা হয়েছিল

তা'ও লিপিবদ্ধ করা দরকার। এছাড়া ফরিয়াদীর ব্যক্তিগত বা তার কার্য্যের খাতাপত্রে এই বিষয় কোনও কিছু লেখা আছে কি'না তা'ও জানতে হবে। বহুক্ষেত্রে এইসব খাতাপত্রে বা রসিদ প্রভৃতিতে আসামীর সহিও থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে এই সকল নথীপত্র আমানত রূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিষয়টী প্রমাণ করার জন্যে তদন্তকারী অফিসারকে অবগত কর্তে হবে ঐ দ্রব্য বা অর্থ সে প্রকৃতপক্ষে আত্মসাৎ করেছে কি'না? যদি ঐ দ্রব্য চুরি গিয়ে থাকে কিংবা তার অনিচ্ছাকৃত ভাবে উহা বিনষ্ট হয়ে থাকে, তা' হলে এই ধারায় মামলা চলবে না। যদি ঐ দ্রব্য আসামী বিনানুমতিতে কোথায়ও বিক্রয় করে থাকে তা হলে উহার বিক্রয় সম্পর্কীয় নথিপত্র বা সাক্ষ্য সাবুত সংগ্রহ করতে হবে। মেরামতের জন্য শকট গ্রহণ করে যদি কেহ পরিজন সহ ঐ গাড়ীতে ঘুরে বেড়ায় বা উহা ভাড়া খাটায়, তা হলে এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি এবং অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা এই একই অপরাধ প্রমাণ করা যায়। কোনও দ্রব্যের ভার গ্রহণ করে যদি কেহ উহা অস্বীকার করে তা হলে তার এই অস্বীকৃতি এই সম্পর্কে প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি সে বলে যে উহা ফিরিয়ে দিতে দেরী হবে তা হলে এই ধারানুসারে মামলা চলে না; অবশ্য যদি তার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রমাণ করা যায়, তা হলে সে কথা স্বতন্ত্র।

এই জাতীয় অপরাধের মধ্যে প্রবঞ্চনা একটী অন্যতম অপরাধ। এই অপরাধের ধারা মতে প্রমাণ করতে হবে যে মিথ্যা কথা বলে বা ভুল বুঝিয়ে অপরাধী ফরিয়াদীকে কোনও একটী বিষয় বিশ্বাস করিয়ে তাকে কোনও এক দ্রব্য প্রদান করতে বা কোনও এক কার্য্য করতে রাজী করিয়েছে। এই জন্য প্রথমেই অবগত হতে হবে কিরূপ উপায়ে কি কি কথা বলে আসামী ফরিয়াদীকে কোন কোন বিষয় বিশ্বাস করিয়েছিল।

এইরূপ লেন দেন বা কথাবার্ত্তা করে, কোথায় এবং কার কার সম্মুখে সমাধা হয়েছে। এই বিষয়ে কোনও আমানত প্রাপ্ত হলে উহা ত্বরায় গ্রহণ করা উচিত। এর পর অবগত হতে হবে কি দ্রব্য প্রদান করা হয়েছে বা কি কার্য্য করা হয়েছে। সম্ভব হলে ঐ সব দ্রব্য উদ্ধার করা উচিত। প্রবঞ্চনা অপরাধের তদন্তে দ্রব্য উদ্ধারার্থে আদালত হতে তল্লাসী-পরোয়ানা লওয়া হয়ে থাকে।

যৌনজ অপরাধ সমূহের তদন্তে সংশ্লিষ্ট নারী বা বালিকার বয়স সম্পর্কে ডাক্তারী মত সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ; কারণ এই সম্পর্কীয় আইনের বহু ধারায় বয়স নিরূপণের উপর মামলা নির্ভর করে। অপর দিকে চোরাই মাল গ্রহণের মামলার ধারা মতে প্রথমেই প্রমাণ করতে হবে যে ঐ দ্রব্য প্রকৃতপক্ষে কাহারও অধিকার হতে চুরি গিয়েছে। এই সম্পর্কে ঐ মূল মামলার নথিপত্র ও ফরিয়াদীর বিবৃতির প্রয়োজন আছে। তহবিল তছরূপ এই জাতীয় অপর একটী অপরাধ। এই জাতীয় অপরাধে হিসাব বহি প্রভৃতি পরীক্ষার জন্মে প্রথমেই হেপাজতে নেওয়া উচিত।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটী মামলার তদন্তে তদন্তকারী রক্ষীর উচিত ঐ মামলা সংক্রান্ত আইনের ধারাটি ভালো করে উপলব্ধি করা ; এবং ঐ ধারা মতে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য সাবুত সাবধানে সংগ্রহ করা। এছাড়া তদন্ত সম্পর্কীয় প্রতিটী কার্য্য দেশের প্রচলিত আইন সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। আইন প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহারও তদন্ত কার্য্যে বাঞ্ছনীয় নয়।

অপরাধ—ভারসাম্য সম্পর্কে

প্রকৃতির ভারসাম্য যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে বিনষ্ট করে তারা খুনীর চেয়েও অপরাধী। কারণ ভারসাম্যের অভাবে শস্য-শ্যামল দেশ যে কোনও দিন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে—পৃথিবীর প্রতিটী জীব পরোক্ষভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ দ্বারা এই ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। প্রকৃতির এই ভারসাম্যের জন্মে অরণ্য যেমন জনপদকে গ্রাস করতে পারে নি, অপর দিকে তেমনি জনপদের প্রয়োজনে ইহা অরণ্যকেও রক্ষা করে এসেছে। অরণ্য যাতে দ্রুত না বেড়ে যেতে পারে তজ্জন্ম

হরিণ ছাগল প্রভৃতি জীব বনে বিচরণ করে। এরা কেবলমাত্র বৃক্ষাদির পত্র খায় না উদ্ভিদের অঙ্কুরও এরা ভক্ষণ করে থাকে। এই ভাবে এরা অরণ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে উহাকে একটী স্থানেই আবদ্ধ রাখতে সক্ষম, কিন্তু উহাদের বংশ অত্যধিক রূপে বেড়ে গেলে কালে মহা অরণ্যেরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা কমানোর জন্যে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাও এই একই অরণ্যে বাস করে থাকে। এইভাবে এরা এদের সমবেত চেষ্টায় এই অরণ্যকে বাড়তে বা কমতে দেয় না। অরণ্য যদি আদপেই না থাকে তা হলে জলীয় পদার্থের সংরক্ষণ হয় না। এবং এর ফলে চাষবাস প্রভৃতির সবিশেষ ক্ষতি ঘটে এবং কালক্রমে দেশ মরুভূমিতে পরিণত হয়। এই কারণে কোনও জনপদও উহার সন্নিহিত স্থানে পড়ে উঠতে পারে নি ; অধিকন্তু সভ্যতার অগ্রগতিও বনানীর অভাবে ব্যাহত হয়েছে। অপরদিকে এই ছাগল হরিণ প্রভৃতিও সভ্যসমাজের এক অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। বনানীর অভাবে ইহারা বিনষ্ট হয়ে যাবে তাহা কাহারও কাম্য নয়। এই কারণে কেহ যদি অতিমাত্রায় শিকার প্রভৃতির দ্বারা ব্যাঘ্রকুলকে একেবারে কোনও বনানী হতে উৎখাত করতে সচেষ্ট হন তা হলে তারা প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট করার অপরাধে অপরাধী হবেন। এ'ছাড়া কীটপতঙ্গ পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা উদ্ভিদের বংশরক্ষা সম্ভব হয়ে থাকে। বহু রোগবাহী ও শস্য নষ্টকারী পতঙ্গদের পক্ষীরা ভক্ষণও করে থাকে। এইরূপ নানা উপায়ে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটী জীব তাদের জীবনের দ্বারা প্রকৃতির প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। যে সকল শিকারী জননকালে এই সকল জীবকে হত্যা করে এদের বংশলোপের কারণ ঘটায় তাদের অপরাধ ক্ষমারও অযোগ্য। অনুরূপ ভাবে যারা অতিমাত্রায় নকুল বধ করেন তারা দেশের সর্পভীতির বর্দ্ধন ঘটায় মাত্র।

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যারা অকারণে ভারসাম্য নষ্ট করে যুদ্ধ বাধায় তারাও এই শ্রেণীর অপরাধ করে থাকে।

পরিশিষ্ট

"বেনামী পত্র বা উড়ো চিঠি" শীর্ষক পরিচ্ছেদে কয়েকটী বেনামী পত্রের নকল উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক্ষণে এই সম্পর্কে আরও কয়েকটী বেনামী পত্রের নকল উদ্ধৃত করা হলো। ঐ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত রীতি নীতি অনুসরণ করে এই পত্র কয়েকখানির লেখকদের আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল।

দৈববাণী ! দৈববাণী ! দৈববাণী !

"আমার নাম ওঙ্কারনাথ দেব। আমি ত্রিভুবনের সমস্ত দেবতাদের আজ্ঞাবহ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। দেবতারা আমায় যখন ডাক দেন এবং আদেশ দেন আমি তদনুরূপ পত্র দ্বারা প্রচার করিয়া থাকি। ৺কালীঘাটের কালীমাতার আদেশে আমি পত্র প্রচার করিলাম। তাঁদের আদেশ এই যে, তুমি আগামী রবিবার দিন অতি অবশ্য অবশ্য ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা শ্রীমান দুঃখীরাম স্বামীকে দান করিবা কালীমাতার মন্দিরে; হয়তো স্বপ্নেও তোমাকে আদেশ করিতে পারেন। দুঃখীরাম একজন বিশেষ ভদ্রলোক এবং মাতৃভক্ত। ৺কালীমাতা তার গানে ও ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া ওকে স্বপ্নে আদেশ দিয়াছেন—বলে এখানে এসেছে। দেখিও যেন দান করিতে ভুল না হয়। যদি তাঁহার আদেশ অমান্য কর তবে ধনে-প্রাণে বিনাশ হইবে। ৺কালীমাতা যাহাতে কোপ প্রদান না করেন সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবা। এই সেদিন এক ভদ্রলোকের দুইটী ছেলে মারা গেল। ৺জগন্নাথদেবের আদেশ ছিল, ভদ্রলোকটী কোটী কোটী টাকার মালিক ছিল। কিন্তু এখন সে রাস্তার পাগল। সময় নাই। বহুদূরে যাইতে হইবে। কালীমন্দিরে পুরোহিতের বসিবার স্থানে মধ্যমণ্ডপে ধ্যানে মগ্ন খয়রা রংএর চাদর গায় কৃশ ও রোগগ্রস্ত লোক। বেলা ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত।"

উপরের এই পত্র পড়ে দুর্ব্বলাচিত্তা বিশ্বাসী ও ভক্তিমতী কোনও নারীর পক্ষে ইহা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে, স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব নয়। এইজন্য এই পত্রখানি বিধবা এক ধনী মহিলাকে লেখা হয়েছিল।

জুয়াচোর! বদমাস! প্রতারক! লম্পট!

"এবার তোমরা সকলে ধরা পড়বে। রায়সাহেব অমূক রায়কে তোমার বিপক্ষে মোক্তার দিয়েছে ও অমূক সেন তাকে চালাবে। অমূক রায় তোমার সকল ব্যাপার জানে। সে তোমার যম। এবার তোমার পাপের শাস্তি হবে। তোমার ঘরের সকল কথা কোর্টে বাহির হবে। হাকিমের বাড়ীওয়ালার সহিত খাতির করেছো, কিছু হবে না। হাকিম ন্যায়বাদী। এবার তোমার শেষ। ইতি—তোমার পিড়ীত পারপর্শ্বী।"

উপরে পত্রের ভুল বানান ইত্যাদি এবং কাহার পক্ষে এতো খবর রাখা সম্ভব তা অনুধাবন করে পত্রের হোতা কে তা জানা গিয়েছিল।

"চক্কোত্তি! এইবার তুমি মলে, তোমাকে আমি শেষ করে দেবো। তুই ভাবছস কি? তোর ঘরেও সোমত্ত মানুষ আছে। এখন বুঝছস তো। ওরে হালার পো হালা, কালই রগড় দেখবী।"

উপরের বেনামী পত্রটী বাটীর এমন এক স্থানে লাগানো ছিল যেখানে বাহিরের পক্ষে কাহারও আসা কঠিন ছিল। এই পত্রটী একটী বিশেষ শ্রেণীর কাগজে বড় বড় হরপে কলমের পিছন দিয়ে লেখা হয়। এই সকল বিষয় ও পত্রের বিষয়বস্তু ও বানান ভুল ও মিশ্র ভাষা হতে পত্রের হোতাকে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬